বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
ঢাকা।

নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ		বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ - ১	:	উপক্রমণিকা	১-৫
পরিচ্ছেদ - ২	:	নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ	৬-৭
পরিচ্ছেদ - ৩	:	ভোটার তালিকা	৮
পরিচ্ছেদ - ৪	:	নির্বাচনী সময়সূচী	৯-১০
পরিচ্ছেদ - ৫	:	রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ এবং দায়িত্ব	১১-১২
পরিচ্ছেদ - ৬	:	মনোনয়নপত্র দাখিল এবং বাছাই	১৩-১৪
পরিচ্ছেদ - ৭	:	প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫-১৭
পরিচ্ছেদ - ৮	:	প্রতীক বরাদ্দ এবং সংরক্ষণ	১৮-১৯
পরিচ্ছেদ - ৯	:	ভোটকেন্দ্র স্থাপন	২০-২১
পরিচ্ছেদ - ১০	:	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ	২২-২৩
পরিচ্ছেদ - ১১	:	নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	২৪-২৬
পরিচ্ছেদ - ১২	:	নির্বাচনী সংক্রান্ত প্রচারণা কার্যক্রম	২৭-৩০
পরিচ্ছেদ - ১৩	:	রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য আচরণ বিধি	৩১
পরিচ্ছেদ - ১৪	:	প্রচলিত নির্বাচনী আইন/বিধি/সংশোধন ও নূতন আইন/বিধি/নির্দেশাবলী প্রণয়ন	৩২-৩৪
পরিচ্ছেদ - ১৫	:	নির্বাচনী ব্যয় বরাদ্দ ও অর্থ মঞ্জুরী	৩৫-৩৭
পরিচ্ছেদ - ১৬	:	ভোটগ্রহণ পর্ব	৩৮-৪২
পরিচ্ছেদ - ১৭	:	ভোট গণনা	৪৩-৪৪
পরিচ্ছেদ - ১৮	:	প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন	৪৫-৪৬
পরিচ্ছেদ - ১৯	:	সরকারী ফলাফল একীভূতকরণ ও ঘোষণা প্রদান	৪৭-৫২
পরিচ্ছেদ - ২০	:	নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ	৫৩
পরিচ্ছেদ - ২১	:	নির্বাচনী ট্রাইবুনাল	৫৪-৫৫
পরিচ্ছেদ - ২৩	:	উপ-নির্বাচন	৫৯-৬১
পরিচ্ছেদ - ২৪	:	উপসংহার	৬২-৬৩
পরিচ্ছেদ - ২৫	:	সংক্ষেপে বিভিন্ন তথ্যাবলী	৬৪-৬৮
পরিশিষ্ট ১-৫৪	:		৬৯-৪৮৯

পরিচ্ছেদ—১

উপক্রমণিকা

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে সংবিধানে (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) দ্বারা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির অধীনে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা রহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে The Second Proclamation (Fifth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) দ্বারা ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে অন্যান্য বিধানাবলীর সহিত জনগণের মৌলিক মানবাধিকার বলবৎকরণ এবং রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অধীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন সংসদ-সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি) ২০৭টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি এবং মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ ২০টি আসন লাভ করে, অবশিষ্ট ৩৪টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ এবং ১৮টি আসন লাভ করে অন্যান্য রাজনৈতিক দল।

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে লেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান, বি, ইউ, পি, এস, পি ৩০শে মে, ১৯৮১ তারিখে দুঃখজনকভাবে নিহত হইবার পর উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫-১১-৮১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ক্ষমতায় আসেন। ঐ দিন অপরাহ্নে লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা দেন যে, ১৯৮৪ সালের ২৫শে নভেম্বর জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় ঘোষণা মোতাবেক উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। অবশেষে জাতীয় সংসদের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ৭ই মে। এই নির্বাচনে প্রধান দুইটি রাজনৈতিক জোটের মধ্যে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে। অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি লাভ করে ১৫৩টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৭৬টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১০টি। অবশিষ্ট ৬১টি আসনের মধ্যে ৩২টি লাভ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল লাভ করে ২৯টি আসন। কিন্তু এই সংসদ পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য গঠিত হইলেও ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উহা ভাংগিয়া দেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ৩(খ) দফার বিধান অনুসারে সংসদ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রধান ২টি রাজনৈতিক জোট (শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট) এই নির্বাচন বয়কট করে। তবে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি, জাসদ নেতা জনাব আঃ সঃ মঃ আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল ও ২১৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন, সম্মিলিত বিরোধীদল (কপ) ১৯টি আসন, জাসদ (শাজাহান সিরাজ) ৩টি আসন, ফ্রিডম পার্টি ২টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ২৫টি আসন লাভ করেন।

৩। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায়, এই নির্বাচনের ফলাফল দেশের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বরং লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, ছাত্র সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন পেশার লোকজন হরতাল ও বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী উত্থাপন করেন। এই দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে হরতাল ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয় এবং বেশ কিছু লোকও হতাহত হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার ২৭শে নভেম্বর, ১৯৯০ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। কিন্তু বিক্ষোভ ও আন্দোলন ক্রমান্বয়ে এত তীব্রতর রূপ ধারণ করে যে, ফলস্বরূপ ১৯৯০ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কিছু শর্ত সাপেক্ষে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, একই তারিখে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্ততঃ পনর দিন পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াও তিনি আশ্বাস দেন।

৪। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে। লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীর প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন এক গণ অভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায়, ১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করে। রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার সংগে সংগে তিনি ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভাংগিয়া দেন ও সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানান এবং ঐ দিন অপরাহ্নে তিনি প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদকে নূতন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করাইয়া নিজে পদত্যাগ করেন। অতঃপর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ ঐ দিনেই (৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৫। বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানকল্পে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯০/৯ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং তারিখে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন। ফলে বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুর রউফকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং বিচারপতি সৈয়দ মিছবাহ উদ্দিন হোসেন ও বিচারপতি জনাব নঈম উদ্দিন আহমদকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করিয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর (শুক্রবার রাত্রে) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘোষণা দেয় যে, ১৯৯১ সালের ২রা মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন শীঘ্রই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবে।

৬। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্ন বর্ণিত সময় সূচী ঘোষণা করে :—

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ।	:	১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং ২৬শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১২ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং ২৮শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং ৭ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ	:	২রা মার্চ, ১৯৯১ ইং ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং।

উপরি উল্লেখিত তফশীল মোতাবেক ভোট গ্রহণের জন্য ২রা মার্চ, ১৯৯১ তারিখ নির্ধারিত হইলেও ঐ তারিখে পবিত্র শব-ই-বরাত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় ১৯৯০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ২রা মার্চ, ১৯৯১/১৭ই ফাল্গুন ১৩৯৭ বাং তারিখের পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং তারিখে এবং রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের দাবীর প্রেক্ষিতে ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে মনোনয়নপত্র দাখিল এবং বাছাইয়ের তারিখ পূর্ব নির্ধারিত তারিখের পরিবর্তে যথাক্রমে ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৯শে পৌষ, ১৩৯৭ এবং ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯১/৩০শে পৌষ, ১৩৯৭ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করে। কেবলমাত্র প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ অপরিবর্তিত থাকে এবং পুনঃনির্ধারিত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং তারিখে জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৭। জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অধ্যাদেশ নং-৪, ১৯৯১ এর মাধ্যমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধিত ৪৪ এএ(১) ধারায় প্রার্থী কর্তৃক কমিশন ও রিটার্নিং অফিসারের নিকট খরচের সম্ভাব্য উৎস নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ঐ আদেশের ৪৪বি (২) (৩) ধারায় নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকায় ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের সীমা ৫ হাজার টাকায় সীমিত রাখা হয় এবং ৪৪সি ধারায় প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী খরচের হিসাব প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশ হইবার দিন হইতে পূর্ব নির্ধারিত ৬৫ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করার বিধান রাখা হয়। ইহা ছাড়া, নির্বাচনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাহাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে যত্নবান করার জন্য তাহাদিগকে নির্বাচন কমিশনের আওতায় আনা হয় এবং এই লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৯০ জারী করা হয় (পরিশিষ্ট-১)। এই অধ্যাদেশের ৫ ধারার (১) উপ-ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, কোন নির্বাচনী কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করিলে বা ইহার অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত রূপ অসদাচরণ তাঁহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। উক্ত ধারার ৩ উপ-ধারায় আরও উল্লেখ রহিয়াছে যে কোন নির্বাচনী কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে, তাঁহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাঁহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

৮। নির্বাচনী কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন ১৯৯০ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা মহানগরীর ৮টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ২টি আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার জন্য ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২ ও খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ) এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৬৪ জন জেলা প্রশাসকসহ মোট ৬৭ জন রিটার্নিং অফিসার, ১ জন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ১০ জন জেলা নির্বাচন অফিসার, ৪৬০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ১ জন থানা শিক্ষা অফিসারসহ মোট ৪৭২ জন কর্মকর্তাকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেন। ইহা ছাড়াও সরকারী, আধাসরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ২৪,১৫৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রিজাইডিং অফিসার, ১,১২,২৭৭ জনকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং ২,২৪,৫৫৪ জনকে পোলিং অফিসার হিসাবে রিটার্নিং অফিসারগণ নিয়োগদান করেন। যাহাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারেন তাহা নিশ্চিতকরণের জন্য নির্বাচন কমিশন তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইহা ছাড়াও প্রার্থীগণ কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টগণকে স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ রাখার জন্য নির্দেশাবলী প্রণয়ন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে নির্বাচনী কাজের সহিত সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন।

৯। ইহা ব্যতীত নির্বাচনী প্রচারণাকালে যাহাতে কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও তাহাদের মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক অনুসরণযোগ্য একটি আচরণ বিধি সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়ন করে এবং তাহা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার ব্যাপারে এই আচরণ বিধি বিশেষ অবদান রাখে।

১০। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্ব শর্ত হইতেছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন যথোপযুক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টসকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের দিন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আয়ত্বে রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পুলিশ আনসার, বিডিআর এর সদস্য ছাড়াও সেনা ও নৌ বাহিনীর সদস্যদেরকেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিডিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ ভ্রাম্যমান ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে কাজ করেন। নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কমিশনারদিগকে সরকার এক অবাধ্যের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পন করে।

১১। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে নির্বাচনোপযোগী শান্তি-শৃঙ্খলা পরিবেশ বজায় রাখাসহ সর্ব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করে। নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষণার পর হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত টেলিভিশন ও রেডিওর সকল কক্ষ হইতে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত শ্লোগান প্রচার করা হয়। এই সকল শ্লোগানমালার মাধ্যমে নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, সকল ধরণের সন্ত্রাসী ও অবৈধ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকা এবং ভোটারগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রচার করা হয়। রেডিও, টেলিভিশন তাহাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমেও নির্বাচন সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইহা ছাড়াও, বিভিন্ন ধরণের পোষ্টারের মাধ্যমেও নির্বাচনে সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলা, কিভাবে ভোট প্রদান করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় তুলিয়া ধরা হয়। স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করিয়া টেলিভিশন এবং সিনেমা হলে নিয়মিত প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্বাচন উপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাসহ ভোটারদের নির্বাচন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনগণকে নির্বাচন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এই সকল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়।

১২। নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রাক্কালে ২৭-১-৯১ ইং হইতে ১৮-২-৯১ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁহার সহকর্মী নির্বাচন কমিশনারদ্বয়, সচিব এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাসহ ময়মনসিংহ, যশোর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের সকল জেলার নির্বাচনের সহিত জড়িত সকল কর্মকর্তার সহিত মিলিত হন এবং তাহাদের সহিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি তাহাদিগকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। ঐ সকল স্থানে তিনি স্থানীয় বারের সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাহাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

১৩। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁহার সরকারের দৃঢ় সংকল্প পুনঃ ব্যক্ত করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং রাত্রে রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি তাঁহার ভাষণে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা কামনা করেন। নির্বাচন কাজে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিরপেক্ষভাবে নির্ভয়ে তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তিনি আহবান জানান। এই প্রসংগে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মর্মে সতর্ক করিয়াদেন যে কেহ কর্তব্য পালনে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ঐ একই তারিখ রাত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফও রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সকল প্রার্থী, রাজনৈতিক জোট/দল, তাহাদের সমর্থক এবং সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি নির্বাচনের সহিত জড়িত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে তাহারা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক কর্মব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থতা বা সিদ্ধান্তহীনতা ও কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

১৪। দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মোট ২৯৮টি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার একটি (নির্বাচনী এলাকা নং-১৭৮ মুন্সিগঞ্জ-৩) এবং কুষ্টিয়া জেলার একটি (নির্বাচনী

এলাকা নং-৭৬ কুষ্টিয়া-২) অর্থাৎ ২টি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীর মৃত্যু জনিত কারণে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচনী এলাকা ১৭৮ মুন্সিগঞ্জ-৩ এর নির্বাচন ১৪-৩-১৯৯১/ ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ তারিখে এবং নির্বাচনী এলাকা ৭৬ কুষ্টিয়া-২ এর নির্বাচন ২৮-৩-১৯৯১/১৩ই চৈত্র, ১৩৯৭ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৭৫টি রাজনৈতিক জোট ও দলের মোট ২,৩৬৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন। ইহার মধ্যে ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন ভোটার নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনে ভোটারের অংশগ্রহণের হার ছিল ৫৫.৪৫%। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পরই রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে টেলিফোনের মাধ্যমে বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করা হয় এবং ফলাফল পাওয়ার পর পরই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক স্থাপিত অস্থায়ী ষ্টুডিও হইতে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এতদভিন্ন প্রাপ্ত ফলাফল প্রচারের জন্য অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমকে ও সরবরাহ করা হয়।

১৫। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে কেবল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাহারা ১৪০টি আসন লাভ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৮৮টি আসন লাভ করেন। জাতীয় পার্টি ৩৫ আসন, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ৫টি আসন (বাকশাল) বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ৫টি আসন, ইসলামী ঐক্য জোট ১টি আসন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১টি আসন (ন্যাপ মোজাফফর), গণতন্ত্রী পার্টি ১টি আসন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন ডি পি) ১টি আসন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (শাহজাহান সিরাজ) ১টি আসন লাভ করেন। অতঃপর ২৯৮টি নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম এবং ঠিকানা ১৯৯১ সালের ৬ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় এবং অপর দুইটি নির্বাচনী এলাকা অর্থাৎ নির্বাচনী এলাকা নং ১৭৮ মুন্সিগঞ্জ-৩ এবং নির্বাচনী এলাকা ৭৬ কুষ্টিয়া-২ এর নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম এবং ঠিকানা যথাক্রমে ১৬ই মার্চ, ১৯৯১/১লা চৈত্র, ১৩৯৭ এবং ২৯শে মার্চ, ১৯৯১/১৪ই চৈত্র, ১৩৯৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

১৬। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমনওয়েলথ, সার্ক, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনষ্টিটিউট পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। নির্বাচন চলাকালে তাহারা বিভিন্ন জেলার ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে হইয়াছে বলিয়া তাহারা অভিমত ব্যক্ত করেন। ইহা ছাড়া, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য তাহাদের কতিপয় মানবাধিকার কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া নির্বাচনের দিন ৪০টি নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণ পর্ব পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এই কর্মীগণ প্রায় ৪০০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ৪০০০ লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাহাদের মতেও নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের নিকট সাক্ষাৎদানকারী প্রায় সকল ভোটারই একই মত ব্যক্ত করেন। দেশের সংবাদপত্র এবং সর্বস্তরের জনগণও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহার মান সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

পরিচ্ছেদ—২

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ

মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯৯০ সনের ১৪ই ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করেন ১৯৯১ সালের ২রা মার্চ। তবে ২রা মার্চ পবিত্র শবে বরাত হইবার সম্ভাবনা ছিল বিধায় পরবর্তীকালে ভোটগ্রহণের তারিখ ২রা মার্চের পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পুনর্নির্ধারণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ (২) অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্যের জন্য ৩০০টি একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের বিধান রহিয়াছে এবং সংবিধানের ১১৯(১) (গ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা সংবিধান ও আইনানুযায়ী নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৮(১) (খ) ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের বিধান থাকিলেও সাংবিধানিক প্রয়োজনে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, তাই সীমানা নির্ধারণের মত সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ একটি কাজ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না বিধায় ১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিয়া যে চূড়ান্ত তালিকা গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, উহার ভিত্তিতেই কমিশন ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২। কিন্তু ১৯৮৪ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পর দেশের বেশ কয়েকটি জেলা/উপজেলা/থানা ও অন্যান্য প্রশাসনিক এলাকার সীমানা সরকার কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ফলে কোন কোন জায়গা এক জেলা/প্রশাসনিক এলাকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্য জেলা/প্রশাসনিক এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। ইহার প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সনের প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনী এলাকার অধিক্ষেত্রের বিবরণীতে কিছু কিছু সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৭৬ সনের সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার সীমানায় কোনরূপ সংশোধনী আনয়নের বিধান না থাকায় ১৯৯০ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সরকার নির্বাচনী এলাকা সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশে ১৯৮৪ সনের ২০শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত সীমানা ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এলাকা হিসাবে বহাল রাখা হয় এবং উক্ত তারিখের পর সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, মৌজার নাম ও পরিধির কোনরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকিলেও ১৯৯১ সনের নির্বাচনের জন্য উহাতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে (পরিশিষ্ট-২)। কিন্তু ১৯৮৪ সনের তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকার সীমানা অপরিবর্তিত রাখিবার ফলে এবং নিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থানা স্থানান্তরের কারণে নিম্নরূপ দুইটি আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার নামকরণ করা হয়। যেমন:—

(ক) ১৩২ বাকেরগঞ্জ—পিরোজপুর

(খ) ১৬০ ময়মনসিংহ—নেত্রকোনা।

৪। উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার বিভাগওয়ারী বিভক্তি নিম্নরূপ:—

(ক) ঢাকা.....৯০

(খ) চট্টগ্রাম.....৭৮

(গ) রাজশাহী.....৭২

(ঘ) খুলনা.....৬০

৩০০

এই নির্বাচনী এলাকাগুলির মধ্যে আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা–২টি, জেলাভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ৩টি, ১ একক উপজেলা/থানা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ৮৩টি, একক থানাভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ১টি ২ একাধিক উপজেলা/থানা বা একাধিক উপজেলার/থানার অংশ লইয়া গঠিত নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ২১১টি।

৫। নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের নীতিমালা ৩ অনুযায়ী প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা, সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের অবস্থান, সংলগ্নতা, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একক নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের বিধান থাকা সত্বেও ১৯৮৪ সনের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকার সীমানা সরকার কর্তৃক পুনঃ নির্ধারণ করা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৯৮৪ সনে বিদ্যমান প্রশাসনিক এলাকা লইয়া গঠিত নির্বাচনী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলিতে এক একটি আসন গণ্য করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

পাদটীকা :–

(১) পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাংগামাটি, পার্বত্য বান্দরবান।

(২) বাসবাগ, ঢাকা।

(৩) নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ-১৯৭৬ (অধ্যাদেশ নং XV-১৯৭৬)।

পরিচ্ছেদ—৩

ভোটার তালিকা

নির্বাচনে ভোটার তালিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভুলভাবে প্রণীত ভোটার তালিকার উপর নির্ভরশীল। কোন একটি নির্বাচিত সংস্থা কেবল তখনই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র লাভ করিতে পারে যদি ইহা নির্ভুল-ভাবে প্রণীত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। তাই, নির্বাচন কমিশন নির্ভুলভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নে সচেষ্ট এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক নির্ভুলভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকে। ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এ ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কিত বিধানসমূহ বিবৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যাদেশের ধারাসমূহ অনুসরণে প্রত্যেক ভোটার এলাকা/নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটার তালিকা প্রণীত হয় এবং এইভাবে ভোটার তালিকা অনুসারে নির্বাচন কমিশন সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে।

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ সালে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে। ঐ একই অধ্যাদেশের ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী এই ভোটার তালিকা হাল-নাগাদ করার ব্যবস্থা আছে এবং ইহা অনুসরণে জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন পর্যন্ত যাহারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য তাহাদিগকে ভোটার তালিকাভুক্ত করিয়া ভোটার তালিকা হাল-নাগাদ করা হয়। এই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে দেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর ১০ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে তাহার নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করে রিটার্নিং অফিসারগণও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারগণকে তাহাদের সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের জন্য ভোটারদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন ১৯৯১ এর-ভোট গ্রহণের পূর্ব দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল মোট ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন। তন্মধ্যে মোট পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন এবং মোট মহিলা ভোটা-রের সংখ্যা ছিল ২,৯১,৪০,৯৮৬ জন। নির্বাচনী এলাকা, জেলা এবং বিভাগভিত্তিক পুরুষ-মহিলা ও সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা পরিশিষ্ট ৩-এ দেখান হইল।

পরিচ্ছেদ—৪

নির্বাচনী সময়সূচী

১৯৯০ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করেন। ইহার পূর্বে জনদাবী অনুযায়ী তিনি একই তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক চতুর্থ জাতীয় সংসদ ভাংগিয়া দেন। প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ ৬-১২-৯০ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় বংগভবনে রাজনৈতিক দলগুলির এক সমাবেশে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন এবং এই ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২। সংবিধানের ১২৩(৩) (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে জাতীয় সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী অনুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। এই বিধান অনুযায়ী ৫-৩-৯২ তারিখ ছিল নির্ধারিত ৯০ দিন উত্তীর্ণ হইবার সর্বশেষ সময়সীমা। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের (পরিশিষ্ট-৪) মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণের প্রতি আহবান জানান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নরূপ সময়সূচী ঘোষণা করে:—

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	২৬শে পৌষ, ১৩৯৭ বাংলা/ (বৃহস্পতিবার) ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:	২৮শে পৌষ, ১৩৯৭ বাংলা ১২ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং (শনিবার)
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	৭ই মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা/(সোমবার) ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ:	১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা ২রা মার্চ, ১৯৯১ ইং (শনিবার)

৩। এই ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ২রা মার্চ, ১৯৯১ তারিখে পবিত্র শবেবরাত হইবার সম্ভাবনা থাকায় নির্বাচন কমিশন ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে জারীকৃত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পূর্ব ঘোষিত সময়সূচী পুনর্বিবেচনা করেন এবং ভোটগ্রহণের তারিখ ২রা মার্চের পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ধার্য করেন। তবে মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থীগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ অপরিবর্তিত রাখা হয়। (পরিশিষ্ট-৪ ক)।

৪। কিন্তু প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ আরও পিছাইবার আবেদন জানান। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল পুনর্বিবেচনা করেন এবং উহাতে আংশিক পরিবর্তন করা হয়। ফলে নির্বাচনী সময়সূচী নিম্নরূপ চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হয়:—

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	২৯শে পৌষ, ১৩৯৭ বাংলা ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১ ইং (রবিবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:	৩০শে পৌষ, ১৩৯৭ বাংলা ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং (সোমবার)
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	৭ই মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং (সোমবার)
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ:	১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং (বুধবার)।

কমিশন কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত এই সময়সূচীতে কেবলমাত্র মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই এবং ভোট গ্রহণের তারিখই পরিবর্তন করা হয়। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন পূর্বঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকে।

৫। কিন্তু উপরি-উক্ত সময়সূচী অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর নির্বাচনী এলাকা নম্বর ২৯ গাইবান্ধা-১, ৭৬ কুষ্টিয়া-২ এবং ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩-এর ৩ (তিন) জন বৈধ প্রার্থী মৃত্যুবরণ করায় আইনানুযায়ী (১) ঐ তিনটি আসনের জন্য নতুন নির্বাচনী তফসিল প্রণয়ন করিয়া পুনরায় মনোনয়নপত্র আহ্বান করা হয়।

৬। নির্বাচন কমিশন ২২-১-৯১ তারিখে নির্বাচনী এলাকা নম্বর ২৯ গাইবান্ধা-১; ৯-২-৯১ তারিখে ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩, এবং ১৯-২-৯১ তারিখে ৭৬ কুষ্টিয়া-২ এর জন্য যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন, উহা নিম্নরূপ:—

১। নির্বাচনী এলাকা নম্বর ২৯ গাইবান্ধা-১ (পরিশিষ্ট-১২)।

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	১৬-১০-১৩৯৭ বাংলা ৩০-১-১৯৯১ ইং (বুধবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:	১৭-১০-১৩৯৭ বাংলা ৩১-১-১৯৯১ ইং (বৃহস্পতিবার)
(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	২৪-১০-১৩৯৭ বাংলা ৭-২-১৯৯১ ইং (বৃহস্পতিবার)
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ:	১৪-১১-১৩৯৭ বাংলা ২৭-২-১৯৯১ ইং (বুধবার)।

২। নির্বাচনী এলাকা নম্বর ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩ (পরিশিষ্ট-১২ক)

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	০৩-১১-১৩৯৭ বাংলা ১৬-২-১৯৯১ ইং (শনিবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:	০৪-১১-১৩৯৭ বাংলা ১৭-২-১৯৯১ ইং (রবিবার)
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	১১-১১-১৩৯৭ বাংলা ২৪-২-১৯৯১ ইং (রবিবার)
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ:	২৯-১১-১৩৯৭ বাংলা ১৪-৩-১৯৯১ ইং (বৃহস্পতিবার)।

৩। নির্বাচনী এলাকা নম্বর ৭৬ কুষ্টিয়া-২ (পরিশিষ্ট-১২খ)

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা ৪ঠা মার্চ, ১৯৯১ ইং (সোমবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ:	২০শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা ৫ই মার্চ, ১৯৯১ ইং (মংগলবার)
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	২৫শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা ১০ই মার্চ, ১৯৯১ ইং (রবিবার)
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ:	১৩ই চৈত্র, ১৩৯৭ বাংলা ২৮শে মার্চ, ১৯৯১ ইং (বৃহস্পতিবার)।

৭। উপরি-উক্ত সময়সূচী অনুযায়ী পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনের ভোটগ্রহণ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ এবং অপর ২টি আসনের ভোটগ্রহণ যথাক্রমে ১৪ই মার্চ, ১৯৯১ ও ২৮শে মার্চ, ১৯৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

পাদটীকা:—

(১) গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ১২-১৭ (৮) ধারা।

পরিচ্ছেদ—৫

রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

নিয়োগ এবং দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত। (১) সংবিধানেই ঐ দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হিসাবে নির্ণীত হইয়াছে। (২) ১৯৭২ সনের গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭নং ধারায় (পরিশিষ্ট-৫) প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার এবং তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিধান রহিয়াছে। নির্বাচন কমিশন তাঁহাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে একই ব্যক্তিকে একাধিক নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারেন।

২। আইন ও নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাহাছাড়া আইনে সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকেও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৩। জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন ৬ই পৌষ, ১৩৯৭/২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে ৬৭ জন (৪) রিটার্নিং অফিসার এবং ৪৭২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। তন্মধ্যে ঢাকা মহানগরীর ৮টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১ এবং ২টি আন্তঃজেলা নির্বাচনী (৫) এলাকার জন্য ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২ ও খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ) এবং অন্যান্য এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ৬৪ জন জেলা প্রশাসককে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়।

৪। রিটার্নিং অফিসারগণকে সহায়তা করিবার জন্য ৪৬০টি উপজেলার ৪৬০ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১০ জন জেলা নির্বাচন অফিসারসহ মোট ১১ জন কর্মকর্তাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য এবং গাজীপুর জেলার টংগী থানা এলাকার জন্য ঐ থানার একজন থানা শিক্ষা অফিসারকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

৫। নির্বাচন পরিচালনায় রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও তদ্যোধীনে প্রণীত নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালায় রিটার্নিং অফিসার-এর কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের উপর-যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হইয়াছে তন্মধ্যে রহিয়াছে :—

(১) নির্বাচনী সময়সূচীর গণ-বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ ;
(২) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে ভোটকেন্দ্রের তালিকা সাজানো এবং তাহা প্রেরণ ;
(৩) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুসারে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ;
(৪) প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ ;

টীকা :

(১) সংবিধান অনুচ্ছেদ ১১৯ (খ)
(২) সংবিধান অনুচ্ছেদ-১২৬
(৩) গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ : ধারা ৭
(৪) (১৮৩ ঢাকা-৪, ১৮৪ ঢাকা-৫, ১৮৫ ঢাকা-৬, ১৮৬ ঢাকা-৭, ১৮৭ ঢাকা-৮, ১৮৮ ঢাকা-৯, ১৮৯ ঢাকা-১০, ১৯০ ঢাকা-১১)
(৫) ১৩২ বাকেরগঞ্জ—পিরোজপুর ও ১৬০ ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা

(৫) কোন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রের জন্য নিয়োগকৃত যে কোন একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব অর্পণ ;

(৬) ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে সুনির্দিষ্ট কারণে যে কোন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করণ ;

(৭) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোটার তালিকা সরবরাহ ;

(৮) প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক রশিদ প্রদান ;

(৯) মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রকাশ্য স্থানে জারীকরণ ;

(১০) প্রাপ্ত মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই ;

(১১) বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ;

(১২) প্রার্থিতা প্রত্যাহার-পত্র গ্রহণ এবং চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ;

(১৩) কোন প্রার্থীর মৃত্যুতে নির্বাচনী কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা ;

(১৪) চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা এক হইলে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচিত ঘোষণা ও নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্বাচনী রিটার্ন প্রেরণ ;

(১৫) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দকরণ ;

(১৬) প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্য স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা ;

(১৭) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে ভোট গ্রহণের সময় উল্লেখপূর্বক গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী ;

(১৮) নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ ;

(১৯) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(২০) পোষ্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা ;

(২১) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ব্যালট বাক্স সরবরাহ ;

(২২) প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোটগণনার বিবরণীর ভিত্তিতে ফলাফল একত্রীভূতকরণ ;

(২৩) ফলাফল একত্রীভূতকরণের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত ঘোষণা এবং নির্বাচন কমিশনে নির্বাচিত প্রার্থীর রিটার্ন প্রেরণ ;

(২৪) নির্বাচনী কার্যক্রম সমাপ্তির পর মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের এক অষ্টমাংশ বা ততোধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জামানত ফেরৎ প্রদান এবং অন্যান্য প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারী কোষাগারে জমাদান ;

(২৫) নির্বাচনের যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ নির্বাচন সমাপ্তির পর এক বৎসর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সংরক্ষণ ;

(২৬) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন গ্রহণকরতঃ উহা এক বৎসর সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ ;

(২৭) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

৬। রিটার্নিং অফিসারগণ যাহাতে তাঁহাদের উপর অর্পিত নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য ৬-১-৯১ তারিখে ঢাকায় একটি ব্রীফিং সেশনের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারগণ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব, অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রিটার্নিং অফিসারগণ যোগদান করেন। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গ্রহণীয় পদক্ষেপসহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় লইয়া ইহাতে আলোচনা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় রিটার্নিং অফিসারগণের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং সকল প্রকার বিতর্কের উর্দ্ধে থাকিয়া সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত নির্ভীকভাবে সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁহাদের প্রতি আহ্বান জানান।

৭। নির্বাচন উপলক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারদের জন্য একটি ব্রীফিং সেশন-এর আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশের পারস্পরিক আলোচনা নির্বাচন কর্মকর্তাগণকে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য দৃঢ় মনোবলের সংগে সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে সহায়তা করে।

পরিচ্ছেদ—৬

মনোনয়নপত্র দাখিল এবং বাছাই

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১১ ধারার বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৬শে পৌষ, ১৩৯৭/১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১ (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের এবং ২৮শে পৌষ ১৩৯৭/১২ই জানুয়ারী, ১৯৯১ (শনিবার) বাছাইয়ের তারিখ ধার্য করেন। কিন্তু প্রধান প্রধান রাজনৈতিকদল ও জোটসমূহ সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থীর নির্বাচনে যোগদান নিশ্চিত করিবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ আরও পিছাইবার আবেদন জানান। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে পূর্ব ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল পুনর্বিবেচনা করিয়া ২৯শে পৌষ ১৩৯৭/১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১ (রবিবার) এবং ৩০শে পৌষ, ১৩৯৭/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১ (সোমবার) যথাক্রমে মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করেন। (১)

২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত এই নির্বাচনী তফসিলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আইনের বিধান (২) অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারগণ গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণ এবং বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক মনোনয়নপত্র আহ্বান করেন। উল্লেখ্য, আইনে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান থাকিলেও বাছাইয়ের ক্ষমতা কেবলমাত্র রিটার্নিং অফিসারগণকেই প্রদান করা হইয়াছে।(৩)

৩। ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী ১৩ই জানুয়ারী ৯১ তারিখে জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য মোট ৩৮৭২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এই মনোনয়নপত্রগুলির মধ্যে বাছাইয়ে ৩৮১৫টি বৈধ হিসাবে গৃহীত এবং ৫৭টি বাতিল হয়। গৃহীত ও বাতিল মনোনয়নপত্রের বিভাগীওয়ারী বিভাজন নিম্নরূপ :—

বিভাগ	দাখিলকৃত মোট মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	বৈধ হিসাবে গৃহীত মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	বাতিল মনোনয়নপত্রের সংখ্যা
১। ঢাকা	১১৭২	১১৬১	১১
২। চট্টগ্রাম	১০০৯	৯৯৪	১৫
৩। খুলনা	৭৭০	৭৫১	১৯
৪। রাজশাহী	৯২১	৯০৯	১২
মোট :—	৩৮৭২	৩৮১৫	৫৭

৪। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়েরের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত। উপরি-উল্লিখিত ৫৭ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারগণ বাতিল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৩৩ জন প্রার্থী এই বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আপীল দায়ের করেন। আপীল দায়েরকারী এই ৩৩ জন প্রার্থীর নাম ও নির্বাচনী এলাকার বিবরণ এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-৭)। নির্বাচন কমিশন আপীলে ৩১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বাকী ২ জনের আপীল প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপীল নিস্পত্তির পর ৭ই জানুয়ারী ১৯৯১ তারিখে ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য বৈধভাবে গৃহীত মনোনয়নপত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৪৬টি। এই ৩৮৪৬টি বৈধ মনোনয়নপত্রের বিভাগ-ওয়ারী তথ্যবিবরণী পরিশিষ্ট ৮ এ সংযোজিত হইল।

পাদটীকা :

(১) পরিশিষ্ট—৬

(২) গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১১(২) ও ১১ (৩) ধারা।

(৩) গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪(২) ও ১৪(৩) ধারা।

৫। নির্বাচন কমিশনে যেসকল আপীল দায়ের করা হয় তন্মধ্যে ৮১ ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী জনাব গোলাম মোস্তফা আপীলটি আইনগত দৃষ্টিকোণে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আপীল দায়েরকারী জনাব গোলাম মোস্তফা একটি খুনের মামলায় সামরিক আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই বৎসরের অধিককাল কারাভোগ করেন এবং মুক্তিলাভের পর ৫ বৎসর অতিবাহিত না হওয়ায় সংবিধানের ৬৬(ঘ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসার তাঁহার মনোনয়নপত্র বাতিল করেন। জনাব গোলাম মোস্তফার আপীল দায়ের করিলে ৪১-ডি এল আর-পৃঃ ৪৮৫তে অন্তর্ভুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বনাম নির্বাচন কমিশনের একটি নির্বাচনী মামলার রায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ মামলায় মাননীয় হাই-কোর্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সামরিক আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কোন ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ব্যাহত করিতে পারে না। কারণ সামরিক আইন দেশের সংবিধানিক স্কীমের অংশ নয়; বরং ইহা সংবিধান বহির্ভূত একটি অন্তবর্তীকালীণ সাময়িক ব্যবস্থাপনা মাত্র এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর দেশের প্রচলিত আইনের উপর ইহার কোন প্রতিচ্ছায়া বলবৎ থাকেনা। মাননীয় নির্বাচন কমিশন মাননীয় হাইকোর্টের উপরি-উক্ত রায়ের আলোকে মতামত পোষণ করেন যে, সামরিক আদালত কতৃক দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্য হইবার জন্য অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন না ইহার প্রেক্ষিতে কমিশন জনাব গোলাম মোস্তফার আপীল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বৈধ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কমিশনের রায় পরিশিষ্ট ৯-সংযোজিত হইল।

৬। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দুইটি আপীলের মধ্যে একটির আপীল দায়েরকারী নির্বাচনী এলাকা ১০৭ সাতক্ষীরা-৩-এর প্রার্থী জনাব এম, এ, হালিম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট আবেদন পেশ করেন। এই রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় কোর্ট তাঁহাকে বৈধ প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। ফলে জনাব এম, এ, হালিমসহ মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা অনুচ্ছেদ ৫-এ উল্লিখিত ৩৮৪৬ জনের স্থলে ৩৮৪৭ জনে উন্নীত হয়।

৭। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই নির্বাচনী এলাকা ২৯ গাইবান্ধা-১, ৭৬ কুষ্টিয়া-২, ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩, এর (১) তিনজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী মৃত্যুবরণ করায় আইনানুযায়ী ঐ তিনটি আসনের জন্য নির্বাচন কমিশন নতুন (২) নির্বাচনী তফসিল প্রণয়ন করিয়া পুনরায় মনোনয়নপত্র আহ্বান করে। ফলে ঐ তিনটি আসনের ক্ষেত্রে পূর্ব-ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী গৃহীত ৪৯টি বৈধ মনোনয়নপত্র (একটি আপীলসহ) উহাদের কার্যকারিতা হারায়।

৮। নতুন নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৯ গাইবান্ধা-১ এ ১৫টি, ৭৬ কুষ্টিয়া-২-এ ৮টি এবং ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩-এ ৯টি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। বাছাইয়ে নতুনভাবে দাখিলকৃত এই ৩২টি মনোনয়নপত্রই বৈধ হিসাবে গৃহীত হয়। ফলে এই তিনটি আসনের জন্য নতুনভাবে গৃহীত মনোনয়নপত্র ও পূর্বতন তফসিল অনুযায়ী ২৯৭টি আসনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্রের মোট সংখ্যা ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৩৮৪৭ জনের স্থলে ৩৮৩০ জনে দাঁড়ায়। মনোনয়নপত্রগুলির বিভাগ-ওয়ারী একটি পরিসংখ্যান এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-১০)।

৯। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বৈধ হিসাবে গৃহীত ৩১টি আপীলের মধ্যে জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পক্ষে রংপুরের ৫টি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী হিসাবে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ছিল ৫টি (৩)। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, রীট আবেদনে বৈধ হিসাবে ঘোষিত ১ জন প্রার্থীসহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপীলে গৃহীত মোট ৩২ জন প্রার্থীর কেবলমাত্র জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদই ৫টি আসনে নির্বাচিত হন।

পাদটীকা :

(১)

	প্রার্থীর নাম	নির্বাচনী এলাকা
(ক)	জনাব প্রফুল্ল চন্দ্র বর্মণ	২৯ গাইবান্ধা-১
(খ)	আলহাজ্জ তোফাজ্জল হোসেন	১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩
(গ)	জনাব মারফত আলী	৭৬ কুষ্টিয়া-২

(২) পরিচ্ছেদ—৫ : নির্বাচনী সময়সূচী : অনুচ্ছেদ—৬

(৩) ১৯ রংপুর-১, ২০ রংপুর-২, ২১ রংপুর-৩, ২৩ রংপুর-৫ এবং ২৪ রংপুর-৬।

পরিচ্ছেদ—৭

প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬(১) ও ১৬(২) ধারার বিধান (পরিশিষ্ট-১১) অনুযায়ী বৈধভাবে মনোনীত যে কোন প্রার্থী তাঁহার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারেন। তবে এই নোটিশ কেবলমাত্র তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিবার অধিকারী। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ দাখিলের পর কোনক্রমেই উহা প্রত্যাহার বা বাতিল করিবার কোন বিধান নাই।

২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপীল ও হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক রীট আবেদন নিষ্পত্তির পর ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল (১) অনুযায়ী ২৯৭টি আসনের জন্য বৈধ হিসাবে গৃহীত ৩৭৯৮টি মনোনয়নপত্র এবং তিনটি নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীগণের মৃত্যুজনিত কারণে নতুনভাবে ঘোষিত তিনটি নির্বাচনী তফসিল (২) অনুযায়ী গৃহীত ৩২টি বৈধ মনোনয়নপত্রসহ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৩০ জন। (৩)

৩। এই প্রার্থীগণের মধ্যে মোট ১০৪৩ জন প্রার্থী নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। বাছাই বা প্রত্যাহারের পর কোন নির্বাচনী এলাকার জন্য বৈধভাবে মনোনীত মাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৯ ধারায় (পরিশিষ্ট-১১ক) তাঁহাকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করিবার বিধান রহিয়াছে। তবে বাছাইয়ে কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হইলে, ঐ প্রার্থী যদি আপীল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে আপীল দায়েরের সময়সীমা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাইবে না।

৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১-এর ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর দেখা যায় যে, সকল নির্বাচনী এলাকায়ই একাধিক বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রহিয়াছেন। ফলে কোন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন নাই। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার পর যে ২৭৮৭ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হিসাবে বজায় থাকে তাঁহাদের বিভাগ-ওয়ারী বিভাজন নিম্নরূপ :—

বিভাগ	আসন সংখ্যা	আপীল ও রীট আবেদন নিষ্পত্তির পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থিতা প্রত্যাহারকারীর সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
১। রাজশাহী	৭২	৯১৫	২৬১	৬৫৪
২। খুলনা	৬০	৭৫৮	২০০	৫৫৮
৩। ঢাকা	৯০	১১৫৬	২৮৬	৮৭০
৪। চট্টগ্রাম	৭৮	১০০১	২৯৬	৭০৫
	৩০০	৩৮৩০	১০৪৩	২৭৮৭

৫। চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে কেহ কেহ একাধিক আসনেও প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। ফলে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ২৭৮৭ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সংখ্যা ছিল তদপেক্ষা কম। নির্বাচনে মোট ৪৬ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তন্মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসন, শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ৩টি আসনে ও সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি হিসাবে ৩৯ জন মহিলা ৪৬টি বৈধ মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। মহিলা প্রার্থীগণের বিবরণ এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-১৩)

পাদটীকা :

(১) পরিশিষ্ট—৬
(২) পরিশিষ্ট—১২
(৩) পরিশিষ্ট—১০

৬। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিসহ ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এইসব দল ও জোটের মনোনীত চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩৬১ জন। ইহাছাড়া ৪২৪ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র বা নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণের মধ্যে রাজনৈতিক/জোটের মনোনীত প্রার্থীগণের শতকরা হার ছিল ৮৪.৭৯% এর স্বতন্ত্র/নির্দলীয় প্রার্থীগণের শতকরা হার ছিল ১৫.২১%।

বিগত ৪টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে সর্বাধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের বিগত ৫টি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোট এবং দলীয়/নির্দলীয় প্রার্থীগণের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

সন	রাজনৈতিক দল/জোটের সংখ্যা	রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	স্বতন্ত্র বা নির্দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৭৩	১৪	১০৮৯	১২০	১২০৯
১৯৭৯	২৯	২১২৫	৪২২	২৫৪৭
১৯৮৬	২৮	১৫২৭	৪৫৩	১৯৮০
১৯৮৮	৮	৯৭৮	২১৪	১১৯২
১৯৯১	৭৫	২৩৬৩	৪২৪	২৭৮৭

৭। জাতীয় সংসদ নির্বাচন' ৯১-এর ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬টি রাজনৈতিক দল মাত্র ১টি করিয়া আসনে ও ৩৩টি রাজনৈতিক দল ২ হইতে ১০টি করিয়া আসনে এবং এককভাবে ৬টি রাজনৈতিক দল শতাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রাজনৈতিক দল/জোটের এবং স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বিভাগ-ওয়ারী একটি পরিসংখ্যান এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-১৪)। এই পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের সংখ্যা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল/জোটগুলির অবস্থান নিম্নরূপ :—

রাজনৈতিক দল/জোটের মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	রাজনৈতিক দল/জোটের সংখ্যা
১ জন	১৬টি
২..... ১০ জন	৩৩টি
১১..... ২০ জন	৭টি
২০..... ৩০ জন	২টি
৩১..... ৪০ জন	৩টি
৪১..... ৫০ জন	৩টি
৫১..... ১০০ জন	৫টি
১০১..... ২০০ জন	১টি
২০১..... ৩০০ জন	৫টি

৮। এই নির্বাচনে ১৮৫ ঢাকা-৬ আসনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৬ জন প্রার্থী এবং নির্বাচনী এলাকা নং ৪০ বগুড়া-৫, ৬১ সিরাজগঞ্জ-১, ২১২ ফরিদপুর-৪ ও ২৯২ চট্টগ্রাম-১৪-এ সর্বনিম্নসংখ্যক ৪ জন করিয়া প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের সংখ্যাভিত্তিক ৩০০টি আসনের একটি খতিয়ান নিম্নে উপস্থাপিত হইল:—

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা		আসন সংখ্যা
১.....	৩ জন	০
৪.....	৫ জন	১৪
৬.....	১০ জন	২০৭
১১.....	১৫ জন	৭০
১৬.....	২০ জন	৬
২১.....	২৬ জন	৩
		মোটঃ- ৩০০টি

পরিচ্ছেদ—৮

প্রতীক বরাদ্দ ও সংরক্ষণ

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীকে সনাক্ত করিবার জন্য "প্রতীক" এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রতীকের সাহায্যে একজন ভোটার সহজেই বিশেষ করিয়া, একজন নিরক্ষর ভোটার তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে সনাক্ত করিয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন। বাংলাদেশের ভোটারগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম বিধায় নির্বাচনে প্রতীক নির্ধারণ ও বরাদ্দের উপর নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলই বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রতীক নির্ধারণ ও বরাদ্দের জন্য আইনেও প্রয়োজনীয় বিধান রাখা হইয়াছে।

২। ১৯৭২ সনের গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর ২০ ধারায় কোন নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকিলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে বিধি নির্ধারিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে প্রত্যেক প্রার্থীর পছন্দকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া একটি প্রতীক বরাদ্দের বিধান রহিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনী এলাকার জন্য নিজ নিজ দলীয় প্রার্থী মনোনীত করিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অতএব, সংশ্লিষ্ট দল/জোটের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক একই প্রতীক ব্যবহার একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে রাজনৈতিক দল/জোট কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থীই যাহাতে একই প্রতীক ব্যবহার করিতে পারেন, উহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নির্বাচন কমিশন গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর উপরি-উল্লিখিত ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত প্রার্থীগণের জন্য প্রতীক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতীক সংরক্ষণে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের জন্য প্রতীক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইবার পর স্ব স্ব এলাকায় বাকী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য বিধি অনুযায়ী প্রতীক নির্ধারণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারগণের উপর অর্পিত হয়।

৩। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এর ৭ ধারায় প্রার্থীগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পরদিনই বিধি-নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১৫) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতীক উল্লেখপূর্বক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশের বিধান রাখা হইয়াছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন' ৯১-এর নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ৭ই মাঘ, ১৩৯৭/২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১ (সোমবার)। কাজেই এই তফসিল অনুযায়ী ২২শে জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করিয়া প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ করিবার কথা ছিল। এমতাবস্থায় রিটার্নিং অফিসারগণ যাহাতে যথাসময়ে বিধি অনুযায়ী 'প্রতীকসহ' প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ করিতে পারেন, তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ১৬ই পৌষ, ১৩৯৭/৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ তারিখে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের প্রতি ২১শে পৌষ, ১৩৯৭/৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখের মধ্যে বিধি-নির্ধারিত নির্বাচনী প্রতীকগুলির মধ্য হইতে পছন্দ ও অগ্রাধিকার উল্লেখ-পূর্বক প্রতীক সংরক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আবেদন পত্র দাখিল করিবার আহ্বান জানায়। একই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, ২৩শে পৌষ, ১৩৯৭/৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে (সোমবার) নির্বাচন কমিশন, সচিবালয়ে আবেদনকারী রাজনৈতিকদল/জোটসমূহের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন প্রতীক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত লইবেন। নির্বাচন কমিশনের এই আহ্বানে সাড়া দিয়া ১১১টি রাজনৈতিক দল/জোট প্রতীকের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানান। তাহাদের নাম, ঠিকানা এবং পছন্দকৃত প্রতীকের বিবরণ পরিশিষ্ট ১৬ এ প্রদত্ত হইল।

৪। ১৯৭২ সনের নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার বিধিতে নির্বাচনের জন্য ৭৩টি প্রতীক নির্ধারণ করা ছিল। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১-এ এই নির্ধারিত প্রতীক সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশী রাজনৈতিক দল/জোট অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় প্রতীকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়াও উপরি-উক্ত ৭৩টি প্রতীকের মধ্যে ১০টি প্রতীক গ্রহণে আগ্রহ ব্যক্ত না করায় ঐগুলি নির্ধারিত প্রতীক হইতে বাদ দিয়া আরও ৭৭টি নতুন প্রতীক যুক্ত করিয়া সর্বমোট ১৪০টি প্রতীক বিধিতে সন্নিবেশনের জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই মোতাবেক উল্লিখিত ৯ নং বিধি সংশোধন করা যায়। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ১৪০টি প্রতীকের তালিকা এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হইল (পরিশিষ্ট-১৭)।

৫। বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ সকাল ১১ ঘটিকায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে রাজনৈতিক দল/জোটের অনুকূলে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দের জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ সভাপতিত্ব করেন। ইহাছাড়াও বৈঠকে নির্বাচন কমিশনারদ্বয় বিচারপতি সৈয়দ

মিছ্‌বাহ উদ্দিন হোসেন ও বিচারপতি নইমুদ্দিন আহমেদ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহ রহমানসহ সচিবালয়ের অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রতীক বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বিভিন্ন পত্রিকা/সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত ছিলেন।

৬। উক্ত বৈঠকে প্রতীক বরাদ্দের জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করা হয়:--

(ক) ১৯৭৯ সনে এবং তৎপরবর্তীকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীকের প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া প্রতীক বরাদ্দ করা হইবে।

(খ) রাজনৈতিক দলের অতীত ও বর্তমান সদস্য সংখ্যা, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে উহাদের অংশগ্রহণ ও ফলাফল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উহাদের অবদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখা হইবে।

(গ) যেসকল রাজনৈতিক দল কেবলমাত্র বিশেষ একটি প্রতীকের জন্য আবেদন জানাইবে, সম্ভব হইলে, উহা উক্ত দলের অনুকূলে সংরক্ষণ করা হইবে।

(ঘ) একই প্রতীকের জন্য যেক্ষেত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল দাবীদার থাকিবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতীক বরাদ্দের ব্যাপারে তাহাদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইবে। তাহারা সমঝোতায় আসিতে ব্যর্থ হইলে কমিশন প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে স্বীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। প্রয়োজনবোধে লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(ঙ) যে সকল রাজনৈতিক দল প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে একাধিক পছন্দ ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাদের পছন্দ যথাসম্ভব বিবেচনায় রাখা হইবে।

৭। বৈঠকের প্রথমেই যে সকল প্রতীকের জন্য কেবলমাত্র একটি করিয়া রাজনৈতিক দল আবেদন করিয়াছিল কিংবা বিশেষ কোন প্রতীকের জন্য কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দলই প্রথম পছন্দ ব্যক্ত করিয়াছিল, এইরূপ ১৭টি রাজনৈতিক দল/জোট ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ১৭টি প্রতীক বরাদ্দ করা হয় (পরিশিষ্ট-১৮, ক্রমিক ১—১৭)। তাহাছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে একই প্রতীকের জন্য একাধিক দল/জোট উহাদের পছন্দ ব্যক্ত করিয়াছিল, সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে, সমঝোতায় পৌছাইতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট সকল দাবীদারের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ শুনানির পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উল্লিখিত নীতিমালা অনুসারে ১৬টি প্রতীক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় (পরিশিষ্ট-১৮; ক্রমিক ১৮—৩৩)। এতদ্ব্যতীত যে সকল ক্ষেত্রে একই প্রতীকের জন্য একাধিক প্রার্থীর দাবী সমভাবে জোরদার হিসাবে প্রতীয়মান হইতেছিল ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রতীক সংরক্ষণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় নাই; এইরূপ ক্ষেত্রে ৩টি প্রতীক লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় (পরিশিষ্ট-১৮; ক্রমিক ৩৪—৩৬)। ইহাছাড়াও যাঁহারা প্রথম পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দ পান নাই, তাঁহাদের পরবর্তী পছন্দগুলি বিবেচনা করিয়া ঐ প্রতীকগুলির জন্য প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য প্রার্থীর আবেদনের যৌক্তিকতা শ্রবণ করিয়া ৪টি প্রতীক সংরক্ষণ করা হয় (পরিশিষ্ট-১৮; ক্রমিক ৩৭—৪০)। আর যে সকল রাজনৈতিক দল/জোট আবেদন অনুযায়ী কোন প্রতীকই বরাদ্দ পায় নাই উহাদের চাহিদা অনুসারে অবশিষ্ট প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে ২৫টি প্রতীক সংরক্ষণ করা হয় (পরিশিষ্ট-১৮; ক্রমিক ৪১—৬৫)।

৮। উপরি-উক্ত মোট ৬৫টি প্রতীক বরাদ্দের পর বাকী প্রার্থীগণের সহিত আলোচনার পর অতিরিক্ত ২৫টি প্রতীক (পরিশিষ্ট-১৮: ক্রমিক ৬৬—৯০) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটের অনুকূলে সংরক্ষণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উল্লিখিত পদ্ধতিতে মোট ৯০টি প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্ধারিত ১৪০টি প্রতীকের মধ্য হইতে অবশিষ্ট ৫০টি প্রতীক স্বতন্ত্র ও অন্যান্য প্রার্থীগণের নিমিত্ত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

পরিচ্ছেদ—৯

ভোটকেন্দ্র স্থাপন

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮(১) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণের উপর ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট দাখিল করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাসময়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট ভোটকেন্দ্রের তালিকা দাখিল করেন। একই আইনের ৮(২) ধারার বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন এই তালিকা প্রয়োজনবোধে সংশোধন করিয়া ভোটগ্রহণের ১৫ দিন পূর্বে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করেন। কোন্ এলাকার ভোটার কোন্ কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিবেন, এই তালিকায় তাহারও উল্লেখ থাকে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত এই তালিকা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্র স্থাপন করেন।

২। যে কোন প্রার্থী বা দলের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান অবাধ, সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাহাছাড়া ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী মালামাল সহজে প্রেরণ ও সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত, ভোটার ও নির্বাচনী কর্মকর্তগণের যাতায়াতের সুবিধা, ভোটারদের স্থান-সংকুলানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসর এবংসর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথোপযুক্ত স্থানে যাহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন'৯১ এর জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়, তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিয়া ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে পরিপত্র নং-৪ এর মাধ্যমে উহা জারি করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১-ভোটকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রসংগে।

(ক) ভোটকেন্দ্র অবশ্যই পাবলিক বিল্ডিং-এ স্থাপিত হইবে এবং কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থানে উহা স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) গড়ে ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং কেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) ভোটারের ভোটদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যদি কোন ভোটকেন্দ্রাধীন এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত)-এর অধিক হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) ভোটারের জন্য একটি করিয়া অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসা-যাওয়ার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভোটদানের জন্য কোন ভোটারকে যেন তিন মাইলের অধিক পথ চলিতে না হয়।

(ঘ) জনবসতি কম এলাকায় ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) ভোটারের কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ১টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা চলিবে।

(ঙ) শহর এলাকায়, যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। যদি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে একই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা যাহাতে পৃথক পৃথক ভাবে ভোটদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। মহিলা ও পুরুষ যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও তথা হইতে বাহির হইতে পারেন তাহারও নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। গ্রাম অঞ্চলেও ভোটগ্রহণের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। এই নির্বাচনের জন্য সারাদেশে মোট ১,১২,২৭৭টি ভোটকক্ষ বিশিষ্ট ২৪,১৫৪টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জেলা-ওয়ারী নির্বাচনী এলাকার বিবরণ, ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের একটি পরিসংখ্যান এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-১৯)

এতদ্ব্যতীত বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হইল :—

জাতীয় সংসদ নির্বাচন	ভোটকেন্দ্র	ভোটকক্ষ
১৯৭৩	১৫,০৮৪	৫৯,১১৩
১৯৭৯	২১,৯০৫	৬৭ ,১৫০
১৯৮৬	২৩,২৭৯	৮৯,৮১৬
১৯৮৮	২২,৩৯৩	৮৬,৯৪৮
১৯৯১	২৪,১৫৪	১,১২,২৭৭

পরিচ্ছেদ—১০

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণকে তাঁহাদের আওতাধীন প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন করিয়া প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ আইনে রিটার্নিং অফিসারগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ভোটকার্য পরিচালনাসহ ভোটকেন্দ্রের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১ এর প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১ (এক) জন করিয়া প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ১ (এক) জন করিয়া সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও ২ (দুই) জন করিয়া পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য কমিশন রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। একই সংগে সম্ভবপর হইলে মহিলা ভোটকেন্দ্রের জন্য মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়।

২। উপরি-উক্ত নির্দেশের আলোকে সমগ্র দেশের মোট ২৪,১৫৪টি ভোটকেন্দ্র ও ১,১২,২৭৭টি ভোটকক্ষের জন্য ২৪,১৫৪ জন প্রিসাইডিং অফিসার, ১,১২,২৭৭ জন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং ২,২৪,৫৫৪ জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়।

এই সংখ্যা ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সকল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। নিম্নে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহে ভোটগ্রহণ কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হইল :—

নির্বাচনের বিবরণ	প্রিসাইডিং অফিসারগণের সংখ্যা	সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সংখ্যা	পোলিং অফিসারের সংখ্যা	মোট
(ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচন১৯৭৩	১৫,০৮৪	৫৯,১১৩	১,১৮,২২৬	১,৯২,৪২৩
(খ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন১৯৭৯	২১,৯০৫	৬৭,১৫০	১,৩৪,৩০০	২,২৩,৩৫৫
(গ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন১৯৮৬	২৩,২৭৯	৮৯,৮১৬	১,৭৯,৬৩২	২,৯২,৭২৭
(ঘ)জাতীয় সংসদ নির্বাচন১৯৮৮	২২,৩৯৩	৮৬,৯৪৮	১,৭৩,৮৯৬	২,৮৩,২৩৭
(ঙ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন১৯৯১	২৪,১৫৪	১,১২,২৭৭	২,২৪,৫৫৪	৩,৬০,৯৮৫

১৯৯১ সনের নির্বাচনে যে ৩,৬০,৯৮৫ জন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়, তাঁহাদের জেলাওয়ারী একটি পরিসংখ্যান এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হইল। (পরিশিষ্ট-২০)।

৩। উপরিউল্লিখিত সংখ্যক কর্মকর্তা ব্যতীত ও অনিবার্যকারণ বশত: নির্বাচনের সময় ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার অনুপস্থিতি বা পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য পূর্বাহ্নেই বিকল্প হিসাবে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে নির্ধারণ করিয়া রাখা হয়। এই বিপুল সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার উপর সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল বিধায় নির্বাচন কমিশন সরকারী, আধা সরকারী স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের মধ্য হইতে সকল প্রকার প্রভাবের উর্দ্ধে থাকিয়া দক্ষতার সহিত নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম এইরূপ উপযুক্ত: ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করে। ইহা ব্যতীত এই কর্মকর্তাগণ যাহাতে নির্বাচনী আইন ও তাঁহাদের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইয়া দক্ষতার সহিত নির্বাচনী কাজ সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং অফিসারগণের মাধ্যমে তাঁহাদের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারগণের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন ১৬-১-৯১ তারিখে পরিপত্র ৫-এর মাধ্যমে এতদ্‌সম্পর্কিত কমিশনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী জারী করেন (পরিশিষ্ট-২১)।

৪। আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন একজন প্রিসাইডিং অফিসার। প্রিসাইডিং অফিসারগণের সততা, নিষ্ঠা ও আইনানুগ আচরণকে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই সকলপ্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহারা যাহাতে ন্যায়নীতি, নিষ্ঠা আইন ও বিধি অনুযায়ী সঠিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহাদের পরিচালনাধীন সকল নির্বাচনী কর্মকর্তার কার্যাবলীর যথাযথ সমন্বয় সাধন করিতে পারেন তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯১ উপলক্ষ্যে প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশাবলী নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এই পুস্তিকায় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধির উদ্ধৃতি এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৫। ইহা ছাড়াও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং পরিস্থিতিতে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া প্রিসাইডিং অফিসারগণ যাহাতে সঠিক পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন, সেইজন্য নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী" এই শিরোনামে একটি প্রচারপত্র নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ করে (পরিশিষ্ট-২২)। এতদ্ব্যতীত সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণসহ উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সংগে এক বা একাধিক বৈঠকে নির্বাচনী বিষয় ও সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার সময় নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ও প্রিসাইডিং অফিসারগণের জন্য প্রণীত উপরিউক্ত নির্দেশাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং রিটার্নিং অফিসারগণের মাধ্যমে ঐগুলির প্রতি সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৬। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং উপরিউল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রণয়ন করিয়া বিতরণের ফলে তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি বিশেষভাবে সচেতন ও সক্রিয় থাকেন। ফলে এই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনায় তাঁহারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম হন।

৭। এতদ্ব্যতীত প্রিসাইডিং/সহকারী প্রিসাইডিং/পোলিং অফিসারসহ কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করেন তজ্জন্য সরকার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে 'নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করিয়া নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত থাকাকালে ঐ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর চাকুরী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করেন। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত থাকাকালে তাঁহাদের নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে ন্যস্ত করা হয় এবং কমিশনকে সরাসরি ঐ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে বরখাস্তসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই পদক্ষেপ নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়। নির্বাচনের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনায় এই অধ্যাদেশের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসংগে 'কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ' (সি, সি, এইচ, আর, বি) (১) কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ সম্পর্কে প্রণীত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নির্বাচনী অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কঠোরতম করার ফলে নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অমান্য করিবার প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ঐ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই অধ্যাদেশ জারীর ফলে নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক ও সচেতন থাকেন। সি, সি, এইচ, আর, বির মতে সরকার কর্তৃক কঠোর আইন প্রণয়ন ও উহা যথাযথ প্রয়োগে কৃতসংকল্প থাকিবার ফলে পূর্ববর্তী নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে বেআইনী কার্যকলাপ বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

---

(১) 'ইলেকশন অবজার্ভেশন রিপোর্ট,' ইলেকশন টু ফিফ্থ্ পার্লামেণ্ট, ১৯৯১, সি সি এইচ আর বি, পৃষ্ঠা-৩০ অনুচ্ছেদ-বি, লিগ্যাল এমপাওয়ারমেণ্ট অব ইলেকশন কমিশন।

পরিচ্ছেদ—১১

নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যালট কাগজ, অমোচনীয় কালি, স্ট্যাম্প প্যাড, সার্কুলার, রাবার স্ট্যাম্প, অফিসিয়াল সীল, ব্যালট কাগজ চিহ্নিত করিবার জন্য মার্কিং সীল, ব্রাস সীল গালা (সিলিং ওয়াক্স), পলিথিন ফায়েল, করোগেটেড শীটসহ আমকাঠের বাক্স, করোগেটেড শীটছাড়া আমকাঠের বাক্স, চটের থলি দুইপ্রকার হেসিয়ান ব্যাগ, বলপয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, সুই, সুতা, ছুরি, মোমবাতি, দিয়াশলাই, হারিকেন, দেওয়ালপত্র, ব্যালট বাক্স এবং বিভিন্ন প্রকার ফরম ও প্যাকেটের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ব্যালট পেপার, ফরম ও প্যাকেট সরকারী মুদ্রণালয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ও মুদ্রণ এবং অমোচনীয় কালি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারে প্রস্তুত করা হয়। গামিব্যাগ ও দুই প্রকার হেসিয়ান ব্যাগ রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা হইতে বিজেএমসির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। বলপয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, সুই, সুতা, ছুরি, মোমবাতি, দিয়াশলাই, হারিকেন, দেয়ালপত্র ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে ক্রয় ও সংগ্রহ করা হয়। অবশিষ্ট সামগ্রী প্রচলিত বিধি অনুযায়ী খোলা দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক ক্রয় করা হয়। ১৯৯১ সনের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় দরপত্র কমিটি গঠন করেন:—

(১)	যুগ্ম-সচিব (নির্বাচন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
(২)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (নির্বাচন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(৪)	উপ-সচিব (স্থানীয় নির্বাচন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(৫)	উপ-সচিব (প্রশাসন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(৬)	উপ-সচিব (সাধারণ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(৭)	নিরক্ষক, মুদ্রণ ও মণিহারী বিভাগের মনোনীত একজন কর্মকর্তা।	সদস্য
(৮)	শিল্পমন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা (উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)।	সদস্য
(৯)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা (উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)।	সদস্য
(১০)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা (উপ-সচিব পদমর্যাদা বিশিষ্ট)।	সদস্য
(১১)	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
(১২)	সিনিয়র সহকারী সচিব (নির্বাচন-৩), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য

২। নির্বাচনী সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ বিবেচনার জন্য দরপত্র কমিটির মোট ৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির সুপারিশসমূহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা হয়। ক্রয়ের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট হইতে প্রতিটি সামগ্রীর নমুনার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। উপরি-উক্ত দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছিল উহাদের বিবরণ নিম্নরূপ:—

ক্রমিক নম্বর	দ্রব্যের বিবরণ	চাহিদা	প্রকৃত ক্রীত সংখ্যা/ পরিমাণ	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	মূল্যের হার
১।	ষ্ট্যাম্প প্যাড	১,২৫,০০০ টি	৯৫,০০০ টি	৬ টি	১০.০০ টাকা
২।	পলিথিন ফায়েল	১,৭৫,০০০ টি	১,৫০,০০০ টি	৯ টি	৪.১৪ টাকা
৩।	অফিসিয়াল সীল	১,৩০,০০০ টি	১,০০,০০০ টি	১৮ টি	২.৩৯ টাকা
৪।	ব্রাস সীল	১৫,০০০ টি	১৫,০০০ টি	১২ টি	১.৩৮ টাকা
৫।	মার্কিং সীল	১,৬০,০০০ টি	১,৭০,০০০ টি	৩ টি	০.৮১ টাকা
৬।	গালা (সিলিং ওয়াক্স)	১২,৫০০ পাঃ	১২,৫০০ পাঃ	৮ টি	২০.৫০ টাকা
৭।	করোগেটেড শীটসহ কাঠের বাক্স	৮৭৫ টি	৭৫০ টি	১৩ টি	৫৯.৭৫ টাকা
৮।	করোগেটেড শীট বিহীন কাঠের বাক্স	৭০০ টি	৭২০ টি	১৩ টি	৬১.৯০ টাকা

উল্লেখ্য, দরপত্র ব্যতিরেকে বি. জে. এম. সির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হইতে তাহাদের নির্ধারিত মূল্যে হেসিয়ান ব্যাগ (বড়) ২৫,০০০টি, হেসিয়ান ব্যাগ (ছোট) ২৫,০০০টি এবং গানি ব্যাগ ৬,০০০টি ক্রয় করা হয়।

৩। এই সকল দ্রব্য ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংগৃহীত কিছু অব্যবহৃত নির্বাচনী সামগ্রী কমিশন সচিবালয়ের গুদামে রক্ষিত ছিল। ঐ সকল সামগ্রীও এই নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪। এই নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের মোট ২,৩৭,৮৮৫টি বিভিন্ন আকৃতির ব্যালট বাক্স জেলা নির্বাচন অফিসারগণের নিকট মওজুদ ছিল। কমিশন এই বাক্সগুলিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তৈলাক্তকরণ, রশি লাগানো ও প্রয়োজনবোধে মেরামত সাপেক্ষে এই নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আকৃতি অনুযায়ী মোট মওজুদ ব্যবহার যোগ্য, ব্যবহারের অযোগ্য এবং মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য বাক্সের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:—

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মওজুদ বাক্সের সংখ্যা	বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য বাক্সের সংখ্যা (মেরামত ব্যতিরেকে)	ছোট খাট মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য বাক্সের সংখ্যা	বড় ধরনের মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য বাক্সের সংখ্যা	মোট ব্যবহার যোগ্য বাক্সের সংখ্যা	মেরামতের সম্পূর্ণ অযোগ্য বাক্সের সংখ্যা
১।	ঢাকা বিভাগ	৬৭,৬৮৮	২২,৮৬২	২৮,৭৩৭	১২,৮৪২	৬৪,৪৪১	৩,২৪৭
২।	রাজশাহী বিভাগ	৫৫,৭৯৯	৩৩,৯৫৯	১৬,০২৬	৫,৩৩৩	৫৫,৩১৮	৪৮১
৩।	খুলনা বিভাগ	৫২,২০০	৩০,৩৭৮	১২,০১৫	৯,৬৬৮	৫২,০৬১	১৩৯
৪।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৬১,০০০	৩৮,২২৯	১৬,১১৩	৪,৯১৫	৫৯,২৫৭	১,৮০৩
৫।	সদর দপ্তর	১,১৩৮	১,১৩৮	—	—	১,১৩৮	-
		২,৩৭,৮৮৫	১,২৬,৫৬৬	৭২,৮৯১	৩২,৭৫৮	২,৩২,২১৫	৫,৬৭০

ব্যবহারযোগ্য বাক্সগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তৈলাক্তকরণ, রশি লাগানো ও মেরামত করিয়া নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ ৩ (তিন) টি হারে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করে:—

ক্রমিক নম্বর	মেরামতী ব্যয়ের হার	বাক্সের সংখ্যা	মোট ব্যয়
১।	৪'০০	১৭,৩৫৯ টি	৬৯,৪৩৬'০০ টাকা
২।	৬'০০	১,০৮,০৬৯ টি	৬,৪৮,৪১৪'০০ টাকা
৩।	১২'০০	১,০৫,৬৪৯ টি	১২,৬৭,৭৮৮'০০ টাকা
	সর্বমোট:	২,৩১,০৭৭ টি	১৯,৮৫,৬৩৮'০০ টাকা

পরিসংখ্যান দৃষ্টে দেখা যায় যে, উপনির্বাচন কমিশনার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণের মাধ্যমে ১৯,৮৫,৬৩৮ টাকা ব্যয়ে ২,৩১,০৭৭ টি বাক্স মেরামত করিয়া নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫। ভোটগ্রহণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি ভোটকক্ষে মোটামুটি ৫০০ জন ভোটারের ভোটগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকে। এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ২টি ছোট বা ১টি বড় ব্যালট বাক্স সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি বড় ব্যালট বাক্স ৫০০টি ব্যালট কাগজ ও প্রতিটি ছোট ব্যালট বাক্স ২৫০টি ব্যালট কাগজ ধারণক্ষম সম্পন্ন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১টি অতিরিক্ত বাক্স 'রিজার্ভ' হিসাবে রাখা হয়। ভোটকেন্দ্র ও কক্ষের সংখ্যানুযায়ী প্রয়োজনবোধে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যালট বাক্সসমূহ স্থানান্তর করিয়া প্রয়োজন মিটানো হয়। ভোটগ্রহণকালে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পুরাতন বাক্সগুলি ব্যবহারের সময় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই ব্যবহারের অযোগ্য পুরাতন বাক্সগুলির পরিবর্তে নতুন বাক্স তৈরী-

করা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উত্তরণের সংগে সংগে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হইতেছে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত মানের ব্যালট বাক্স মওজুদ করা সবিশেষ প্রয়োজন। নির্বাচনকালে ব্যালট বাক্স এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় স্থানান্তরকরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের প্রয়োজনানুসারে ব্যালট বাক্সের সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাক্স সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ও প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন পর্যায়ে মওজুদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করা দরকার। তাহাছাড়া ভবিষ্যতে যে সকল বাক্স সংগ্রহ করা হইবে, ঐগুলির আকার ও প্রকার কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৬। জাল ভোট প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং এক ব্যক্তি যাহাতে একাধিকবার ভোটপ্রদান করিতে না পারেন, তজ্জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩১(২)(ক) ধারায় ভোট প্রদানের সময় ভোটারগণকে ব্যালট কাগজ সরবরাহ করিবার পূর্বে তাঁহাদের যথাযথ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া হাতের বৃদ্ধাংগুলি বা অন্য কোন আংগুলে অমোচনীয় কালির চিহ্ন দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে। অমোচনীয় এই কালি প্রস্তুত করিবার জন্য সিলভার নাইট্রেট, জেনশিয়ান ভায়োলেট, মিথাইল ভায়োলেট, মেথানল ও রেকটিফায়েড স্পিরিটের প্রয়োজন হয়। পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলির সময় সংগৃহীত ঐ সকল রাসায়নিক দ্রব্য উদ্বৃত্ত হিসাবে কিয়ৎপরিমাণে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারে মওজুদ ছিল। এব্যতীত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে জার্মানী হইতে ২০ লাখ টাকার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় ৪৭০ কেজি সিলভার নাইট্রেট ও ১৬.৫ কেজি জেনশিয়ান ভায়োলেট এবং স্থানীয় বাজার হইতে ২,৪৪,৯৫০ টাকা মূল্যের ২৬৬৫ লিটার রেকটিফায়েড স্পিরিট ও ২৬৯১ লিটার মেথানল ক্রয় করা হয়। নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার প্রতি শিশিতে ১০ সিসি হিসাবে ১,৫০,০০০ শিশি কালি প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করে এবং প্রতি শিশি কালি প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা ১'৪০ (এক টাকা চল্লিশ পয়সা) হারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

৭। নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহের পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে ঐগুলি জেলা নির্বাচন অফিসারগণের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ভোটার তালিকা ও ব্যালট বাক্স জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপনির্বাচন কমিশনারগণের নিকট মওজুদ থাকায় ঐগুলি যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা তাঁহারাই করেন। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ব্যবহার করিবার জন্য কি হারে বিভিন্ন নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হইয়াছিল, উহার একটি বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযোজিত করা হইল (পরিশিষ্ট-২৩)।

৮। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সরবরাহকৃত নির্বাচনী সামগ্রীর সংগ্রহ ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলী সম্বলিত পরিপত্র নং ৬ ও ৮ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে নির্বাচনী কর্মকর্তাগণের কাজের সুবিধার্থে জারী করা হয়। ঐগুলিও এতদ্‌সংগে সন্নিবেশিত হইল (পরিশিষ্ট-২৪, ২৫)।

পরিচ্ছেদ—১২

নির্বাচনী সংক্রান্ত প্রচারণা কার্যক্রম

১৯৯০ সনের ডিসেম্বর মাসে দেশের রাজনৈতিক অংগনে ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান অবধারিত হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সময় দেশে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। যাহার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। উক্ত লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন এক ব্যাপক এবং বিস্তারিত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই প্রচার কার্যক্রমের প্রধান মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ-

(ক) আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্যক সচেতন করিয়া তোলা ;

(খ) ভোটারগণকে তাহাদের ভোটের মূল্য/গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলা এবং নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদানের জন্য তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা ;

(গ) নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত করা সম্পর্কে কমিশনের দৃঢ় সংকল্পের বিষয় জনগণকে অবহিত করা ;

(ঘ) নির্বাচনে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও অবৈধ কার্যকলাপের পরিণাম সম্পর্কে সকল মহলকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া ;

(ঙ) জনসাধারণ, ভোটার, প্রার্থী, তাঁহাদের সমর্থকবৃন্দ ও রাজনৈতিকদলসমূহকে নির্বাচনে তাহাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা ;

(চ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আগত বিভিন্ন বিদেশী পর্যবেক্ষকদলসমূহকে তাঁহাদের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচন সম্পৃক্ত নানাবিধ সহায়ক তথ্য সরবরাহ ; এবং সর্বোপরি

(ছ) নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা ও সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কমিশনের দৃঢ় মনোভাব সম্পর্কে জনমনে আস্থাবোধ ও শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করা।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, গণমাধ্যমসমূহের সীমাবদ্ধতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ নিরক্ষর ইত্যাদি নানা বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিয়া উপরি উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল গণমাধ্যম—বিশেষ করিয়া সরকারী গণমাধ্যমগুলির কর্মকর্তাদের সাথে উচ্চপর্যায়ে এক বৈঠক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উপরিবর্ণিত প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হয় তাহা নিম্নরূপ :—

ক। শ্লোগান প্রচার ঃ

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিস্তারিত নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষিত হইবার পর হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত রেডিও বাংলাদেশের সকল কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন হইতে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত শ্লোগানমালা প্রচার করা হয়। এই সকল শ্লোগানমালার মাধ্যমে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, সকল ধরনের সন্ত্রাসী ও অবৈধ কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকা, ভোটারগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রতিদিন যত অধিকবার সম্ভব বক্তব্য তুলিয়া ধরা হয়। রেডিও এবং টেলিভিশন ছাড়াও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য অধিদপ্তর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সকল শ্লোগান যথাক্রমে দেশের বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকাসমূহে এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্তও নিয়মিত প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

খ। পোস্টার প্রদর্শন ঃ

এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ৪ ধরনের পোষ্টার প্রকাশ ও দেশের সর্বত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। একাধিক বর্ণের সচিত্র এই পোষ্টারগুলির মাধ্যমে নির্বাচনে সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলা, ভোটকেন্দ্রে কিভাবে ভোট প্রদান করিতে হইবে উহার বিস্তারিত সচিত্র ব্যাখ্যা, অতীতের নির্বাচনগুলি অপেক্ষা এই নির্বাচনের বৈশিষ্টসমূহ ইত্যাদি তুলিয়া ধরা হয়। সরকারী মুদ্রণালয়গুলি হইতে এই সকল পোষ্টারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি মুদ্রণ করিয়া তাহা প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সারাদেশে জনসমাগমপূর্ণ স্থানসমূহে এবং ভোটগ্রহণের দিন প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

গ। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন ঃ

নির্বাচনে সন্ত্রাসী ও অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গঠন এবং সঠিক ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে ভোটারগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সহায়তায় দুইটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের রঙ্গীন চলচ্চিত্র নির্মাণ করিয়া উহা বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং দেশের সকল সিনেমা হলে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন এই চলচ্চিত্রগুলি প্রতিদিনই প্রদর্শন করে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তাঁহাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় এইগুলি সকল সিনেমা হল ছাড়াও ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইউনিটসমূহের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহেও নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

ঘ। রেডিও এবং টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার ঃ

রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজস্ব উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনসচিবালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রচার উপাদানসমূহের ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পৃক্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানমালা তাঁহাদের নিজ নিজ মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সকল অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান, বিশেষ নির্বাচনী সংগীতমালা, বিশেষ নির্বাচনী নাটক-নাটিকা প্রচার, গ্রামীণ ও মেহনতি মানুষের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিতভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসংগের অবতারণা। রেডিও এবং টেলিভিশনের এই সকল অনুষ্ঠানমালার মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন সম্পর্কে সারাদেশে জনমত ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া ইহাকে সর্বতোভাবে সফল করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে তাহাদের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করা এই কাজে রেডিও এবং টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ঙ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নানাবিধ তথ্য অবহিতকরণ ঃ

নির্বাচনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন সম্পৃক্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক অবহিত রাখিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অত্যন্ত নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার/প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারী করে। দেশের প্রতিটি গণমাধ্যমে, যথা-রেডিও, টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিনসমূহে এবং সকল জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় এই সকল সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তুসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার/প্রকাশ করা হয়। এই সকল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মূলতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে জারী করা হয়। প্রথমত, নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, তাঁহাদের সমর্থকগণ এবং রাজনৈতিকদলসমূহের জন্য নির্বাচনের বিভিন্ন স্তরে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করিয়া তোলা।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও যে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা বিভাগ তাঁহাদের চলচ্চিত্র ইউনিটসমূহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সংবাদ চিত্র ধারণ করে এবং তাঁহাদের সংবাদ বুলেটিনগুলিতে গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের চলচ্চিত্র নিজস্ব ব্যবস্থাধীনে দেশে-বিদেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

চ। বিদেশী পর্যবেক্ষকগণের জন্য ফোল্ডার ঃ

এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বিদেশের বিভিন্ন দেশ হইতে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের আগমন করেন। দেশের নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁহাদেরকে অবহিত করিবার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষ ফোল্ডার প্রস্তুত করে। এই ফোল্ডারে নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হয় :—

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ;

২। ১৯৭২ সনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ;

৩। ১৯৭২ সনের নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ;

৪। জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া একটি রঙীন মানচিত্র ;

৫। ভোটকেন্দ্রের বাহিরের এবং অভ্যন্তরের দৃশ্য সংবলিত যে পোষ্টার প্রকাশ করা হয় উহার একটি ক্ষুদ্রকার অনুলিপি ;

৬। আসন্ন নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত একটি তথ্য-পত্র বা "ফ্যাক্ট-শিট" ;

৭। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বিবরণমূলক সংক্ষিপ্ত একটি লেখচিত্র ;

৮। আসন্ন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্বলিত একটি পরিপত্র ;

৯। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত আলোচনাক্রমে প্রস্তুতকৃত রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি ;

১০। প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের জন্য প্রস্তুতকৃত বিশেষ নির্দেশাবলীর অনুলিপি ;

১১। প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের জন্য প্রণীত বিশেষ নির্দেশাবলী; এবং

১২। নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট নির্দেশাবলী সম্বলিত যে সকল পরিপত্র বিভিন্ন সময়ে জারী করা হইয়াছে উহাদের প্রতিটির ইংরেজী অনুবাদ।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আগত পর্যবেক্ষক দলসমূহের প্রত্যেক সদস্যকে উপরোক্তকাগজপত্র সম্বলিত একটি করিয়া ফোল্ডার প্রদান করা হয়।

ছ। প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলের কোন আইনগত ভিত্তি না থাকিলেও, নির্বাচনী ফলাফল জানা সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য বিবেচনা করিয়া দেশে আবহমান কাল হইতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া এই নির্বাচনেও তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ করিয়া তাহা তাৎক্ষণিকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে তাহাদের নিজ নিজ অস্থায়ী ষ্টুডিও স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সংবাদপত্র

ইত্যাদির সাংবাদিকবৃন্দ এবং তথ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিকট এক যোগে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এই সকল মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উহা প্রাপ্তি মাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ মাধ্যমে যাহাতে সাথে সাথেই প্রেরণ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা, যেমন, বসিবার স্থান, টেলিফোনের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের দিন প্রায় বিরতিহীন অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করে। প্রসংগত উল্লেখ্য, সর্বশেষ নির্বাচনী ফলাফল প্রচারের পর এই দু'টি প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুষ্ঠানমালায় প্রত্যাবর্তন করে।

গৃহীত প্রচার কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, ইহা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ এই প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাচনের স্বচ্ছতা সম্পর্কে অর্থাৎ "নির্বাচনসংক্রান্ত কোন বিষয় জনসাধারণের নিকট হইতে গোপন করা যাইবে না"—নির্বাচন কমিশনের এই নীতি যেমন বাস্তবায়িত হইয়াছে, ঠিক তেমনি এই নির্বাচনের সুষ্ঠুতা সম্পর্কে জনমনে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসবোধ জাগ্রত হইয়াছে। ইহা দেশে-বিদেশে সকল মহলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া দেশের নির্বাচন পরিচালনার ইতিহাসে একটি আদর্শ এ অনুসরণযোগ্য নির্বাচন হিসাবে এই নির্বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ—১৩

রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য আচরণ বিধি।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় রাজনৈতিক দল, তাহাদের প্রার্থী ও কর্মীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কোন নির্ধারিত নীতিমালা ছিল না। ফলে নির্বাচনী প্রচারণার সময় অনেক সময় একে অপরকে বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টা চালায়। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, নির্বাচন পূর্বকালে অশালীন উক্তি, বাকযুদ্ধ, একে অপরের বিরুদ্ধে গুজব রটনা, অর্থ ও অন্যান্য প্রলোভনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের অপচেষ্টা ইত্যাদি কারণে নির্বাচনের পরিবেশ কলুষিত হয় এবং অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টির মাধ্যমে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফলে এই পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

২। ১৯৯১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় যাহাতে ঐ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাঁহাদের সমর্থকগণের অনুসরণযোগ্য কিছু বিধি প্রণয়নের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তাহা ছাড়া কোন কোন রাজনৈতিক নেতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট এই সম্পর্কে লিখিতভাবেও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ফলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও ব্যক্তিগণের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত মতামত ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া একটি খসড়া আচরণ বিধি প্রণয়ন করেন। এই খসড়া আচরণ বিধি সম্পর্কে মত বিনিময়ের জন্য নির্বাচন কমিশন ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ এন, ই, সি মিলনায়তনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই সভায় যোগদানের জন্য রাজনৈতিক দল/জোটসমূহকে আমন্ত্রণ জানান হয়। ৬৭টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ইহাতে যোগদান করেন (যোগদানকারী দলের তালিকা পরিশিষ্ট-২৬)। বৈঠকে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের অনুসরণযোগ্য একটি নির্বাচনী আচরণ বিধি সংকলন করেন। উপস্থিত সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ইহার সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। আচরণ বিধির একটি অনুলিপি এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হইল (পরিশিষ্ট-২৭)।

৩। প্রণীত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এই আচরণ বিধি ঘোষণাকে নির্বাচন কমিশনের সর্বপ্রথম সাফল্য (একটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ) হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই আচরণ বিধি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের সমর্থকদের উপর শুভ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারে সক্ষম হয়। ফলে তাঁহারা নির্বাচনের সকল পর্যায়ে ভোটকক্ষ হইতে শুরু করিয়া সভা, মিছিল, রেষ্টুরেণ্ট সর্বত্রই, একে অপরের প্রতি অসাধারণ সহনশীলতার মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং এই সহনশীলতার মনোভাব নির্বাচনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। এই আচরণ বিধি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম হয় ১ (CCHRB কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টের উদ্ধৃতি: পরিশিষ্ট-২৮) ও (পরিশিষ্ট-২৯)।

পাদটিকা : CCHRB—Coordination Council for Human Rights in Bangladesh.

পরিচ্ছেদ—১৪

প্রচলিত নির্বাচনী আইন/বিধি/সংশোধন ও নূতন আইন/বিধি/নির্দেশাবলী প্রণয়ন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা হইতেই নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দৃঢ় ও বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সময়োপযোগী এই সকল কার্যকর পদক্ষেপের মধ্যে প্রচলিত নির্বাচনী আইন বিধির সংশোধনসহ কয়েকটি নূতন আইন ও বিধির প্রণয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই সকল কার্যক্রম নির্বাচন পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে সক্ষম হয়।

২। নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন দফতর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আইনানুগ দক্ষ ও নিরপেক্ষ কার্যকলাপের উপর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃংখলা বজায় রাখিবার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন দফতর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হইতে নির্বাচিত কয়েকলক্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তা যাহাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করেন, তজ্জন্য সরকার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে "নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০" (পরিশিষ্ট-১) শিরোনামায় একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরী নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনী অপরাধ করিলে কমিশন বা কমিশনের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঐ কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অনধিক দুই মাসের জন্য চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা প্রদানের এবং কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে শৃংখলামূলক কার্যধারা গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ অবশ্য করণীয় হিসাবে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার বিধান রাখা হয়। নির্বাচনী কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতিরেকে দায়িত্ব গ্রহণ বা পালনে অস্বীকৃতি বা অপারগতা প্রকাশ করিলে বা তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁহার নির্বাচনী কর্তব্য পালনে বাধা দান করিলে এই অধ্যাদেশে ঐ কর্মকর্তা বা তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান রাখা হয়। এই অধ্যাদেশ জারির ফলে নির্বাচন কর্মকর্তাগণের উপর কমিশনের আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করিবার প্রবণতা বহুলাংশে তিরোহিত হয়। এই প্রসংগে (Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh (CCHRB) প্রণীত Election Observation Report (Election to 5th Parliament, 1991)-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে,] এই অধ্যাদেশ নির্বাচন কর্মকর্তাগণকে তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সতত সতর্ক রাখে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় মনোভাবের দরুণ অতীতের নির্বাচনসমূহের তুলনায় বর্তমান নির্বাচনে অবৈধ কার্যকলাপের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। উল্লিখিত রিপোর্টের প্রাসংগিক অংশ এতদ্‌সংগে সন্নিবেশিত হইল (পরিশিষ্ট-৩০)

৩। 'গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২' জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার আইনানুগ একটি মূল ভিত্তি। ১৯৯১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের এই আদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যয়সীমা লংঘনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করিয়া উক্ত আদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে যে সকল সংশোধনী আনয়ন করা হয়, তন্মধ্যে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের নিকট অনুলিপি প্রেরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের বরাবরে নির্ধারিত ছকে নিজ নিজ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস, তাঁহাদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণ এবং আয়করদাতা হইলে সর্বশেষ আয়কর প্রদানের রিটার্নের অনুলিপি দাখিলের বিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন সংশোধনী অনুসারে প্রার্থীগণের জামানত ২০০০ টাকার স্থলে ৫০০০ টাকায় এবং নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার স্থলে তিন লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। ইহা ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট, উভয়ের পৃথক পৃথক অংগীকারনামাসহ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব নির্বাচিত প্রার্থীদের নামে সরকারী গেজেটে প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে (৬৫ দিনের পরিবর্তে) নির্ধারিত ফরমে নির্বাচন কমিশনের নিকট অনুলিপি প্রেরণপূর্বক রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিলের বিধান ও সংশোধিত বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত আদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে আনীত সংশোধনী অনুসারে নির্বাচনী ব্যয়সংক্রান্ত বিধিসমূহ লংঘনকারীর জন্য সর্বনিম্ন দুই বৎসর এবং সর্বোচ্চ সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও তৎসহ জরিমানার বিধান রাখিয়া নির্বাচনী অপরাধের শাস্তির মাত্রা বর্ধিত করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১ উপলক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব

আদেশ ১৯৭২-এ বিভিন্ন সংশোধনী আনয়নপূর্বক THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991 নামক যে অধ্যাদেশটি জারী করা হয় উহার একটি অনুলিপি এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হইল (পরিশিষ্ট-৩১)।

৪। বিধি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসারগণ প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তাঁহাদের সততা, নিষ্ঠা এবং আইনানুগ কার্যপদ্ধতিকে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাই সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহারা যাহাতে ন্যায়নীতি, নিষ্ঠা, আইন ও বিধি মোতাবেক সঠিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের আওতাধীন অন্যান্য নির্বাচন-কর্মকর্তাগণের কার্যাবলীর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন বিধির উদ্ধৃতিসহ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ উপলক্ষে "প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নির্দেশাবলী" নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণ করেন। ইহাছাড়াও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং পরিস্থিতিতে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ প্রিসাইডিং অফিসারগণ যাহাতে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন, সেইজন্য নির্বাচন কমিশন প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য একটি বিশেষ নির্দেশাবলীও জারী করেন (পরিশিষ্ট-২২)। নির্বাচনী কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক কার্যধারা সম্বলিত ৯টি পরিপত্র ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারী করা হয় (পরিশিষ্ট-৩২)। তাছাড়া গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ নির্ধারিত ৭৩টি প্রতীক সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক দল ও জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় উক্ত আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করিয়া নির্ধারিত প্রতীকের সংখ্যা ১৪০টিতে উন্নীত করা হয় (পরিশিষ্ট-১৭)।

৫। অধিকন্তু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সরকার প্রচলিত কিছু নির্দেশাবলীতে পরিবর্তন আনয়ন করে ও কিছু নতুন নির্দেশাবলীও জারী করা হয়ঃ--

১। উপজেলা পরিষদসমূহের জীপ গাড়ীগুলি ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯১ এর মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া জেলা প্রশাসকের পুলে রাখা হইবে এবং নির্বাচন শেষ হইবার পর এইগুলি উপজেলা পরিষদে ফেরত পাঠানো হইবে।

২। উপজেলা পর্যায়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেষ্ট রিলিফ, জি আর, ভিজিডি ইত্যাদি কর্মসূচী অথবা সম্পদের অর্পণাদেশ প্রদান ও তহবিল বিতরণের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট হইতে প্রত্যাহার করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের উপর অবিলম্বে ন্যস্ত করা হইবে এবং এই ব্যবস্থা নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৩। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব রাজস্ব তহবিলের হিসাব পরিচালনার ক্ষমতা যুগ্মভাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ফাইন্যান্স অফিসারের পরিবর্তে যুগ্ম-ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ফাইন্যান্স অফিসারের উপর ন্যস্ত করা হইবে এবং এই ব্যবস্থা নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৪। দেশের পৌরসভাসমূহের সকল যানবাহন (সার্ভিস যানবাহন ব্যতীত) ২০শে জানুয়ারী ১৯৯১ এর মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া জেলা প্রশাসকের পুলে ন্যস্ত করা হইবে এবং নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর যানবাহনগুলি স্ব স্ব পৌরসভায় ফেরত দেওয়া হইবে।

৬। নির্বাচনকালে আইনশৃখলা পরিস্থিতি সুরক্ষা এবং এই কাজে শান্তিশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা-২ 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১' শিরোনামে একটি পরিপত্র জারী করে (পরিশিষ্ট-৩১) ইহাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে পুলিশ, আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস্ এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়োগের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনার অনুলিপি বিধৃত রহিয়াছে।

৭। নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহের ভূমিকাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে সরকার এই সকল পরিষদের উপর কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া "ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১" নামে একটি নতুন অধ্যাদেশ জারী করে (পরিশিষ্ট-৩৪)। এই অধ্যাদেশে প্রত্যেক

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাকে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ৭ দিন পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় নিম্নবর্ণিত বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়:--

নির্বাচনকালে প্রত্যেক পরিষদ উহার নিজস্ব এলাকায়—

(ক) শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকিবে;

(খ) আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিবে এবং উহাদের প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে;

(গ) আইন ভংগকারী ও শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নকারী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে;

(ঘ) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বিঘ্নকারী যাবতীয় কার্যকলাপ রোধ করিবে এবং তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(ঙ) নির্বাচনী মিছিল, সভা ও প্রচারণা যাহাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং উক্তরূপ মিছিল, সভা ও প্রচারণায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করিয়া আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করিবে;

(চ) কোন নির্বাচনী অফিস, প্রতীক, পোষ্টার, ব্যানার বা শ্লোগান নষ্ট বা ধ্বংস করার যে কোন প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং তজ্জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ছ) বেআইনী অস্ত্র বা বিস্ফোরক প্রস্তুতকারী, বহনকারী বা ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া বাহির করিবে এবং পাকড়ও করা সম্ভব না হইলে তৎসম্পর্কে অবিলম্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(জ) নির্বাচনের তারিখে নির্বাচন আইন ও বিধি ভংগের সকল প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং উক্ত আইন ও বিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

এই অধ্যাদেশের বিধানানুযায়ী প্রদত্ত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালনের জন্য ৬ই মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা/২০শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 'আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার বিশেষ দায়িত্ব, বিষয়ক একটি পরিপত্র সকল জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট কার্যার্থে জারী করে (পরি-শিষ্ট-৩৫) এতদ্ব্যতীত একই মন্ত্রণালয় একই তারিখে 'আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপজেলা পরিষদের প্রভাব খাটানো ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান প্রসংগে আরেকটি পরিপত্র সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে জারী করে (পরিশিষ্ট-৩৬) উক্ত পরিপত্রে (Representation of People Order, 1972) এর প্রতি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হয় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী/প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপজেলা পরিষদের অফিসের প্রভাব খাটানো ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা যাইবেনা এবং ইহার ব্যত্যয় হইলে একই আদেশের ৭৭ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবও ১৪ই মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা/২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখে "২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসংগে একটি পরিপত্র জারী করেন (পরিশিষ্ট-৩৭)। ইহাতে বলা হয় যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সেই কারণে এই পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

পরিচ্ছেদ—১৫

নির্বাচনী ব্যয় বরাদ্দ ও অর্থ মঞ্জুরী

১৯৯০-৯১ সালের বাজেটে জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট কোন অর্থের সংস্থান ছিলনা। তবে উক্ত অর্থ বৎসরের বাজেটে "১০১-সরকারের অংগসমূহ-৫-নির্বাচন-৫(৩)-নির্বাচন ব্যয়" এর অধীনে ৪০,০০,০০,০০০ (চল্লিশ কোটি) টাকার থোক বরাদ্দ ছিল। উক্ত টাকা হইতে অর্থ বিভাগ প্রথমে ৭,৭৫,০০,০০০ (সাত কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করে। পরে সংশোধিত বাজেটে এই ৭,৭৫,০০,০০০ (সাত কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা বাড়াইয়া ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকায় উন্নীত করে। এই ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকা হইতে বিভিন্ন দফায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত হিসাব বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল:—

ক্রমিক নং	খাত	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১।	ভোটকেন্দ্রের বেষ্টনী নির্মাণ ও ব্যালট পেপার মার্কিং এর জন্য গোপন কক্ষ নির্মাণ বাবদ।	৩৮,৬৭,৬৮০'০০
২।	ভোটগ্রহণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ভ্রমন/দৈনিক ভাতা বাবদ।	২,১৯,১৭,১৮০'০০
৩।	ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য অফিসিয়াল সীল, ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল, ষ্ট্যাম্প প্যাড, পিতলের সীল ও গালা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	১৬,৫৯,৯৬৫'০০
৪।	ব্যালট পেপার, বই বাঁধাইয়ের জন্য, তার, ছাপার কালি ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	৪,০০,০০০'০০
৫।	নির্বাচনী মালামাল প্যাকিং এর জন্য ৬,০০০ গানি ব্যাগ ক্রয় বাবদ।	১,৯৩,৫৬০'০০
৬।	ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারের অফিস হইতে ভোটকেন্দ্রে প্রেরণের জন্য ২৫,০০০ হেসিয়ান ব্যাগ ক্রয় বাবদ।	৪,৮১,৫০০'০০
৭।	ভোটকেন্দ্রে অফিসিয়াল সীল, ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল, ব্রাস সীল ইত্যাদি প্রেরণের জন্য ২৫,০০০ ছোট হেসিয়ান ব্যয় ক্রয় বাবদ।	১,৭৬,২৫০'০০
৮।	ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ও হারিকেন ভাড়া বাবদ।	৩১,২৫,৯৯৩'৫০
৯।	ফরম, প্যাকেট, ম্যানুয়েল, পোষ্টার, ব্যালট কাগজ ইত্যাদি মুদ্রণের জন্য কাগজ ক্রয় ও আনুষংগিক বাবদ।	১,২৮,০০,০০০'০০
১০।	সরকারী মুদ্রণালয়ের কর্মচারীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করিবার পারিশ্রমিক ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	২০,০০,০০০'০০
১১।	টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	৪,০০,০০০'০০
১২।	রেডিও এর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা, ফিল্ম নির্মাণ, মনিটরিং এর জন্য অতিরিক্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ম্যাগাজিন/জার্নাল ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা ক্রয় ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রচারণা খরচ বাবদ।	২৫,৩০,১৫৪'০০
১৩।	অফিস সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটিং মেশিন, ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	১১,৫২,৮৩৫'০০
১৪।	ঢাকা হইতে জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, বিভিন্ন প্রকারের ফরম, ইনভেলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী দ্রব্যাদি প্রেরণ এবং তথা হইতে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছান বাবদ।	৬,৫৯,৯০০'০০
১৫।	সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিস হইতে ব্যালট পেপার, ফরম ইত্যাদি ভোটকেন্দ্রে প্রেরণ এবং ভোট গ্রহণ শেষে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ফেরত আনয়ন এবং তথা হইতে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে পৌঁছানোর পরিবহন খরচ বাবদ।	৩৩,৮২,০৬০'০০
১৬।	৬৭ জন রিটার্নিং অফিসারের পিওএল খরচ বাবদ।	৭,৭২,৮৯০'৮৪

১	২	
১৭।	ভোটকেন্দ্রের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য ৪৭১ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের পিওএল খরচ বাবদ।	১১,০৫,৪৮৮·৩৯
১৮।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং উপ-নির্বাচন কমিশনারদের পিওএল বাবদ।	১,৩২,৩১৪·১০
১৯।	জেলা নির্বাচন অফিসারদের পিওএল/ট্যাক্সি/রিক্সা ভাড়া ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	২,৭৮,৬০০·০০
২০।	৬৭ জন রিটার্নিং অফিসারের ডাক, তার, মুদ্রণ ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	৪,৯৪,৩৪১·০০
২১।	৪৭১ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের ডাক, তার ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	১০,৬৯,৮৮২·০০
২২।	নির্বাচনী ফলাফল সংগ্রহের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপ্যায়ন ও আনুষংগিক বাবদ।	১,৯৭,৭৪২·০০
২৩।	অতিরিক্ত নাম সম্বলিত ভোটার তালিকা মুদ্রণ, ঘাটতি ভোটার তালিকা পুনর্মুদ্রণ, কাগজ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ।	২,৮৩,০৮০·০০
২৪।	৬৭ জন রিটার্নিং অফিসারের খণ্ডকালীন করণিক ও পিয়নের পারিশ্রমিক বাবদ।	৮৪,৪৮০·০০
২৫।	৪৭১ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের খণ্ডকালীন করণিক ও পিয়নের পারিশ্রমিক বাবদ।	৬,০৪,১৬০·০০
২৬।	৪ জন বিভাগীয় কমিশনারের পিওএল খরচ বাবদ।	১৫,৪৫৮·৪৫
২৭।	নির্বাচনী মালামাল প্যাকিং, শ্রমিক নিয়োগ, যাতায়াত ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	১,৫০,০০০·০০
২৮।	অমোচনীয় কালি প্রস্তুত করিবার জন্য ৪৭০ কে, জি, সিলভার নাইট্রেট ও ১৬·৫ কে, জি, জেনশিয়ান ভায়োলেট ক্রয় বাবদ। (বৈদেশিক মুদ্রায়)	২০,০০,০০০·০০
২৯।	অমোচনীয় কালি প্রস্তুত করিবার জন্য ২,৬৯১ লিটার মেথানল ও ২৬৬৫ লিটার রেকটিফায়েড স্পিরিট ক্রয় বাবদ।	২,৪৪,৯৫০·০০
৩০।	অমোচনীয় কালি ভর্তির জন্য পলিথিনের শিশি, কাঠের বাক্স, পেপার কার্টুন ইত্যাদি ক্রয়, আমদানীকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের উপর শুল্ক, কর সারচার্জ ও আনুষংগিক খরচ বাবদ।	২৯,৮৬,৭৯৫·৫০
৩১।	ষ্টীল ব্যালট বাক্স তৈলাক্তকরণ, মেরামত, রশি লাগানো ও পরিবহন খরচ বাবদ।	১৮,৭৯,৮২৩·০০
৩২।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও উহার বহিরাংগন সংস্থার অফিসার ও কর্মচারী, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংস্থার অফিসার ও কর্মচারী যাহারা নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাহাদের সম্মানী ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ভাতা বাবদ।	১১,৩৩,৪৯০·০০
৩৩।	সাংবাদিক, সরকারী অতিথি, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও বহিরাংগন সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপ্যায়ন ও আনুষংগিক বাবদ।	১৩,৮৬,৯০০·০০
৩৪।	নির্বাচনী ফলাফল টেলিফোন/টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক সংগ্রহের ব্যবস্থা বাবদ।	১৫,০০,০০০·০০
৩৫।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অতিরিক্ত ভ্রমণ ভাতা বাবদ।	৪,৭৫,৪১৮·৮২
৩৬।	জরুরী ভিত্তিতে হেলিকপ্টারযোগে নির্বাচনী সামগ্রী রিটার্নিং অফিসারের অফিসে প্রেরণ বাবদ।	—
৩৭।	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহর এলাকার ভোটকেন্দ্রের তালিকা পত্রিকায় প্রকাশের খরচ বাবদ।	—
৩৮।	অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহ বাবদ।	১,৫৭,২৯৫·০০
	সর্বমোট :	৭,১৭,০০,১৮৭·০০

(সর্বমোট সাত কোটি সতর লক্ষ একশত সাতাশি টাকা মাত্র)

অব্যয়িত ৮২,৯৯,৮১৩ (বিরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত তের) টাকা অর্থ বিভাগের অনুকূলে সমর্পণ করা হইয়াছে।

২। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য ১৯৯১-৯২ আর্থিক বৎসরে ৪,৯৩,০০০ (চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকার মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা হইতে এ পর্যন্ত ২,১৯,১৬৭ (দুই লক্ষ উনিশ হাজার একশত সাতষট্টি) টাকা বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দ করা হইয়াছে। আরও কিছু টাকা বরাদ্দের জন্য বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

৩। বর্ণিত হিসাব ছাড়াও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য অর্থ বিভাগ সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৬,৩৩,৭২,১৭৩ (ষোল কোটি তেত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত তিয়াত্তর) টাকা এবং সেনা সদর দপ্তরের অনুকূলে ১,২২,০০,০০০ (এক কোটি বাইশ লক্ষ) টাকা মোট ১৭,৫৫,৭২,১৭৩ (সতর কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত তিয়াত্তর) টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকা ১৬,৩৩,৭২,১৭৩ (ষোল কোটি তেত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত তিয়াত্তর) টাকা হইতে ১৫,৯৩,৮৯,৯৫০.০৫ (পনর কোটি তিরানব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ টাকা পাঁচ পয়সা) টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং সেনা সদর দপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,২২,০০,০০০ (এক কোটি বাইশ লক্ষ) টাকার সম্পূর্ণ টাকাই ব্যয় হইয়াছে। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম নির্বাচনী বাজেটে নির্ধারিত টাকা হইতে আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যয় মিটানোর জন্য অর্থ বিভাগ সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সেনা সদর দপ্তরকে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে।

পরিচ্ছেদ—১৬

ভোটগ্রহণ পর্ব

নির্বাচন কমিশন ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষণা করেন। ঐ সময়সূচী অনুযায়ী ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭/২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ (বুধবার) পঞ্চম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ঐ দিন সকাল ৮'০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫'০০ ঘটিকা পর্যন্ত একটানা ৯ ঘণ্টা ২৯৮টি আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হয়।

২। নির্বাচনী কার্যক্রমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হইল ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী দিবস অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (মংগলবার) রাত্রে রেডিও ও টেলিভিশন মারফত একযোগে সম্প্রচারিত এক ভাষণে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, এই নির্বাচনে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে আবারও পরীক্ষিত হইবে আমাদের দেশপ্রেম। তিনি সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা কামনা করেন। ভাষণে তিনি নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের নির্বাচনকর্মীর প্রতি নিরপেক্ষভাবে নির্ভয়ে তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিবার আহবান জানান। এই প্রসংগে তিনি সকল নির্বাচনকর্মীকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, কর্তব্যপালনে অবহেলা ও শৈথিল্যের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুর রউফও একই তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার এই ভাষণ ঐ দিন রাত্রি ০৭'৪৫ মিনিটে রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন হইতে একযোগে প্রচারিত হয়। ভাষণে তিনি দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক আদর্শের আলোকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল করিবার জন্য সকল প্রার্থী, রাজনৈতিক দল/জোট এবং তাঁহাদের সমর্থকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি নির্বাচনকার্যে নিয়োজিত সকল কর্মীকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ততা বা সিদ্ধান্তহীনতা ও কোনপ্রকার পক্ষপাতদুষ্টতা বরদাশ্ত করিবে না। মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণের অনুলিপি যথাক্রমে পরিশিষ্ট ৩৮ ও ৩৯-তে সন্নিবেশিত হইল।

৪। নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব শর্ত। এই অবস্থা যাহাতে বিরাজমান থাকে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য নির্বাচন কমিশন গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৮(১) ধারা অনুসারে ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১২ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (সোমবার) দিবাগত মধ্যরাত্রি হইতে শুরু করিয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বুধবার দিবাগত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মোট ৪৮ ঘণ্টার জন্য নির্বাচনী এলাকাসমূহে সকল প্রকার সভা ও শোভাযাত্রা আহবান, আয়োজন অনুষ্ঠান এবং সভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এতদ্ব্যতীত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন কোথাও যাহাতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে উহা নিশ্চিত করিবার জন্য নির্বাচন কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। অতীতের ন্যায় এইবারও এই সমস্যা সমাধানকল্পে নির্বাচন কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহিত নিবিড়ভাবে সকল পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। ভোটকেন্দ্র যথোপযুক্তভাবে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে পূর্বেই ভোটকেন্দ্রের তালিকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বি, ডি, আর, কর্তৃপক্ষ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সকল পুলিশ সুপার/মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

৫। নির্বাচনকালে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ, আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্তমন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য নিম্নরূপ সর্বনিম্ন লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়:—

(ক) পুলিশ-১ × জন (অস্ত্রসহকারে)
(খ) আনসার-১ × পিসি (অস্ত্রসহকারে)
(গ) আনসার—১ × এ পি সি (অস্ত্র/লাঠিসহ)
(ঘ) আনসার-১০ × জন (লাঠিসহ)

বাস্তব অবস্থা বিবেচনার প্রয়োজনানুসারে কোন কোন কেন্দ্রে উপরিবর্ণিত লোকবল বর্ধিতও করা হয়। ভোটকেন্দ্রে মোতায়েনকৃত লোকবলের দ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, ঐ সকল পরিস্থিতি এবং অন্যান্য জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রতিটি উপজেলার সুবিধাজনক স্থানে পুলিশ এপিবিএ/বিএন আনসার, বিডিআর/সেনাবাহিনী/নৌবাহিনীর সদস্যগণ দ্বারা গঠিত ভ্রাম্যমান ষ্ট্রাইকিং ফোর্স মোতায়েন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার, উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক মেট্রোপলিটান এলাকাসমূহের পুলিশ কমিশনার, জেলাসমূহের ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারগণকে (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতিরেকে) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রণীত নিরাপত্তা রূপরেখার আলোকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকার জন্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পার্বত্য জেলাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জি ও সি ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে গৃহীত হয়। পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট হেলিকপ্টারও (৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টা উড্ডয়ন সময়সহ) নির্বাচনের তারিখসহ নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ৫ দিবসের জন্য বরাদ্দ করা হয়। উল্লেখ্য সমতল এলাকার ভোটকেন্দ্রের জন্য কর্তব্যরত আনসারদের ৪ (চার) দিনের জন্য এবং উপকূল এলাকা, চর এলাকা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের ক্ষেত্রে আনসারদের ৫ দিনের জন্য অংগীভূত করা হয়। অংগীভূত আনসারগণের কার্যকরিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগকে ইউনিফর্ম প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাছাড়াও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে অংগীভূত আনসারগণকে নিজস্ব ইউনিয়নে নিয়োগ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত নির্বাচনের পূর্বেই নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম এবং তাঁহাদের করণীয় সম্পর্কে তাঁহাদিগকে যথাযথভাবে অবহিত করানোর জন্য (৫ দিন মেয়াদী) একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সীমান্তবর্তী ১২০টি উপজেলা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরী এলাকায় আইন-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে ৮৫,০০০ জন বিডিআর সদস্যকেও ষ্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া বি, এ, পিতে নিয়োজিত বি ডি আর সদস্যরা তাহাদের নিকটবর্তী এলাকায় নির্বাচনের দিন বিশেষভাবে মোতায়েন করেন। মনপুরা, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, মহেশখালী উপজেলার দ্বীপাঞ্চলসমূহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে ষ্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে ৮ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়। মূলতঃ নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে ভ্রাম্যমান ষ্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিটি উপজেলায় আইন-শৃখলা রক্ষার নিমিত্তে ৪ (চার) জন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিটি দলের সহিত ১ (এক) জন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য আইন শৃংখলা রক্ষার সংগে জড়িত সকল কর্তৃপক্ষ যাহাতে যথাযথভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহের উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীসহ "জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১" শিরোনামে ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/২৭শে মাঘ, ১৩৯৭ তারিখে একটি পরিপত্র সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জারী করে (পরিশিষ্ট-৩৩)।

৬। তাহা ছাড়াও নির্বাচন কালীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহের ভূমিকা কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে সরকার এই সকল পরিষদের উপর কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া "ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১" নামে একটি নূতন অধ্যাদেশ জারী করে (পরিশিষ্ট-৩৪)।

এই অধ্যাদেশে আরও বিধান রাখা হইয়াছে যে, "যদি সরকারের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন পরিষদ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোন দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে নাই বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পরিষদ বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।" এই প্রসংগে পর্যবেক্ষক দল তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছে যে, নির্বাচনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির সুরক্ষাও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, ঐগুলি ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক। নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ গুরুতর কোন অসুবিধা ছাড়াই তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রতিবেদনে তাঁহারা আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভোটারগণ নির্বাচনের দিন উৎসবোচিত প্রফুল্ল মেজাজে নির্বাচনে সামিল হন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের প্রেক্ষিতে যাহারা পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহে ভীতিপ্রদর্শন ও লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও আস্থার সঞ্চার হয় যে, নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হইবে। নির্বাচনের সময় পেশী শক্তির বিশেষ কোন প্রভাব ও পরিলক্ষিত হয় নাই। ভোটারদের মনে আরও আস্থার সঞ্চার হয় যে, নির্বাচনী কর্মকর্তাগণও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিবেন এবং ফলস্বরূপ তাঁহারা নিজেদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। এই অনুভূতি ভোটারদের মনে ভোট প্রদানের ব্যাপারে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করে। তাহাছাড়া এই নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিপুল সংখ্যায় মহিলা ভোটারগণের উপস্থিতি।

পর্যবেক্ষকগণ মন্তব্য করেছেন যে, মহিলাদের উপস্থিতি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যবেক্ষকগণ আরও মন্তব্য করেছেন যে, নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ কোনপ্রকার চাপ ব্যতিরেকেই তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করেন এবং নির্বাচনকেন্দ্রে দৃঢ়তার সহিত নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ বা কাজ করিবার উদ্যোগকে দৃঢ়তার সহিত মোকাবেলা করেন।

৭। ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষক দল-এর সাধারণ পর্যবেক্ষণজাত সিদ্ধান্ত হইল এই যে, নির্বাচনের সময় গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক ছিল। নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ছিল বেশ ভাল। ভোটকেন্দ্রের ভিতরে এবং বাইরে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যবহারও ছিল সন্তোষজনক। নিরাপত্তার প্রশ্নে অধিকাংশ কেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের উপর কোনপ্রকার চাপ সৃষ্টি করিবার ঘটনা ছিল খুবই নগণ্য। বুথের মধ্যে কোনপ্রকার অঘটনকে মোকাবেলা করিবার মত যথেষ্ট সাহস ও মনোবল তাঁহাদের ছিল বলিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে।

৮। নির্বাচন কমিশনের পূর্ব নির্দেশানুসারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত দিনেই নিজ নিজ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। তবে লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম ও আংগরপোতা ছিটমহলদ্বয়ের এবং পার্বত্য রাংগামাটি জেলার বরকল ও বাঘাইছড়ি উপজেলার ৫টি দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ভোটকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। দহগ্রাম ও আংগরপোতা ছিটমহলে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ভারতীয় ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন। এইজন্য পূর্বেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় হাই কমিশনের সহিত যোগাযোগ করা হয়। পার্বত্য রাংগামাটি জেলার ৫টি ভোটকেন্দ্র যেহেতু দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত; সেই হেতু নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক এই বিষয়ে সুপ্রীম কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স ডিভিশনের সংগে যোগাযোগ করিয়া উক্ত ভোটকেন্দ্রসমূহের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে প্রেরণ ও ফেরত আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে নির্বাচন শুরু হওয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা পূর্বে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ দেশের সকল ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন। ইহাতে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই।

৯। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্বেই প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের কোন ভোটকক্ষে কোন্ কোন্ ভোটার এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন উহার তালিকা ভোটকেন্দ্রের বাহিরে প্রকাশ্যস্থানে টাংগানো হয়। প্রত্যেক ভোটকক্ষের বাহিরে সনাক্তকরণের জন্য ভোটকক্ষের নম্বর, পুরুষ, মহিলা, প্রবেশ, বাহির ইত্যাদি মুদ্রিত প্ল্যাকার্ড লাগানো হয়। এতদ্ব্যতীত গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০(২) ধারা অনুসারে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের বাহিরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১০। ভোটারদিগকে সঠিকভাবে সনাক্তকরণ ও ভোটকক্ষে ভোটদান অবলোকনের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টকে প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। প্রিজাইডিং অফিসারগণ প্রত্যেক ভোটকক্ষে পোলিং এজেন্টগণের বসিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত না থাকায় নির্বাচনে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক ঘটনার অবতারণা ঘটে। এই নির্বাচনে ইহা পরিহারের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের জন্য একটি নির্দেশাবলী প্রণয়ন করিয়া উহা তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করে (পরিশিষ্ট-৪০)।

১১। ভোটগ্রহণের দিন ভোটার, ভোটগ্রহণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদেরই সাধারণতঃ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার ছিল। তবে রিটার্নিং অফিসারের অনুমতিসাপেক্ষে সাংবাদিকগণকেও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্বাচনে বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক ছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। তন্মধ্যে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষণ দল, সার্ক পর্যবেক্ষণ দল, এন, ডি, আই পর্যবেক্ষণ দল, জাপানী পর্যবেক্ষণ দল প্রভৃতি বিদেশী পর্যবেক্ষণ দল এবং বাংলাদেশ মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, সিটিজেনস ইলেকশন কমিশন প্রভৃতি দেশীয় পর্যবেক্ষক দলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পর্যবেক্ষক দল বা সাংবাদিকগণকে ভোটদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

১২। ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খালি আছে কিনা তাহা উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে দেখাইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার উহা সীলগালা করিয়া বন্ধ করতঃ কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সম্মুখে রাখেন। অতঃপর বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ কার্য শুরু হয়। ভোটারগণ একের পর এক ব্যালট পেপার গ্রহণপূর্বক ভোট প্রদান করেন। ব্যালট পেপার প্রদান করিবার পূর্বে কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং তাঁহার নিকট রক্ষিত ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের ক্রমিক সংখ্যার পাশে টিক √ চিহ্ন দেন। অতঃপর ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে দস্তখত বা টিপসহি দিবার পর অফিসিয়াল সীলের সাহায্যে ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় ও মুড়িপত্রে চিহ্ন প্রদানের পর ব্যালট পেপারটি মুড়িপত্র হইতে পৃথক করিয়া ভোটারকে হস্তান্তর করা হয়। জাল ভোট ও একই ব্যক্তি কর্তৃক বার বার ভোট প্রদান রোধকল্পে ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে তাঁহার হাতের যে কোন আংগুলে (সাধারণতঃ বামহাতের বৃদ্ধাংগুলে) অমোচনীয় কালির চিহ্ন প্রদান করা হয়। ভোটপ্রদানের জন্য ব্যালট পেপারের সহিত ভোটারকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত বর্গঘর চিহ্নিত রাবারের সীলমোহর প্রদান করা হয়। এইবারের নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই সীলে "সংসদ নির্বাচন' ৯১" কথাটি ব্লক আকারে খোদাই করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া বর্ণ এবং শেষ ঘরে '৯১ সংখ্যাটি খোদাই করা হয়। ভোটার ভোটদানের জন্য নির্দিষ্ট গোপনকক্ষে সীলটিসহ প্রবেশ করিয়া তাঁহার পছন্দসই প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত ঘরের পাশে সীল দিয়া ভোট প্রদান করেন। ইহার পর ঐ কক্ষেই ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইয়া ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, ভোটকেন্দ্র ত্যাগের পূর্বে প্রত্যেক ভোটার মার্কিং সীল মোহরটি কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার নিকট ফেরত দিয়া যান। অন্ধত্ব বা দৈহিক অক্ষমতার জন্য যে সকল ভোটার সংগী ছাড়া ভোট প্রদানে অসমর্থ, সেই ক্ষেত্রে ২১ বৎসরের কম নহে এমন কোন সংগীকে ভোটপ্রদানে সহায়তা করিবার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার অনুমতি প্রদান করেন। তবে ভোটের গোপনীয়তা যাহাতে কোনক্রমেই ভংগ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার সংগীটিকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দেন। এই ধরনের অক্ষম ভোটারদের তালিকাভুক্ত করিবার জন্য নির্বাচন কমিশন হইতে একটি ফরম নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় (পরিশিষ্ট-৪১)।

১৩। যে সকল ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে ভোটার হিসাবে পরিচয় দিয়া ব্যালট পেপার দাবী করেন দেখা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে নিজেকে ঐ নামের ভোটার পরিচয় দিয়া ভোট দিয়াছেন, তবে পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে অন্য সকল ভোটারের মত একইভাবে ব্যালট পেপার দেওয়া হয়। এই ব্যালট পেপার "টেণ্ডার ব্যালট পেপার" নামে অভিহিত। এই ধরনের ব্যালট পেপার বাক্সে না ফেলিয়া কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার হাতে দিতে হয়। এই ভোট গণনার কোন বিধান নাই। তবুও এই নির্বাচনে মোট ৭০৪টি টেণ্ডার ভোট প্রদত্ত হয়।

১৪। কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদনের সময় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা কোন নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার নিকট যদি ঘোষণা করেন যে, ঐ ব্যক্তি এই নির্বাচনে ইতিপূর্বেও ভোট দিয়াছেন অথবা ভোটার তালিকায় লিখিত যাহার নামে ভোট দিতে চাহেন তিনি ঐ ব্যক্তি নহেন তাহা হইলে এই ধরনের আপত্তির পর কর্তব্যরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ভোটারকে সতর্ক করিয়া ব্যালট পেপার প্রদান করেন। ইহা আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বলিয়া গণ্য হয়। এই সকল ভোট গণনা করিতে হয়।

১৫। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ ধারায় ডাকযোগে ভোটদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তবে এই ভোটদানের জন্য আলাদা ব্যালট পেপারের ব্যবস্থা করা হয়, যাহা "পোষ্টাল ব্যালট পেপার" নামে অভিহিত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্যই কেবলমাত্র পোষ্টাল ব্যালট এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ক) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁহার পত্নী;

(খ) পাবলিক অফিসে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং তাঁহার পত্নী;

(গ) বাংলাদেশের যে কোন কারাগার বা হাজতে আটক ব্যক্তি; এবং

(ঘ) এমন সকল ব্যক্তি যাহাদেরকে তাঁহাদের নিজস্ব ভোটকেন্দ্র এলাকা বহির্ভূত স্থানে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এই সকল ভোটারদের জন্য রিটার্নিং অফিসারগণ যাহাতে অগ্রীম ডাকমাশুল পরিশোধ না করিয়া বিভিন্ন ডাকঘর হইতে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ করিতে পারেন এবং অনুরূপভাবে ডাকযোগে যাঁহারা ভোটদানের সুযোগ গ্রহণ করিবেন তাঁহারাও যাহাতে এই সুযোগ পান, তাহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পূর্বেই বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই নির্বাচনে ইতিপূর্বে উল্লিখিত অক্ষম ভোটারদের ভোটদান, টেণ্ডার্ড ভোট প্রদান, আপত্তিকৃত ভোট প্রদান ইত্যাদির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১৬। দেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার ২৪,১৫৪টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৯৮টি নির্বাচনী এলাকার ২৩,৯৬৬টি ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত দিনে যথারীতি ভোট গ্রহণ করা হয়। দুইটি নির্বাচনী এলাকা যথাঃ ৭৬ কুষ্টিয়া-২ নির্বাচনী এলাকার ১১৩টি ও ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকার ৭৫টি মোট ১৮৮টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন হয় নাই। কারণ ৭৬ কুষ্টিয়া-২ নির্বাচনী এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী জামদ (রব) প্রার্থী জনাব মারফত আলী এবং ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকার ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী আলহাজ্ব তোফাজ্জল হোসাইনের মৃত্যুবরণ করিবার পরিপ্রেক্ষিতে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৭ ধারা অনুসারে নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে এই দুইটি নির্বাচনী এলাকায় নূতন করিয়া নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষণাপূর্বক সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়। ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকার ফলাফল ১৬ই মার্চ, ১৯৯২ তারিখে (পরিশিষ্ট-৪৮ছ) এবং ৭৬ কুষ্টিয়া -২ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ফলাফল ২৯শে মার্চ, ১৯৯১ তারিখে (পরিশিষ্ট-৪৮জ) সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

১৭। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাগুন, ১৩৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১২টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টি ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার কারণে ভোট গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত এই সকল ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা নির্বাচনী এলাকার নাম সংক্রান্ত একটি বিবরণী এতদসংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-৪২)।

১৮। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৫(২) ধারায় উল্লেখ আছে যে, যে ক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করানো হইয়াছে এবং নির্বাচন কমিশন যদি সন্তোষজনকভাবে মনে করেন যে, অন্যান্য ভোট কেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ভোট কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান করিবেন। আর যে ক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল ব্যতীত নির্বাচনী ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা সম্ভব সেক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষিত ভোট কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল ব্যতীতই নির্বাচনী ফলাফল চূড়ান্ত করিতে হইবে। উক্ত আদেশের এই বিধান অনুসারে বন্ধ ঘোষিত ১২টি নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ৪টি নির্বাচনী এলাকা ব্যতীত অন্য ৮টি নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বন্ধ ঘোষিত ভোট কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যতীরেকেই নির্ধারিত হইয়া যায়। যে সকল নির্বাচনী এলাকায় পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহার একটি বিবরণী এতদসংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-৪৩)। উপরি উক্ত ৪টি নির্বাচনী এলাকার বন্ধ ঘোষিত মোট ২১টি ভোটকেন্দ্রে কমিশনের নির্দেশে ৯ই মার্চ, ১৯৯১/২৪শে ফাগুন, ১৩৯৭ (শনিবার) তারিখে পুনঃনির্বাচনের জন্য যথারীতি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই পুনঃ নির্বাচনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই ৪টি নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ফলাফল ১২ই মার্চ, ১৯৯১ তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয় (পরিশিষ্ট-৪৮ঝ)।

পরিচ্ছেদ—১৭

ভোট গণনা

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬ ধারা এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এর ২২ বিধিতে ভোট-কেন্দ্রেই ভোটগণনা করিবার বিধান রহিয়াছে। ভোটকেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোথাও ভোটগণনা করা যাইবে না বলিয়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১লা ফাগুন, ১৩৯৭ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র নং-৭ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরি-উক্ত গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এ প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য বৈধ, আপত্তিকৃত ও বাতিলযোগ্য ব্যালট পেপার পৃথকীকরণ ও ভোটগণনা, পুনর্গণনা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্টকে ফলাফলের সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান, গণনার ফলাফল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান রহিয়াছে। ঐ বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পূর্ব নির্দেশানুসারে ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর-পরই সমগ্র দেশে প্রিজাইডিং অফিসারগণ কর্তৃক ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের সম্মুখে ভোট গণনা করা হয় এবং ভোটগণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদিগকে ভোটগণনা অবলোকন করিবার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

২। আইনের বিধান অনুযায়ী ভোট গণনার জন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত সকল ব্যালট বাক্স খোলেন এবং বাক্স হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারসমূহ গণনার জন্য পৃথক পৃথকভাবে রাখেন এবং নিম্নলিখিত ব্যালট পেপারসমূহ গণনা হইতে বাদ দেন:—

(ক) যাহাতে কোন অফিসিয়াল চিহ্ন নাই;

(খ) যাহাতে অফিসিয়াল চিহ্ন বা সরবরাহকৃত রাবার সীলের নির্ধারিত চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন লেখা বা চিহ্ন আছে অথবা কাগজের কোন টুকরা বা অন্য কোন জিনিস লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে;

(গ) যাহাতে ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা নির্দেশ করিয়া চিহ্ন দেওয়া হয় নাই;

(ঘ) যাহাতে এমনভাবে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে যাহা হইতে ভোটার কোন্ প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না।

৩। ভোটগণনার কাজ শেষ হইবার পরপরই প্রিজাইডিং অফিসার বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেন:—

(ক) ব্যালট পেপারে সন্নিবেশিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের ক্রমানুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করেন এবং প্রার্থীদের নিজ নিজ নাম ও প্রতীক লিখিত পৃথক পৃথক প্যাকেটে ব্যালট পেপারগুলি রাখেন (প্যাকেট-১)।

(খ) গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারগুলি প্যাকেট-২ এ রাখেন।

(গ) আপত্তিকৃত বৈধ ব্যালট পেপারগুলি গণনার পর "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত প্যাকেটে (প্যাকেট-৮) আপত্তিকৃত ত্রুটিপূর্ণ ব্যালট পেপারের সহিত একত্রে রাখেন।

(ঘ) প্যাকেট-১ এবং প্যাকেট-২ একত্র করিয়া একটি প্রধান প্যাকেটে রাখেন (প্যাকেট-৩)।

(ঙ) প্রত্যেক প্যাকেটে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা সম্বন্ধে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদান করেন এবং প্রত্যেক প্যাকেটের উপর দস্তখত ও সীলমোহর প্রদান করেন।

(চ) প্যাকেটের উপর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট (যদি থাকেন)-এর দস্তখত ও সীল গ্রহণ করেন।

(ছ) ভোট গ্রহণের পরপরই প্রিজাইডিং অফিসারগণ ফরম-১৪ (পরিশিষ্ট-৪৪)তে ভোটগণনার বিবরণী গ্রহণ করেন। এই বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা এবং গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়।

(জ) প্রিজাইডিং অফিসার "ফরম ১৫-তে" (পরিশিষ্ট-৪৫) ১টি হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করেন।

(ঝ) ভোটগণনার পর প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোটগণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপি দাবী করিলে তাহা প্রদান করেন।

৪। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি পৃথক পৃথক প্যাকেট সীলমোহর করেন :—

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার (প্যাকেট-৪)।

(খ) বিনষ্ট ব্যালট পেপার (প্যাকেট-৫)।

(গ) টেণ্ডার্ড ব্যালট পেপার (প্যাকেট-৬)।

(ঘ) সকল "প্যাকেট-৬" একটি প্রধান প্যাকেটে (প্যাকেট-৭)।

(ঙ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার (প্যাকেট-৮)।

(চ) চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপি (প্যাকেট-৯)।

(ছ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র (প্যাকেট-১০)।

(জ) টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা (প্যাকেট-১১)।

(ঝ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা (প্যাকেট-১২)।

(ঞ) ভোট গণনার বিবরণী (প্যাকেট-১৩)।

(ট) ব্যালট পেপারের হিসাব (প্যাকেট-১৪) এবং

(ঠ) বিবিধ কাগজপত্র (প্যাকেট-১৫)।

প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট কোন বিবরণী বা প্যাকেটে দস্তখত/সীল প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দান করেন।

৫। উপরি উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পর প্রিজাইডিং অফিসার সমস্ত প্যাকেট ও দলিলপত্রাদি চটের থলিতে ভর্তি করিয়া সীল করেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ প্রহরাধীনে সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট ঐগুলি হস্তান্তর করেন।

পরিচ্ছেদ—১৮

প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন।

জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনার আইনগত কোন বিধান নাই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যম এবং জনসাধারণের তাৎক্ষণিক চাহিদা মিটাইবার জন্য জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনেরই প্রাথমিক ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সংগ্রহ ও পরিবেশনার রীতি বহুদিন যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। তাই পূর্বে প্রচলিত কার্যক্রমের সংগে সংগতি রাখিয়া নির্বাচন কমিশন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য এক পূর্ণাংগ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীকে নিম্নলিখিত দুই পর্যায়ে বিভক্তি করা হয়:

(১) ভোটকেন্দ্র হইতে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় এবং

(২) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হইতে ঢাকাস্থ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটগণনা সমাপ্ত হইবার সংগে সংগে প্রাথমিক ফলাফল নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) বিশেষ বার্তাবাহক: যেখানে টেলিফোনে যোগাযোগ বা অয়ারলেসে বার্তা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা নাই, সেইখানে প্রিজাইডিং অফিসার বিশেষ বার্তাবাহক দ্বারা ভোটগণনার বিবরণী ও প্রাথমিক ফলাফল সরাসরি অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট পরিবেশন করেন।

(খ) টেলিফোন: যেখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, সেইখানে প্রিজাইডিং অফিসার টেলিফোনের মাধ্যমে ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফল রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করণের ব্যবস্থা করেন।

(গ) ওয়ারলেস: যে যে স্থানে ওয়ারলেস সার্ভিসের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই সকল স্থানে প্রিজাইডিং অফিসার ওয়ারলেস যোগে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফল পরিবেশন করেন।

২। রিটার্নিং অফিসারগণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফল একত্রীভূত করিয়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রতি এক ঘণ্টাঅন্তর টেলিফোনের মাধ্যমে জানাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণের নিকট হইতে ফলাফল সংগ্রহ এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে তথ্য প্রেরণ করিবার জন্য রিটার্নিং অফিসারগণ তাহাদের নিজ নিজ কার্যালয়ে একটি করিয়া ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৩। সমগ্র দেশের জন্য নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়। ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হইবার পর হইতে সর্বশেষ ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রাপ্তি ও উহা পরিবেশিত না হওয়া পর্যন্ত এই ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। রিটার্নিং অফিসারগণের "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" হইতে টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিব/উপ-সচিব/যুগ্ম-সচিব (নির্বাচন) জনাব স, ম, জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে কাহাকে কোন্ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহের ফলাফল সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল তাহার বিবরণী এতদ্‌সংগে সংযোজিত করা হইল (পরিশিষ্ট-৪৬)।

৪। উপরি উল্লিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল বিভিন্ন প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে পরিবেশনের পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা ও বিভিন্ন উপাত্ত প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৬ জন কর্মকর্তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়:—

১। জনাব বুরহান উদ্দীন আহমদ, উপ-সচিব (নির্বাচন),

২। জনাব বদরুদ্দোজা সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব (স্থানীয় নির্বাচন-১),

৩। জনাব মোহাম্মদ জকরিয়া, সহকারী সচিব (নির্বাচন-১),

৪। বেগম জেসমিন টুলী, সহকারী সচিব (প্রশাসন-১),

৫। বেগম শাহীন আখতার, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩),

৬। শেখ মোঃ আবদুল আহাদ, গবেষণা অফিসার।

উপরি উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী ও নিয়োজিত রাখা হয়। প্রাথমিক ফলাফল উপজেলা সদর হইতে জেলা সদরে এবং তথা হইতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্রে" ট্রাংকলের মাধ্যমে প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর প্রেরণ করিবার জন্য বাংলাদেশ টি এণ্ড টি বোর্ড এক বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। গৃহীত কর্মসূচী অনুসারে উক্ত বোর্ড নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস/বুথ চালু করে। এতদ্ব্যতীত ঢাকাস্থ ট্রাংক এক্সচেঞ্জ প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"-এর সহিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"-এর মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে ট্রাংক সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে ফলাফল সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে।

৫। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অবস্থিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" হইতে প্রতি এক ঘণ্টা পর পর যে বার্তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে অবস্থিত "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"-এ প্রেরণ করা হয় তাহা সংগ্রহের সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক একটি নির্ধারিত বার্তা ফরম মুদ্রণ করা হয়। এই ফরমে ফলাফল সংগ্রহকারীগণ প্রতিটি বার্তায় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ক্রমবর্ধমান ভোটকেন্দ্রের সংখ্যাসহ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কত ভোট পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত ফরমের একটি নমুনা এতদ্‌সংগে সন্নিবেশিত হইল (পরিশিষ্ট-৪৭)।

৬। **নির্বাচন ফলাফল প্রচার ও পরিবেশনা**

নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় প্রথমে রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে যুগপৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১-এর প্রাথমিক ফলাফল প্রচার শুরু হয়। রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল নির্ধারিত বার্তা ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া রেডিও, টেলিভিশন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিবেশনের জন্য বিতরণ করা হয়। নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, পি, আই, ডি, ইউ, এন, বি, স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের সাংবাদিক ও বিদেশী সাংবাদিকগণ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আলাদা আলাদা অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস স্থাপন করেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক তাহাদের চাহিদা অনুসারে পৃথক পৃথক কক্ষ বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা ছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"-এ প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর সম্বলিত একটি "ফলাফল প্রদর্শনী বোর্ড" স্থাপন করা হয়। পরিবেশনের জন্য নির্ধারিত প্রাথমিক ফলাফল পাইবার পর পরই বার্তা ফরমের একটি কপি প্রদর্শনী বোর্ডে টাংগাইয়া দেওয়া হয় এবং সংগে সংগে অন্যান্যসংবাদ মাধ্যম সহ-নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অস্থায়ী ষ্টুডিও হইতে সরাসরি উহা সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সংস্থাকে বার্তা ফরম সরবরাহ এবং প্রদর্শনী বোর্ডে টাংগাইবার জন্য রোভার স্কাউট ঢাকা অঞ্চলের ৪০ (চল্লিশ) জনের একটি দল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কার্যরত থাকে। তাহারা ২০ জন করিয়া দুই শিফটে এই কাজে নিয়োজিত থাকে।

৭। ফলাফল পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভ্রান্তি এড়াইবার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমের সহিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনের একমাত্র উৎস হইবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল যে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত ফলাফল পরিবেশন করা যাইবে না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমে উহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী,, ১৯৯১/১৪ ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ তারিখ সন্ধ্যা ০৭-০০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং পরের দিন সকাল ০৭-০০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২-০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন অব্যাহত থাকে। এই সময়কালের মধ্যে সকল ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "কেন্দ্রীয় ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"-এ পৌছাইয়া যায়।

৮। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল যথাযথভাবে সংগ্রহ ও পরিবেশনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। নির্বাচন কমিশন, কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ ভোটগ্রহণ পর্বের শুরু হইতে প্রাথমিক ফলাফল পরিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যক্ষভাবে ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশনার কাজ পর্যবেক্ষণ করেন ও উহার যথার্থ তত্ত্বাবধানে অতীব সক্রিয় থাকেন।

পরিচ্ছেদ—১৯

সরকারী ফলাফল একত্রীভূতকরণ ও ঘোষণা প্রদান

ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের কাজ সমাপনের পর প্রিজাইডিং অফিসারগণ নির্বাচন কমিশনের পূর্ব নির্দেশ অনুসারে ভোট গণনার হিসাব বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব, ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি ব্যাগ সীলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরণের প্যাকেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। রিটার্নিং অফিসার তাঁহার আওতাধীন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার সকল প্রিজাইডিং অফিসারদের/সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোট গণনার হিসাব বিবরণী পাওয়ার পর গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৭ ধারা এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এর ২৫ বিধি অনুসারে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ফলাফল ফরম ১৬-তে লিপিবদ্ধ করতঃ একত্রীভূত করেন। এই কাজ সম্পাদনের পূর্বে রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ফলাফল একত্রীভূতকরণের স্থান ও সময় জানাইয়া দেন। ফলাফল একত্রীভূতকরণের নির্ধারিত স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টদের সম্মুখে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফলাফল একত্রীভূত করা হয়। এই নির্বাচনে কোথাও ফলাফল একত্রীভূতকরণের এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

২। ফলাফল একত্রীভূতকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সকল পোষ্টাল ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারদের নিকট পৌঁছিয়াছিল সেই সকল ব্যালট পেপার ও প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোট গণনার হিসাব বিবরণীতে যোগ করিয়া প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফলাফল ফরম ১৬-তে একত্রীভূত করা হয়। এতদভিন্ন ফলাফল একত্রীভূতকরণের সময় যে সকল ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষান্তে গণনা উপযোগী বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে বৈধ ভোট হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩। বৈধ ভোট পুনঃগণনা সম্পর্কিত বিধান গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৭ ধারার ৫ উপ-ধারায় বর্ণিত আছে যাহা নিম্নরূপ :—

"The Returning Officer shall not recount the valid ballot papers in respect of any polling stations unless—

(a) the count by the Presiding Officer is challenged in writing by a contesting candidate or his election agent and Returning Officer is satisfied about the reasonableness of the challenge ;

(b) he is directed so to do by the Commission".

উপরে বর্ণিত ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোট পুনঃ গণনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে কোন নির্দেশ প্রদান করার প্রয়োজন হয় নাই।

তবে যদিও দেশে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহের মধ্যে এই নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক প্রশংসিত, হইয়াছে, তথাপিও এই নির্বাচন সম্পর্কে কোন কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কিছু কিছু অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ অভিযোগগুলি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যথারীতি নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। ঐ সকল অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে (১) বিশদভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনী ফলাফল একত্রীভূতকরণের পর গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯(২) ধারানুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ফরম-১৭তে লিপিবদ্ধ করিয়া গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। উক্ত গণ-বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং তাঁহাদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। এই সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করিয়া রিটার্নিং অফিসার ফরম ১৬তে লিপিবদ্ধ ফলাফলের একত্রীভূত বিবরণীসহ ফরম ১৭তে লিপিবদ্ধ নির্বাচনী রিটার্ন বিশেষ

পাদটীকা—১ দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ : নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ।

দূত মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে দাখিল করেন। রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিটার্নের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশ করেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা পরিশিষ্ট "৪৮"তে প্রদত্ত হইল।

৫। জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোট এর শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

ক্রমিক সংখ্যা	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.)	৩০০	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১%	১৪০
২।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮%	৮৮
৩।	জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২%	৩৫
৪।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩%	১৮
৫।	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৬,১৬,০১৪	১.৮১%	৫
৬।	জাকের পার্টি	২৫১	৪,১৭,৭৩৭	১.২২%	—
৭।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি. পি. বি)	৪৯	৪,০৭,৫১৫	১.১৯%	৫
৮।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব)	১৬১	২,৬৯,৪৫১	০.৭৯%	—
৯।	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯%	১
১০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর)।	৩১	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬%	১
১১।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু)	৬৮	১,৭১,০১১	০.৫০%	—
১২।	গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১,৫২,৫৯২	০.৪৫%	১
১৩।	ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন, ডি, পি)	২০	১,২১,৯১৮	০.৩৬%	১
১৪।	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১,২০,৭২৯	০.৩৫%	—
১৫।	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	১,১০,৫১৭	০.৩২%	—
১৬।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	৯৩,০৪৯	০.২৭%	—
১৭।	ফ্রীডম পার্টি	৬৫	৯০,৭৮১	০.২৭%	—
১৮।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	৩১	৮৪,২৭৬	০.২৫%	১
১৯।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দীন)	৬	৬৬,৫৭৫	০.২০%	—

১	২	৩	৪	৫	৬
২০।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	৬৩,৪৩৪	০.১৯%	১
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	৩৪,৮৬৮	০.১০%	—
২২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	৩২,৬৯৩	০.১০%	—
২৩।	জনতা মুক্তি পার্টি	৮	৩০,৯৬২	০.০৯%	—
২৪।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	১৬	১৪,৭৬১	০.০৭%	—
২৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪,৩১০	০.০৭%	—
২৬।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	২১,৬২৪	০.০৬%	—
২৭।	জাতীয় জনতা পার্টি এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	১১	২০,৫৬৮	০.০৬%	—
২৮।	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১৫,০৭৩	০.০৪%	—
২৯।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মাহবুব)	৬	১৩,৪১৩	০.০৪%	—
৩০।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	১১,৯৪১	০.০৪%	—
৩১।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম, এল)	৪	১১,২৭৫	০.০৩%	—
৩২।	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	১১,০৭৪	০.০৩%	—
৩৩।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১১,০৭৩	০.০৩%	—
৩৪।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী)	৩০	৯,১২৯	০.০৩%	—
৩৫।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	২	৬,৬৭৭	০.০২%	—
৩৬।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৬,৩৯৬	০.০২%	—
৩৭।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	৩,৬৭১	০.০১%	—
৩৮।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	৩,৫৯৮	০.০১%	—
৩৯।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	৩,১৮৭	০.০১%	—
৪০।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৭	৩,১১৫	০.০১%	—
৪১।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	২,৭৫৭	০.০১%	—
৪২।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	২,৬৬৮	০.০১%	—
৪৩।	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	৭	১,৫৭০	০.০০৫%	—
৪৪।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস	১০	১,৪২১	০.০০৪%	—
৪৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল (জাগচাদ)	১০	১,৩১৭	০.০০৪%	—

১	২	৩	৪	৫	৬
৪৬।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ (সামাদ)	১	১,৩১৪	0.০০৪%	—
৪৭।	জনশক্তি পার্টি	৪	১,২৬৩	0.০০৪%	—
৪৮।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	১,২৩৬	0.০০৪%	—
৪৯।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ	২	১,০৩৯	0.০০৩%	—
৫০।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	১,০৩৪	0.০০৩%	—
৫১।	পিপলস ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৮৭৯	0.০০৩%	—
৫২।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	৫	৭৪২	0.০০২%	—
৫৩।	জনতা মুক্তিদল (জামুদ)	৪	৭২৩	0.০০২%	—
৫৪।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	৬৮৬	0.০০২%	—
৫৫।	মুসলিম পিপলস পার্টি	১	৫১৫	0.০০২%	—
৫৬।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	৫০৩	0.০০১%	—
৫৭।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল হিন্দু পার্টি	২	৫০২	0.০০১%	—
৫৮।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	৪৯৬	0.০০১%	—
৫৯।	ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৪৫৩	0.০০১%	—
৬০।	ধূমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারনকারী মানব সেবা সংস্থা (সিদসা)	২	৪৫৩	0.০০১%	—
৬১।	জাতীয় তরুন সংঘ	১	৪১৭	0.০০১%	—
৬২।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৩১৮	0.০০১%	—
৬৩।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	৪	২৯৪	0.০০১%	—
৬৪।	আইডিয়েল পার্টি	১	২৫১	0.০০১%	—
৬৫।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী সাদেকুর রহমান)	১	২৪৮	0.০০১%	—
৬৬।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	0.০০১%	—
৬৭।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	0.০০১%	—
৬৮।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২০২	0.০০১%	—
৬৯।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	১৮২	0.০০০৫%	—
৭০।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	১৫৪	0.০০০৫%	—
৭১।	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	১	১৩৮	0.০০০৪%	—
৭২।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	৩৯	0.০০০১%	—
৭৩।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	১	২৮	0.০০০১%	—
৭৪।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী নুর মো: কাজী)	১	২৭	0.০০০১%	—
৭৫।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	২৫	0.০০০১	—
৭৬।	স্বতন্ত্র/নির্দলীয়	৪২৪	১৪,৯৭,৩৯৬	৪.৩৯	৩
	মোট :	২,৭৮৭	৩,৪১,০৩,৭৭৭	—	৩০০

৬। দেশের সর্বমোট ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন অর্থাৎ সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৩,৪৪,৭৭,৮০৩। তন্মধ্যে সর্বমোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩,৪১,০৩,৭৭৭ এবং বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৩,৭৩,৩২২। এই হিসাব অনুসারে সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৫'৪৫%। তন্মধ্যে প্রদত্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার ৯৮.৯২% এবং বাতিলকৃত ভোটের শতকরা হার ১'০৮%। এই নির্বাচনে ৭০৪টি টেণ্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হয় যাহার শতকরা হার ০.০০২%।

৭। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নাম, তাঁহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, সর্বমোট বৈধ ও বাতিল ভোটের সংখ্যা নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক পরিশিষ্ট-৪৯তে উল্লেখ করা হইল। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) সর্বোচ্চ ১৪০টি আসন লাভ করিয়া সংসদে সংখ্যাগরিষ্ট দল হিসাবে গণ্য হয় এবং সরকার গঠন করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন লাভ করিয়া দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতঃ সংসদে বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হয়।

এই নির্বাচনে নিম্নলিখিত ৪ জন প্রার্থী একাধিক আসনে নির্বাচিত হন তাঁহারা হইলেন :

প্রার্থীর নাম/রাজনৈতিক দলের নাম	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর
১। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)	১। ৪২ বগুড়া-৭ ২। ১৮৪- ঢাকা-৫ ৩। ১৮৮ ঢাকা-৯ ৪। ২৬৬ ফেণী-১ ও ৫। ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮।
২। জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (জাতীয় পার্টি)	১। ১৯ রংপুর-১ ২। ২০ রংপুর-২ ৩। ২১ রংপুর-৩ ৪। ২৩ রংপুর-৫ ও ৫। ২৪ রংপুর-৬।
৩। জনাব তোফায়েল আহমদ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	১। ১১৭ ভোলা-১ ও ২। ১১৮ ভোলা-২।
৪। জনাব আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল)	১। ২১৮ মাদারীপুর-২ ও ২। ২২২ শরীয়তপুর-৩।

এই নির্বাচনে ৪৭ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তন্মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, শেখ হাসিনা ৩টি আসনে এবং সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তবে এই ৩ জন প্রার্থীকে একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য না করিয়া প্রত্যেককে এককপ্রার্থী হিসাবে গণ্য করিলে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ জন। এই সকল মহিলা প্রার্থীর মধ্যে যে ৪ জন প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন তাহাদের নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর নাম ও রাজনৈতিক দলের নাম	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর
১। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)	১। ৪২ বগুড়া-৭ ২। ১৮৪ ঢাকা-৫ ৩। ১৮৮ ঢাকা-৯ ৪। ২৬৬ ফেণী-১ ও ৫। ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮।

২।	শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৯৬ গোপালগঞ্জ-৩।
৩	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২১০ ফরিদপুর-২।
৪।	মোছাঃ বেগম মতিয়া চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	১৪৭ শেরপুর-২।

উল্লেখিত ৪ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র বেগম খালেদা জিয়া মোট ৫টি আসনে নির্বাচিত হন। ফলে ৪ জন প্রার্থীর মোট প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হয় ৮।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ৯০টি রাজনৈতিক দল/জোটকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতীক সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৫টি রাজনৈতিক দল/জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অবশিষ্ট ১৫টি রাজনৈতিক দল/জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই। ৭৫টি রাজনৈতিক দল/জোটের মধ্যে ৯টি দল ২ জন করিয়া এবং ১৬টি দল মাত্র একজন করিয়া প্রার্থী মনোনয়ন দান করিয়াছিল। ৪২৪ জন স্বতন্ত্র/নির্দলীয় প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং তাঁহারা হইলেন:

প্রার্থীর নাম	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর
১। জনাব নুরুল ইসলাম মনি	১১১ বরগুনা-২
২। মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ	১১৯ ভোলা-৩
৩। জনাব মোঃ রেদোয়ান আহমদ	২৫৩ কুমিল্লা-৬।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৫টি রাজনৈতিক দল/জোটের মধ্যে ৬৩টি রাজনৈতিক দল/জোট কোন আসন লাভ করেন নাই অর্থাৎ ১২টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসন লাভ করে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) ১,০৫,০৭,৫৪৯ (৩০.৮১%) ভোট এবং বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি সর্বনিম্ন ২৫ (০.০০০১%) ভোট লাভ করে। ১৯৪ গাজীপুর-২ হইতে নির্বাচিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) এর প্রার্থী জনাব অধ্যাপক এম, এ, মান্নান সর্বোচ্চ ৯৭,৫৯৭ ভোট এবং ১৮৫ ঢাকা-৬ নির্বাচনী এলাকার স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ শারাফত হোসেন সর্বনিম্ন ৮ ভোট পাইয়াছেন। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত হইয়া নির্বাচিত প্রার্থী হইলেন ২৭১ নোয়াখালী-৩ নির্বাচনী এলাকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) এর জনাব সালাউদ্দিন কামরান। তাঁহার প্রাপ্ত ভোট ১১,৩৭৮। সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত প্রার্থী হইলেন ২১৫ গোপালগঞ্জ-২ নির্বাচনী এলাকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শেখ ফজলুল করিম সেলিম। তাঁহার প্রাপ্ত ভোট ৯৩,০১৫। তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) এর প্রার্থী জনাব ফজলে এলাহী সরফুজ্জামান মিয়া। তাঁহার প্রাপ্ত ভোট ৯,৬৬১। অর্থাৎ উভয়ের ভোট এর ব্যবধান হইল ৮৩,৩৫৪। সর্বনিম্ন ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত প্রার্থী হইলেন ৩৪ জয়পুরহাট-১ নির্বাচনী এলাকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) এর জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী। তাঁহার প্রাপ্ত ভোট হইল ৪৮,১৬৭। তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনাব মোঃ আব্বাস আলী মণ্ডল পাইয়াছেন ৪৮,০৯১ ভোট। উভয়েই ভোটের ব্যবধান মাত্র ৭৬ ভোট।

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৩ ধারা এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এর ৩ বিধি অনুসারে এই নির্বাচনে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জামানত হিসাবে "৮৮-বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় জমা (১)-বেসামরিক জমা নির্বাচন সংক্রান্ত জমা" খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকে অথবা অন্য কোন তফসিলী ব্যাংক অথবা সরকারী ট্রেজারী অথবা সাব-ট্রেজারী অথবা রিটার্নিং অফিসারের নিকট নগদ জমা দান করিতে হইয়াছিল। তাই এই খাতে সর্বমোট ৩,৮৫৫ জন প্রার্থীর স্বপক্ষে মোট ১,৯২,৭৫,০০০ (এক কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা সরকারী খাতে জমা হয়। তন্মধ্যে ১,৯৩৪ জন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ (⅛) ভোট লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহাদের জামানত হিসাবে প্রদত্ত ৯,৬৭,০০০ (নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা সরকারী অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়। জামানত সংক্রান্ত তথ্যাবলী পরিশিষ্ট ৫০ এ প্রদত্ত হইল।

পরিচ্ছেদ—২০

নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ

বিগত ২৭-২-৯১ ইং তারিখে দেশে জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের মধ্যে এই নির্বাচনটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক প্রশংসিত হইয়াছে এবং গ্রহণ যোগ্যতার দিক হইতেও ইহা ছিল সন্দেহাতীত। তথাপি নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচন উত্তর কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মহল হইতে নির্বাচন পরিচালনা ও আইন-শৃঙ্খলার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে বেশকিছু সংখ্যক অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের হস্তগত হয়। নির্বাচন কমিশন এই সকল অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ ও সুবিবেচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইহার ফলে বৈধতার দিক হইতে নির্বাচনের গুরুত্ব আরও বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। তাই ভবিষ্যতে নির্বাচনসমূহ যাহাতে আরও সুন্দর ও ত্রুটিহীনভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়, সেই বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন সমাপ্ত নির্বাচনের অভিযোগগুলির প্রকৃতি বিষদভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। প্রাপ্ত অভিযোগ-সমূহ প্রথমতঃ সময়ের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :—

(১) নির্বাচন পূর্ব অভিযোগ;

(২) নির্বাচনকালীন অভিযোগ এবং

(৩) নির্বাচন উত্তর অভিযোগ।

আবার, উল্লেখিত তিন পর্যায়ের অভিযোগসমূহের প্রত্যেকটিকে আবার অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ)টি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:—

(ক) নির্বাচন পরিচালনা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ;

(খ) বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ;

(গ) আচরণ বিধি লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগ;

(ঘ) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত অভিযোগ এবং

(ঙ) ভোটকেন্দ্র ও ভোটার সংক্রান্ত অভিযোগ।

প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে নির্বাচন পূর্ব ও উত্তরকালের অভিযোগের একটি বিবরণী পরিশিষ্ট-৫১ এ দেখান হইল।

পরিচ্ছেদ—২১

নির্বাচনী ট্রাইবুনাল

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৯(১) ধারার বিধান অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী যে কোন প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়া নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৯(৪) ধারা বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ট্রাইবুন্যালের নিকট দাখিল করিতে হইবে। নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের জন্য নির্বাচন কমিশন গণ-প্রতিনিত্ব আদেশ, ১৯৭২ -এর ৫৩(১) ধারায় ক্ষমতা বলে সারাদেশে ৬১ জন জেলা জজকে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল হিসাবে নিয়োগ করেন। যে সকল জেলায় জেলা জজ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন না সেই সকল জেলায় নির্বাচনী মামলা পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী জেলার কর্তব্যরত জেলা জজকে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল হিসাবে নিয়োগ করা হয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনে ট্রাইবুনাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-৫২।

২। জাতীয় সংসদ, ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনের পর সমগ্র দেশে সর্বমোট ৩১টি নির্বাচনী মামলা দায়ের হয়। নিম্নে ঐ মামলাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল:—

নির্বাচনী মামলার তালিকা

ক্রমিক নম্বর		নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	আবেদনকারীর নাম	প্রতিপক্ষগণ
১		২	৩	৪
১।	১৫	নিলফামারী-৪	জনাব মো: কাজী ফারুক কাদের	মো: আবদুল হাফিজ
২।	২১	রংপুর-৩	আফজাল	হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ
৩।	২১	রংপুর-৩	মো: রেজাউল হক সরকার	হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ
৪।	৬৮	পাবনা-১	অধ্যাপক আবু সাইয়েদ	মওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৫।	৭৮	কুষ্টিয়া-৪	নুরে আলম জিকু	মো: আওয়াল মিয়া
৬।	৮৭	যশোহর-৩	তরিকুল ইসলাম	হাফেজ মওলানা আনোয়ার
৭।	১০৪	খুলনা-৬	শেখ নুরুল হক	শাহ মঃ রুহুল এবং অন্যান্য
৮।	১১৬	পটুয়াখালী-৪	হাজী মোয়াজ্জেম হোসেন	আনোয়ারুল ইসলাম
৯।	১২১	বাকেরগঞ্জ-১	কাজী গোলাম মাহবুব	আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ
১০।	১৩২	বাকেরগঞ্জের সহিত পিরোজপুর	আমির হোসেন আমু	সৈয়দ শহিদুল হক জামান
১১।	১৩৩	টাংগাইল-১	মিসেস আসিবা আকবর	আবুল হোসেন চৌধুরী
১২।	১৫৪	ময়মনসিংহ-৬	মো: মোসলেম উদ্দিন	খঃ আমিরুল ইসলাম হীরা
১৩।	১৫৫	ময়মনসিংহ-৭	আবদুস সালাম তরফদার	আঃ খালেক ও অন্যান্য
১৪।	১৫৯	ময়মনসিংহ-১১	মোস্তফা মতিন	আমান উল্লাহ চৌধুরী
১৫।	১৬৩	নেত্রকোনা-৩	শুওফ লুৎফে আহমদ	জুবেদ আলী এবং অন্যান্য
১৬।	১৭৩	মানিকগঞ্জ-২	রেজাউর রহমান	নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য

১	২		৩	৪
১৭।	১৮৩	ঢাকা-৪	সাইফুদ্দিন আহম্মদ মানিক	সচিব, নির্বাচন কমিশন
১৮।	১৮৫	ঢাকা-৬	মোজাফফর হোসেন পল্টু	মির্জা আব্বাস
১৯।	২৫৩	কুমিল্লা-৬	মোঃ আলী আশরাফ	রেদোয়ান আহম্মদ এবং অন্যান্য
২০।	২৩১	নোয়াখালী-৩	নুরুল ইসলাম	সচিব, নির্বাচন কমিশন
২১।	২৭৮	লক্ষ্মীপুর-৪	আঃ সঃ মঃ আঃ রব	আবদুর রব চৌধুরী
২২।	২৮১	চট্টগ্রাম-৩	এ, কে, এম, রফিক উল্যাহ	মোস্তফিজুর রহমান এবং অন্যান্য
২৩।	২৮২	চট্টগ্রাম-৪	ডাঃ নূরুচ্ছদা	সৈয়দা নজিবুল বাশার এবং অন্যান্য
২৪।	২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	আবদুল্লাহ আল- হারুন	সালহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী
২৫।	২৮৬	চট্টগ্রাম-৭	গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী	মোঃ ইউসুফ
২৬।	২৮৯	চট্টগ্রাম-১১	শামসুল আলম	শাহনেওয়াজ
২৭।	২৯০	চট্টগ্রাম-১২	মোঃ কবির	আখতারুজ্জামান বাবু এবং অন্যান্য
২৮।	২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	মাহমাদুল ইসলাম চৌধুরী	মোঃ সুলতান কবির চৌধুরী
২৯।	২৯৫	কক্সবাজার-২	শহিদ উল্যাহ	মোঃ ইছহাক
৩০।	২৯৬	কক্সবাজার-৩	ছালামত উল্লাহ	মোস্তাক আহাম্মদ
৩১।	২৯৮	খাগড়াছড়ি-১	আঃ ওয়াদুদ ভুইয়া	কল্পরঞ্জন চাকমা

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের সময় সারাদেশে ৬১ জন জেলা ও দায়রা জজকে নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ঢাকা চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলার নির্বাচনী এলাকাসমূহের জন্য নিয়োজিত নির্বাচনী ট্রাইবুনালের পক্ষে তাঁহাদের আদালতে বিচারাধীন অন্যান্য মামলার অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচনী মামলা-সমূহ পরিচালনা করা দুরুহ হইয়া পড়ে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনক্রমে এই সকল এলাকার জন্য নিম্ন বর্ণিত অতিরিক্ত জেলা জজগণের সমন্বয়ে তিনটি অতিরিক্ত ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করেন:—

১। ২য় অতিরিক্ত জেলা জজ, ঢাকা।

২। ১ম অতিরিক্ত জেলা জজ, ময়মনসিংহ।

৩। ১ম অতিরিক্ত জেলা জজ, চট্টগ্রাম।

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর এই পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে (১) ১২ টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল উপ-নির্বাচনে নিম্নলিখিত দুইটি নির্বাচনী মামলা দাখিল হইয়াছে:—

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর		আবেদনকারীর নাম	প্রতিপক্ষগণ
১।	২১৭	মাদারীপুর-১	মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী	নুর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন)
২।	১৮৪	ঢাকা-৫	এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন	মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম।

উপরি উক্ত তথ্যাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন'৯১-এ নির্বাচনী মামলা পরিচালনার জন্য দেশে সর্বমোট ৬৪টি নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় এবং মোট ৩৩ টি নির্বাচনী দরখাস্ত ঐ ট্রাইবুন্যালে দাখিল করা হয়।

পাদটীকা:— (১) পরিচ্ছেদ:—২৪: উপ-নির্বাচন: অনুচ্ছেদ—৪ ও ৫।

পরিচ্ছেদ—২২

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। উক্ত সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে ৩০টি আসন সংরক্ষিত ছিল। ইহার পর উক্ত দফার বিধান অকার্যকর হইয়া পড়ে। ফলে ১৯৮৮ সালে গঠিত জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে ১৯৯০ সালের ৩৮ নং আইনের মাধ্যমে উপরোক্ত (৩) দফা সংশোধিত আকারে পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয়। সংশোধিত এই দফায় উল্লেখ করা হয় যে, "সংবিধান (দশম সংশোধনী) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।"

২। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনসমূহের নির্বাচন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে শেষ হইবার পর পরই উল্লেখিত ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বিগত ৯ই মার্চ, ১৯৯১ তারিখে জারীকৃত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সারা দেশকে নিম্নরূপ ৩০টি অঞ্চলে বিভক্ত করে:—

মহিলা আসন-১	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-২	নিলফামারী, লালমনিরহাট এবং রংপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৩	কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৪	জয়পুরহাট এবং বগুড়া জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৫	সিরাজগঞ্জ এবং পাবনা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৬	নওয়াবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৭	নওগাঁ এবং নাটোর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৮	কুষ্টিয়া মেহেরপুর এবং চুয়াডাংগা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-৯	ঝিনাইদহ, নড়াইল এবং মাগুড়া জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১০	যশোর এবং সাতক্ষীরা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১১	বাগেরহাট এবং খুলনা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১২	পটুয়াখালী, বরগুনা এবং ভোলা জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৩	বরিশাল, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৪	টাংগাইল জেলা লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৫	জামালপুর এবং শেরপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৬	ময়মনসিংহ জেলা লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৭	নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল
মহিলা আসন-১৮	(ক) মানিকগঞ্জ জেলা এবং (খ) ঢাকা জেলার নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ: (১) দোহার, (২) নওয়াবগঞ্জ, (৩) কেরানীগঞ্জ,

(৪) ধামরাই ও
(৫) সাভার
লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-১৯ নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ ব্যতীত ঢাকা জেলা:

(১) দোহার,
(২) নওয়াবগঞ্জ,
(৩) কেরানীগঞ্জ,
(৪) ধামরাই ও
(৫) সাভার
লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-২০ গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-২১ নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-২২ রাজবাড়ী এবং ফরিদপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-২৩ গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর এবং শরীয়তপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-২৪ সুনামগঞ্জ এবং সিলেট জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-২৫ মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-২৬ (ক) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা এবং
(খ) কুমিল্লা জেলার নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ:

(১) দেবীদ্বার,
(২) হোমনা,
(৩) চান্দিনা,
(৪) দাউদকান্দি, ও
(৫) মুরাদনগর লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-২৭ (ক) নিম্নলিখিত উপজেলাসমূহ ব্যতীত কুমিল্লা জেলা:
(১) দেবীদ্বার,
(২) হোমনা,
(৩) চান্দিনা,
(৪) দাউদকান্দি ও
(৫) মুরাদনগর, এবং

(খ) চাঁদপুর জেলা লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-২৮ ফেণী, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল।

মহিলা আসন-২৯ চট্টগ্রাম জেলা লইয়া গঠিত অঞ্চল

মহিলা আসন-৩০ কক্সবাজার, পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাংগামাটি এবং পার্বত্য বান্দরবান জেলাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল।

৩। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে দেশকে ৩০টি অঞ্চলে বিভক্তির অধ্যাধহিত পরই ১৩ই মার্চ, ১৯৯১ তারিখে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করে :—

(১)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	৩০শে মার্চ, ১৯৯১ (শনিবার) ১৫ই চৈত্র, ১৩৯৭ সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত
(২)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	৩০শে মার্চ, ১৯৯১ (শনিবার) ১৫ই চৈত্র, ১৩৯৭ বিকাল ৫টা হইতে বাছাই কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত
(৩)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২রা এপ্রিল, ১৯৯১ (মংগলবার) ১৮ই চৈত্র ১৩৯৭ দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
(৪)	ভোটগ্রহণের তারিখ	৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯১ (বৃহস্পতিবার) ২০শে চৈত্র, ১৩৯৭। (নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে সকাল ৯টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট-গ্রহণ করা হইবে)।

৪। এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করে :—

রিটার্নিং অফিসার	সহকারী রিটার্নিং অফিসার	পোলিং অফিসার
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান, সচিব।	স, ম, জাকারিয়া, যুগ্ম-সচিব।	(১) বুরহান উদ্দীন আহমদ, উপ-সচিব। (২) বদরুদ্দোজা সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব। (৩) মোহাম্মদ জকরিয়া, সহকারী সচিব।

৫। এই নির্বাচনে মাত্র একজন করিয়া প্রার্থী এক এক অঞ্চল হইতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, এই ৩০টি আসনের জন্য ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৮ জন মনোনীত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক এবং ২ জন মনোনীত হয় জামায়েতে ইসলামী কর্তৃক।

৬। মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সকল মনোনয়নপত্রই রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বৈধ বলিয়া গৃহীত হয়। যেহেতু কোন আসনেই একের অধিক প্রার্থী মনোনীত হন নাই সেইহেতু ৩০টি আসনে মনোনীত ৩০ জন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর গণ-প্রতিনিধিত্ব (মহিলা সদস্যদের জন্য আসন) আদেশ, ১৯৭৩ এর ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া রিটার্নিং অফিসার ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম ৩১শে মার্চ, ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম, ঠিকানা এবং কে কোন আসন হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহা পরিশিষ্ট ৫৩-তে প্রদর্শিত হইল।

পরিচ্ছেদ—২৩

উপ-নির্বাচন

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর প্রথম পর্যায়ে ১২টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/২৬শে ভাদ্র, ১৩৯৮ তারিখে এবং অবশিষ্ট ১টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১/৬ই পৌষ, ১৩৯৮ তারিখে।

২। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/২৬শে ভাদ্র, ১৩৯৮ তারিখে যে ১১টি শূন্য আসনের জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ১টি আসন শূন্য হয় সাধারণ নির্বাচনে ২১৭ মাদারীপুর-১ হইতে নির্বাচিত প্রার্থী জনাব ইলিয়াস আহমদ চৌধুরীর মৃত্যুজনিত কারণে এবং ১০টি আসন শূন্য হয় সাধারণ নির্বাচনে একাধিক আসনে নির্বাচিত প্রার্থী কর্তৃক আসন ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭১ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ নির্বাচনে কোন প্রার্থী একাধিক আসন হইতে নির্বাচিত হইলে তিনি একটি আসন রাখিয়া অবশিষ্ট আসনগুলি ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৪টি আসন যথা:—১৯ রংপুর-১, ২০ রংপুর-২, ২৩ রংপুর-৫ এবং ২৪ রংপুর-৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৪টি আসন যথা-৪২ বগুড়া-৭, ১৮৪ ঢাকা-৫, ১৮৮ ঢাকা-৯ এবং ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮, বাকশালের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক ১টি আসন যথা-২১৮ মাদারীপুর-২ এবং আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তোফায়েল আহমদ ১টি আসন যথা ১১৮ ভোলা-২ ছাড়িয়া দেন। এই ১১টি আসন শূন্য হওয়ায় এই সকল আসনের জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩। উপরিউক্ত ১১টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত সময়সূচী নির্ধারণ করে:—

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	: ২০শে আগষ্ট, ১৯৯১/৪ঠা ভাদ্র, ১৩৯৮
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	: ২১শে আগষ্ট, ১৯৯১/৫ই ভাদ্র, ১৩৯৮
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	: ২৬শে আগষ্ট, ১৯৯১/১০ই ভাদ্র, ১৩৯৮
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	: ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/২৬শে ভাদ্র, ১৩৯৮

যে সমস্ত কর্মকর্তা এই ১১টি নির্বাচনী এলাকার সাধারণ নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বও তাহাদের উপর অর্পিত হয়।

৪। এই ১১টি নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচনে ১৯ রংপুর-১ আসনে ৪ জন, ২০ রংপুর-২ আসনে ৪ জন, ২৩ রংপুর -৫ আসনে ৪ জন, ২৪ রংপুর-৬ আসনে ৪ জন, ৪২ বগুড়া-৭ আসনে ৪ জন, ১১৮ ভোলা-২ আসনে ৩ জন, ১৮৪ ঢাকা-৫ আসনে ৭ জন, ১৮৮ ঢাকা-৯ আসনে ৭ জন, ২১৭ মাদারীপুর-১ আসনে ৪ জন, ২১৮ মাদারীপুর -২ আসনে ৬ জন, এবং ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮ আসনে ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ১৯ রংপুর -১ আসন হইতে জনাব মোঃ আলহাজ্জ করিম উদ্দিন ভরসা, ২০ রংপুর-২ আসন হইতে জনাব শ্রী পরিতোষ চক্রবর্তী, ২৩ রংপুর-৫ আসন হইতে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং ২৪ রংপুর-৬ আসন হইতে জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন নির্বাচিত হন। এই ৪টি আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ছিলেন জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী। ৪২ বগুড়া-৭ আসন হইতে নির্বাচিত হন জনাব মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, ১১৮ ভোলা-২ আসন হইতে নির্বাচিত হন জনাব মোশাররফ হোসেন শাজাহান, ১৮৪ ঢাকা-৫ আসন হইতে নির্বাচিত হন মেজর মোঃ কামরুল ইসলাম (অবঃ), ১৮৮ ঢাকা-৯ আসন হইতে নির্বাচিত হন ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এবং ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮ আসন হইতে নির্বাচিত হন জনাব আমীর খসরু। এই ৫টি আসনের নির্বাচিত ব্যক্তিগন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী। ২১৭ মাদারীপুর-১ আসনে নির্বাচিত হন জনাব নুর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন)। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এবং মরহুম ইলিয়াস আহমদ চৌধুরীর পুত্র। ২১৮ মাদারীপুর-২ আসনে নির্বাচিত হন জনাব শাহজাহান খান। তিনিও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী (পরিশিষ্ট—৪৮-'ক')।

৫। অবশিষ্ট ১টি নির্বাচনী এলাকা অর্থাৎ নির্বাচনী এলাকা ১২৫ বাকেরগঞ্জ-৫ আসনে নির্বাচিত প্রার্থী জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার কারণে উক্ত আসনটি শূন্য হয়। এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১/৬ই পৌষ, ১৩৯৮ তারিখে। এই উপ-নির্বাচনের দায়িত্ব ও এই আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। সর্বমোট ৯ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত হন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব মজিবুর রহমান (সহওয়ার) প্রথম ১১টি আসনে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ও ঠিকানা ১৪ই সেপ্টেম্বর' ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং পরের আসনে অর্থাৎ ১২৫ বাকেরগঞ্জ-৫ আসনে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পরিশিষ্ট—৪৮-'খ')। উল্লেখ্য, সকল উপ-নির্বাচনই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৬। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪টি আসন শূন্য হয় ৪টি নির্বাচনী এলাকা হইতে সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীগণের মৃত্যুজনিত কারণে। এই সকল নির্বাচনী এলাকা হইতেছে ২০৭ রাজবাড়ী-১, ১৫১ ময়মনসিংহ-৩, ১২০ ভোলা-৪ এবং ১৯০ ঢাকা-১১। নির্বাচনী এলাকা ২০৭ রাজবাড়ী-১ হইতে নির্বাচিত জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরীর মৃত্যুজনিত কারণে এই আসনটি শূন্য হয়। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য ছিলেন। এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ই অক্টোবর, ১৯৯২/২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৯। সর্বমোট ৪ জন প্রার্থী এই উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব কাজী কেরামত আলী। তিনি ভোট পান ৪১,৯৬২ এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীয়ত প্রার্থী জনাব এস, এ, খালেক লাভ করেন ৩৪,০৯৬ ভোট। জনাব কাজী কেরামত আলীর নাম-ঠিকানা ১৭ই অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখে এক সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় (পরিশিষ্ট—৪৮-'গ')। জাতীয় সংসদের ১৫১ ময়মনসিংহ-৩ নির্বাচনী এলাকার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের সদস্য ছিলেন। এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯২/৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৯। সর্বমোট ৪ জন প্রার্থী/প্রার্থিনী এই উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আরা বেগম সর্বোচ্চ ৩৩,৩৬৮ ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়-তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব মোঃ নাজমুল হুদা পান ৩১,৩০৩ ভোট। নির্বাচিত প্রার্থী হিসাবে রওশন আরা বেগমের নাম ঠিকানা ১৮ই অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় (পরিশিষ্ট—৪৮'খ')। ১২০ ভোলা-৪ আসনে নির্বাচিত প্রার্থী জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ এম, এম, নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করিলে এই আসন শূন্য হয়। এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯২/১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ তারিখে। সর্বমোট ৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব জাফর উল্লাহ চৌধুরী সর্বোচ্চ ৩৪,৭৯৮ ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব আবদুর রশিদ মানিক পান ২৯,৫৬৩ ভোট। নির্বাচিত প্রার্থী হিসাবে জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ চৌধুরীর নাম-ঠিকানা ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পরিশিষ্ট- ৪৮-'ঙ')। জাতীয় সংসদের ১৯০ ঢাকা-১১ নির্বাচনী এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ মোল্লা মৃত্যুবরণ করায় এই আসনটি শূন্য হয়। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। এই শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩/২১শে মাঘ, ১৩৯৯ তারিখে। এই উপ-নির্বাচনে সর্বমোট ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মোঃ মুহসীন সর্বোচ্চ ৮০,২৭৬ ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব কামাল আহমদ মজুমদার পান ৭৭,৬৫১ ভোট। জনাব সৈয়দ মোঃ মুহসীন এর নাম-ঠিকানা ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় (পরিশিষ্ট—৪৮-'চ')। এই ৪টি নির্বাচনী এলাকার সাধারণ নির্বাচনের সময় যে সকল কর্মকর্তা নির্বাচনের দায়িত্বপালন করিয়াছিলেন নির্বাচনী এলাকা ১৯০ ঢাকা-১১-এর উপ-নির্বাচন ব্যতীত অন্যান্য উপ-নির্বাচনের দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করা হয়। নির্বাচন এলাকা ১৯০ ঢাকা-১১ এর উপ-নির্বাচনে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে রিটার্নিং অফিসার এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

৭. ৪টি উপ-নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ভোট প্রদানের সময়-সূচীর পরিবর্তন। পূর্বে ভোট প্রদানের নির্ধারিত সময় ছিল সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। এই সময়-সূচী পরিবর্তন করিয়া উপ-নির্বাচনসমূহে ভোট গ্রহণের সময় নির্ধারণ করা হয় সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে দিনের প্রথম ভাগে ভোট প্রদান শুরু করিলে পূর্বাহ্নেই ভোট প্রদান শেষ হইবে এবং প্রায় অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার কাজ সন্ধ্যার পূর্বেই শেষ হইবে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভোটারগণও এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সকল উপ-নির্বাচনে নির্বাচনোপযোগী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল। তবে নির্বাচনী এলাকা ১৯৩ ঢাকা-১১, রাজধানী শহরের একটি নির্বাচনী এলাকা হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বহন করায় এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে অন্যান্য উপ-নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত হিসাবে নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:—

(১) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সংগে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠান;

(২) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১০ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে নির্বাচন পরিস্থিতি তদারকির জন্য ১০ টি ভিজিলেন্স স্কোয়াড গঠন;

(৩) নির্বাচনকালে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) এর একজন করিয়া এম, পি, অথবা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের উপস্থিতির ব্যবস্থাকরণ।

৮। গৃহীত ব্যবস্থায় এই উপ-নির্বাচনের কোন কেন্দ্রে কোথাও শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই এবং সকল ভোটকেন্দ্রেই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নির্বাচন কমিশন এই উপ-নির্বাচনে স্বচ্ছতা (Transparency) বজায় রাখার জন্য সকল ভোটকেন্দ্রে পাশ বহনকারী রাজনৈতিক নেতা, দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, মানবাধিকার সংস্থার কর্মকর্তাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল একত্রীভূত করিয়া গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯ ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনোনীত প্রার্থী জনাব সৈয়দ মোঃ মুহসীনকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব কামাল আহমদ মজুমদারের নিযুক্ত এজেন্ট সংসদ সদস্য খ, ম, জাহাংগীর হোসাইন উক্ত ফলাফল ঘোষণার বিরুদ্ধে আইনগত প্রশ্নসহ অন্যান্য বিষয় উত্থাপন করিয়া রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে একই তারিখে নির্বাচন কমিশন বরাবরে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন। নির্বাচন পরবর্তী সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন দরখাস্তের উপর বিস্তারিত শুনানী শেষে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে (পরিশিষ্ট—৫৪)। এই রায়ে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত ফলাফল বাতিল করতঃ সংরক্ষিত সকল ভোট পুনঃগণনার নির্দেশ প্রদান করে। নির্বাচন কমিশনের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকগণের উপস্থিতিতে ভোট পুনঃগণনার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই ফলাফল অনুসারেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনোনীত প্রার্থী জনাব সৈয়দ মোঃ মুহসীন নির্বাচনে জয় লাভ করেন। তাঁহার প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০,২৭৬ এবং তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব কামাল আহমদ মজুমদার এর প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৭,৬৫১।

পরিচ্ছেদ—২৪

উপসংহার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন ছিল সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটি অনন্য উদাহরণ। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এই নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক মডেল নির্বাচন হিসাবে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই নির্বাচন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। ইতোমধ্যে জাপানসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় করিবার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী, কার্যকর ও গতিশীল করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়াছে। নির্বাচনের অল্পকাল পরে এশিয়া ফাউণ্ডেশন নির্বাচন কমিশনের কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তাকে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ফিলিপাইনে নির্বাচনী আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জনের জন্য তাহাদের অর্থানুকূল্যে উল্লিখিত দেশসমূহ ভ্রমণের সুযোগ দেয়।

২। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় সংসদের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত হয়। ফলে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁহাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে তাঁহাদের দেশ সফরে আমন্ত্রণ জানায়। যুক্তরাজ্য সরকারের আমন্ত্রণক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যুক্তরাজ্যে ৫ই এপ্রিল, ৯২ হইতে ১৫ই এপ্রিল, ৯২ পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং তাহাদের নির্বাচন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহিত নির্বাচন সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং সেখানে ২৪শে অক্টোবর ৯২ হইতে তিন সপ্তাহ অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সহিত মত বিনিময় করেন। ইহা ব্যতীত তিনি সেখানে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণে কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আমন্ত্রণক্রমে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং পার্লামেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি ১৩ই ডিসেম্বর'৯২ লণ্ডন হইয়া কেনিয়া গমন করেন এবং ৪ঠা জানুয়ারী '৯৩ দেশে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তীতে তিনি ৯ই জুলাই' ৯৩ হইতে ১১ই জুলাই '৯৩ তারিখ পর্যন্ত কমনওয়েলথ সচিবালয় কর্তৃক লণ্ডনে আয়োজিত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের প্রধান নির্বাচন কমিশনারদের কর্মশালায় (নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ওয়ার্কশপে) যোগদান করেন এবং সেখানে একটি পেপার পাঠ করেন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণ তাঁহার এই পেপারের বক্তব্যের উচ্চসিত প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্মকর্তাদের পৃথিবীর উন্নত দেশের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং নির্বাচন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল সম্মান এবং ইহা বিগত জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের তথা বাংলাদেশের নজীরবিহীন সাফল্যেরই স্বীকৃতি বহন করে। মূলতঃ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে যাহাতে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন আগামীতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখিতে পারে এবং ইহা অন্যান্য অনুন্নত দেশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুকরণে উৎসাহিত করিতে পারে তজ্জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশ নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়াছে।

৩। জাতীয় সংসদ পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে বিশেষ কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কোন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না। তাঁহার সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া দেশকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়া। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মূলতঃ তিনি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন যাহাতে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে লক্ষ্যে নিবাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিসহ নির্বাচনকালের শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার এই মহতী প্রচেষ্টায় বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের এই প্রচেষ্টায় সকল রাজনৈতিক দল/জোট, বিশেষ করিয়া প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সকল রাজনৈতিক দলই শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও পরমত সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে

জনগণের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ। তাহারাও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলি যথা—টেলিভিশন, রেডিও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মূলতঃ সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/গোষ্ঠি, রাজনীতিবিদ এবং প্রচার মাধ্যমে যথা টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক এবং জনসাধারণ-সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে দেশ লাভ করে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনসমূহেও নির্বাচনোপযোগ্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং ঐ নির্বাচনগুলিও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচ্ছেদ—২৫

সংক্ষেপে বিভিন্ন তথ্যাবলী

১।	নির্বাচনী সময়সূচী ঘোষণার তারিখ	:	১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০/৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭
২।	চূড়ান্ত নির্বাচনী সময়সূচী :	:	
	(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	:	১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৯শে পৌষ, ১৩৯৭
	(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১/৩০শে পৌষ, ১৩৯৭
	(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন	:	২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১/৭ই মাঘ, ১৩৯৭
	(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ	:	২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭
৩।	রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী :		
	(ক) রিটার্নিং অফিসারের সংখ্যা	:	৬৭ জন
	(খ) সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সংখ্যা	:	৪৭২ জন
৪।	ভোটকেন্দ্রসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ :	:	
	(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	:	২৪,১৫৪ জন
	(খ) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	:	১,১২,২৭৭ জন
	(গ) পোলিং অফিসারের সংখ্যা	:	২,২৪,৫৫৪ জন
৫।	ভোটকেন্দ্র সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী :		
	(ক) মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	:	২৪,১৫৪ টি
	(খ) মোট ভোটকক্ষের সংখ্যা	:	১,১২,২৭৭ টি
	(গ) নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	:	৩০ টি
৬।	প্রার্থিতা সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী :		
	(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীর সংখ্যা	:	৩,৮৫৫ জন
	(খ) বাতিলকৃত মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	:	৫৬ টি
	(গ) বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের সংখ্যা	:	৩২ টি
	(ঘ) গৃহীত আপীলের সংখ্যা	:	৩১ টি
	(ঙ) বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৩,৮৩০ জন
	(চ) প্রত্যাহারকৃত মনোনয়নপত্রের সংখ্যা	:	১,০৪৩ টি

(ছ) চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা : ২,৭৮৭ জন

(জ) বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা : নাই।

(ঝ) মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা : ৪৬ জন (তন্মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, শেখ হাসিনা ৩টি আসনে এবং সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। তবে এই তিন জন প্রার্থীকে একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য না করিয়া প্রত্যেককে একক প্রার্থী হিসাবে গণ্য করিলে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ জন)।

(ঞ) নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা : ৪ জন (৪ জন প্রার্থীর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে এবং শেখ হাসিনা, সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও মোছাঃ বেগম মতিয়া চৌধুরী ১টি করিয়া আসনে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ এই ৪ জন মহিলা প্রার্থী মোট ৮টি আসনে নির্বাচিত হন)।

(চ) একাধিক আসনে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ও তাঁহাদের বিবরণ : একাধিক আসনে নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা ৪ জন।

(১) বেগম খালেদা জিয়া (বি. এন. পি.) ৫টি আসন : (৪২ বগুড়া-৭, ১৮৪ ঢাকা-৫, ১৮৮ ঢাকা-৯, ২৬৬ ফেণী-১ ও ২৮৬ চট্টগ্রাম-৮)।

(২) জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (জাতীয় পার্টি) ৫ টি আসন : (১৯ রংপুর-১, ২০ রংপুর-২, ২১ রংপুর-৩, ২৩ রংপুর-৫ ও ২৪ রংপুর-৬)।

(৩) জনাব তোফায়েল আহমদ (আওয়ামী লীগ) ২টি আসন : (১১৭ ভোলা-১ ও ১১৮ ভোলা-২)।

(৪) জনাব আবদুর রাজ্জাক (বাকশাল) ২টি আসন : (২১৮ মাদারীপুর-২ ও ২২২ শরীয়তপুর-৩)।

৭। জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা : ৩৩০ টি। তন্মধ্যে ৩০০ টি সাধারণ আসন এবং অবশিষ্ট ৩০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসন।

৮। বিভাগ ভিত্তিক জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা :

(ক) ঢাকা বিভাগ : সাধারণ আসন ৯০ টি, মহিলা আসন -৭ টি

(খ) চট্টগ্রাম বিভাগ : সাধারণ আসন ৭৮ টি, মহিলা আসন-৬ টি

(গ) রাজশাহী বিভাগ : সাধারণ আসন ৭২ টি, মহিলা আসন-১০ টি

(ঘ) খুলনা বিভাগ : সাধারণ আসন ৬০ টি, মহিলা আসন-৭ টি

৯।	আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ও নাম	:	আন্তঃজেলা নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ২ টি (১) ১৩২ বাকেরগঞ্জ-সহিত-পিরোজপুর, (২) ১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা।
১০।	একক জেলা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ও নাম	:	একক জেলা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ৩টি। (১) ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি (২) ২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি এবং (৩) ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান।
১১।	একক উপজেলা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা	:	৮৪ টি
১২।	একক থানা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ও নাম	:	একক থানা ভিত্তিক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ১টি। ঢাকা মহানগরীর লালবাগ থানা লইয়া গঠিত ১৮৭ ঢাকা-৮।
১৩।	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা	:	২ টি। (১) ৭৬ কুষ্টিয়া-২ এবং (২) ১৭৮ মুন্সিগঞ্জ-৩।
১৪।	নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা	:	১২ টি।
১৫।	ভোটার সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী:		
	(ক) মোট পুরুষ ভোটারের সংখ্যা	:	৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন
	(খ) মোট মহিলা ভোটারের সংখ্যা	:	২,৯১,৪০,৯৮৬ জন
	(গ) সর্বমোট ভোটার সংখ্যা	:	৬,২১,৮১,৭৪৩ জন
	(ঘ) মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	:	৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন
	(ঙ) প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা	:	৩,৪১,০৩,৭৭৭ জন
	(চ) বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা	:	৩,৭৩,৩২২
	(ছ) পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা	:	
	(জ) প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	:	৫৫.৪৫%
	(ঝ) বৈধ ভোটের শতকরা হার	:	৯৮.৯২%
	(ঞ) বাতিলকৃত ভোটের শতকরা হার	:	১.০৮%
	(ট) সর্বমোট টেণ্ডার্ড ভোটের সংখ্যা ও শতকরা হার	:	৭০৪ (০.০০২%)
১৬।	প্রার্থীদের দলীয় অবস্থান:		
	(ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের সংখ্যা	:	৭৫টি
	(খ) নির্বাচন কমিশন হইতে প্রতীক সংরক্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু নির্বাচনে কোন প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করেন নাই, এমন রাজনৈতিক দল/জোটের সংখ্যা	:	১৫টি

(গ)	৭৫টি রাজনৈতিক দল/জোটের মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	:	২,৩৬৩
(ঘ)	একজন করিয়া প্রার্থী মনোনয়ন দানকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	:	১৬টি
(ঙ)	দুইজন করিয়া প্রার্থী মনোনয়ন দানকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	:	৯টি
(চ)	স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা	:	৪২৪ জন
(ছ)	নির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা	:	৩ জন : (১) জনাব নুরুল ইসলাম মনি, ১১১ বরগুনা-২ (২) মেজর (অব:) হাফিজউদ্দিন আহমদ, ১১৯ ভোলা-৩ (৩) জনাব মো : রেদোয়ান আহমদ, ২৫৩ কুমিল্লা-৬।
(জ)	নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৫টি রাজনৈতিক দল/জোটের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছে এমন দল/জোটের সংখ্যা	:	১২টি
(ঝ)	আসন প্রাপ্ত হয় নাই এমন রাজনৈতিক দল/জোটের সংখ্যা	:	৬৩টি
(ঞ)	সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দানকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি) প্রার্থী সংখ্যা ৩০০ টি।
(ট)	সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি) প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,০৭,৫৪৯ (৩০·৮১%)।
(ঠ)	সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল	:	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি প্রাপ্ত ভোট : ২৫ (০.০০০১%)।
(ড)	সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত নির্বাচিত প্রার্থী	:	অধ্যাপক এম, এ, মান্নান (বি, এন, পি) ১৯৪ গাজীপুর-২, প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৫৯৭।
(ঢ)	সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত নির্বাচিত প্রার্থী	:	জনাব সালাউদ্দিন কামরান (বি, এন, পি) ২৭১ নোয়াখালী-৩ প্রাপ্ত ভোট : ১১,৩৭৮।
(ণ)	সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী	:	সৈয়দ শারাফত হোসেন (স্বতন্ত্র) ১৮৫ ঢাকা-৬, প্রাপ্তভোট: ৮।
(ত)	সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত প্রার্থী	:	শেখ ফজলুল করিম সেলিম (আওয়ামী লীগ) ২১৫ গোপালগঞ্জ-২, প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,০১৫ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী : জনাব ফজলে এলাহী সরফুজ্জামান মিয়া (বি, এন, পি) প্রাপ্ত ভোট : ৯,৬৬১, উভয়ের ব্যবধান : ৮৩,৩৫৪।
(থ)	সর্বনিম্ন ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত প্রার্থী	:	জনাব মো: গোলাম রব্বানী (বি, এন, পি) ৩৪ জয়পুরহাট-১, প্রাপ্ত ভোট : ৪৮,১৬৭ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী : জনাব মো: আব্বাস আলী মণ্ডল (আওয়ামী লীগ), প্রাপ্ত ভোট : ৪৮,০৯১ উভয়ের ব্যবধান : ৭৬।
(দ)	যে নির্বাচনী এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন	:	১৮৫ ঢাকা-৬ প্রার্থী সংখ্যা : ২৬।

(খ) যে নির্বাচনী এলাকা হইতে সর্বনিম্ন সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন : (১) ৪০ বগুড়া-৫ (২) ৬১ সিরাজগঞ্জ-১ (৩) ২১২ ফরিদপুর-৪ (৪) ২৯২ চট্টগ্রাম-১৪। — প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী সংখ্যা-৪ জন।

১৭। জামানত সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক জামানত বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ : টাকা ৫,০০০ মাত্র।

(খ) জামানত বহাল রহিয়াছে, এইরূপ প্রার্থীর মোট সংখ্যা : ৮৫৩ জন (৩৩·৬১%)

(গ) জামানত বাতিল হইয়াছে, এইরূপ প্রার্থীর সংখ্যা : ১,৯৩৪ জন (৬৯·৩৯%)

(ঘ) জামানত বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের পরিমাণ : টাকা ৯৬,৭০,০০০ মাত্র।

১৮। নির্বাচনী ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য :

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত আসন

রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
(ক) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি)	৩০০	১৪০
(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮
(গ) জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫
(ঘ) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	১৮
(ঙ) বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি, পি, বি)	৪৯	৫
(চ) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৫
(ছ) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	৩১	১
(জ) বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১
(ঝ) ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন, ডি, পি)	২০	১
(ঞ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১	১
(ট) ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	১
(ঠ) গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১
(ড) স্বতন্ত্র	৪২৪	৩

১৯। নির্বাচনী মামলা সম্বন্ধীয় :

(ক) নিয়োগকৃত নির্বাচনী ট্রাইবুনালের সংখ্যা : ৬৪

(খ) দাখিলকৃত নির্বাচনী মামলার সংখ্যা : ৩৩

(গ) বাতিলকৃত নির্বাচনী মামলার সংখ্যা : —

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৭, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১২ই পৌষ, ১৩৯৭/২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০

নং ৭৬৫-পাব। —গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্দ্বারা ১১-৯-৯৭ বাং/২৬-১২-৯০ ইং তারিখের প্রণীত এবং এতদ্‌সংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০

অধ্যাদেশ নং ৩১, ১৯৯০

নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধানকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন-কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাংগিয়া গিয়াছে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই অধ্যাদেশ নির্বাচন-কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "কমিশন" অর্থ সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(খ) "চাকুরী বিধি" বলিতে চাকুরী সংক্রান্ত যে কোন আইন, বিধি, বিধান, প্রবিধান, চুক্তি, দলিল, নিয়োগপত্র ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "নির্বাচন" অর্থ কমিশন কর্তৃক বা উহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচন;

(ঘ) "নির্বাচন-কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং পোলিং ষ্টেশনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ;

(চ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালনরত কোন নির্বাচন-কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন চাকুরী বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **নির্বাচন-কর্মকর্তার চাকুরী ও উহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্বাচন-কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারিবেন না বা বিরত রাখিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং তিনি তাঁহাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তার নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে এবং এই দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তিনি তাঁহার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৫। **নির্বাচন-কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তি।**—(১) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারিবে বা তাহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা তাহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লঙ্ঘন বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দণ্ড প্রদান বা উহার জন্য কোন আইনগতঃ কার্যধারা গ্রহণ ব্যহত বা বারিত করিবে না।

(৩) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।

৬। **দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ (১) বা ৪ (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৫ (৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালন বা কার্যকর না করিলে বা ধারা ৫ (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়বিধি দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**—কমিশন বা উহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

ঢাকা; ১১-৯-১৩৯৭ বাং। / ২৬-১২-৯০ ইং।

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঁইয়া
উপ-সচিব।

শুক্রবার, ডিসেম্বর ২১, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৬ই পৌষ, ১৩৯৭/২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০

নং ৫(২)/৯১-নিঃ-১/জাঃসঃ—বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ ইং তারিখে জারীকৃত এবং একই তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এফ ১(৩)/৮৪-নিঃ-১ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা অপরিবর্তিত রাখিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ১৫ নং অধ্যাদেশ) এর ৬(৩) ধারা অনুসারে এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ এর ৮(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকা-সমূহের চূড়ান্ত তালিকা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১ পঞ্চগড়—১	(ক) তেতুলিয়া উপজেলা, (খ) পঞ্চগড় সদর উপজেলা এবং (গ) আটোয়ারী উপজেলা, জেলা পঞ্চগড়।
২ পঞ্চগড়—২	(ক) বোদা উপজেলা এবং (খ) দেবীগঞ্জ উপজেলা, জেলা পঞ্চগড়।
৩ ঠাকুরগাঁও—১	বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন ব্যতীত ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৪ ঠাকুরগাঁও—২	(ক) বালিয়াডাংগি উপজেলা, (খ) রাণীশংকাইল উপজেলার ধর্মগড় ইউনিয়ন এবং (গ) হরিপুর উপজেলা, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৫ ঠাকুরগাঁও—৩	(ক) ধর্মগড় ইউনিয়ন ব্যতীত রাণীশংকাইল উপজেলা, (খ) পীরগঞ্জ উপজেলা এবং (গ) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৬ দিনাজপুর—১	(ক) বীরগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) কাহারোল উপজেলা, জেলা দিনাজপুর।
৭ দিনাজপুর—২	(ক) বোচাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বিরল উপজেলা, জেলা দিনাজপুর।
৮ দিনাজপুর—৩	দিনাজপুর সদর উপজেলা, জেলা দিনাজপুর।
৯ দিনাজপুর—৪	(ক) খানসামা উপজেলা এবং (খ) চিরিরবন্দর উপজেলা, জেলা দিনাজপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১০ দিনাজপুর—৫	(ক) পার্বতীপুর উপজেলা, (খ) ফুলবাড়ী উপজেলা এবং (গ) বিরামপুর উপজেলার পালিপ্রোয়াগপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর মৌজা, জেলা দিনাজপুর।
১১ দিনাজপুর—৬	(ক) নবাবগঞ্জ উপজেলা, (খ) পালিপ্রোয়াগপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর মৌজা ব্যতীত বিরামপুর উপজেলা, (গ) হাকিমপুর উপজেলা এবং (ঘ) ঘোড়াঘাট উপজেলা, জেলা দিনাজপুর।
১২ নিলফামারী—১	(ক) ডোমার উপজেলা এবং (খ) ডিমলা উপজেলা, জেলা নিলফামারী।
১৩ নিলফামারী—২	লক্ষীচাপ ইউনিয়ন ব্যতীত নিলফামারী সদর উপজেলা, জেলা নিলফামারী।
১৪ নিলফামারী—৩	(ক) জলঢাকা উপজেলা, (খ) নিলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়ন এবং (গ) কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) রণচণ্ডি, (২) বড়ভিটা ও (৩) পুটিমারী, জেলা নিলফামারী এবং (ঘ) গংগাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়ন, বর্তমান জেলা রংপুর।
১৫ নিলফামারী—৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কিশোরগঞ্জ উপজেলা : (১) রণচণ্ডি, (২) বড়ভিটা ও (৩) পুটিমারী। (খ) সৈয়দপুর উপজেলা, জেলা নিলফামারী এবং (গ) গংগাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়ন, বর্তমান জেলা রংপুর।
১৬ লালমনিরহাট—১	(ক) পাটগ্রাম উপজেলা এবং (খ) হাতীবান্ধা উপজেলা, জেলা লালমনিরহাট।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৭ লালমনিরহাট—২	(ক) কালীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) আদিতমারী উপজেলা, জেলা লালমনিরহাট।
১৮ লালমনিরহাট—৩	লালমনিরহাট সদর উপজেলা, জেলা লালমনিরহাট।
১৯ রংপুর—১	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত গংগাচড়া উপজেলা : (১) নোহালী ও (২) আলমবিদিতর এবং (খ) রংপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) হরিদেবপুর, (২) উত্তম ও (৩) পরশুরাম, জেলা রংপুর।
২০ রংপুর—২	(ক) তারাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বদরগঞ্জ উপজেলা, জেলা রংপুর।
২১ রংপুর—৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত রংপুর সদর উপজেলা : (১) হরিদেবপুর, (২) উত্তম ও (৩) পরশুরাম, জেলা রংপুর।
২২ রংপুর—৪	(ক) পীরগাছা উপজেলা এবং (খ) কাউনিয়া উপজেলা, জেলা রংপুর।
২৩ রংপুর—৫	মিঠাপুকুর উপজেলা, জেলা রংপুর।
২৪ রংপুর—৬	পীরগঞ্জ উপজেলা, জেলা রংপুর।
২৫ কুড়িগ্রাম—১	(ক) ভুরুংগামারী উপজেলা এবং (খ) নাগেশ্বরী উপজেলা, জেলা কুড়িগ্রাম।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৬ কুড়িগ্রাম—২	(ক) ফুলবাড়ী উপজেলা, (খ) কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং (গ) রাজারহাট উপজেলা, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৭ কুড়িগ্রাম—৩	উলিপুর উপজেলা, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৮ কুড়িগ্রাম—৪	(ক) চিলমারী উপজেলা, (খ) রৌমারী উপজেলা এবং (গ) রাজিবপুর উপজেলা, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৯ গাইবান্ধা—১	সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, জেলা গাইবান্ধা।
৩০ গাইবান্ধা—২	লক্ষীপুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত দুইটি মৌজা ব্যতীত গাইবান্ধা সদর উপজেলা : (১) ধানকুটী ও (২) উজির ধরনীবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা।
৩১ গাইবান্ধা—৩	(ক) সাদুল্লাপুর উপজেলা, (খ) গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) ধানকুটী ও (২) উজির ধরনীবাড়ী এবং (গ) পলাশবাড়ী উপজেলা, জেলা গাইবান্ধা।
৩২ গাইবান্ধা—৪	গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা, জেলা গাইবান্ধা।
৩৩ গাইবান্ধা—৫	(ক) ফুলছড়ি উপজেলা এবং (খ) সাঘাটা উপজেলা, জেলা গাইবান্ধা।
৩৪ জয়পুরহাট—১	(ক) পাঁচবিবি উপজেলা এবং (খ) জয়পুরহাট সদর উপজেলা, জেলা জয়পুরহাট।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৩৫ জয়পুরহাট—২	(ক) আক্কেলপুর উপজেলা, (খ) ক্ষেতলাল উপজেলা এবং (গ) কালাই উপজেলা, জেলা জয়পুরহাট।
৩৬ বগুড়া—১	(ক) সারিয়াকান্দী উপজেলা এবং (খ) সোনাতলা উপজেলা, জেলা বগুড়া।
৩৭ বগুড়া—২	শিবগঞ্জ উপজেলা, জেলা বগুড়া।
৩৮ বগুড়া—৩	(ক) দুপচাঁচিয়া উপজেলা এবং (খ) আদমদীঘি উপজেলা, জেলা বগুড়া।
৩৯ বগুড়া—৪	(ক) কাহালু উপজেলা এবং (খ) নন্দীগ্রাম উপজেলা, জেলা বগুড়া
৪০ বগুড়া—৫	(ক) শেরপুর উপজেলা এবং (খ) ধুনট উপজেলা, জেলা বগুড়া।
৪১ বগুড়া—৬	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত বগুড়া সদর উপজেলা : (১) আমরুল, (২) চুপিনগর ও (৩) খোট্টাপাড়া, জেলা বগুড়া।
৪২ বগুড়া—৭	(ক) বগুড়া সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) আমরুল, (২) চুপিনগর ও (৩) খোট্টাপাড়া এবং (খ) গাবতলী উপজেলা, জেলা বগুড়া।
৪৩ নওয়াবগঞ্জ—১	শিবগঞ্জ উপজেলা, জেলা নওয়াবগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৪৪ নওয়াবগঞ্জ—২	(ক) ভোলাহাট উপজেলা, (খ) গোমস্তাপুর উপজেলা এবং (গ) নাচোল উপজেলা, জেলা নওয়াবগঞ্জ।
৪৫ নওয়াবগঞ্জ—৩	নওয়াবগঞ্জ সদর উপজেলা, জেলা নওয়াবগঞ্জ।
৪৬ নওগাঁ—১	(ক) পোরশা উপজেলা, (খ) সাপাহার উপজেলা এবং (গ) নিয়ামতপুর উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৪৭ নওগাঁ—২	(ক) পত্নীতলা উপজেলা এবং (খ) ধামুইরহাট উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৪৮ নওগাঁ—৩	(ক) বদলগাছি উপজেলা, (খ) নওগাঁ সদর উপজেলাধীন কীর্তিপুর ইউনিয়নের শৈলকোল (সালুকান গ্রাম) ও গোবিন্দপুর মৌজা এবং বরশাইল ইউনিয়নের স্বরূপপুর (কুয়ানগর ও কসবা) মৌজা এবং (গ) মহাদেবপুর উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৪৯ নওগাঁ—৪	মান্দা উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৫০ নওগাঁ—৫	কীর্তিপুর ইউনিয়নের শৈলকোল (সালুকান গ্রাম) ও গবিন্দপুর মৌজা এবং বরশাইল ইউনিয়নের স্বরূপপুর (কুয়ানগর ও কসবা) মৌজা ব্যতীত নওগাঁ সদর উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৫১ নওগাঁ—৬	(ক) রানীনগর উপজেলা এবং (খ) আত্রাই উপজেলা, জেলা নওগাঁ।
৫২ রাজশাহী—১	(ক) গোদাগাড়ী উপজেলা এবং (খ) তানোর উপজেলা, জেলা রাজশাহী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৫৩ রাজশাহী—২	(ক) পবা উপজেলা এবং (খ) বোয়ালিয়া থানা, জেলা রাজশাহী।
৫৪ রাজশাহী—৩	(ক) মোহনপুর উপজেলা এবং (খ) বাগমারা উপজেলা, জেলা রাজশাহী।
৫৫ রাজশাহী—৪	(ক) দুর্গাপুর উপজেলা এবং (খ) পুঠিয়া উপজেলা, জেলা রাজশাহী।
৫৬ রাজশাহী—৫	(ক) চারঘাট উপজেলা এবং (খ) বাঘা উপজেলা, জেলা রাজশাহী।
৫৭ নাটোর—১	(ক) লালপুর উপজেলা এবং (খ) বাগাতিপাড়া উপজেলা, জেলা নাটোর।
৫৮ নাটোর—২	নাটোর সদর উপজেলা, জেলা নাটোর।
৫৯ নাটোর—৩	সিংড়া উপজেলা, জেলা নাটোর।
৬০ নাটোর—৪	(ক) গুরুদাসপুর উপজেলা এবং (খ) বড়াইগ্রাম উপজেলা, জেলা নাটোর।
৬১ সিরাজগঞ্জ—১	কাজিপুর উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬২ সিরাজগঞ্জ—২	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৩ সিরাজগঞ্জ—৩	(ক) রায়গঞ্জ উপজেলা এবং (খ) তাড়াশ উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৬৪ সিরাজগঞ্জ—৪	উল্লাপাড়া উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৫ সিরাজগঞ্জ—৫	(ক) বেলকুচি উপজেলা এবং (খ) কামারখন্দ উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৬ সিরাজগঞ্জ—৬	(ক) শাহজাদপুর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) খুকনী (২) জালালপুর (৩) কৈজুরী ও (৪) সোনাতনী এবং (খ) চৌহালী উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৭ সিরাজগঞ্জ—৭	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত শাহজাদপুর উপজেলা: (১) খুকনী, (২) জালালপুর, (৩) কৈজুরী ও (৪) সোনাতনী, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৮ পাবনা—১	(ক) সাঁথিয়া উপজেলা এবং (খ) বেড়া উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) বেড়া, (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ও (৩) নতুন ভারেংগা, জেলা পাবনা।
৬৯ পাবনা—২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত বেড়া উপজেলা: (১) বেড়া, (২) হাটুরিয়া নাকালিয়া ও (৩) নতুন ভারেংগা এবং (খ) সুজানগর উপজেলা, জেলা পাবনা।
৭০ পাবনা—৩	(ক) চাটমোহর উপজেলা, (খ) ভাংগুরা উপজেলা এবং (গ) ফরিদপুর উপজেলা, জেলা পাবনা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৭১ পাবনা—৪	(ক) আটঘরিয়া উপজেলা এবং (খ) ঈশ্বরদী উপজেলা, জেলা পাবনা।
৭২ পাবনা—৫	পাবনা সদর উপজেলা, জেলা পাবনা।
৭৩ মেহেরপুর—১	মেহেরপুর সদর উপজেলা, জেলা মেহেরপুর।
৭৪ মেহেরপুর—২	গাংনী উপজেলা, জেলা মেহেরপুর।
৭৫ কুষ্টিয়া—১	দৌলতপুর উপজেলা, জেলা কুষ্টিয়া।
৭৬ কুষ্টিয়া—২	(ক) ভেড়ামারা উপজেলা, (খ) মিরপুর উপজেলা, জেলা কুষ্টিয়া এবং (গ) আলমডাংগা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়ন, বর্তমান জেলা চুয়াডাংগা।
৭৭ কুষ্টিয়া—৩	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, জেলা কুষ্টিয়া।
৭৮ কুষ্টিয়া—৪	(ক) কুমারখালী উপজেলা এবং (খ) খোকশা উপজেলা, জেলা কুষ্টিয়া।
৭৯ চুয়াডাংগা—১	(ক) কালিদাসপুর ইউনিয়ন ব্যতীত আলমডাংগা উপজেলা, এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ও মৌজাসমূহ ব্যতীত চুয়াডাংগা সদর উপজেলা: (১) তিতুদহ ইউনিয়ন, (২) বেগমপুর ইউনিয়ন ও (৩) শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের গাইদঘাট মৌজা, জেলা চুয়াডাংগা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৮০ চুয়াডাংগা—২	(ক) দামুরহুদা উপজেলা, (খ) জীবননগর উপজেলা এবং (গ) চুয়াডাংগা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ও মৌজাসমূহ : (১) তেঘরি কলাগাছি মৌজা ব্যতীত তিতুদহ ইউনিয়ন (২) বেগমপুর ইউনিয়ন ও (৩) শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের গাইদঘাট মৌজা, জেলা চুয়াডাংগা।
৮১ ঝিনাইদহ—১	(ক) শৈলকুপা উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউনিয়নের যোগিনী বাঘিনী মৌজা, জেলা ঝিনাইদহ।
৮২ ঝিনাইদহ—২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ও মৌজা ব্যতীত-ঝিনাইদহ সদর উপজেলা : (১) নলডাংগা ইউনিয়ন (২) ঘোড়াশাল ইউনিয়ন (৩) ফুরসন্দি ইউনিয়ন (৪) মহারাজপুর ইউনিয়ন ও (৫) হরিশংকরপুর ইউনিয়নের যোগিনী বাঘিনী মৌজা, এবং (খ) হরিনাকুণ্ড উপজেলা জেলা ঝিনাইদহ।
৮৩ ঝিনাইদহ—৩	(ক) কোট চাঁদপুর উপজেলা (খ) মহেশপুর উপজেলা জেলা ঝিনাইদহ। (গ) চুয়াডাংগা সদর উপজেলাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের তেঘরি কলাগাছি মৌজা বর্তমান জেলা চুয়াডাংগা (ঘ) চৌগাছা উপজেলার নিম্নেবর্ণিত মৌজাসমূহ : (১) স্বরূপদহ ইউনিয়নের— (অ) কমলাপুর (আ) আলিশা ও (ই) যদুনাথপুর (২) নারায়ণপুর ইউনিয়নের— (অ) পাচবাড়িয়া ও (আ) বাড়িপাড়া মৌজা (৩) শুকপুকুরিয়া ইউনিয়নের— (অ) বিশ্বনাথপুর ও (আ) শ্যামনগর মৌজা, বর্তমান জেলা যশোহর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৮৪ ঝিনাইদহ—৪	(ক) ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) নলডাংগা (২) ঘোড়াশাল (৩) কুরসন্দি ও (৪) মহারাজপুর এবং (খ) কালীগঞ্জ উপজেলা, জেলা ঝিনাইদহ।
৮৫ যশোহর—১	শার্শা উপজেলা, জেলা যশোহর।
৮৬ যশোহর—২	(ক) নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত চৌগাছা উপজেলা : (১) স্বরূপদহ ইউনিয়নের— (অ) কমলাপুর মৌজা (আ) আলিশা মৌজা ও (ই) যদুনাথপুর মৌজা (২) নারায়ণপুর ইউনিয়নের— (অ) পাচবাড়িয়া মৌজা ও (আ) রাড়িপাড়া মৌজা (৩) শুকপুকুরিয়া ইউনিয়নের— (অ) বিশ্বনাথপুর মৌজা ও (আ) শ্যামনগর মৌজা এবং (খ) ঝিকরগাছা উপজেলা, জেলা যশোহর।
৮৭ যশোহর—৩	বসুন্দিয়া ইউনিয়ন ব্যতীত যশোহর সদর উপজেলা, জেলা যশোহর।
৮৮ যশোহর—৪	(ক) যশোহর সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন, (খ) অভয়নগর উপজেলা এবং (গ) বাঘেরপাড়া উপজেলা, জেলা যশোহর।
৮৯ যশোহর—৫	নলিরামপুর উপজেলা, জেলা যশোহর।
৯০ যশোহর—৬	কেশবপুর উপজেলা, জেলা যশোহর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
৯১ মাগুরা—১	(ক) শ্রীপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাগুরা সদর উপজেলা: (১) শক্রজিৎপুর (২) গোপাল গ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া ও (৪) বেরইল পলিতা জেলা মাগুরা।
৯২ মাগুরা—২	(ক) মাগুরা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) শক্রজিৎপুর (২) গোপালগ্রাম (৩) কুচিয়ামোড়া ও (৪) বেরইল পলিতা (খ) মোহাম্মদপুর উপজেলা এবং (গ) শালিখা উপজেলা, জেলা মাগুরা।
৯৩ নড়াইল—১	(ক) কালিয়া উপজেলা, (খ) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত নড়াইল সদর উপজেলা: (১) বাঁশগ্রাম (২) নড়াইল পৌর এলাকা (৩) তুলারামপুর (৪) মাইজপাড়া (৫) আউরিয়া (৬) চণ্ডিবরপুর (৭) শাহবাদপুর (৮) হাবুখালী ও (৯) মুলিয়া, জেলা নড়াইল এবং (গ) মোল্লাহাট উপজেলার উদয়পুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ: (১) চর আসাইল ও (২) পশ্চিম গোবরা, বর্তমান জেলা বাগেরহাট।
৯৪ নড়াইল—২	(ক) নড়াইল সদর উপজেলার নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ: (১) বাঁশগ্রাম (২) নড়াইল পৌর এলাকা (৩) তুলারামপুর (৪) মাইজপাড়া

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
	(৫) আউরিয়া (৬) চণ্ডিবরপুর (৭) শাহবাদপুর (৮) হাবুখালি ও (৯) মুলিয়া এবং (খ) লোহাগড়া উপজেলা, জেলা বড়াইল।
৯৫ বাগেরহাট—১	(ক) ফকিরহাট উপজেলা, (খ) উদয়পুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত মোল্লাহাট উপজেলা : (১) চর আসাইল (২) পশ্চিম গোবরা ও (গ) চিতলমারী উপজেলা, জেলা বাগেরহাট এবং (ঘ) রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) শিয়ালী (২) বিল-মৌভোগ (৩) দক্ষিন বামনডাংগা, বর্তমান জেলা খুলনা।
৯৬ বাগেরহাট—২	(ক) বাগেরহাট সদর উপজেলা, (খ) কচুয়া উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। (গ) রামপাল উপজেলার ডেমা ইউনিয়ন, জেলা বাগেরহাট।
৯৭ বাগেরহাট—৩	(ক) ডেমা ইউনিয়ন ব্যতীত রামপাল উপজেলা, (খ) মংলা উপজেলা, জেলা বাগেরহাট এবং (গ) দাকোপ উপজেলার বানিশান্তা ইউনিয়ন, বর্তমান জেলা খুলনা।
৯৮ বাগেরহাট—৪	(ক) মোড়েলগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) এবং (খ) শরনখোলা উপজেলা, জেলা বাগেরহাট।
৯৯ খুলনা—১	(ক) বাটিয়াঘাটা উপজেলা, (খ) রূপসা উপজেলাধীন নৈহাটি ইউনিয়নের জাবুসা মৌজা এবং (গ) বানিশান্তা ইউনিয়ন ব্যতীত দাকোপ উপজেলা, জেলা খুলনা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১০০ খুলনা—২	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত খুলনা ও সোনাডাংগা মেট্রোপলিটান থানা, জেলা খুলনা।
১০১ খুলনা—৩	(ক) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত খালিশপুর ও দৌলতপুর মেট্রোপলিটান থানা এবং (খ) সাবেক দৌলতপুর উপজেলার দেয়ানা ইউনিয়ন, (গ) ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নের— (১) লতা পাহাড়পুর ও (২) ধাইগ্রাম মৌজা, জেলা খুলনা।
১০২ খুলনা—৪	(ক) ঘাটভোগ ইউনিয়নের— (১) শিয়ালী (২) বিল-মৌভোগ ও (৩) দক্ষিণ বামনডাংগা মৌজা এবং নৈহাটি ইউনিয়নের জাবুসা মৌজা ব্যতীত রূপসা উপজেলা, (খ) দিঘলিয়া উপজেলা এবং (গ) তেরখাদা উপজেলা, জেলা খুলনা।
১০৩ খুলনা—৫	(ক) ফুলতলা উপজেলা এবং (খ) গুটুদিয়া ইউনিয়নের লতা পাহাড়পুর মৌজা ও ধাইগ্রাম মৌজা ব্যতীত ডুমুরিয়া উপজেলা, জেলা খুলনা।
১০৪ খুলনা—৬	(ক) পাইকগাছা উপজেলা এবং (খ) কয়রা উপজেলা, জেলা খুলনা।
১০৫ সাতক্ষীরা—১	(ক) কলারোয়া উপজেলা এবং (খ) তালা উপজেলা, জেলা সাতক্ষীরা।
১০৬ সাতক্ষীরা—২	সাতক্ষীরা সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। জেলা সাতক্ষীরা।
১০৭ সাতক্ষীরা—৩	আশাশুনি উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। জেলা সাতক্ষীরা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১০৮ সাতক্ষীরা—৪	(ক) দেবহাটা উপজেলা এবং (খ) কালিগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। জেলা সাতক্ষীরা।
১০৯ সাতক্ষীরা—৫	শ্যামনগর উপজেলা, জেলা সাতক্ষীরা।
১১০ বরগুনা—১	(ক) বেতাগী উপজেলা এবং (খ) বরগুনা সদর উপজেলা, জেলা বরগুনা।
১১১ বরগুনা—২	(ক) আমতা উপজেলা এবং (খ) পাথরঘাটা উপজেলা, জেলা বরগুনা।
১১২ বরগুনা—৩	আমতলী উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। জেলা বরগুনা।
১১৩ পটুয়াখালী—১	(ক) মির্জাগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) পটুয়াখালী সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)। জেলা পটুয়াখালী।
১১৪ পটুয়াখালী—২	বাউফল উপজেলা, জেলা পটুয়াখালী।
১১৫ পটুয়াখালী—৩	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত গলাচিপা উপজেলা (১৯৮৪ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল): (১) বড় বাইশদিয়া, (২) ছোট বাইশদিয়া ও (৩) রাংগাবালি এবং (খ) দশমিনা উপজেলা, জেলা পটুয়াখালী।
১১৬ পটুয়াখালী—৪	(ক) গলাচিপা উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) বড় বাইশদিয়া, (২) ছোট বাইশদিয়া ও (৩) রাংগাবালি এবং (খ) কলাপাড়া উপজেলা, জেলা পটুয়াখালী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১১৭ ভোলা—১	ভোলা সদর উপজেলা, জেলা ভোলা।
১১৮ ভোলা—২	(ক) দৌলতখান উপজেলা, (খ) বোরহানউদ্দিন উপজেলা এবং (গ) তজুমুদ্দিন উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়ন, জেলা ভোলা।
১১৯ ভোলা—৩	(ক) শম্ভুপুরা ইউনিয়ন ব্যতীত তজুমুদ্দিন উপজেলা এবং (খ) লালমোহন উপজেলা, জেলা ভোলা।
১২০ ভোলা—৪	(ক) মনপুরা উপজেলা এবং (খ) চরফ্যাশন উপজেলা, জেলা ভোলা।
১২১ বাকেরগঞ্জ—১	(ক) গৌরনদী উপজেলা এবং (খ) আগৈলঝরা উপজেলা, জেলা বাকেরগঞ্জ।
১২২ বাকেরগঞ্জ—২	(ক) বাবুগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) এবং (খ) উজিরপুর উপজেলা, জেলা বাকেরগঞ্জ।
১২৩ বাকেরগঞ্জ—৩	(ক) হিজলা উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) এবং (খ) মুলাদী উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা বাকেরগঞ্জ।
১২৪ বাকেরগঞ্জ—৪	মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা বাকেরগঞ্জ।
১২৫ বাকেরগঞ্জ—৫	বরিশাল সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা বাকেরগঞ্জ।
১২৬ বাকেরগঞ্জ—৬	বাকেরগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা বাকেরগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১২৭	ঝালকাঠি—১	(ক) রাজাপুর উপজেলা এবং (খ) কাঠালিয়া উপজেলা, জেলা ঝালকাঠি।
১২৮	ঝালকাঠি—২	(ক) ঝালকাঠি সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) এবং (খ) নলছিটি উপজেলা, (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা ঝালকাঠি।
১২৯	পিরোজপুর—১	(ক) নাজিরপুর উপজেলা এবং (খ) পিরোজপুর সদর উপজেলা, জেলা পিরোজপুর।
১৩০	পিরোজপুর—২	(ক) কাউখালী উপজেলা এবং (খ) ভান্ডারিয়া উপজেলা, জেলা পিরোজপুর।
১৩১	পিরোজপুর—৩	মঠবাড়িয়া উপজেলা, জেলা পিরোজপুর।
১৩২	বাকেরগঞ্জ-সহিত পিরোজপুর।	(ক) বানরীপাড়া উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা বাকেরগঞ্জ এবং (খ) নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি) উপজেলা, জেলা পিরোজপুর।
১৩৩	টাংগাইল—১	মুসুদ্দী ইউনিয়ন ব্যতীত মধুপুর উপজেলা, জেলা টাংগাইল।
১৩৪	টাংগাইল—২	(ক) গোপালপুর উপজেলা, (খ) মধুপুর উপজেলার মুসুদ্দী ইউনিয়ন এবং (গ) ভূয়াপুর উপজেলা, জেলা টাংগাইল।
১৩৫	টাংগাইল—৩	ঘাটাইল উপজেলা জেলা টাংগাইল।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৩৬ টাংগাইল—৪	বীরবাসিন্দা ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত কালিহাতী উপজেলা : (১) বর্গা মৌজা, (২) সরিষাআটা মৌজা, (৩) বহরমপুর মৌজা ও (৪) রসুলপুর মৌজা , জেলা টাংগাইল।
১৩৭ টাংগাইল—৫	(ক) কাতুলী ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত টাংগাইল সদর উপজেলা : (১) কুকুরিয়া (২) নয়াপাড়া এবং (খ) দেলদুয়ার উপজেলা, (গ) নাগরপুর উপজেলার শাহবতপুর ইউনিয়নের খামারধল্লা, পারধইল্লা ও তারাবাড়ি ও জাংগালিয়া মৌজা, জেলা টাংগাইল।
১৩৮ টাংগাইল—৬	(ক) শাহবতপুর ইউনিয়নের খামারধল্লা, পারধইল্লা, তারাবাড়ি ও জাংগালিয়া মৌজা ব্যতীত নাগরপুর উপজেলা এবং (খ) টাংগাইল সদর উপজেলার কাতুলী ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) কুকুরিয়া ও (২) নয়াপাড়া, জেলা টাংগাইল।
১৩৯ টাংগাইল—৭	মির্জাপুর উপজেলা, জেলা টাংগাইল।
১৪০ টাংগাইল—৮	(ক) বাসাইল উপজেলা, (খ) সখিপুর উপজেলা এবং (গ) কালিহাতী উপজেলার বীরবাসিন্দা ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) বর্গা (২) সরিষাআটা (৩) বহরমপুর ও (৪) রসুলপুর, জেলা টাংগাইল।
১৪১ জামালপুর—১	(ক) বক্সীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা, জেলা জামালপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৪২ জামালপুর—২	ইসলামপুর উপজেলা, জেলা জামালপুর।
১৪৩ জামালপুর—৩	(ক) মেলান্দহ উপজেলা, (খ) মাদারগঞ্জ উপজেলা এবং (গ) সরিষাবাড়ী উপজেলার ভাটারা ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) পাখাডুবি (২) কলারছড়ি (৩) কৃষ্ণপুর ও (৪) চরহরিপুর, জেলা জামালপুর।
১৪৪ জামালপুর—৪	ভাটারা ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত সরিষাবাড়ী উপজেলা : (১) পাখাডুবি (২) কলারছড়ি (৩) কৃষ্ণপুর ও (৪) চরহরিপুর, জেলা জামালপুর।
১৪৫ জামালপুর—৫	জামালপুর সদর উপজেলা, জেলা জামালপুর।
১৪৬ শেরপুর—১	শেরপুর সদর উপজেলা, জেলা শেরপুর।
১৪৭ শেরপুর—২	(ক) নকলা উপজেলা এবং (খ) নলিতাবাড়ী উপজেলা, জেলা শেরপুর।
১৪৮ শেরপুর—৩	(ক) শ্রীবর্দী উপজেলা এবং (খ) ঝিনাইগাতী উপজেলা, জেলা শেরপুর।
১৪৯ ময়মনসিংহ—১	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত হালুয়াঘাট উপজেলা : (১) শাকুয়াইল ও (২) বিলডোরা এবং (খ) ফুলপুর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) শনধরা ও (২) সিংগেরশ্বর, জেলা ময়মনসিংহ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৫০	ময়মনসিংহ—২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ফুলপুর উপজেলা : (১) শনধরা ও (২) সিংগেরশ্বর এবং (খ) গৌরীপুর উপজেলার সিধলা ইউনিয়ন, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫১	ময়মনসিংহ—৩	(ক) সিধলা ইউনিয়ন ব্যতীত গৌরীপুর উপজেলা এবং (খ) ময়মনসিংহ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) চর ঈশ্বরদিয়া ও (২) চর নিলক্ষিয়া, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫২	ময়মনসিংহ—৪	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ময়মনসিংহ সদর উপজেলা: (১) চর ঈশ্বরদিয়া ও (২) চর নিলক্ষিয়া, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৩	ময়মনসিংহ—৫	মুক্তাগাছা উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৪	ময়মনসিংহ—৬	ফুলবাড়ীয়া উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৫	ময়মনসিংহ—৭	ত্রিশাল উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৬	ময়মনসিংহ—৮	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৭	ময়মনসিংহ—৯	নান্দাইল উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৮	ময়মনসিংহ—১০	গফরগাঁও উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৯	ময়মনসিংহ—১১	ভালুকা উপজেলা, জেলা ময়মনসিংহ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৬০	ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা	(ক) ধোবাউরা উপজেলা, (খ) হালুয়াঘাট উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) শাকুয়াইল ও (২) বিলডোরা, জেলা ময়মনসিংহ এবং (গ) পূর্বধলা উপজেলা, জেলা নেত্রকোনা।
১৬১	নেত্রকোনা—১	(ক) দুর্গাপুর উপজেলা এবং (খ) কলমাকান্দা উপজেলা, জেলা নেত্রকোনা।
১৬২	নেত্রকোনা—২	(ক) মদনপুর ইউনিয়ন ব্যতীত নেত্রকোনা সদর উপজেলা এবং (খ) বারহাট্টা উপজেলা, জেলা নেত্রকোনা।
১৬৩	নেত্রকোনা—৩	(ক) আটপাড়া উপজেলা, (খ) কেন্দুয়া উপজেলা এবং (গ) নেত্রকোনা সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়ন, জেলা নেত্রকোনা।
১৬৪	নেত্রকোনা—৪	(ক) মোহনগঞ্জ উপজেলা, (খ) মদন উপজেলা এবং (গ) খালিয়াজুরী উপজেলা, জেলা নেত্রকোনা। (ঘ) ইটনা উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন, বর্তমান জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৫	কিশোরগঞ্জ—১	(ক) হোসেনপুর উপজেলা এবং (খ) পাকুন্দিয়া উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৬	কিশোরগঞ্জ—২	কটিয়াদী উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৭	কিশোরগঞ্জ—৩	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৮	কিশোরগঞ্জ—৪	(ক) তাড়াইল উপজেলা এবং (খ) করিমগঞ্জ উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৬৯	কিশোরগঞ্জ—৫	(ক) গাজীপুর ইউনিয়ন ব্যতীত ইটনা উপজেলা, (খ) মিঠামইন উপজেলা এবং (গ) অষ্টগ্রাম উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭০	কিশোরগঞ্জ—৬	(ক) নিকলী উপজেলা এবং (খ) বাজিতপুর উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭১	কিশোরগঞ্জ—৭	(ক) কুলিয়ারচর উপজেলা এবং (খ) ভৈরব বাজার উপজেলা, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭২	মানিকগঞ্জ—১	(ক) দৌলতপুর উপজেলা এবং (খ) ঘিওর উপজেলা, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৩	মানিকগঞ্জ—২	(ক) শিবালয় উপজেলা এবং (খ) হরিরামপুর উপজেলা, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৪	মানিকগঞ্জ—৩	(ক) সাটুরিয়া উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা : (১) পুটাইল (২) ভাড়ারিয়া ও (৩) হাটিপাড়া, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৫	মানিকগঞ্জ—৪	(ক) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) পুটাইল (২) ভাড়ারিয়া ও (৩) হাটিপাড়া এবং (খ) জয়মণ্ডপ ইউনিয়নের দুর্গাপুর মৌজা ব্যতীত সিংগাইর উপজেলা, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৬	মুন্সীগঞ্জ—১	(ক) শ্রীনগর উপজেলা এবং (খ) সিরাজদিখান উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) চিত্রকোট (২) শেখরনগর (৩) রাজনগর

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
	(৪) কেয়াইন (৫) বাসাইল ও (৬) কোলা, জেলা মুন্সীগঞ্জ।
১৭৭ মুন্সীগঞ্জ—২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সিরাজদিখান উপজেলা : (১) চিত্রকোট (২) শেখরনগর (৩) রাজনগর (৪) কেয়াইন (৫) বাসাইল ও (৬) কোলা; এবং (খ) লৌহজং উপজেলা, জেলা মুন্সীগঞ্জ।
১৭৮ মুন্সীগঞ্জ—৩	(ক) টংগীবাড়ী উপজেলা; এবং (খ) মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) রেকাবীবাজার (২) রামপাল (৩) মহাকালী ও (৪) বজ্রযোগিনী, জেলা মুন্সীগঞ্জ।
১৭৯ মুন্সীগঞ্জ—৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা: (১) রেকাবীবাজার (২) রামপাল (৩) মহাকলী ও (৪) বজ্রযোগিনী; এবং (খ) গজারিয়া উপজেলা, জেলা মুন্সীগঞ্জ।
১৮০ ঢাকা—১	(ক) দোহার উপজেলা; এবং (খ) নওয়াবগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) জয়কৃষ্ণপুর (২) বারুয়াখালী ও (৩) শিকারীপাড়া জেলা ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৮১	ঢাকা—২	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নওয়াবগঞ্জ উপজেলা : (১) জয়কৃষ্ণপুর (২) বারুয়াখালী ও (৩) শিকারীপাড়া, জেলা ঢাকা।
১৮২	ঢাকা—৩	কেরানীগঞ্জ উপজেলা, জেলা ঢাকা।
১৮৩	ঢাকা—৪	(ক) ডেমরা থানা এবং (খ) সবুজবাগ থানার নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) মাণ্ডা, (২) দক্ষিণগাঁও ও (৩) নন্দিপাড়া, জেলা ঢাকা।
১৮৪	ঢাকা—৫	(ক) গুলশান থানা, (খ) সবুজবাগ থানার নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) উলন ও } রামপুরা সড়কের মধ্য অংশ (২) মেরাদিয়া } হইতে পূর্বাংশ। (গ) ক্যান্টনমেন্ট থানা এবং (ঘ) হরিরামপুর ইউনিয়ন ব্যতীত উত্তরা থানা, জেলা ঢাকা।
১৮৫	ঢাকা—৬	(ক) মতিঝিল থানা এবং (খ) সবুজবাগ থানার নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) শহর খিলগাঁও (রেলওয়ে লাইনের উত্তর অংশ), (২) রাজারবাগ (রেলওয়ে লাইনের পূর্ব অংশ) (৩) গোড়ান ও (৪) ব্রাহ্মণচীরণ, জেলা ঢাকা।
১৮৬	ঢাকা—৭	(ক) সূত্রাপুর থানা এবং (খ) কোতয়ালী থানা, জেলা ঢাকা।
১৮৭	ঢাকা—৮	লালবাগ থানা, জেলা ঢাকা।
১৮৮	ঢাকা—৯	(ক) ধানমণ্ডি থানা এবং (খ) মোহাম্মদপুর থানা, জেলা ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৮৯	ঢাকা—১০	(ক) তেজগাঁও থানা এবং (খ) রমনা থানা, জেলা ঢাকা।
১৯০	ঢাকা—১১	(ক) মিরপুর থানা এবং (খ) উত্তরা থানার হরিরামপুর ইউনিয়ন, জেলা ঢাকা।
১৯১	ঢাকা—১২	সাভার উপজেলা, জেলা ঢাকা।
১৯২	ঢাকা—১৩	(ক) ধামরাই উপজেলা, জেলা ঢাকা; এবং (খ) সিংগাইর উপজেলার জয়মণ্ডপ ইউনিয়নের দুর্গাপুর মৌজা, বর্তমান জেলা মানিকগঞ্জ।
১৯৩	গাজীপুর—১	(ক) কালিয়াকৈর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত শ্রীপুর উপজেলা : (১) রাজবাড়ী ও (২) প্রহলাদপুর, জেলা গাজীপুর।
১৯৪	গাজীপুর—২	(ক) গাজীপুর সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল); এবং (খ) টংগী থানা, জেলা গাজীপুর।
১৯৫	গাজীপুর—৩	(ক) শ্রীপুর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) রাজবাড়ী ও (২) প্রহলাদপুর এবং (খ) কালিগঞ্জ উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল), জেলা গাজীপুর।
১৯৬	গাজীপুর—৪	কাপাসিয়া উপজেলা জেলা গাজীপুর।
১৯৭	নরসিংদী—১	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নরসিংদী সদর উপজেলা : (১) আমদিয়া (২) পাচদোনা ও (৩) মেহেরপাড়া, জেলা নরসিংদী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
১৯৮	নরসিংদী—২	(ক) নরসিংদী সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) আমদিয়া (২) পাঁচদোনা ও (৩) মেহেরপাড়া এবং (খ) পলাশ উপজেলা, জেলা নরসিংদী।
১৯৯	নরসিংদী—৩	শিবপুর উপজেলা, জেলা নরসিংদী।
২০০	নরসিংদী—৪	(ক) মনোহরদী উপজেলা এবং (খ) বেলাবো উপাজেলা, জেলা নরসিংদী।
২০১	নরসিংদী—৫	রায়পুরা উপজেলা, জেলা নরসিংদী।
২০২	নারায়ণগঞ্জ—১	রূপগঞ্জ উপজেলা, জেলা নারায়ণগঞ্জ।
২০৩	নারায়নগঞ্জ-২	আড়াইহাজার উপজেলা, জেলা নারায়নগঞ্জ।
২০৪	নারায়ণগঞ্জ—৩	সাদীপুর ইউনিয়নের পঞ্চমীঘাট মৌজা ব্যতীত সোনারগাঁও উপজেলা, জেলা নারায়নগঞ্জ।
২০৫	নারায়নগঞ্জ—৪	নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলার (ফতুল্লা ও সিদ্দিরগঞ্জ থানাসহ) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ : (১) গোগনগর ইউনিয়ন, (২) আলীরটেক ইউনিয়ন, (৩) গোদনাইল (পৌর ও পল্লী এলাকা), (৪) সিদ্দিরগঞ্জ ইউনিয়ন (১) সুনিলপাড়া ইউনিয়ন, (৬) বক্তবলী ইউনিয়ন, (৭) কাশীপুর ইউনিয়ন (৮) এনায়েত নগর ইউনিয়ন, (৯) কুতুবপুর ইউনিয়ন, (১০) ফতুল্লা (পৌর ও পল্লী এলাকা), জেলা নারায়নগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২০৬	নারায়নগঞ্জ—৫	(ক) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত নারায়নগঞ্জ (ফতুল্লা ও সিদ্দিরগঞ্জ থানাসহ) উপজেলা : (১) গোগননগর ইউনিয়ন, (২) আলীরটেক ইউনিয়ন, (৩) গোদনাইল (পৌর ও পল্লী এলাকা), (৪) সিদ্দিরগঞ্জ ইউনিয়ন, (৫) সুমিলপাড়া ইউনিয়ন, (৬) বক্তবলী ইউনিয়ন, (৭) কাশীপুর ইউনিয়ন, (৯) এনায়েতনগর ইউনিয়ন, (৯) কুতুবপুর ইউনিয়ন ও (১০) ফতুল্লা (পৌর ও পল্লী এলাকা) (খ) বন্দর উপজেলা এবং (গ) সোনারগাঁও উপজেলার সাদীপুর ইউনিয়নের পঞ্চমীঘাট মৌজা, জেলা নারায়ণগঞ্জ।
২০৭	রাজবাড়ী—১	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত রাজবাড়ী সদর উপজেলা : (১) চান্দনী ও (২) খানগঞ্জ; এবং (খ) গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা, জেলা রাজবাড়ী।
২০৮	রাজবাড়ী—২	(ক) রাজবাড়ী সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) চান্দনী ও (২) খানগঞ্জ, (খ) পাংশা উপজেলা এবং (গ) বালিয়াকান্দি উপজেলা, জেলা রাজবাড়ী।
২০৯	ফরিদপুর—১	(ক) মধুখালী উপজেলা, (খ) বোয়ালমারী উপজেলা এবং (গ) আলফাডাংগা উপজেলা, জেলা ফরিদপুর।
২১০	ফরিদপুর—২	নগরকান্দা উপজেলা, জেলা ফরিদপুর।
২১১	ফরিদপুর—৩	ফরিদপুর সদর উপজেলা, জেলা ফরিদপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২১২ ফরিদপুর—৪	(ক) চরভদ্রাসন উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত সদরপুর উপজেলা : (১) রাজাপুর, (২) উত্তর আকনবাড়িয়া, (৩) দক্ষিণ আকন বাড়িয়া, (৪) বাকপুর, (৫) নজুল্লাগঞ্জ, (৬) বিলঘোপাডাংগা, (৭) ব্রাহ্ম নদী, (৮) মাইজাইল , (৯) ডাংগারদিয়া, (১০) প্রাণপুর, (১১) খাটরা, জেলা ফরিদপুর।
২১৩ ফরিদপুর—৫	(ক) ভাংগা উপজেলা এবং (খ) সদরপুর উপজেলার নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) রাজাপুর, (২) উত্তর আকন বাড়িয়া, (৩) দক্ষিণ আকন বাড়িয়া, (৪) বাকপুর, (৫) নজুল্লাগঞ্জ, (৬) বিলঘোপাডাংগা, (৭) ডাংগারদিয়া, (৮) ব্রাহ্মনদী, (৯) মাইজাইল, (১০) প্রাণপুর, (১১) খাটরা, জেলা ফরিদপুর।
২১৪ গোপালগঞ্জ—১	(ক) মুকসুদপুর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কাশিয়ানী উপজেলা: (১) সংগা, (২) হাতিয়ারা, (৩) পাইশুর, (৪) বেপরী, (৫) নিজামকান্দি, (৬) ওরাকান্দ ও (৭) পোকরা, জেলা গোপালগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২১৫ গোপালগঞ্জ—২	(ক) কাশিয়ানী উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) সিংগা, (২) হাতিয়ারা, (৩) পাইশুর, (৪) বেথুরী, (৫) নিজামকান্দি, (৬) ওরাকান্দি ও (৭) পোকরা এবং (খ) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা, জেলা গোপালগঞ্জ।
২১৬ গোপালগঞ্জ—৩	(ক) টুংগীপাড়া উপজেলা এবং (খ) কোটালীপাড়া উপজেলা, জেলা গোপালগঞ্জ।
২১৭ মাদারীপুর—১	শিবচর উপজেলা, জেলা মাদারীপুর।
২১৮ মাদারীপুর—২	(ক) রাজৈর উপজেলা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মাদারীপুর সদর উপজেলা: (১) খোয়াজপুর, (২) ঝাউদি, (৩) ঘটমাঝি, (৪) মোস্তফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া, জেলা মাদারীপুর।
২১৯ মাদারীপুর—৩	(ক) মাদারীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) খোয়াজপুর, (২) ঝাউদি, (৩) ঘটমাঝি, (৪) মোস্তফাপুর ও (৫) কেন্দুয়া এবং (খ) কালকিনি উপজেলা, জেলা মাদারীপুর।
২২০ শরিয়তপুর—১	(ক) জাজিরা উপজেলা এবং (খ) শরিয়তপুর সদর উপজেলা, জেলা শরিয়তপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২২১ শরিয়তপুর—২	নড়িয়া উপজেলা, জেলা শরিয়তপুর।
২২২ শরিয়তপুর—৩	(ক) ভেদরগঞ্জ উপজেলা, (খ) ডামুড্যা উপজেলা এবং (গ) গোসাইরহাট উপজেলা, জেলা শরিয়তপুর।
২২৩ সুনামগঞ্জ—১	(ক) ধর্মপাশা উপজেলা, (খ) তাহিরপুর উপজেলা এবং (গ) জামালগঞ্জ উপজেলা, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৪ সুনামগঞ্জ—২	(ক) দিরাই উপজেলা এবং (খ) শাল্লা উপজেলা, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৫ সুনামগঞ্জ—৩	(ক) জগন্নাথপুর উপজেলা এবং (খ) সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) দুর্গাপাশা, (২) পূর্ব পাগলা, (৩) পশ্চিম পাগলা, (৪) পূর্ব বীরগাঁও, (৫) পশ্চিম বীরগাঁও, (৬) পাথারিয়া, (৭) জয়কলস ও (৮) শিমুলবাক, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৬ সুনামগঞ্জ—৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা; (১) দুর্গাপাশা, (২) পূর্ব পাগলা, (৩) পশ্চিম পাগলা, (৪) পূর্ব বীরগাঁও, (৫) পশ্চিম বীরগাঁও, (৬) পাথারিয়া, (৭) জয়কলস ও (৮) শিমুলবাক এবং (খ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা, জেলা সুনামগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২২৭ সুনামগঞ্জ—৫	(ক) ছাতক উপজেলা এবং (খ) দোয়ারা বাজার উপজেলা, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৮ সিলেট—১	(ক) রণিখাই ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ ব্যতীত কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা : (১) খাগাইল, (২) পশ্চিম মহিষখেড়, (৩) সুন্দাউড়া ও (৪) দরাকুল এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সিলেট সদর উপজেলা: (১) মুলারগাঁও, (২) বড়ইকান্দি, (৩) তেতলী, (৪) লালাবাজার, (৫) সিলাম, (৬) জালালপুর, (৭) কুচাই, (৮) মোগলাবাজার ও (৯) দাউদপুর, জেলা সিলেট।
২২৯ সিলেট—২	(ক) বিশ্বনাথ উপজেলা এবং (খ) বালাগঞ্জ উপজেলা, জেলা সিলেট।
২৩০ সিলেট—৩	(ক) সিলেট সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) মুলারগাঁও, (২) বড়ইকান্দি, (৩) তেতলী, (৪) লালাবাজার, (৫) সিলাম, (৬) জালালপুর, (৭) কুচাই, (৮) মোগলাবাজার ও (৯) দাউদপুর এবং (খ) ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা, জেলা সিলেট।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৩১	সিলেট—৪	(ক) গোয়াইনঘাট উপজেলা, (খ) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রণিখাই ইউনিয়নের নিম্ন-লিখিত মৌজাসমূহ : (১) খাগাইল, (২) পশ্চিম মহিষখেড়, (৩) সুন্দাউড়াও (৪) দরাকুল এবং (গ) জৈন্তাপুর উপজেলা, জেলা সিলেট।
২৩২	সিলেট—৫	(ক) কানাইঘাট উপজেলা এবং (খ) জকিগঞ্জ উপজেলা, জেলা সিলেট।
২৩৩	সিলেট—৬	(ক) বিয়ানীবাজার উপজেলা এবং (খ) গোলাপগঞ্জ উপজেলা, জেলা সিলেট।
২৩৪	মৌলভীবাজার—১	বড়লেখা উপজেলা, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৫	মৌলভীবাজার—২	কুলাউড়া উপজেলা, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৬	মৌলভীবাজার—৩	(ক) রাজনগর উপজেলা এবং (খ) মৌলভীবাজার সদর উপজেলা, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৭	মৌলভীবাজার—৪	(ক) কমলগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) শ্রীমংগল উপজেলা, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৮	হবিগঞ্জ—১	(ক) নবীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বাহুবল উপজেলা, জেলা হবিগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৩৯	হবিগঞ্জ—২	(ক) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) বানিয়াচং উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরে যে এলাকা ছিল) জেলা হবিগঞ্জ।
২৪০	হবিগঞ্জ—৩	(ক) হবিগঞ্জ সদর উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) এবং (খ) লাখাই উপজেলা, জেলা হবিগঞ্জ।
২৪১	হবিগঞ্জ—৪	(ক) চুনারুঘাট উপজেলা এবং (খ) মাধবপুর উপজেলা, জেলা হবিগঞ্জ।
২৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—১	নাছিরনগর উপজেলা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—২	(ক) সরাইল উপজেলা, (খ) আশুগঞ্জ থানার পানিশ্বর (দক্ষিণ) ইউনিয়ন এবং (গ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়ন-সমূহ : (১) বুধন্তী, (২) চান্দুরা, (৩) মজলিশপুর, (৪) সুহিলপুর (উত্তর) ও (৫) তালশহর (পূর্ব) জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—৩	(ক) পানিশ্বর (দক্ষিণ) ইউনিয়ন ব্যতীত আশুগঞ্জ থানা এবং (খ) নিম্নলিখিত ইউনিয়ন ও মৌজা ব্যতীত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলা : (১) বুধন্তী, (২) চান্দুরা, (৩) মজলিশপুর, (৪) সুহিলপুর (উত্তর) (৫) তালশহর (পূর্ব) ও

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি
১	২
	(৬) বড়াইল ও সাদকপুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (অ) চিলোকুট, (আ) সাদকপুর, (ই) খাগচাইন, (ঈ) দামচাইন, (উ) চর গোসাইপুর, (ঊ) খারঘর, (ঋ) ঘিয়ারা, (৯) জালশুকা, (এ) ধোবাচন্দ, (ঐ) রাধানগর, (ও) গোসাইপুর ও (ঔ) বড়াইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—৪	(ক) আখাউড়া উপজেলা এবং (খ) কসবা উপজেলা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—৫	(ক) নবীনগর উপজেলা, এবং (খ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলার বড়াইল ও সাদকপুর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত মৌজাসমূহ : (১) চিলোকুট, (২) সাদকপুর, (৩) খাগচাইন, (৪) দামচাইন, (৫) চর গোসাইপুর, (৬) খারঘর, (৭) ঘিয়ারা, (৮) জালশুকা, (৯) ধোবাচন্দ, (১০) রাধানগর, (১১) গোসাইপুর, (১২) বড়াইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—৬	বাঞ্ছারামপুর উপজেলা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৮	কুমিল্লা—১	(ক) হোমনা উপজেলা এবং (খ) দাউদকান্দি উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বরকান্দা, (২) গোবিন্দপুর, (৩) জগৎপুর (দক্ষিণ) ও (৪) জগৎপুর (উত্তর), জেলা কুমিল্লা।
২৪৯	কুমিল্লা—২	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত দাউদকান্দি উপজেলা : (১) বরকান্দা, (২) গোবিন্দপুর, (৩) জগৎপুর (দক্ষিণ) ও (৪) জগৎপুর (উত্তর) জেলা কুমিল্লা।
২৫০	কুমিল্লা—৩	মুরাদনগর উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৫১	কুমিল্লা—৪	দেবীদ্বার উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৫২	কুমিল্লা—৫	(ক) ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা এবং (খ) বুড়িচং উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৫৩	কুমিল্লা—৬	চান্দিনা উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৫৪	কুমিল্লা—৭	বড়ুরা উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৫৫ কুমিল্লা—৮	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত কুমিল্লা সদর উপজেলা : (১) বারপাড়া, (২) জোরকারণ (পূর্ব), (৩) জোরকারণ (পশ্চিম), (৪) গালিয়ারা, (৫) চৌয়ারা ও (৬) বিজয়পুর, জেলা কুমিল্লা।
২৫৬ কুমিল্লা—৯	(ক) কুমিল্লা সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বারপাড়া, (২) জোরকারণ (পূর্ব), (৩) জোরকারণ (পশ্চিম), (৪) গালিয়ারা, (৫) চৌয়ারা ও (৬) বিজয়পুর এবং (খ) লাকসাম উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বাগমারা, (২) ভুলইন, (৩) পেরুল ও (৪) বেলঘর, জেলা কুমিল্লা।
২৫৭ কুমিল্লা—১০	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লাকসাম উপজেলা : (১) বাগমারা, (২) ভুলইন, (৩) পেরুল ও (৪) বেলঘর, জেলা কুমিল্লা।
২৫৮ কুমিল্লা—১১	নাঙ্গলকোট উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৫৯ কুমিল্লা—১২	চৌদ্দগ্রাম উপজেলা, জেলা কুমিল্লা।
২৬০ চাঁদপুর—১	কচুয়া উপজেলা, জেলা চাঁদপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৬১ চাঁদপুর—২	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত মতলব উপজেলা : (১) নায়েরগাঁও (উত্তর), (২) নায়েরগাঁও (দক্ষিণ), (৩) নারায়ণপুর, (৪) খেদেরগাঁও, (৫) মতলব (উত্তর), (৬) মতলব (দক্ষিণ), (৭) উপাদি (উত্তর) ও (৮) উপাদি (দক্ষিণ), জেলা চাঁদপুর।
২৬২ চাঁদপুর—৩	(ক) মতলব উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) নায়েরগাঁও (উত্তর), (২) নায়েরগাঁও (দক্ষিণ), (৩) নারায়ণপুর, (৪) খেদেরগাঁও, (৫) মতলব (উত্তর), (৬) মতলব (দক্ষিণ), (৭) উপাদি (উত্তর) ও (৮) উপাদি (দক্ষিণ) এবং (খ) চাঁদপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বিষ্ণুপুর, (২) আশিকাটি (পূর্ব), (৩) আশিকাটি (পশ্চিম), (৪) রামপুর (উত্তর), (৫) রামপুর (দক্ষিণ) (৬) রাজরাজেশ্বর, জেলা চাঁদপুর।
২৬৩ চাঁদপুর—৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত চাঁদপুর সদর উপজেলা : (১) বিষ্ণুপুর, (২) আশিকাটি (পূর্ব), (৩) আশিকাটি (পশ্চিম), (৪) রামপুর (উত্তর), (৫) রামপুর (দক্ষিণ) ও (৬) রাজরাজেশ্বর এবং

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
	(খ) হাইমচর উপজেলা, জেলা চাঁদপুর।
২৬৪ চাঁদপুর—৫	(ক) হাজীগঞ্জ উপজেলা এবং (খ) শাহারাস্তি উপজেলা, জেলা চাঁদপুর।
২৬৫ চাঁদপুর—৬	কচুয়া উপজেলা, জেলা চাঁদপুর।
২৬৬ ফেনী—১	(ক) পরশুরাম উপজেলা (ফুলগাজী থানাসহ) এবং (খ) ছাগলনাইয়া উপজেলা, জেলা ফেনী
২৬৭ ফেনী—২	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত ফেনী সদর উপজেলা : (১) ফরহাদনগর, (২) ধলিয়া, (৩) লেমুয়া, (৪) ছনুয়া ও, (৫) ফাজিলপুর এবং (খ) দাগনভুঁঞা উপজেলা, জেলা ফেনী।
২৬৮ ফেনী—৩	(ক) সোনাগাজী উপজেলা এবং (খ) ফেনী সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) ফরহাদনগর, (২) ধলিয়া, (৩) লেমুয়া, (৪) ছনুয়া ও (৫) ফাজিলপুর, জেলা ফেনী।
২৬৯ নোয়াখালী—১	(ক) সেনবাগ উপজেলা এবং (খ) বেগমগঞ্জ উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) কুতুবপুর, (২) রসুলপুর, (৩) কাদিরপুর ও (৪) শরিফপুর, জেলা নোয়াখালী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৭০ নোয়াখালী—২	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত বেগমগঞ্জ উপজেলা : (১) কুতুবপুর, (২) রসুলপুর (৩) কাদিরপুর ও (৪) শরিফপুর, জেলা নোয়াখালী।
২৭১ নোয়াখালী—৩	চাটখিল উপজেলা, জেলা নোয়াখালী।
২৭২ নোয়াখালী—৪	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত নোয়াখালী সদর উপজেলা : (১) বাটিয়া, (২) নরোত্তমপুর, (৩) সুন্দলপুর, (৪) ঘোষবাগ, (৫) চাপরাশিরহাট, (৬) নিয়াজপুর ও (৭) অশ্বদিয়া, জেলা নোয়াখালী।
২৭৩ নোয়াখালী—৫	(ক) নোয়াখালী সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) বাটিয়া, (২) নরোত্তমপুর, (৩) সুন্দলপুর, (৪) ঘোষবাগ, (৫) চাপরাশিরহাট (৬) নিয়াজপুর ও (৭) অশ্বদিয়া এবং (খ) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা, জেলা নোয়াখালী।
২৭৪ নোয়াখালী—৬	হাতিয়া উপজেলা, জেলা নোয়াখালী।
২৭৫ লক্ষ্মীপুর—১	রামগঞ্জ উপজেলা, জেলা লক্ষ্মীপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১	নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৭৬ লক্ষ্মীপুর—২	(ক) রায়পুর উপজেলা এবং (খ) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) চররুহিতা (২) দালাল বাজার (৩) দক্ষিণ হামছাদী (৪) উত্তর হামছাদী (৫) বসিকপুর (৬) পার্বতীনগর ও (৭) শাকচর জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৭ লক্ষ্মীপুর—৩	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা : (১) চররুহিতা (২) দালালবাজার (৩) দক্ষিণ হামছাদী (৪) উত্তর হামছাদী (৫) বসিকপুর (৬) পার্বতীনগরও (৭) শাকচর জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৮ লক্ষ্মীপুর—৪	রামগতি উপজেলা, জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৯ চট্টগ্রাম—১	মিরশ্বরাই উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮০ চট্টগ্রাম—২	সীতাকুণ্ড উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮১ চট্টগ্রাম—৩	সন্দ্বীপ উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮২ চট্টগ্রাম—৪	ফটিকছড়ি উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮৩ চট্টগ্রাম—৫	হাটহাজারী উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরে যে এলাকা ছিল) জেলা চট্টগ্রাম।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	রাউজান উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮৫	চট্টগ্রাম—৭	রাংগুনীয়া উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮৬	চট্টগ্রাম—৮	(ক) নিম্নলিখিত পৌর নির্বাচনী এলাকাসমূহ ব্যতীত ডবলমুরিং থানা : (১) মাদারবাড়ী (চট্টগ্রাম বন্দর থানার অংশসহ); (২) পশ্চিম মাদারবাড়ী ; (খ) চট্টগ্রাম বন্দর থানার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত পৌর এলাকা-সমূহ : (১) গোসাইল ডাংগা, (২) মধ্য হালিশহর, (৩) দক্ষিণ হালিশহর, (৪) উত্তর পতেংগা ও (৫) দক্ষিণ পতেংগা এবং (গ) পাহাড়তলী থানা (উত্তর কাট্টলী, দক্ষিণ কাট্টলী, সরাইপাড়া, উত্তর পাহাড়তলী ও উত্তর হালিশহর), জেলা চট্টগ্রাম।
২৮৭	চট্টগ্রাম—৯	(ক) ডবলমুরিং থানার নিম্নলিখিত পৌর নির্বাচনী এলাকাসমূহ: (১) মাদারবাড়ী (চট্টগ্রাম বন্দর থানার অংশসহ) ও (২) পশ্চিম মাদারবাড়ী, (খ) কোতয়ালী থানা (চট্টগ্রাম বন্দর থানার অন্তর্গত ফিরিংগী বাজার ও পাথরঘাটা পৌর নির্বাচনী এলাকার অংশসহ), (গ) পাঁচলাইশ থানার নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ : (১) ষোলকবহর পৌর নির্বাচনী এলাকা, (২) মৌজা নিজশহর এবং (ঘ) চান্দগাঁও থানার নিম্নলিখিত পৌর নির্বাচনী এলাকাসমূহ : (১) পূর্ব ষোলশহর ইউনিয়ন, (২) বাকলিয়া ইউনিয়ন (চট্টগ্রাম বন্দর থানার অংশসহ), জেলা চট্টগ্রাম।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচনী এলাকার বিশুদ্ধি
১	২
২৮৮ চট্টগ্রাম—১০	(ক) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত পাঁচলাইশ থানা : (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরে যে এলাকা ছিল) (১) ষোলকবহর পৌর নির্বাচনী এলাকা ও (২) মৌজা নিজশহর, (খ) নিম্নলিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত চাদগাঁও থানা : (১) পূর্ব ষোলশহর ইউনিয়ন, (২) বাকলিয়া ইউনিয়ন, (গ) চট্টগ্রাম বন্দর থানার মোহরা ইউনিয়নের অংশ এবং (ঘ) বোয়ালখালী উপজেলা (চট্টগ্রাম বন্দর থানার অন্তর্গত পশ্চিম গোমদণ্ডির অংশসহ), জেলা চট্টগ্রাম।
২৮৯ চট্টগ্রাম—১১	নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত পটিয়া উপজেলা : (১) চর পাথরঘাটা, (২) চরলক্ষ্যা, (৩) জুলধা, (৪) বড় উঠান ও (৫) শিকলবাহা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯০ চট্টগ্রাম—১২	(ক) পটিয়া উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ: (১) চর পাথরঘাটা, (২) চরলক্ষ্যা, (৩) জুলধা, (৪) বড় উঁঠান ও (৫) শিকলবাহা এবং (খ) আনোয়ারা উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯১ চট্টগ্রাম—১৩	(ক) চন্দনাইশ উপজেলা এবং (খ) সাতকানিয়া উপজেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ : (১) কেওচিয়া, (২) কালিয়াইশ, (৩) বাজালিয়া, (৪) ধনপুর ও (৫) পূর্বানগর, জেলা চট্টগ্রাম।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ১		নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি ২
২৯২	চট্টগ্রাম—১৪	(ক) নিম্নলিখিত ইউনিয়নসমূহ ব্যতীত সাতকানিয়া উপজেলা : (১) কেওচিয়া (২) কালিআইশ, (৩) বাজালিয়া, (৪) ধর্মপুর ও (৫) পুরানগড় এবং (খ) লোহাগড়া উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯৩	চট্টগ্রাম—১৫	বাঁশখালী উপজেলা, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯৪	কক্সবাজার—১	চকরিয়া উপজেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল) জেলা কক্সবাজার।
২৯৫	কক্সবাজার—২	(ক) কুতুবদিয়া উপজেলা এবং (খ) মহেশখালী উপজেলা জেলা কক্সবাজার।
২৯৬	কক্সবাজার—৩	(ক) কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং (খ) রামু উপজেলা, জেলা কক্সবাজার।
২৯৭	কক্সবাজার—৪	(ক) উখিয়া উপজেলা এবং (খ) টেকনাফ উপজেলা, জেলা কক্সবাজার।
২৯৮	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	খাগড়াছাড়ি পাবত্য জেলা।
২৯৯	পার্বত্য রাংগামাটি	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
৩০০	পার্বত্য বান্দরবান	বান্দরবান পার্বত্য জেলা (১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর যে এলাকা ছিল)।

পরিশিষ্ট-৩

বিভাগভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা

বিভাগ	ভোটার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
১	২(ক)	২(খ)	৩
১। রাজশাহী বিভাগ	৭৫,৯৮,২৮৫	৭১,৮১,৩১৮	১,৪৭,৭৯,৬০৩
২। খুলনা বিভাগ	৬২,৭২,৮৫৬	৫৬,৮৩,৭১৬	১,১৯,৫৬,৫৭২
৩। ঢাকা বিভাগ	১,০১,৬৪,৩০৫	৮৮,০০,৯৮৩	১,৮৯,৬৫,২৮৮
৪। চট্টগ্রাম বিভাগ	৯০,০৫,৩১১	৭৪,৭৪,৯৬৯	১,৬৪,৮০,২৮০
মোট :	৩,৩০,৪০,৭৫৭	২,৯১,৪০,৯৮৬	৬,২১,৮১,৭৪৩

পরিশিষ্ট-৩ক

নির্বাচনী এলাকা ও জেলাভিত্তিক ভোটারের সংখ্যা।

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	ভোটার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
১	২(ক)	২(খ)	৩
১ পঞ্চগড়-১	১,০৩,৪৩০	৯৫,৭৫১	১,৯৯,১৮১
২ পঞ্চগড়-২	৯১,৬৪১	৮৭,৩৬৮	১,৭৯,০০৯
জেলা পঞ্চগড়:	১,৯৫,০৭১	১,৮৩,১১৯	৩,৭৮,১৯০
৩ ঠাকুরগাঁও-১	১,১৪,৫৫৪	১,০৪,৪২৭	২,১৮,৯৮১
৪ ঠাকুরগাঁও-২	৭৬,১৮৯	৭১,১২৮	১,৪৭,৩১৭
৫ ঠাকুরগাঁও-৩	৮৯,৬৭০	৮২,৫৯৬	১,৭২,২৬৬
জেলা ঠাকুরগাঁও:	২,৮০,৪১৩	২,৫৮,১৫১	৫,৩৮,৫৬৪
৬ দিনাজপুর-১	৯৩,১৪৯	৮৮,৯৭৫	১,৮২,১২৪
৭ দিনাজপুর-২	৯০,৩৫৯	৮৩,১৮৫	১,৭৩,৫৪৪
৮ দিনাজপুর-৩	৯৯,১৭৫	৮৮,৯০৬	১,৮৮,০৮১
৯ দিনাজপুর-৪	৯৮,৬৩৮	৯৩,৬২৪	১,৯২,২৬২
১০ দিনাজপুর-৫	১,১৭,৮৮৫	১,১১,০৪২	২,২৮,৯২৭
১১ দিনাজপুর-৬	১,৩৪,২৪৮	১,২৯,২১৪	২,৬৩,৪৬২
জেলা দিনাজপুর:	৬,৩৩,৪৫৪	৫,৯৪,৯৪৬	১২,২৮,৪০০
১২ নিলফামারী-১	১,০৮,০২৫	১,০২,৫৭০	২,১০,৫৯৫
১৩ নিলফামারী-২	৮৬,২৪৯	৮০,৮৪৪	১,৬৭,০৯৩
১৪ নিলফামারী-৩	৯৮,৩১৬	৯১,৬৬৪	১,৮৯,৯৮০
১৫ নিলফামারী-৪	১,০৩,৫৫২	৯৫,১১৯	১,৯৮,৬৭১
জেলা নিলফামারী:	৩,৯৬,১৪২	৩,৭০,১৯৭	৭,৬৬,৩৩৯
১৬ লালমনিরহাট-১	৯৫,৭২৬	৮৮,৭৫০	১,৮৪,৪৭৬
১৭ লালমনিরহাট-২	১,০৫,০৯৬	৯৭,৮৮৫	২,০২,৯৮১
১৮ লালমনিরহাট-৩	৭৪,৫০৬	৬৯,৩৮৯	১,৪৩,৮৯৫
জেলা লালমনিরহাট:	২,৭৫,৩২৮	২,৫৬,০২৪	৫,৩১,৩৫২

১		২(ক)	২(খ)	৩
১৯	রংপুর-১	৮৫,৯৭৯	৭৭,১১৪	১,৬৩,০৯৩
২০	রংপুর-২	৯৬,২৬৫	৯০,৬৭২	১,৮৬,৯৩৭
২১	রংপুর-৩	১,১১,৪১২	১,০০,০০৯	২,১১,৪২১
২২	রংপুর-৪	১,২১,৬৯৭	১,১৮,৬৭০	২,৪০,৩৬৭
২৩	রংপুর-৫	১,১৯,২৩৩	১,১১,৭৩২	২,৩০,৯৬৫
২৪	রংপুর-৬	৮০,০৫০	৮০,৫৪২	১,৬৫,৫৯২
	জেলা রংপুর :	৬,১৯,৬৩৬	৫,৭৮,৭৩৯	১১,৯৮,৩৭৫
২৫	কুড়িগ্রাম-১	১,৩১,৭৮২	১,২৮,০২৪	২,৫৯,৮০৬
২৬	কুড়িগ্রাম-২	১,৪২,৩৭০	১,৩৪,৬০৩	২,৭৬,৯৭৩
২৭	কুড়িগ্রাম-৩	১,০৩,৬৪৬	৯৫,৪৫৮	১,৯৯,১০৪
২৮	কুড়িগ্রাম-৪	৯৩,৩৩৩	৯০,৮৪০	১,৮৪,১৭৩
	জেলা কুড়িগ্রাম :	৪,৭১,১৩১	৪,৪৮,৯২৫	৯,২০,০৫৬
২৯	গাইবান্ধা-১	১,১৭,৫৫৮	১,০৮,৭৯৪	২,২৬,৩৫২
৩০	গাইবান্ধা-২	১,০৫,৫১৯	৯৯,৩৮৭	২,০৪,৯০৬
৩১	গাইবান্ধা-৩	১,২৬,৬৫৩	১,২২,৭৪৪	২,৪৯,৩৯৭
৩২	গাইবান্ধা-৪	১,১৩,৭২৬	১,১১,১৭২	২,২৪,৮৯৮
৩৩	গাইবান্ধা-৫	১,০৭,৯০৮	১,০১,০৩৪	২,০৮,৯৪২
	জেলা গাইবান্ধা :	৫,৭১,৩৬৪	৫,৪৩,১৩১	১১,১৪,৪৯৫
৩৪	জয়পুরহাট-১	১,১৯,৯০৭	১,১৩,৩৪০	২,৩৩,২৪৭
৩৫	জয়পুরহাট-২	৯১,৭৮৩	৯১,২২৬	১,৮৩,০০৯
	জেলা জয়পুরহাট :	২,১১,৬৯০	২,০৪,৫৬৬	৪,১৬,২৫৬
৩৬	বগুড়া-১	১,৩৪,২৯৭	১,২৫,৩১২	২,৫৯,৬০৯
৩৭	বগুড়া-২	৮৬,০৩৬	৮৪,৫৩৯	১,৭০,৫৫২
৩৮	বগুড়া-৩	৮৭,৯৩৯	৮৪,৭৪৫	১,৭২,৬৮৪
৩৯	বগুড়া-৪	৮৪,৯৭৯	৮৭,৯৫৫	১,৭২,৯৩৪
৪০	বগুড়া-৫	১,৪১,৯৩৩	১,৩৮,২৩১	২,৮০,১৬৪
৪১	বগুড়া-৬	১,৪১,১৩৮	১,৩২,২০৯	২,৭৩,৩৪৭
৪২	বগুড়া-৭	৯৫,৯৭২	৯১,৬৮০	১,৮৭,৬৫২
	জেলা বগুড়া :	৭,৭২,২৭১	৭,৪৪,৬৭১	১৫,১৬,৯৪২

১		২(ক)	২(খ)	৩
৪৩	নওয়াবগঞ্জ-১	১,১৫,৬৯৪	১,১১,৮৬৫	২,২৭,৫৫৯
৪৪	নওয়াবগঞ্জ-২	৯৪,৫১৩	৯৬,৩৬৭	১,৯০,৮৮০
৪৫	নওয়াবগঞ্জ-৩	১,১৭,৭২৩	১,১৪,৩৮৬	২,৩২,১০৯
	জেলা নওয়াবগঞ্জ :	৩,২৭,৯৩০	৩,২২,৬১৮	৬,৫০,৫৪৮
৪৬	নওগাঁ-১	১,০৯,১১২	১,১০,০৪৬	২,১৯,১৫৮
৪৭	নওগাঁ-২	৯৩,৮৫১	৯০,০৫৫	১,৮৩,৯০৬
৪৮	নওগাঁ-৩	১,২১,১৮১	১,১৫,৩৫১	২,৩৬,৫৪০
৪৯	নওগাঁ-৪	৮১,৭৬৭	৮২,৯৯৭	১,৬৪,৭৬৪
৫০	নওগাঁ-৫	৯৫,৪৪৪	৮৮,৬৬৭	১,৮৪,১১১
৫১	নওগাঁ-৬	৯১,৭১৭	৮৮,২৯০	১,৮০,০০৭
	জেলা নওগাঁ :	৫,৯৩,০৭২	৫,৭৫,৪১৪	১১,৬৮,৪৮৬
৫২	রাজশাহী-১	৯৬,০২৯	৯৮,২০৪	১,৯৪,২৩৩
৫৩	রাজশাহী-২	১,২৯,৩৯৯	১,২১,৭৫১	২,৫১,১৫০
৫৪	রাজশাহী-৩	১,১১,৫৫১	১,১২,৯০৯	২,২৪,৪৬০
৫৫	রাজশাহী-৪	৮১,০৩৭	৮০,১৮১	১,৬১,২১৮
৫৬	রাজশাহী-৫	৮৬,৮৫৩	৮৩,৩৮৩	১,৭০,২৩৬
	জেলা রাজশাহী :	৫,০৪,৮৬৯	৪,৯৬,৪২৮	১০,০১,২৯৭
৫৭	নাটোর-১	৮৯,৭৪০	৮৫,৪৭৩	১,৭৫,২১৩
৫৮	নাটোর-২	৯৪,০১৫	৮৮,৯৭০	১,৮২,৯৮৫
৫৯	নাটোর-৩	৭৭,০৭৮	৭৫,৩৩০	১,৫২,৪০৮
৬০	নাটোর-৪	১,০৭,৩২৬	১,০৩,১৪৩	২,১০,৪৬৯
	জেলা নাটোর :	৩,৬৮,১৫৯	৩,৫২,৯১৬	৭,২১,০৭৫
৬১	সিরাজগঞ্জ-১	৯৯,০৬৮	৯২,২৭৪	১,৯১,৩৪২
৬২	সিরাজগঞ্জ-২	১,৩৪,২৩৯	১,২১,২১৭	২,৫৫,৪৫৬
৬৩	সিরাজগঞ্জ-৩	১,০৪,৩৪১	১,০১,৪৮২	২,০৫,৮২০
৬৪	সিরাজগঞ্জ-৪	১,২০,৩৯৬	১,১০,৫৮৪	২,৩০,৯৮০
৬৫	সিরাজগঞ্জ-৫	১,১৭,৯৫৮	১,০১,৬৯৬	২,১৯,৬৫৪
৬৬	সিরাজগঞ্জ-৬	১,০২,৮০৪	৮৮,৩৩০	১,৯১,১৩৪
৬৭	সিরাজগঞ্জ-৭	৯১,৭২৫	৮২,৭৩২	১,৭৪,৪৫৭
	জেলা সিরাজগঞ্জ :	৭,৭০,৫৩১	৬,৯৮,৩১৫	১৪,৬৮,৮৪৬

১		২(ক)	২(খ)	৩
৬৮	পাবনা-১	১,২১,৫৪৭	১,০৯,৭৩৭	২,৩১,২৮৪
৬৯	পাবনা-২	১,০৯,১৮৭	৯৮,৬২৫	২,০৭,৮১২
৭০	পাবনা-৩	১,২৪,৯৮৭	১,২০,১৩০	২,৪৫.১১৭
৭১	পাবনা-৪	১,০৮,৩০৬	১,০০,৫৮৭	২,০৮,৮৯৩
৭২	পাবনা-৫	১,৪৩,১৯৭	১,২৪,০৭৯	২,৬৭,২৭৬
	জেলা পাবনা :	৬,০৭,২২৪	৫,৫৩,১৫৮	১১,৬০,৩৮২
	রাজশাহী বিভাগ সর্বমোট :	৭৫,৯৮,২৮৫	৭১,৮১,৩১৮	১,৪৭,৭৯,৬০৩
৭৩	মেহেরপুর-১	৭৪,৮৩৬	৭৩,৩০২	১,৪৮,১৩৮
৭৪	মেহেরপুর-২	৬৪,৫০৮	৬২,৯৯১	১,২৭,৪৯৯
	জেলা মেহেরপুর :	১,৩৯,৩৪৪	১,৩৬,২৯৩	২,৭৫,৬৩৭
৭৫	কুষ্টিয়া-১	১,০৫,০৫৫	১,০০,১০৬	২,০৫,১৬১
৭৬	কুষ্টিয়া-২	১,২১,৩০০	১,১৩,০৭৫	২,৩৪,৩৭৫
৭৭	কুষ্টিয়া-৩	১,১২,৬৭৯	১,০২,৬০০	২,১৫,২৭৯
৭৮	কুষ্টিয়া-৪	১,১৪,০৩৬	১,০৪,৫১২	২,১৮,৫৪৮
	জেলা কুষ্টিয়া :	৪,৫৩,০৭০	৪,২০,২৯৩	৮,৭৩,৩৬৩
৭৯	চুয়াডাংগা-১	১,২০,০২৫	১,১২,৮০৯	২,৩২,৮৩৪
৮০	চুয়াডাংগা-২	১,০৭,৭২৪	১,০৪,৩২৭	২,১২,০৫১
	জেলা চুয়াডাংগা :	২,২৭,৭৪৯	২,১৭,১৩৬	৪,৪৪,৮৮৫
৮১	ঝিনাইদহ-১	৯৪,৩৪৩	৮৬,৩৪৪	১,৮০,৬৮৭
৮২	ঝিনাইদহ-২	১,২৭,৮৫২	১,১৫,৭৬১	২,৪৩,৬১৩
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	৯৬,৪৫২	৯৩,৫৭৫	১,৯০,০২৭
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	৮৪,২৫০	৭৭,৩৮৩	১,৬১,৬৩৩
	জেলা ঝিনাইদহ :	৪,০২,৮৯৭	৩,৭৩,০৬৩	৭,৭৫,৯৬০
৮৫	যশোহর-১	৬৬,৬৮২	৬৫,৪৪৭	১,৩২,১২৯
৮৬	যশোহর-২	১,১৬,৭৯২	১,১১,৯৩৬	২,২৮,৭২৮
৮৭	যশোহর-৩	১,৩৩,৮৩২	১,২২,১৫৭	২,৫৫,৯৮৯
৮৮	যশোহর-৪	১,১৮,১০৫	১,১০,৩৫৮	২,২৮,৪৬৩
৮৯	যশোহর-৫	৯৯,২৫৫	৯৬,২৩৬	১,৯৫,৪৯১
৯০	যশোহর-৬	৫৬,৬০২	৫৪,৪৪৬	১,১১,০৪৮
	জেলা যশোহর :	৫,৯১,২৬৮	৫,৬০,৫৮০	১১,৫১,৮৪৮

১		২(ক)	২(খ)	৩
৯১	মাগুড়া-১	১,০৭,১৭৮	১,০০,১৬৭	২,০৭,৩৪৫
৯২	মাগুড়া-২	১,০৪,৯৩৮	১,০০,৪৩৪	২,০৫,৩৭২
	জেলা মাগুড়া :	২,১২,১১৬	২,০০,৬০১	৪,১২,৭১৭
৯৩	নড়াইল-১	৯৪,৬১৭	৯১,৪৯৪	১,৮৬,১১১
৯৪	নড়াইল-২	১,১২,৫৮৮	১,০৭,৪৯১	২,২০,০৭৯
	জেলা নড়াইল :	২,০৭,২০৫	১,৯৮,৯৮৫	৪,০৬,১৯০
৯৫	বাগেরহাট-১	১,১০,১৮০	১,০৪,৯৬৫	২,১৫,১৪৫
৯৬	বাগেরহাট-২	১,০৮,৬৬৪	৯৯,৪৮৬	২,০৮,১৫০
৯৭	বাগেরহাট-৩	৯৪,৬১৪	৮০,৬০৯	১,৭৫,২২৩
৯৮	বাগেরহাট-৪	১,৩২,৫৭৩	১,২৩,৪৮৭	২,৫৬,০৬০
	জেলা বাগেরহাট :	৪,৪৬,০৩১	৪,০৮,৫৪৭	৮,৫৪,৫৭৮
৯৯	খুলনা-১	৭১,২৮৯	৭০,৪৪৫	১,৪১,৭৩৩
১০০	খুলনা-২	১,০৬,৪৬৫	৭৭,১৬২	১,৮৩,৬২৭
১০১	খুলনা-৩	১,০৩,৪৫২	৬৫,৯৮১	১,৬৯,৪৩৩
১০২	খুলনা-৪	১,০৯,৫৫৮	৯৫,৭০০	২,০৫,২৫৮
১০৩	খুলনা-৫	১,০৫,১১৯	৯৯,৪৭৫	২,০৪,৫৯৪
১০৪	খুলনা-৬	১,০৭,২৭৮	১,০৩,৮২১	২,১১,০৯৯
	জেলা খুলনা :	৬,০৩,১৬১	৫,১২,৫৮৪	১১,১৫,৭৪৫
১০৫	সাতক্ষীরা-১	১,২৪,১৭৯	১,২০,০৭৬	২,৪৪,২৫৫
১০৬	সাতক্ষীরা-২	৮৬,১৯৬	৮৩,৯০৮	১,৭০,১০৪
১০৭	সাতক্ষীরা-৩	৭১,০৮০	৬৯,৬১৭	১,৪০,৬৯৭
১০৮	সাতক্ষীরা-৪	৮৮,০৫৬	৮৫,১৫০	১,৭৩,২০৬
১০৯	সাতক্ষীরা-৫	৭০,৫০১	৭০,৯৩০	১,৪১,৪৩১
	জেলা সাতক্ষীরা :	৪,৪০,০১২	৪,২৯,৬৮১	৮,৬৯,৬৯৩
১১০	বরগুনা-১	১,২৭,৩২৫	১,১৬,৯১৯	২,৪৪,২৪৪
১১১	বরগুনা-২	৬৪,৭১৮	৬২,৯০৫	১,২৭,৬২৩
১১২	বরগুনা-৩	৮৫,৮৮০	৮৩,৩২৫	১,৬৯,২০৫
	জেলা বরগুনা :	২,৭৭,৯২৩	২,৬৩,১৪৯	৫,৪১,০৭২

১		২(ক)	২(খ)	৩
১১৩	পটুয়াখালী-১	১,৬৫,৮১২	১,৩৭,৮৭৬	৩,০৩,৬৮৮
১১৪	পটুয়াখালী-২	১,১৩,৫৪৭	৯৮,৬৬৯	২,১২,২১৬
১১৫	পটুয়াখালী-৩	১,২৮,২৬৪	১,১৬,৬৮১	২,৪৪,৯৪৫
১১৬	পটুয়াখালী-৪	৭৯,৭৭১	৭৬,১৬৭	১,৫৫,৯৩৮
	জেলা পটুয়াখালী :	৪,৮৭,৩৯৪	৪,২৯,৩৯৩	৯,১৬,৭৮৭
১১৭	ভোলা-১	১,১১,০৩৪	৯৪,৫৬০	২,০৫,৫৯৪
১১৮	ভোলা-২	১,৩৪,৩৯৮	১,০২,৪৫৩	২,৩৬,৮৫১
১১৯	ভোলা-৩	১,১১,৬০৪	৮৫,৭৮৭	১,৯৭,৩৯১
১২০	ভোলা-৪	১,১৬,৪১৮	৯২,২২৩	২,০৮,৬৪১
	জেলা ভোলা :	৪,৭৩,৪৫৪	৩,৭৫,০২৩	৪,৪৮,৪৭৭
১২১	বাখরগঞ্জ-১	১,০১,৯৫০	৯১,১০৬	১,৯৩,০৫৬
১২২	বাখরগঞ্জ-২	১,২৭,২২৮	১,১৩,০২১	২,৪০,২৪৯
১২৩	বাখরগঞ্জ-৩	১,১৮,১৯৭	৯৫,০৫৫	২,১৩,২৫২
১২৪	বাখরগঞ্জ-৪	৯৮,৮১৯	৮৪,৯১৮	১,৮৩,৭৩৭
১২৫	বাখরগঞ্জ-৫	১,৩৯,৯৯৯	১,০৮,৯০০	২,৪৮,৮৯৯
১২৬	বাখরগঞ্জ-৬	১,১৭,৬১৪	১,০৮,৯৩১	২,২৬,৫৪৫
	জেলা বাখরগঞ্জ:	৭,০৩,৮০৭	৬,০১,৯৩১	১৩,০৫,৭৩৮
১২৭	ঝালকাঠি-১	৮১,৩২৮	৭৯,৩৫৫	১,৬০,৬৮৩
১২৮	ঝালকাঠি-২	১,৪৬,২৮৮	১,২৫,০৮৩	২,৭১,৩৭১
	জেলা ঝালকাঠি :	২,২৭,৬১৬	২,০৪,৪৩৮	৪,৩২,০৫৪
১২৯	পিরোজপুর-১	১,২১,৮৬৯	১,১০,৬২৭	২,৩২,৪৯৬
১৩০	পিরোজপুর-২	৭৪ ,০৭৩	৭০,৩৯৩	১,৪৪,৪৬৬
১৩১	পিরোজপুর-৩	৭৯,৩৯৩	৭৪,৯১৩	১,৫৪,৩৩৮
	জেলা পিরোজপুর :	২,৭৫,৩৩৫	২,৫৫,৯৩৫	৫,৩১,২৭০
১৩২	বাকেরগঞ্জ এর সহিত পিরোজপুর	১,০৪,৪৭৪	৯৬,০৮৪	২,০০,৫৫৮
	খুলনা বিভাগ : সর্বমোট :	৬২,৭২,৮৫৬	৫৬,৮৩,৭১৬	১,১৯,৫৬,৫৭২

১		২(ক)	২(খ)	৩
১৩৩	টাংগাইল-১	৯২,০২৮	৮৭,৩৯৪	১,৮৪,৪২২
১৩৪	টাংগাইল-২	১,৩৫,০৬০	১,২০,৪৬৭	২,৫৫,৫২৭
১৩৫	টাংগাইল-৩	১,০৪,৪৮৪	৯৪,৪৯২	১,৯৮,৯৭৬
১৩৬	টাংগাইল-৪	১,১০,০২৯	৯৭,৭০১	২,০৭,৭৩০
১৩৭	টাংগাইল-৫	১,৭৩,১৪৮	১,৬০,০০৭	৩,৩৩,১৫৫
১৩৮	টাংগাইল-৬	৮৬,৪০১	৮১,৫৯৬	১,৬৭,৯৯৭
১৩৯	টাংগাইল-৭	১,০৫,১০৭	৯৭,৪০৯	২,০২,৫১৬
১৪০	টাংগাইল-৮	১,২৩,৫৬০	১,১৩,৩০১	২,৩৬,৮৬১
	জেলা টাংগাইল :	৯,৩৪,৮১৭	৮,৫২,৩৬৭	১৭,৮৭,১৮৪
১৪১	জামালপুর-১	১,১৫,৮৫০	১,০৬,৮২২	২,২২,৬৮২
১৪২	জামালপুর-২	৯১,৪৪০	৮২,৮০০	১,৭৪,২৪০
১৪৩	জামালপুর-৩	১,৪৫,২০৮	১,২৯,৪৬৭	২,৭৪,৬৭৫
১৪৪	জামালপুর-৪	৮০,৮১৫	৭২,৭৬২	১,৫৩,৫৭৭
১৪৫	জামালপুর-৫	১,৫৫,৫৬৭	১,৪১,৮৫৬	২,৯৭,৪২৩
	জেলা জামালপুর :	৫,৮৮,৮৯০	৫,৩৩,৭০৭	১১,২২,৫৯৭
১৪৬	শেরপুর-১	১,১৯,২০১	১,০৮,৭৫৭	২,২৭,৯৫৮
১৪৭	শেরপুর-২	১,০৫,৮১৬	১,০১,০২৩	২,০৬,৮৩৯
১৪৮	শেরপুর-৩	১,১৫,৬৮১	১,০৪,২৫০	২,১৯,৯৩১
	জেলা শেরপুর :	৩,৪০,৬৯৮	৩,১৪,০৩০	৬,৫৪,৭২৮
১৪৯	ময়মনসিংহ-১	৭৩,১১৩	৬৯,৫৫৪	১,৪২,৬৬৭
১৫০	ময়মনসিংহ-২	১,২৩,২০১	১,১১,১১৭	২,৩৪,৩১৮
১৫১	ময়মনসিংহ-৩	৯০,৮৩৯	৮১,২৪৪	১,৭২,০৮৩
১৫২	ময়মনসিংহ-৪	১,৩৯,৮৮১	১,২২,৬৩৭	২,৬২,৫১৮
১৫৩	ময়মনসিংহ-৫	৯৩,০৮১	৮৬,৪৭১	১,৭৯,৫৬০
১৫৪	ময়মনসিংহ-৬	১,০২,৫৮৩	৯১,৪৪২	১,৯৪,০২৫
১৫৫	ময়মনসিংহ-৭	৯৮,৫০৯	৮৭,৬৫০	১,৮৬,১৫৯
১৫৬	ময়মনসিংহ-৮	৮৮,৩৫২	৭৫,৭১৮	১,৬৪,০৭০
১৫৭	ময়মনসিংহ-৯	১,০৪,১৯১	৮৯,১৭৪	১,৯৩,৩৬৫

১		২(ক)	২(খ)	৩
১৫৮	ময়মনসিংহ-১০	১,১৮,৪২২	১,০২,৪৮৬	২,২০,৯০৮
১৫৯	ময়মনসিংহ-১১	৮১,৮৭৩	৭৫,৫৩৪	১,৫৭,৪০৭
	জেলা ময়মনসিংহ :	১১,১৪,০৫৩	৯,৯৩,০২৭	২১,০৭,০৮০
১৬০	ময়মনসিংহ সহিত নেত্রকোনা	১,২২,৯৭৫	১,১৩,০৫১	২,৩৬,০২৬
১৬১	নেত্রকোনা-১	১,০৯,৭২৩	১,০১,০৭৫	২,১০,৭৯৮
১৬২	নেত্রকোনা-২	১,২০,৫৮৪	১,০৭,৬০০	২,২৮,১৮৪
১৬৩	নেত্রকোনা-৩	১,২২,৪০১	১,১৩,৮২৭	২,৩৬,২২৮
১৬৪	নেত্রকোনা-৪	১,১০,৩১৭	১,০২,১৬৫	২,১২,৪৮২
	জেলা নেত্রকোনা :	৫,৩২,৯১৬	৪,৮৬,৪৬৬	১০,১৯,৩৮২
১৬৫	কিশোরগঞ্জ-১	১,১১,৪২০	৯৮,৮৪৩	২,১০,২৬৩
১৬৬	কিশোরগঞ্জ-২	৭৪,৭৩৭	৭০,২৫৯	১,৪৪,৯৯৬
১৬৭	কিশোরগঞ্জ-৩	১,০০,৪৯২	৮৫,১২৬	১,৮৫,৬১৮
১৬৮	কিশোরগঞ্জ-৪	১,১৫,৯৯৬	১,০১,২১৭	২,১৭,২১৩
১৬৯	কিশোরগঞ্জ-৫	১,১৩,৬৬৫	১,০৯,১৯৬	২,২২,৮৬১
১৭০	কিশোরগঞ্জ-৬	৯২,৬৬৩	৮৭,৫৮৯	১,৮০,২৫২
১৭১	কিশোরগঞ্জ-৭	১,০৭,৪৪৩	৯৮,৫২১	২,০৫,৯৬৪
	জেলা কিশোরগঞ্জ :	৭,১৬,৪১৬	৬,৫০,৭৫১	১৩,৬৭,১৬৭
১৭২	মানিকগঞ্জ-১	৯১,০৪৪	৮৬,৭৩৮	১,৭৭,৭৮২
১৭৩	মানিকগঞ্জ-২	৯৩,৪০৮	৮৫,৪৯৭	১,৭৮,৯০৫
১৭৪	মানিকগঞ্জ-৩	১,০১,২৯৩	৯৬,৯৫০	১,৯৮,২৪৩
১৭৫	মানিকগঞ্জ-৪	৯১,০০৮	৮৪,৮২৩	১,৭৫,৮৩১
	জেলা মানিকগঞ্জ :	৩,৭৬,৭৫৩	৩,৫৪,০০৮	৭,৩০,৭৬১
১৭৬	মুন্সিগঞ্জ-১	১,১২,১৯৮	৯৫,২৭৮	২,০৭,৪৭৬
১৭৭	মুন্সিগঞ্জ-২	১,১৬,২১৫	১,০০,২২২	২,১৬,৪৩৭
১৭৮	মুন্সিগঞ্জ-৩	১,০৯,০১০	৯১,৮২৫	২,০০,৮৩৫
১৭৯	মুন্সিগঞ্জ-৪	১,০৯,৬০৫	৯৬,৫৯৫	২,০৬,২০০
	জেলা মুন্সিগঞ্জ :	৪,৪৭,০২৮	৩,৮৩,৯২০	৮,৩০,৯৪৮

১		২(ক)	৩(খ)	৩
১৮০	ঢাকা-১	৭৮,৮৭০	৭০,৫৫৯	১,৪৯,৪২৯
১৮১	ঢাকা-২	৮১,৮৮৪	৭৩,৯১৭	১,৫৫,৮০১
১৮২	ঢাকা-৩	১,৫৯,৮৭০	১,২৯,২৪৬	২,৮৯,১১৬
১৮৩	ঢাকা-৪	১,৭৪,৪২০	১,০৭,৩৯২	২,৮১,৮১২
১৮৪	ঢাকা-৫	১,৭০,০২৭	১,২০,১৪০	২,৯০,১৬৭
১৮৫	ঢাকা-৬	১,৩০,৩৯৬	৮৩,৫৯৭	২,১৩,৯৯৩
১৮৬	ঢাকা-৭	১,৪৫,৬৯৯	৮৬,৯৫৫	২,৩২,৬৫৪
১৮৭	ঢাকা-৮	১,২৪,৮৩৩	৭৬,০০০	২,০০,৮৩৩
১৮৮	ঢাকা-৯	১,১০,৯৮৪	৭৩,৩৬৬	১,৮৪,৩৫০
১৮৯	ঢাকা-১০	১,০৪,৭৮৯	৫৬,৯৭৩	১,৬১,৭৬২
১৯০	ঢাকা-১১	১,৩৯,৯৮৫	১,০১,১৫৭	২,৪১,১৪২
১৯১	ঢাকা-১২	১,১৪,২৪৭	৯১,০৪৩	২,০৫,২৯০
১৯২	ঢাকা-১৩	৯৭,৬৩৩	৯৩,২৮৮	১,৯০,৯২১
	জেলা ঢাকা :	১৬,৩৩,৬৩৭	১১,৬৩,৬৩৩	২৭,৯৭,২৭০
১৯৩	গাজীপুর-১	১,৪৪,৬১৬	১,৩২,৬৫৫	২,৭৭,২৭১
১৯৪	গাজীপুর-২	১,৬২,৯২৮	১,২৭,৬৪৪	২,৯০,৫৭২
১৯৫	গাজীপুর-৩	৮১,৯৫৬	৭৪,১৩৭	১,৫৬,০৯৩
১৯৬	গাজীপুর-৪	৯০,৫৫৮	৮৪,৪২১	১,৭৪,৯৭৯
	জেলা গাজীপুর :	৪,৮০,০৫৮	৪,১৮,৮৫৭	৮,৯৮,৯১৫
১৯৭	নরসিংদী-১	১,৩৩,৩৪৫	১,০৪,০৮০	২,৩৭,৪২৫
১৯৮	নরসিংদী-২	৭৫,৩৫৭	৬২,৩১৯	১,৩৭,৬৭৬
১৯৯	নরসিংদী-৩	৭২,০৮৯	৬৮,৩০০	১,৪০,৩৮৯
২০০	নরসিংদী-৪	১,১৮,২১১	১,১০,৮৩১	২,২৯,০৪২
২০১	নরসিংদী-৫	১,৪৫,৫৩৩	১,৩৪,২৭৮	২,৭৯,৮১১
	জেলা নরসিংদী :	৫,৪৪,৫৩৫	৪,৭৯,৮৩৮	১০,২৪,৩৪৩

১		২(ক)	২(খ)	৩
২০২	নারায়ণগঞ্জ-১	১,১৩,৩৩৬	৯৫,০০২	২,০৮,৩৩৮
২০৩	নারায়ণগঞ্জ-২	৮৭,৯৬১	৭৯,৭৫১	১,৬৭,৭১২
২০৪	নারায়ণগঞ্জ-৩	৮৫,৮৭৫	৭৫,২২০	১,৬১,০৯৫
২০৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	১,৫৪,৩৩১	১,০৩,৮৫৫	২,৫৮,১৮৬
২০৬	নারায়ণগঞ্জ-৫	১,৩০,০৮৬	৯৬,১১১	২ ২৬,১৯৭
	জেলা নারায়ণগঞ্জ :	৫,৭১,৫৮৯	৪,৪৯,৯৩৯	১০,২১,৫২৮
২০৭	রাজবাড়ী-১	৯৭,৩৮৭	৮৯,৫৯১	১,৮৬,৯৭৮
২০৮	রাজবাড়ী-২	১,৬৫,৮৬৪	১,৩৪,০৩৬	২,৯৯,৯০০
	জেলা রাজবাড়ী :	২,৬৩,২৫১	২,২৩,৬২৭	৪,৮৬,৮৭৮
২০৯	ফরিদপুর-১	১,৪৪,৫৯৪	১,৩৭,২৮১	২,৮১,৮৭৫
২১০	ফরিদপুর-২	৮৭,৪১৮	৮৪,০৪৮	১,৭১,৪৬৬
২১১	ফরিদপুর-৩	১,০৬,৩৯০	৯৬,৮০৭	২,০৩,১৯৭
২১২	ফরিদপুর-৪	৯০,০৪৮	৮০,৫০৫	১,৭০,৫৫৩
২১৩	ফরিদপুর-৫	৭৬,২৫৫	৭০,০৭১	১,৪৬,৩২৬
	জেলা ফরিদপুর :	৫,০৪,৭০৫	৪,৬৮,৭১২	৯,৭৩,৪১৭
২১৪	গোপালগঞ্জ-১	১,১৮,৪০৩	১,১২,৪৩৭	২,৩০,৮৪০
২১৫	গোপালগঞ্জ-২	১,৩৩,৪৮২	১,২১,১১১	২,৫৪,৫৯৩
২১৬	গোপালগঞ্জ-৩	৮৭,৯৩৩	৮০,০৬২	১,৬৭,৯৯৫
	জেলা গোপালগঞ্জ :	৩,৩৯,৮১৮	৩,১৩,৬১০	৬,৫৩,৪২৮
২১৭	মাদারীপুর-১	১,১৪,৭২২	১,০৬,০৮৬	২,২০,৮০৮
২১৮	মাদারীপুর-২	১,৩৫,৫১১	১,২৪,৭৭৪	২,৬০,২৮৫
২১৯	মাদারীপুর-৩	১,২০,৫০৩	১,০৯,৯৯৬	২,৩০,৪৯৯
	জেলা মাদারীপুর :	৩,৭০,৭৩৬	৩,৪০,৮৫৬	৭,১১,৫৯২
২২০	শরিয়তপুর-১	১,২৫,২৩১	১,১৫,৩১৯	২,৪০,৫৫০
২২১	শরিয়তপুর-২	৮৭,২৩২	৭৭,৫৪৮	১,৬৪,৭৮০
২২২	শরিয়তপুর-৩	১,৩৮,৮৫৮	১,২৯,৫৪৬	২,৬৮,৪০৪
	জেলা শরিয়তপুর :	৩,৫১,৩২১	৩,২২,৪১৩	৬,৭৩,৭৩৪
	ঢাকা বিভাগ : মোট :—	১,০১,৬৪,৩০৫	৮৮,০০,৯৮৩	১,৮৯,৬৫,২৮৮

১		২(ক)	২(খ)	৩
২২৩	সুনামগঞ্জ-১	১,২৮,৭৬৬	১,২০,৭৯৬	২,৪৯,৫৬২
২২৪	সুনামগঞ্জ-২	৮১,৬৬৮	৭৬,৫৭৭	১,৫৮,২৪৫
২২৫	সুনামগঞ্জ-৩	১,০৩,২৭৮	৯৭,১২৫	২,০০,৪০৩
২২৬	সুনামগঞ্জ-৪	৮৫,৮৩৮	৭৮,৯১৫	১,৬৪,৭৫৩
২২৭	সুনামগঞ্জ-৫	১,২৯,৮৩৯	১,১৮,৩৪৫	২,৪৮,১৮৪
	জেলা সুনামগঞ্জ :	৫,২৯,৩৮৯	৪,৯১,৭৫৮	১০,২১,১৪৭
২২৮	সিলেট-১	১,৬৪,৮৪৮	১,২৫,৮৯৮	২,৯০,৭৪৬
২২৯	সিলেট-২	১,৩২,০৮১	১,১৫,৫৪৫	২,৪৭,৬২৬
২৩০	সিলেট-৩	৯২,০৯১	৭৬,৩২৫	১,৬৮,৩৪৪
২৩১	সিলেট-৪	৮১,২৩৬	৭২,৪৪৪	১,৫৩,৬৮০
২৩২	সিলেট-৫	১,১১,৩৬৪	৯৪,৭৮২	২,০৬,১৪৬
২৩৩	সিলেট-৬	১,৩৯,৭২৪	১,২০,৮৮৬	২,৬০,৬১০
	জেলা সিলেট :	৭,২১,২৭২	৬,০৫,৮৮০	১৩,২৭,১৫২
২৩৪	মৌলভীবাজার-১	৬৩,৩২৩	৫৭,২২৮	১,২০,৫৫১
২৩৫	মৌলভীবাজার-২	১,০০,৮০৩	৮৮,১৭১	১,৮৮,৯৭৪
২৩৬	মৌলভীবাজার-৩	১,৩৯,২২৫	১,২১,৭৮১	২,৬১,০০৬
২৩৭	মৌলভীবাজার-৪	১,২৮,১৯২	১,১৬,০৩৪	২,৪৪,২২৬
	জেলা মৌলভীবাজার :	৪,৩১,৫৪৩	৩,৮৩,২১৪	৮,১৪,৭৫৭
২৩৮	হবিগঞ্জ-১	১,২০,৮৩১	১,১৫,৭৪৫	২,৩৬,৫৭৬
২৩৯	হবিগঞ্জ-২	৯৯,২৫৮	৯৪,৮৭৩	১,৯৪,১৩১
২৪০	হবিগঞ্জ-৩	১,০২,৮২০	৯৪,৭৮৭	১,৯৭,৬০৭
২৪১	হবিগঞ্জ-৪	১,৩৬,৪৮৮	১,৩২,২৬৯	২,৬৮,৭৫৭
	জেলা হবিগঞ্জ :	৪,৫৯,৩৯৭	৪,৩৭,৬৭৪	৮,৯৭,০৭১
২৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	৭১,৪৫৫	৬৮,২৩৫	১,৩৯,৬৯০
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	১,১৩,৪৩৪	১,০৫,১৬৮	২,১৮,৬০২
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	১,৭৪,৬৩৬	১,৪৭,২৭৯	৩,২১,৯১৫
২৪৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	১,২২,৭০৬	১,১০,৪৫৫	১,৩৩,১৬১
২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	১,৫৬,০৬৩	১,৩৩,৫৩৬	২,৮৯,৫৯৯
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	৯৩,৬০৮	৮৪,৩১২	১,৭৭,৯২০
	জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া :	৭,৩১,৯০২	৬,৪৮,৯৮৫	১৩,৮০,৮৮৭

১		২(ক)	২(খ)	৩
২৪৮	কুমিল্লা-১	১,০৭,৯২৫	৯৫,৩৯৯	২,০৩,৩২৪
২৪৯	কুমিল্লা-২	১,৩০,৩০৪	১,১৩,৭০৬	২,৪৪,০১০
২৫০	কুমিল্লা-৩	১,৪৪,৯৯৬	১,২৮,১৪৮	২,৭৩,১৪৪
২৫১	কুমিল্লা-৪	১,১৬,৩২০	১,০২,৬২৩	২,১৮,৯৪৩
২৫২	কুমিল্লা-৫	১,৩১,৮৩৪	১,১৬,২৬৪	২,৪৮,০৯৮
২৫৩	কুমিল্লা-৬	৭৯,০০৬	৭৪,১৬৪	১,৫৩,১৭০
২৫৪	কুমিল্লা-৭	৯৩,০৫৮	৮৪,৮৪০	১,৭৭,৮৯৮
২৫৫	কুমিল্লা-৮	৯৪,৩২০	৮২,২০০	১,৭৬,৫২০
২৫৬	কুমিল্লা-৯	৮৮,৩১৯	৭৭,২৯২	১,৬৫,৬১১
২৫৭	কুমিল্লা-১০	১,৩১,৫৪১	১,১০,৮৩৪	২,৪২,৩৭৫
২৫৮	কুমিল্লা-১১	৮৭,৭২৫	৭২,১৯৯	১,৫৯,৯২৪
২৫৯	কুমিল্লা-১২	১,১৩,২৩২	৯৬,১২৭	২,০৯,৩৫৯
	জেলা কুমিল্লা :	১৩,১৪,৫৮০	১১,৫৩,৭৯৬	২৪,৭২,৩৭৬
২৬০	চাঁদপুর-১	৯৫,৩১৩	৮৪,৯২১	১,৮০,২৩৪
২৬১	চাঁদপুর-২	১,০৬,২১৫	৯২,৮৩২	১,৯৯,০৪৭
২৬২	চাঁদপুর-৩	১,০৮,৭৭৩	৮৯,৯৯৮	১,৯৮,৭৭১
২৬৩	চাঁদপুর-৪	১,৩৯,৮০৪	১,০১,৭৬৪	২,৪১,৫৬৮
২৬৪	চাঁদপুর-৫	১,৪৯,২৮২	১,২০,৭৭৯	২,৭০,০৬১
২৬৫	চাঁদপুর-৬	১,৩০,১৭৯	৯৫,১৫০	২,২৫,৩২৯
	জেলা চাঁদপুর :	৭,২৯,৫৬৬	৫,৮৫,৪৪৪	১৩,১৫,০১০
২৬৬	ফেনী-১	১,১২,৪২৪	৯৫,০৪৫	২,০৭,৪৬৯
২৬৭	ফেনী-২	১,৬২,২৮৪	১,১৩,৯৮৪	২,৭৬,২৬৮
২৬৮	ফেনী-৩	১,১৭,৩৭৩	৯২,৮১৭	২,১০,১৯০
	জেলা ফেনী :	৩,৯২,০৮১	৩,০১,৮৪৬	৬,৯৩,৯২৭
২৬৯	নোয়াখালী-১	১,১৩,৩৮৪	৮৮,২০৯	২,০১,৫৯৩
২৭০	নোয়াখালী-২	২,১৫,৩৮৭	১,৫৬,৪২৪	৩,৭১,৮১১
২৭১	নোয়াখালী-৩	৭৭,২৯৯	৫৭,৩৭৯	১,৩৪,৬৭৮
২৭২	নোয়াখালী-৪	১,৬৯,৪৭৩	১,০৭,০৩২	২,৭৬,৫০৫
২৭৩	নোয়াখালী-৫	১,৫১,১৮৫	৯৬,৩৯৮	২,৪৭,৫৮৩
২৭৪	নোয়াখালী-৬	৭৯,৪৫০	৬৯,৮২৮	১,৪৮,২৭৮
	জেলা নোয়াখালী :	৮,০৬,১৭৮	৫,৭৪,২৭০	১৩,৮০,৪৪৮

১		২(ক)	২(খ)	৩
২৭৫	লক্ষীপুর-১	৯৪,৪৬১	৬৬,৮২০	১,৬২,২৮১
২৭৬	লক্ষীপুর-২	১,৪৫,৫৯৫	১,০৮,৪৭১	২,৫৪,০৬৬
২৭৭	লক্ষীপুর-৩	১,৩২,৬৬৯	৮৯,৫২৫	২,২২,১৯৪
২৭৮	লক্ষীপুর-৪	১,০৯,৬৩৯	৮৩,২৮৫	১,৯২,৯২৪
	জেলা লক্ষীপুর :	৪,৮২,৩৬৪	৩,৪৯,১০১	৮,৩১,৪৬৫
২৭৯	চট্টগ্রাম-১	১,১৪,৯২৮	৯৮,১০৪	২,১৩,০৩২
২৮০	চট্টগ্রাম-২	৭৭,৬৬৫	৬০,৫৫২	১,৩৮,২১৭
২৮১	চট্টগ্রাম-৩	৯০,০৮৩	৭৭,১৩৯	১,৬৭,২২২
২৮২	চট্টগ্রাম-৪	১,৩৩,৬০৮	১,১৭,৫৮৭	২,৫১,১৯৫
২৮৩	চট্টগ্রাম-৫	১,০৪,৯২৬	৮৯,৮১৬	১,৯৪,৭৪২
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	১,০১,৯৯৪	৮৭,৬৮০	১,৮৯,৬৭৪
২৮৫	চট্টগ্রাম-৭	৮৫,৭৫০	৭৩,৪৪৫	১,৫৯,১৯৫
২৮৬	চট্টগ্রাম-৮	১,৪৪,৬৫২	৯৩,২১১	২,৩৭,৮৬৩
২৮৭	চট্টগ্রাম-৯	১,৪৫,৫৮৩	৭৭,৪৪৪	২,২৩,০২৭
২৮৮	চট্টগ্রাম-১০	১,২৫,৮৯২	৮৭,২৫৯	২,১৩,১৫১
২৮৯	চট্টগ্রাম-১১	১,০১,৪৯৫	৮৫,৬৩৫	১,৮৭,১৩০
২৯০	চট্টগ্রাম-১২	১,০২,৮৩২	৮৬,৭৬৭	১,৮৯,৫৯৯
২৯১	চট্টগ্রাম-১৩	৮৩,৯০৩	৭০,৫৮৬	১,৫৪,৪৮৯
২৯২	চট্টগ্রাম-১৪	১,৪৭,৫৮৯	১,২৭,৫৭৯	২,৭৫,১৬২
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	১,০২,৭৫০	৮৮,১১২	১,৯০,৮৬২
	জেলা চট্টগ্রাম :	১৬,৬৩,৬৫০	১৩,২০,৯১০	২৯,৮৪,৫৬০
২৯৪	কক্সবাজার-১	১,১৩,৭৮১	৯৭,৩৫৯	২,১১,১৪০
২৯৫	কক্সবাজার-২	৯৩,৫৭৪	৭৬,৩৭৪	১,৬৯,৯৪৮
২৯৬	কক্সবাজার-৩	১,০৭,২১১	৯৩,৫৭১	২,০০,৭৮২
২৯৭	কক্সবাজার-৪	৭৪,৪১৯	৬৮,২৯২	১,৪২,৭১১
	জেলা কক্সবাজার :	৩,৮৮,৯৮৫	৩,৩৫,৫৯৬	৭,২৪,৫৮১
২৯৮	খাগড়াছড়ি পার্বত্য	১,৩১,৭৯৬	১,১০,৩৯৬	২,৪২,১৯২
২৯৯	পার্বত্য রাংগামাটি	৯,৩৬,৫২২	১,০৮,৬৫৯	২,৪৫,১৮১
৩০০	বান্দরবন পার্বত্য	৮২,০৮৬	৬৭,৪৪০	১,৪৯,৫২৬
	চট্টগ্রাম বিভাগ মোট :	৯০,০৫,৩১১	৭৪,৭৪,৯৬৯	১,৬৪,৮০,২৮০
	বাংলাদেশ : সর্বমোট :	৩,৩০,৪০,৭৫৭	২,৯১,৪০,৯৮৬	৬,২১,৮১,৭৪৩

পরিশিষ্ট-৪

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭/১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ।—যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এবং

যেহেতু সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ৩(খ) দফার বিধানমতে মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন;

এখন, সেহেতু, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ -এর ১১ ধারায় (১) উপ-ধারা অনুসারে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদ গঠন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহবান জানাইতেছে এবং উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচীও ঘোষণা করিতেছে:

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ:	১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৬শে পৌষ, ১৩৯৭ (বৃহস্পতিবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ:	১২ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৮শে পৌষ, ১৩৯৭ (শনিবার)
(গ)	প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ:	২১শে জানুয়ারী, ১৯৯১/৭ই মাঘ, ১৩৯৭ (সোমবার)
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ:	২রা মার্চ, ১৯৯১/১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (শনিবার)

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পরিশিষ্ট-৪ক

বুধবার, ডিসেম্বর ১৯, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৪ঠা পৌষ, ১৩৯৭/১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯০

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ।—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ, তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং/৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ বাং এর আংশিক পরিবর্তনক্রমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১১ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখ ২রা মার্চ, ১৯৯১ ইং/ ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং (শনিবার) এর পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং (বুধবার) নির্ধারণ করিয়াছে।

২। মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান

সচিব।

পরিশিষ্ট-৫

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ : ধারা—৭

"(1) The Commission shall appoint a Returning Officer for each Constituency for the purpose of election of a member for that constituency ; and a person may be appointed as Returning Officer for two or more Constituencies.

(2) The Commission may appoint as many Assistant Returning Officers as may be necessary.

(3) An Assistant Returning Officer shall assist the Returning Officer in the performance of his functions under this order and may, subject to any condition imposed by the Commission, exercise and perform, under the control of the Returning Officer, the powers and functions of the Returning Officers.

(4) It shall be the duty of a Returning Officer to do all such acts and things as may be necessary for effectively conducting an election in accordance with the provisions of this order and the Rules."

পরিশিষ্ট-ঙ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নং—৫(৩)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ

তারিখঃ ০৭-১-৯১ ইং / ২৩-৯-৯৭ বাং

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/২৩শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং

নং—৫(৩)/৯১-নিঃ১/জাঃ সঃ। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭/১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে জারীকৃত ৫(৩)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ নম্বর প্রজ্ঞাপনের আংশিক পরিবর্তনক্রমে নির্বাচন কমিশন গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ ১১(১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ "১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৬শে পৌষ, ১৩৯৭" এর স্থলে "১৩ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৯শে পৌষ, ১৩৯৭" এবং মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ "১২ই জানুয়ারী, ১৯৯১/২৮শে পৌষ, ১৩৯৭ "এর স্থলে "১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১/৩০শে পৌষ, ১৩৯৭" নির্ধারণ করিয়াছে।

২। ইতিপূর্বে ঘোষিত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ এবং ভোট গ্রহণের তারিখ অপরিবর্তিত থাকিবে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,
স্বাক্ষর অস্পষ্ট,
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।
৭-১-৯১,

পরিশিষ্ট-ঘ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯৪

রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে দায়েরকৃত আপীলের বিবরণী।

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর		আপীল দায়েরকারীর নাম	নির্বাচন কমিশনের আদেশ
১	২		৩	৪
১।	১৯	রংপুর-১	জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	আপীল গৃহীত
২।	২০	রংপুর-২	—ঐ—	—ঐ—
৩।	২১	রংপুর-৩	—ঐ—	—ঐ—
৪।	২৩	রংপুর-৫	—ঐ—	—ঐ—
৫।	২৪	রংপুর-৬	—ঐ—	—ঐ—
৬।	৫৬	রাজশাহী-৫	জনাব নুরুন্নবী চাঁদ	—ঐ—
৭।	৭৬	কুষ্টিয়া-২	জনাব মো: শাখাওয়াৎ ইবনে মঈন	—ঐ—
৮।	৮১	ঝিনাইদহ-১	জনাব গোলাম মোস্তফা (১)	—ঐ—
৯।	৯৫	বাগেরহাট-১	জনাব এ, সবুর শেখ	—ঐ—
১০।	৯৫	বাগেরহাট-১	জনাব শেখ আব্দুল হাই বাচচু	—ঐ—
১১।	৯৮	বাগেরহাট-৪	জনাব আব্বাস উদ্দিন	—ঐ—
১২।	৯৮	বাগেরহাট-৪	জনাব আমিরুল আলম	—ঐ—
১৩।	১০০	খুলনা-২	জনাব সরদার হাফিজুর রহমান	—ঐ—
১৪।	১০৭	সাতক্ষীরা-৩	জনাব এম, এ, হালিম	বাতিল
১৫।	১১১	বরগুনা-২	জনাব গোলাম সারোয়ার	আপীল গৃহীত
১৬।	১১৫	পটুয়াখালী-৩	জনাব রফিকুল ইসলাম	—ঐ—
১৭।	১১৭	ভোলা-১	জনাব নাজিউর রহমান	—ঐ—
১৮।	১১৮	ভোলা-২	জনাব নাজিউর রহমান	—ঐ—
১৯।	১২০	ভোলা-৪	জনাব নাজিউর রহমান	আপীল গৃহীত
২০।	১২৩	বাকেরগঞ্জ-৩	জনাব সুলতান আহম্মদ	—ঐ—
২১।	১৩৪	টাংগাইল-২	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম	—ঐ—
২২।	১৯০	ঢাকা-১১	জনাব সৈয়দ নাজিমুদ্দিন আহমদ এডভোকেট	—ঐ—
২৩।	১৯৭	নরসিংদী-১	জনাব জাকির হোসেন	—ঐ—
২৪।	২০৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	জনাব মো: মোসলে উদ্দিন	—ঐ—
২৫।	২০৭	রাজবাড়ী-১	জনাব নজরুল হক	—ঐ—
২৬।	২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	জনাব আমির হোসেন	—ঐ—
২৭।	২৬৬	ফেনী-১	জনাব লে: কর্ণেল শেখ জাফর ইমাম (বীর উত্তম)	—ঐ—
২৮।	২৬৭	ফেনী-২	জনাব জাফর উল্যাহ চৌধুরী	—ঐ—
২৯।	২৬৭	ফেনী-২	জনাব ফখরুল ইসলাম	—ঐ—
৩০।	২৬৮	ফেনী-৩	জনাব নুরুল আফসার	—ঐ—
৩১।	২৬৮	ফেনী-৩	জনাব আবদুর রসুল	—ঐ—
৩২।	২৮৮	চট্টগ্রাম-১০	জনাব গিয়াস উদ্দিন (বাবুল)	বাতিল
৩৩।	২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী	আপীল গৃহীত।

পাদটীকা : (১) এই আসনে একজন বৈধ প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে নূতন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়। ফলে এই আপীলের কোন কার্যকারিতা থাকে না।

পরিশিষ্ট-৮

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

বিভাগ-ভিত্তিক দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের বাছাই ও আপীল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।]

(*৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী গৃহীত মনোনয়নপত্র)।]

বিভাগের নাম	নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা	মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী প্রার্থীর সংখ্যা	বাছাইয়ের পর বাতিলকৃত মনোনয়ন পত্রের সংখ্যা	বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	বাতিলের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক		আপীল শুনানীর পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা
						গৃহীত আপীল	বাতিলকৃত আপীল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(ক)	৭(খ)	৮
১। ঢাকা	৯০	১,১৭২	১১	১,১৬১	৫	৫	—	১,১৬৬
২। চট্টগ্রাম	৭৮	১,০০৯	১৫	৯৯৪	৮	৭	১	১,০০১
৩। খুলনা	৬০	৭৭০	১৯	৭৫১	১৪	১৩	১**	৭৬৪
৪। রাজশাহী	৭২	৯২১	১২	৯০৯	৬	৬	—	৯১৫
মোট :	৩০০	৩,৮৭২	৫৭	৩,৮১৫	৩৩	৩১	২	৩,৮৪৬

*দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ—৫ : নির্বাচনী সময়-সূচী, অনুচ্ছেদ—৪ :

**প্রার্থীর রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বৈধ হিসাবে ঘোষিত হন।

পরিশিষ্ট-৯

Appeal No. 31 of 1991

Under Article 14(5) of the Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972).

Appellant : Golam Mostafa

A. K. M. Asiful Haque, Advocate for the appellant.

ORDER

20-1-1991

This appeal under article 14(5) of the Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972), is directed against the order dated 14-1-1991 passed by the Returning Officer of Jatio Sangshad Constituency No. 81 Jhenaidah-1 cancelling appellant's nomination paper filed as a candidate for that constituency.

The impugned order of rejection runs as follows :—

"অত্র মনোনয়ন পত্রের প্রার্থী জনাব গোলাম মোস্তফা এবং ৮১ ঝিনাইদহ-১ নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীদের উপস্থিতিতে বাছাই করার জন্য গ্রহণ করা হয়। মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাবকারী জনাব আফতাব উদ্দীন ও সমর্থনকারী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এর নাম ও ভোটার নম্বর ভোটার তালিকা মোতাবেক সঠিক পাওয়া গেল অত্র নির্বাচনী এলাকার অন্যতম প্রার্থী জনাব মোঃ কামরুজ্জামান এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, জনাব গোলাম মোস্তফা একটি খুনের মোকদ্দমায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত, পরে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত হইয়া কারাভোগ করেন। মুক্তিলাভের পরে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়ার কারণে, তিনি সংবিধান মোতাবেক প্রার্থী হিসাবে যোগ্য নহেন।

জনাব গোলাম মোস্তফা জবাবে বলেন যে, তিনি একটি হত্যা মামলা সামরিক আদালতে ১২-১-১৯৮৪ ইং তারিখে সাজাপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন এবং কারাভোগের পর গত ২৫-৩-৮৬ ইং তারিখে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসংগে তিনি ৪১ ডি, এল, আর (১৯৮৯) পৃঃ ৪৮৫ এর একটি নির্বাচনী মামলায় মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের উল্লেখ করেন।

জনাব গোলাম মোস্তফার বক্তব্য শুনিলাম। নির্বাচন কমিশনের ২ নং পরিপত্র তাং ৩১-১২-৯০ দেখিলাম। ঐ পরিপত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিষয় বর্ণনা দেওয়া আছে। উহাতে নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়া ঐ ব্যক্তি কারাভোগের পর মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেনা। এখানে ফৌজদারী অপরাধের কথা বলা আছে, অপরাধটি কোন্ আদালতে বিচার্য সে বিষয়ে বলা নাই। জনাব গোলাম মোস্তফার বিচার সামরিক আদালতে হইয়াছিল ধারা ৩০২।

নির্বাচন কমিশনের ২ নং পরিপত্রের আলোকে জনাব গোলাম মোস্তফার মনোনয়ন পত্রটি বাতিল ঘোষণা করা গেল।

The ground for cancellation of appellant's nomination Paper is that after serving out the sentence, a period of 5 years has not elapsed since his release.

The main point reised in the appeal is that disqualification mentioned in article 66(2)(d) of the Constitution does not refer to a conviction of Martial Law Court and as such appellnat's conviction by a Martial Law Court cannot termed as a disqualification. In support of this, reliance has been placed of Moncranjan Mukharjee *Vs.* Election Commission reported in 41 D.L.R., 485. In that decision it was held that conviction of a Martial Law Court cannot be a bar for a person in participating in an election. In that decision it is further observed that "it is well settled that Martial Law is not a part of the Constitutional scheme of this country. It is an extra-constitutional dispensation. It is a temporary measure, a short-term arrangement. It meets only an interim need. When it leaves, it usually legalises all past actions for purposes of immunity,

with the tacit acknowledgement that its interference with the constitutional process is an aberration and needs to be condoned. But while leaving, the Martial Law does not leave a trial of disqualification. It is good as long as it lasts, but with its departure it no longer casts a shadow upon the ordinary law of the land."

In view of the above decision we are of the opinion that the conviction of a Martial Law Court cannot be treated as a disqualification for being a member of Parliament. Therefore the impugned order of the Returning Officer cannot be upheld.

The appeal is according allowed. The impugned order of cancellation of the nomination paper is set aside and it is directed that the name of the appellant Golam Mostafa be included in the list of the validly nominated candidates for Constituency No. 81 of Jhenaidah-1.

The Returning Officer be informed at once.

Sd/-

20-1-91
(Justice Mohammad Abdur Rouf)
Chief Election Commissioner.

Sd/-

20-1-91
(Justice Syed Misbahuddin Hossain)
Election Commissioner.

Sd/-

20.1.91
(Justice Naimuddin Ahed)
Election Commissioner.

পরিশিষ্ট-১০

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

বিভাগ-ভিত্তিক দাখিলকৃত মনোনয়ন পত্রের বাছাই ও আপীল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

*(৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৯৭ আসন ও নতুন নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ঘোষিত ৩ (তিন) টি আসনে গৃহীত মনোনয়ন পত্র)।

বিভাগের নাম	নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা	মনোনয়ন পত্র দাখিলকারী প্রার্থীর সংখ্যা	বাছাইয়ের পর বাতিলকৃত মনোনয়ন পত্রের সংখ্যা	বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	বাতিলের বিরুদ্ধে আপীলের-সংখ্যা	আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক		আপীল শুনানীর পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা
						গৃহীত আপীল	বাতিলকৃত আপীল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭(ক)	৭(খ)	৮
১। ঢাকা	৯০	১,১৬২	১১	১,১৫১	৫	৫	—	১,১৫৬
২। চট্টগ্রাম	৭৮	১,০০৯	১৫	৯৯৪	৮	৭	১	১,০০১
৩। খুলনা	৬০	৭৬৩	১৮	৭৪৫	১২	১২	১**	৭৫৭
৪। রাজশাহী	৭২	৯২১	১২	৯০৯	৬	৬	—	৯১৫
মোট :	৩০০	৩,৮৫৫	৫৬	৩,৭৯৯	৩২	৩০	২	৩,৮২৯(+১**) =-৩,৮৩০

**দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ—৫ : নির্বাচনী সময়সূচী অনুচ্ছেদ—৬

*প্রার্থীর রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বৈধ হিসাবে ঘোষিত হল। ফলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ৩,৮৩০-এ উন্নীত হয়।

পরিশিষ্ট-১১

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা

16. (1) Any validly nominated candidate may, by notice in writing signed by him and delivered, on or before the withdrawal day, to the Returning Officer, either by such candidate in person or by an agent authorised in this behalf in writing by such candidate, withdraw his candidature.

(2) A notice of withdrawal under clause (1) shall, in no circumstances, be open to recall or cancellation .

পরিশিষ্ট-১১ক

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৯ ধারা

19. (1) Where, after scrutiny under Article 14, only one person remains as a validly nominated candidate for election as a member from a constituency or where after withdrawal under Article 16 only one person is left as a contesting candidate, the Returning Officer shall, by public notice, declare such candidate to be elected to the seat :

Provided that if after scrutiny any candidate indicates that he intends to make an appeal under clause (5) of Article 14 against the rejection of his nomination paper, no person shall be declared elected uncontested until the period prescribed for filling such appeal has expired and no such appeal has been filed, or, where an appeal is filed, until the disposal of such appeal.

(2) The Returning Officer shall submit to the Commission a return of the election in respect of which he was made a declaration under clause (1).

(3) The Commission shall publish in the Official Gazette the name of the returned candidate.

পরিশিষ্ট-১২

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২২, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৮ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং/২২শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।

নং ৭ (২৯)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ—আসন্ন জাতীয় সংসদে সদস্য পদের জন্য নির্বাচনী এলাকা ২৯ গাইবান্ধা-১ হইতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী জনাব প্রফুল্ল চন্দ্র বর্মন-এর মৃত্যুজনিত কারণে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৭ ধারার (২) উপ-ধারার বিধানমতে নির্বাচন কমিশন আদেশের ১১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারগণকে আহ্বান জানাইতেছে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী ঘোষণা করিতেছে :

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট : ৩০-১-১৯৯১ ইং/১৬-১০-১৩৯৭ বাং (বুধবার) প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ।

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ : ৩১-১-১৯৯১ ইং/১৭-১০-১৩৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার)

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ : ৭-২-১৯৯১ ইং/২৪-১০-১৩৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার)

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ : ২৭-২-১৯৯১ ইং/১৪-১১-১৩৯৭ বাং (বুধবার)

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৬শে মাঘ, ১৩৯৭/৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

নং ৭ (১৭৮)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ।—আসন্ন জাতীয় সংসদে সদস্য পদের জন্য নির্বাচনী এলাকা ১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩ হইতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী জনাব আলহাজ তোফাজ্জল হোঃ এর মৃত্যুজনিত কারণে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৭ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মতে নির্বাচন কমিশন আদেশের ১১ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারগণকে আহবান জানাইতেছে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী ঘোষণা করিতেছে :—

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ।	:	১৬-২-১৯৯১ ইং/০৩-১১-১৩৯৭ বাং (শনিবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৭-২-১৯৯১ ইং/০৪-১১-১৩৯৭ বাং (রবিবার)
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	২৪-২-১৯৯১ ইং/১১-১১-১৩৯৭ বাং। (রবিবার)।
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ	:	১৪-৩-১৯৯১ ইং/২৯-১১-১৩৯৭ বাং। (বৃহস্পতিবার)।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

শনিবার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৭/১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

নং ৭ (৭৬)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ।—আসন্ন জাতীয় সংসদে সদস্য পদের জন্য নির্বাচনী এলাকা ৭৬ কুষ্টিয়া-২ হইতে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী জনাব মারফত আলী-এর নিহত হওয়ার কারণে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৭ ধারার (২) উপ-ধারার বিধানমতে নির্বাচন কমিশন আদেশের ১১ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারগণকে আহবান জানাইতেছে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়-সূচী ঘোষণা করিতেছে :

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ।	:	৪ঠা মার্চ, ১৯৯১,/ ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ (সোমবার)
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	৫ই মার্চ, ১৯৯১/২০শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ (মংগলবার)।
(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	১০ই মার্চ, ১৯৯১/২৫শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ (রবিবার)
(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ	:	২৮শে মার্চ, ১৯৯১/১৩ই চৈত্র, ১৩৯৭। (বৃহস্পতিবার)।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পরিশিষ্ট-১৩

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-এ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলা প্রার্থীগণের বিবরণ।

ক্রমিক নম্বর	মহিলা প্রার্থীর নাম	নির্বাচনী এলাকা	রাজনৈতিক দল/জোট
১	২	৩	৪
	বিভাগ: রাজশাহী।		
১।	মোছাঃ হামিদা বানু	১২ নিলফামারী-১	স্বতন্ত্র
২।	জোহরা আলম	২১ রংপুর-৩	স্বতন্ত্র
৩।	সৈয়দা গুলরুখ মহল শিরাজী	২৬ কুড়িগ্রাম-২	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)
৪।	ছালেহা খাতুন	৪২ বগুড়া-৭	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
৫।	বেগম খালেদা জিয়া	৪২ বগুড়া-৭	বি, এন, পি,
	বিভাগ: খুলনা		
১।	অমিতা বসু	৯৮ বাগেরহাট-৪	জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)
২।	বেগম মরজান সুফিয়ান	১০১ খুলনা-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩।	ফরিদা রহমান	১০৬ সাতক্ষীরা-২	বি, এন, পি,
৪।	বেগম হাসিনা নজরুল	১২৩ বাকেরগঞ্জ-৩	জাতীয় পার্টি
	বিভাগ: ঢাকা		
১।	মিসেস আসিকা আকবর	১৩৩ টাংগাইল-১	বি, এন, পি
২।	হাজেরা সুলতানা	১৩৬ টাংগাইল-৪	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
৩।	মোছাঃ বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৪৭ শেরপুর-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৪।	মিসেস রায়হানা খান	১৫২ ময়মনসিংহ-৪	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল
৫।	ছবি বিশ্বাস	১৬১ নেত্রকোনা-১	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি
৬।	বেগম তৌফিকা করিম	১৭২ মানিকগঞ্জ-১	স্বতন্ত্র
৭।	মোসাঃ নাজমুন্নাহার	১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	জাতীয় পার্টি
৮।	এডভোকেট সাহারা খাতুন	১৮৪ ঢাকা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

১	২	৩	৪
৯।	বেগম খালেদা জিয়া	১৮৪ ঢাকা-৫	বি, এন, পি,
১০।	বেগম রাজিয়া আলিম	১৮৬ ঢাকা-৭	বাংলাদেশ জনতা দল
১১।	শেখ হাসিনা ওয়াজেদ	১৮৬ ঢাকা-৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১২।	উম্মু কাওসার সালসা বিল (হেনা)	১৮৮ ঢাকা-৯	জাতীয় পার্টি
১৩।	জাহানারা বেগম	১৮৮ ঢাকা-৯	জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)
১৪।	বেগম খালেদা জিয়া	১৮৮ ঢাকা-৯	বি, এন, পি,
১৫।	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী	১৮৮ ঢাকা-৯	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৬।	এডভোকেট জোবায়দা পারভিন	১৮৯ ঢাকা-১০	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)
১৭।	শেখ হাসিনা ওয়াজেদ	১৮৯ ঢাকা-১০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
১৮।	আফরোজা বেগম	১৯০ ঢাকা-১১	বাংলাদেশ বেকার সমাজ
১৯।	মজিনা আক্তার	১৯৩ গাজীপুর-১	স্বতন্ত্র
২০।	সাহিনা খান	১৯৫ গাজীপুর-৩	স্বতন্ত্র
২১।	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন	১৯৬ গাজীপুর-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২২।	নার্গিস বেগম	২০০ নরসিংদী-৪	জাতীয় পার্টি
২৩।	ফাতেমা বেগম	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-৪	জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)
২৪।	রৌশন আরা বেগম	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-৪	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট
২৫।	অধ্যাপিকা নাজমা রহমান	২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৬।	ফিরোজা বেগম	২০৮ রাজবাড়ী-২	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)
২৭।	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী	২১০ ফরিদপুর-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৮।	শেখ হাসিনা ওয়াজেদ	২১৬ গোপালগঞ্জ-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বিভাগ : চট্টগ্রাম

১।	মোছাম্মৎ মিনারা বেগম (বেগম মিনা হুরকুর)	২৩১ সিলেট-৪	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ
২।	মন্নুজান বেগম	২৪৪ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	স্বতন্ত্র

১	২	৩	৪
৩।	দিলারা বেগম	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	বাকশাল
৪।	রাবেয়া খাতুন চৌধুরী	২৫৬ কুমিল্লা-৯	বি, এন, পি
৫।	বেগম খালেদা জিয়া	২৬৬ ফেনী-১	বি, এন, পি
৬।	শিরীন আখতার	২৬৬ ফেনী-১	জাসদ (ইনু)
৭।	বেগম খালেদা জিয়া	২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	বি, এন, পি
৮।	খোরশেদ আরা হক	২৯৬ কক্সবাজার-৩	জাতীয় পার্টি
৯।	সাগরিকা	২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি	স্বতন্ত্র

মহিলা প্রার্থীগণের বিভাগ-ওয়ারী পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীগণের সংখ্যা
১।	রাজশাহী	৫
২।	খুলনা	৪
৩।	ঢাকা	২৮
৪।	চট্টগ্রাম	৯
	সর্বমোট :—	৪৬

পরিশিষ্ট-১৪

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

বিভাগওয়ারী রাজনৈতিক দল/জোট মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	রাজনৈতিক দল/জোট	বিভাগ-ওয়ারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা				মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা
		রাজশাহী মোট আসন -৭২	খুলনা মোট আসন -৬০	ঢাকা মোট আসন -৯০	চট্টগ্রাম মোট আসন -৭৮	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি)	৭২	৬০	৯০	৭৮	৩০০
২।	জাতীয় পার্টি	৬৮	৫৫	৮৪	৬৫	২৭২
৩।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৮	৫৬	৮২	৬৮	২৬৪
৪।	জাকের পার্টি	৬৫	৫৩	৮৩	৫০	২৫১
৫।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬৬	৫১	৫৩	৫২	২২২
৬।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪১	৩৩	৪৩	৪৪	২৬১
৭।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	১৯	১১	২৩	১৫	৬৮
৮।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৭	১১	২৩	১৭	৬৮
৯।	ফ্রীডম পার্টি	১৮	১৮	১২	১৭	৬৫
১০।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১১	১৫	১৯	১৭	৬২
১১।	ইসলামী ঐক্য জোট	১৩	৩০	৮	৮	৫৯
১২।	বাংলাদেশ জনতা দল	৬	৮	২২	১৪	৫০
১৩।	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১৪	৫	২০	১০	৪৯
১৪।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৭	২	২২	১২	৪৩
১৫।	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৯	৯	৭	১০	৩৫
১৬।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)	৮	৫	১২	৬	৩১
১৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৮	৮	৫	১০	৩১
১৮।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী)	১১	—	৩	১৬	৩০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯।	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৮	১১	৭	—	২৬
২০।	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২	৪	৪	১০	২০
২১।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৮	৩	৫	—	১৬
২২।	গণতন্ত্রী পার্টি	২	২	৫	৭	১৬
২৩।	জাতীয় ঐক্য ফ্রণ্ট	৬	৪	৫	—	১৫
২৪।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রণ্ট	—	—	২	১১	১৩
২৫।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	২	২	৩	৬	১৩
২৬।	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৯	—	৬	৪	১১
২৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	—	—	৭	৩	১০
২৮।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	—	২	৪	—	১০
২৯।	জনতা মুক্তি পার্টি	২	১	৫	—	৮
৩০।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রণ্ট	—	৪	৩	১	৮
৩১।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	১	১	৪	২	৮
৩২।	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	—	২	৩	২	৭
৩৩।	জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট	—	২	৪	১	৭
৩৪।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	—	২	৩	২	৭
৩৫।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতি দল	১	১	৫	—	৭
৩৬।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	—	২	৪	—	৬
৩৭।	বাংলাদেশ মুসলিমলীগ (আয়েনউদ্দিন)	৩	১	২	—	৬
৩৮।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৩	১	২	—	৬
৩৯।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	—	৩	৩	—	৬
৪০।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	১	—	১	৪	৬
৪১।	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	—	—	৪	১	৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২।	জনশক্তি পার্টি	১	—	২	১	৪
৪৩।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	১	—	১	২	৪
৪৪।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	—	—	৪	—	৪
৪৫।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল)	—	—	১	৩	৪
৪৬।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	—	—	২	১	৩
৪৭।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	১	—	—	২	৩
৪৮।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	১	—	২	—	৩
৪৯।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	—	—	—	২	২
৫০।	ঐক্য প্রক্রিয়া	—	—	২	—	২
৫১।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	১	—	—	২	৩
৫২।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	—	—	—	২	২
৫৩।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	—	—	৩	—	৩
৫৪।	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবা সংস্থা (সিফসা)	—	—	২	—	২
৫৫।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	—	—	১	১	২
৫৬।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	—	২	—	—	২
৫৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	—	—	১	১	২
৫৮।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	—	—	২	—	২
৫৯।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	—	—	২	—	২
৬০।	আইডিয়াল পার্টি	—	—	১	—	১
৬১।	জাতীয় তরুন সংঘ	—	—	১	—	১
৬২।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	—	—	১	—	১
৬৩।	ডেমোক্র্যাটিক লীগ	—	—	—	১	১
৬৪।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ) (নুর মোহাম্মদ কাজী)	—	—	১	—	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৫।	পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১	—	—	—	১
৬৬।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	—	—	—	১	১
৬৭।	বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি	—	—	—	১	১
৬৮।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	—	—	—	১	১
৬৯।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	—	১	—	—	১
৭০।	বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ (সামাদ)	১	—	—	—	১
৭১।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস্ পার্টি	—	—	১	—	১
৭২।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (সাদেকুর রহমান)	—	—	—	১	১
৭৩।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	—	—	১	—	১
৭৪।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	—	—	—	১	১
৭৫।	মুসলিম পিপলস্ পার্টি	—	—	—	১	১
৭৬।	স্বতন্ত্র	৯৬	৭৭	১৩৩	১১৮	৪২৪

পরিশিষ্ট-১৫

প্রতীকসহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

প্রকাশের বিধি-নির্ধারিত ছক

FORM V

[*See rule* 7(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to Parliament of Bangladesh.

From..... * Constituency.

Serial No.	Name on the contesting candidates in alphabetical order determined according to Bengali language.	Address of the contesting candidates.	Symbol allocated.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
Etc.			

Notice is hereby given that the poll shall be taken between the hours of ..... on (date) .....

Place..... *Returning Officer*

Date.....

* Here insert the number and name of the Constituency.

পরিশিষ্ট-১৬

প্রতীকের জন্য আবেদনকারী ১১১টি রাজনৈতিক দল/জোটের নাম, ঠিকানা ও পছন্দকৃত প্রতীকের বিবরণ।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম ও ঠিকানা	পছন্দকৃত প্রতীক (পছন্দের ক্রমানুসারে)	আবেদন প্রাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪
১।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল-জাগচাদ ৬০/এ, পুরানাপল্টন, ঢাকা।	(ক) লাংগল (খ) ছাতা	২৪-১২-৯০
২।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল, ২/৫ নং শ্যামলী, ঢাকা।	(ক) চরকা	—ঐ—
৩।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ১৯/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, সড়ক নং ১৬, ঢাকা।	(ক) ধানের শীষ	—ঐ—
৪।	জাতীয় জনতা পার্টি, ৫৩, সমবায় ভবন জিন্দাবাহার, সিলেট (মুহাম্মদ আশরাফ আলী)।	(ক) মই (খ) চাকা	২৭-১২-৯০
৫।	বাংলাদেশ জনতা দল, ৩/৫, আসাদ এ্যাভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) সাইকেল	—ঐ—
৬।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২৩, বংগবন্ধু এ্যাভিনিউ, ঢাকা।	(ক) নৌকা	৩০-১২-৯০
৭।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি, এস/৪২, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	(ক) হাত	—ঐ—
৮।	গণতন্ত্রী পার্টি, ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) রিক্সা। (গ) কবুতর	
৯।	জাকের পার্টি, সুপ্রীম প্রেসিডিয়াম, ২০৯, মালিবাগ, ঢাকা।	(ক) গোলাপফুল	১-১-৯১
১০।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, ২৩/২, তোপখানা রোড, ঢাকা।	(খ) ছাতা	—ঐ—
১১।	জেহাদ পার্টি, বাড়ী নং লেন-৭, ব্লক-ই, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা।	কলসী	১-১-৯১
১২।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা।	(ক) কাস্তে (খ) হাতুড়ী (গ) তারা	ঐ

১	২	৩	৪
১৩।	জাতীয় ইসলামীক দল, ৪, বনগ্রাম রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা।	পাগড়ী	১-১-৯১
১৪।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল বামাদ, নীলক্ষেত, ঢাকা।	পায়রা	—ঐ—
১৫।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, ২৩/২, তোপখানা রোড, ঢাকা।	(ক) বাই সাইকেল (খ) চাকা (গ) ঘড়ি (ঘ) দোয়াত কলম (ঙ) উড়োজাহাজ (চ) বই (ছ) চেয়ার (জ) তালা (ঝ) গরুর গাড়ী	—ঐ—
১৬।	জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ, ৫০৫, এলিফ্যাণ্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।	দাঁড়ি পাল্লা	২-১-৯১
১৭।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, ২৪, টায়ারহাট লেন, নবাবপুর, ঢাকা।	(ক) উদীয়মান সূর্য (খ) চাকা (গ) আম (ঘ) উড়োজাহাজ	—ঐ—
১৮।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ), মতিঝিল, ঢাকা। ১৪, টোরনবী সার্কুলার রোড, "নুর টাওয়ার" মতিঝিল বাঃ এঃ,	(ক) গোলাপ ফুল (খ) আনারস (গ) আম (ঘ) ছাতা (ঙ) মোমবাতি	—ঐ—
১৯।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), ৩৪, কাপ্তানবাজার, ঢাকা।	সাইকেল	—ঐ—
২০।	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা।	(ক) চাকা (খ) তারা (গ) মোমবাতি	—ঐ—

১	২	৩	৪
২১।	জাতীয় জনতা পার্টি ১৬/এ, বংগবন্ধু এভিনিউ, (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা। (আবুল খায়ের)	মই	২-১-৯১
২২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, (জমির আলী), অফিস ফোন ২৩৯৫৮০। ১২/এ, রোড নং-২, শ্যামলী মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	হারিকেন	—ঐ—
২৩।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন), এল্লাল চেম্বার ৪র্থ তলা, ১১ মতিঝিল বানিণ্যিক এলাকা, ঢাকা।	হারিকেন	—ঐ—
২৪।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ, (ইনু), ৩৫/৩৬, বংগবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	মশাল	—ঐ—
২৫।	জনদল (খন্দকার মাহতাব), ১০৮, নজরুল ইসলাম এভিনিউ হোটেল সোনারগাঁও এর পিছনে, ঢাকা।	ধানের শীষ	
২৬।	জাতীয় পার্টি, বাড়ী নং-১০৪, রোড নং-৩, ধানমণ্ডী, ঢাকা। ফোন: ৬০১০১০, ৩১০১৭০	লাংগল	—ঐ—
২৭।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ, ফোন: ৪০০৪২৭।	(ক) চেঁকি (খ) গরুর গাড়ী (গ) মোমবাতি (ঘ) কলসী (ঙ) আম	—ঐ—
২৮।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ, দপ্তর সিলেট, ফোন: ৪১৭৫।	নারিকেল	—ঐ—
২৯।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস (বি. এন. সি) ১২৫, ফকিরাপুল, (দ্বিতীয়তলা) ঢাকা।	ঘোড়া	
৩০।	জনশক্তি পার্টি ২৪ নং আরকে মিশন রোড, ৩য় তলা, ঢাকা।	(ক) লাংগল (খ) চাকা (গ) মই	—ঐ—
৩১।	নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি (এন. এন. ডি. পি) ৪২/১, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	মই	—ঐ—
৩৩।	ফ্রীডম পার্টি, ৪৮, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং ১৫/এ, ঢাকা।	কুড়াল	৩-১-৯১
৩৪।	জাতীয় গণতন্ত্রী দল (জাগদ), ১২৪/৭, নিউকাকরাইল রোড, শান্তিনগর, ঢাকা।	চাকা	৩-১-৯১

১	২	৩	৪
৩৫।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদ (রব), আল্লাওয়ালা ভবন (৫ তলা) ১০৮ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	মশাল	০৩-১-৯১
৩৬।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদ (শাজাহান সিরাজ), ১১, বংগবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	মাছ	—ঐ—
৩৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল খেলাফত পার্টি, ২৫, আজিমপুর সুপার মার্কেট দোতলা, ঢাকা।	(ক) ঘড়ি (খ) গোলাপ ফুল (গ) আম (ঘ) আনারস (ঙ) উড়োজাহাজ (চ) বাই-সাইকেল (ছ) চেয়ার (জ) দোয়াত কলম	—ঐ—
৩৮।	জাতীয় জনতা পার্টি, জনতা ভবন, ৪৭/এ, টয়েনবী সার্কুলার রোড, ঢাকা।	মই	—ঐ—
৩৯।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন. ডি. পি), ৩/৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	চাকা	—ঐ—
৪০।	ঐক্য প্রক্রিয়া, ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা	(ক) মই (খ) বাই-সাইকেল	—ঐ—
৪১।	বাংলাদেশ জন পরিষদ, ১১৫, নিউ সার্কুলার রোড, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।	(ক) মই (খ) আনারস (গ) ছাতা	—ঐ—
৪২।	ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, (ইউ. পি. পি), ২২৭, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা।	গরুর গাড়ী	—ঐ—
৪৩।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি, জি. পি. ও. বক্স-৩১৩১।	জবাফুল	—ঐ—
৪৪।	বাংলাদেশ সামাজিক সংসদ শান্তি সংঘ ভবন, (দেলপাড়া খোলপাড়), কুতুবপুর, ঢাকা।	আম	—ঐ—
৪৫।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ১৩ আলী নকী দেউরী, নাজিমউদ্দিন রোড, ঢাকা। (এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ)	লাংগল	—ঐ—
৪৬।	বাংলাদেশ জন গণতান্ত্রিক দল, ২৪/৪, শান্তিনগর (চৌরাস্তা), ঢাকা।	(ক) কোদাল (খ) প্রদীপ (গ) কুল (ঘ) কুলা (ঙ) কাঁচি (চ) ঘুড়ি (ছ) তাঁরা (জ) ঢেঁকি	—ঐ—

১	২	৩	৪
৪৭।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি (বি এন পি পি),	কুলা	৫-১-৯১ ঠিকানা ও টেলিফোন নাই
৪৮।	জাতীয় তরুন সংঘ, ২১—২৩, হাজারীবাগ রোড, ঢাকা।	ফেজ টুপী	—ঐ—
৪৯।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীব নেওয়াজ), ৩০/২ জনসন রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) কাস্তে (গ) হাতী	—ঐ—
৫০।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি, ১৬৫, ডি. আই. টি. এক্সটেনশান রোড, ঢাকা। ফোন: ৪০৩৪৩৯।	খেজুর গাছ	—ঐ—
৫১।	ছয় দল (ডেমোক্রেটিক লীগ), ৬/১, নয়াপল্টন, ঢাকা। ফোন: ৪১৪৬৭০।	(ক) ছাতা (খ) গরুর গাড়ী (গ) গাভী (ঘ) ভল্ল	৪-১-৯১
৫২।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল), ৯১, নবাবপুর রোড, ঢাকা। ফোন: ২৮২৯৪৭।	কাস্তে	—ঐ—
৫৩।	সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ), ১০৮, আল্লাওয়ালা ভবন (৫ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	মশাল	৫-১-৯১
৫৪।	যুক্ত ফ্রন্ট, ২১৮, মিটফোর্ড রোড, ঢাকা।	(ক) মই (খ) গরুর গাড়ী (গ) দোয়াত কলম (ঘ) বাই-সাইকেল (ঙ) ছাতা	—ঐ—
৫৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ৩৩, বংগবন্ধু এভিনিউ, সুমন সুপার মার্কেট, ২য় তলা, ঢাকা।	(ক) তারা (খ) মোমবাতি (গ) তলোয়ার	—ঐ—
৫৬।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ৩১৪/২, কিল্লার মোড়, লালবাগ, ঢাকা।	বটগাছ	—ঐ—
৫৭।	আমরা ভাসানীর সৈনিক, সেকশন-১১, ব্লক-সি, রোড-১০, লাইন-১১, বাসা-১, মিরপুর, ঢাকা।	গরুর গাড়ী	—ঐ—
৫৮।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ), ১২৬, মতিঝিল ঢাকা, (মীর আবু জাফর)।	(ক) ধানের শীষ (খ) গরুর গাড়ী (গ) সাইকেল	—ঐ—

১	২	৩	৪
৫৯।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ, ৫০৪/এ, মালিবাগ, বাগান বাড়ী, ঢাকা (আলহাজ আবদুস সামাদ এডভোকেট)।	(ক) ঢেঁকি (খ) গরুর গাড়ী (গ) মোমবাতি (ঘ) কলসী (ঘ) আম	৫-১-৯১
৬০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর), ৩১, তোপখানা রোড, ঢাকা।	কুড়েঁঘর	—ঐ—
৬১।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী লেনিনবাদী), ৪৩/১, যোগীনগর লেইন, ঢাকা।	(ক) চাকা (খ) মোমবাতি (গ) চেয়ার (ঘ) মই (ঙ) খেজুরগাছ	—ঐ—
৬২।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট, হাবিব মার্কেট (৪র্থ তলা), ২০/২৫, নর্থ সাউথ রোড (সিদ্দিক বাজার), ঢাকা-১০০০।	(ক) কুড়েঁঘর (খ) কাস্তে (গ) হাতুড়ী (ঘ) কাস্তে হাতুড়ী	—ঐ—
৬৩।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ, ৪৭(পুরাতন ১৬৫), ডি. আই. টি. (রাজউক), এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা।	তলোয়ার	—ঐ—
৬৪।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, আরজাবাদ, মিরপুর, ঢাকা।	খেজুর গাছ	—ঐ—
৬৫।	জাতীয়তাবাদী পল্লী দল (এন. ডি. পি), ১৫১/২/২৭ গোড়ান তিলপাড়া রোড, ঢাকা।	(ক) লাংগল (খ) হারিকেন (গ) মই (ঘ) হুক্কা (ঙ) গোলাপ ফুল	—ঐ—
৬৬।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী), ২৬/এ, তোপখানা রোড, (আব্দুল মতিন মাষ্টার)।	(ক) ধানের শীষ (খ) গোলাপফুল	
৬৭।	ন্যাশনাল পেট্রিয়াটিক পার্টি এইচ/৭৯ এফ, রুম-১১, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।	(ক) উড়োজাহাজ (খ) ঘড়ি (গ) দোয়াত কলম	
৬৮।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ), ৩৮/এ, কলেজ এরিয়া নিউমার্কেট, ঢাকা।	(ক) কোদাল (খ) রিক্সা (গ) গোলাপ ফুল (ঘ) তলোয়ার (ঙ) মই	৫-১-৯১

১	২	৩	৪
৬৯।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), সন্তোষ, টাংগাইল। (এডভোকেট মিয়া সাদেকুর রহমান)	(ক) গরুর গাড়ী (গ) খেজুর গাছ (গ) গোলাপ ফুল	৫-১-৯১
৭০।	কৃষক শ্রমিক পার্টি, ১৬৯ উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ।	(ক) ধানের শীষ (খ) হুক্কা	—ঐ—
৭১।	ইসলামী ঐক্য জোট, ৪৪/১, পুরানা পল্টন।	ছাতা	—ঐ—
৭২।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, ৫০/ই নাজিম উদ্দিন রোড, হাজিনা মঞ্জীল, ঢাকা।	বই	—ঐ—
৭৩।	মুসলিম জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, ১০, হাটখোলা, ঢাকা।	তলোয়ার	—ঐ—
৭৪।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ১০, হাটখোলা, ঢাকা।	বাঘ	—ঐ—
৭৫।	কৃষক শ্রমিক পার্টি, সোনারগাঁ ভবন, ৯৯, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা।	বাই-সাইকেল	—ঐ—
৭৬।	মুসলিম পিপলস পার্টি ১৯/১১, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) গোলাপ ফুল (গ) কলসী (ঘ) তলোয়ার	—ঐ—
৭৭।	বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা।	আনারস	—ঐ—
৭৮।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ, ২১৬/এ, শেরওড়াপাড়া (২য় তলা), মিরপুর, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) বাই-সাইকেল (গ) মই	
৭৯।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট, ১৩২, ডি. আই. টি, এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা।	(ক) গোলাপ ফুল (খ) চাকা (গ) গরুর গাড়ী	—ঐ—
৮০।	ডেমোক্রেটিক লীগ (ছয়দল) ৬/১, নয়াপল্টন, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) গরুর গাড়ী (গ) হুক্কা (ঘ) মাছ (ঙ) ধানের শীষ	—ঐ—
৮১।	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি, ওয়াহেদুজ্জামান, গ্রাম সিংপাড়া পোঃ কোলা, উপজেলা শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।	চাকা	—ঐ—

১	২	৩	৪
৮২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ১৫, আউটার সার্কুলার রোড, (শহীদ বাগ), ঢাকা।	(ক) ধানের শীষ (খ) সাইকেল (গ) হারিকেন	৫·১·৯১
৮৩।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ), ২৯৫, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা। নুর মোহাম্মদ কাজী।	(ক) ধানের শীষ (খ) রিক্সা (গ) মাছ	—ঐ—
৮৪।	জাতীয় পল্লী দল (এন. ভি. পি), ১৯, হাকিম ভাই রোড, দক্ষিণ গাঁও, আদর্শ মহল্লা, বাসাবো, ঢাকা। শাখা-৯৫, মতিঝিল, বা/এ, ইব্রাহীম চেম্বার (৩য় তলা)।	কাস্তে	—ঐ—
৮৫।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি ৫৩, ধানমণ্ডী আ/এ, রোড ৩/এ, ঢাকা।	(ক) ঢাকা (খ) মই (গ) তরবারী	—ঐ—
৮৬।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট, ৫৪, আগামসিহ লেইন, ঢাকা।	(ক) ছাতা (খ) বাই-সাইকেল	—ঐ—
৮৭।	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ২১/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।	তারা	—ঐ—
৮৮।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি, নীলক্ষেত, বাবুপুরা।	ঢাকা	—ঐ—
৮৯।	গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট, জনতা ভবন। ৪৭/এ ট্রয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা।	মই	—ঐ—
৯০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী), সন্তোষ, টাংগাইল। ঢাকা-২৬৮, এলিফান্ট রোড, ঢাকা। (সৈয়দ ইরফানুল বারী) (আলমগীর কবির)	(ক) ধানের শীষ (খ) গরুর গাড়ী (গ) ছাতা (ঘ) খেজুর গাছ	
৯১।	জন দল, ৪, আকমল খান রোড, বাবুবাজার (বাদামতলী), ঢাকা। (খন্দকার সিরাজ) (গোলাম মুর্তুজা)	(ক) মই (খ) ধানের শীষ (গ) রিক্সা	—ঐ—
৯২।	জাগোদল, (জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল), ১৮৮/১, মতিঝিল সার্কুলার রোড (৩য় তলা), ঢাকা।	মাছ	—ঐ—
৯৩।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ (মাহবুব) ৩৩, বংগবন্ধু এভিনিউ (চার তলা), ঢাকা।	(ক) ঢাকা (খ) রিক্সা (গ) কোদাল (ঘ) মই	—ঐ—

১	২	৩	৪
৯৪।	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানব সেবা সংস্থা (সিফসা) ৪৬৮, ডি, আই, টি, রোড, মালিবাগ (প্রথম তলা) ঢাকা।	কাঁঠাল	০৭-১-৯১
৯৫।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ১৩, আলী নকী দেউরী, নাজিম উদ্দিন রোড, ঢাকা।	বালতি	—ঐ--
৯৬।	সাত (৭) দলীয় সংগ্রামী জোট, .. ২৪, আর, কে, মিশন রোড (৩য় তলা), ঢাকা।	পেঁপে	—ঐ--
৯৭।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, (এ, এন, এম, ইউসুব) ১৫, আউটার সার্কুলার রোড (শহীদ বাগ), ঢাকা।	হারিকেন	—ঐ--
৯৮।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল, ১৪০/৪ বি চৌধুরী পাড়া, মালিবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা।	কলার ছড়া	—ঐ--
৯৯।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল, ৩৮৭, বড় মগবাজার (চৌরাস্তা), ৩য় তলা, ঢাকা।	চাঁদ	—ঐ--
১০০।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, ২৬, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।	মোরগ	—ঐ--
১০১।	বৃহত্তর ভাসানী ন্যাপ, ৮০, নয়া পল্টন, ঢাকা।	বেলচা	—ঐ--
১০২।	বাংলাদেশ গণ-বাহিনী, মুহঃ হারুনার রশীদ।	দোয়াত কলম	—ঐ--
১০৩।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ (বাবেস), ৮৯, নিউ সুপার মার্কেট, নিউ মার্কেট, ঢাকা।	ঠেলাগাড়ী	—ঐ—
১০৪।	শহীদ সিরাজ সিকদার গবেষণা কেন্দ্র, ৪৬৪, দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা।	(ক) বই (খ) তলোয়ার (গ) মোমবাতি (ঘ) চেয়ার	—ঐ--
১০৫।	সমতা পার্টি, ডাক: রাজপাড়া, রাজশাহী কোর্ট রাজশাহী।	(ক) শাপলা ফুল (খ) কবুতর (গ) ছাতা	—ঐ--
১০৬।	বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ মধ্য বাটের চর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।	আপেল	—ঐ—
১০৭।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ২৯, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা।	কাপ-পিরিচ	—ঐ—
১০৮।	আইডিয়াল পার্টি (আই, পি), নিউ সুপার মার্কেট (দোতলা), ঢাকা।	বৈদ্যুতিক পাখা	—ঐ—
১০৯।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দীন), বাসা নং-৬, সড়ক-১৫ (নুতন), ২৮, (পুরান)। ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা।	(ক) হারিকেন (খ) গোলাপফুল	--ঐ—
১১০।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি, ১৬৫, ডি. আই. টি. এক্সটেনশন রোড, ঢাকা।	হরিণ	—ঐ—
১১১।	বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি, ১৪২, ক্রিসেণ্ট রোড, কাঠাল বাগান, ঢাকা।	টেবিল	—ঐ--

পরিশিষ্ট-১৭

সোমবার, জানুয়ারি ১৪, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০শে পৌষ, ১৩৯৭/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১

এস, আর, ও নং ২৮-আইন/৯১—Representation of the People Order, 1972 (P.O.155 of 1972) এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নির্বাচন কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে Conduct of Election Rules, 1972-তে নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত Rules এর—

(১) rule 9 এর sub-rule (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rule প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(1) A contesting candidate may be allocated under clause (1) of Article 20 any one of the following symbols, namely :—

1. Aeroplane	2. Almirah	3. Anchor	4. Apple
5. Axe	6. Baitha	7. Baiyam	8. Baloon
9. Bamboo busket	10. Banyan Tree	11. Battery	12. Bench
13. Bell	14. Betel (Paan)	15. Bicycle	16. Boat
17. Book	18. Bow & Arrow	19. Bucket	20. Bullock Cart
21. Brick	22. Building	23. Bus	24. Butterfly
25. Cage	26. Camel	27. Camera	28. Candle
29. Car	30. Cart (Thelagari)	31. Cauli-flower	32. Chair
33. Clock	34. Cock	35. Coconut	36. Conchshel
37. Cow	38. Cup and Saucer	39. Crocodile	40. Dalim
41. Date Tree	42. Deer	43. Dhenki	44. Duch
45. Ektara	46. Electric Bulb	47. Electric Fan	48. Elephant
49. Fan (Hat Pakha)	50. Fez Cap	51. Fish	52. Flaming Torch (Mashal)

53. Flask	54. Football	55. Frying Pan	56. Garland of Flowers
57. Hammer	58. Hand (Panja)	59. Helicopter	60. Hook
61. Hokkah	62. Horse	63. Hut	64. Inkpot with pen
65. Jack Fruit	66. Jhumjhumi	67. Kamranga	68. Kettle
69. Key	70. Khat	71. Kite	72. Kula
73. Ladder	74. Lamp (pradip)	75. Lantern (Hurricane)	76. Lion
77. Lobster	78. Lock	79. Lotus	80. Mango
81. Matchbox	82. Mathal	83. Mike	84. Minar
85. Moon	86. Mora	87. Mug	88. Mula
89. Onion	90. Orange	91. Palki	92. Parrot
93. Papaya	94. Peacock	95. Pigeon	96. Pineapple
97. Pinri	98. Pitcher	99. Plate	100. Plough
101. Power Tiller	102. Radio (Transistor)	103. Railway Engine	104. Rickshaw
105. Ring	106. Rising Sun	107. Rocket	108. Rose
109. Row of bananas	110. Saw	111. Scales	112. Sewing Machine
113. Sheaf of Paddy	114. Shil Pata	115. Ship	116. Sickle
117. Spade	118. Spectacles	119. Spining Wheel (Charka)	120. Spoon
121. Star	122. Suitcase	123. Sword	124. Table
125. Table Clock	126. Telephone	127. Television	128. Tiffin Carrier
129. Tiger	130. Top	131. Truck	132. Tub
133. Tubewell	134. Tumbler	135. Turban	136. Umbrella
137. Walking Stick	138. Wheel	139. Whistle	140. Wrist Watch

(২) rule 27 এর,—

(ক) sub-rule (1) এর "one taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five takas" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) sub-rule (2)তে

(অ) "two takas" শব্দগুলির পরিবর্তে "ten takas" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(আ) "one taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five takas" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(গ) sub-rule (3) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rules (3), (4) এবং (5) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(3) The statement, return and document submitted under Articles 44AA and 44C shall be open to public inspection during office hours at the office of the Returning Officer, or at such other place where he keeps them, as the case may be, on payment of a fee at the rate of five takas for each statement, return and document.

(4) Copies of, or extracts from, the statement, return and document mentioned in sub-rule (3) shall be furnished upon an application made by any person on payment of a fee at the rate of ten takas for the first two hundred words or a fraction thereof and five takas for every additional hundred words or a fraction thereof.

(5) Every application for inspection of document retained under Article 42 and statement, return and document kept under Articles 44AA and 44C or supply of copies thereof shall be accompanied by court fee stamps of the requisite value " ;

(৩) rule 27A এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন rule 27A এবং 27AA প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"27A. **Statement of probable sources of fund.**—(1) A contesting candidate shall, within seven days next following the withdrawal day, submit the statement of the probable sources of fund to meet his election expenses required under Article 44AA(1) in Form XVIIA.

(2) A contesting candidate shall, within seven days next following the withdrawal day, submit the statement of his assets and liabilities and his annual income and expenditure required under Article 44AA (2) in Form XVIIB.

27AA. **Account of election expenses.**—(1) An election agent shall keep and maintain a register of receipts and expenditure in form XVIIC.

(2) The election agent shall within fifteen days after the publication of the name of the returned candidate under article 19 or article 39 submit to the Returning Officer an account of election expenses as required undr article 44C in Form XVIIC giving the account of prsonal expenditure referred to in cluse (2) of Article 44B in part B of that Form.

(3) All vouchers shall be kept alongwith the account of election expenses arranged according to the date of payment and serially numbered and such seiral number shall be entered in the appropriate column of the relevant account.

(4) It shall not be necessary, while rendering account to the Returning Officer, to give particulars of the payees in regard to the items of expenditure for which receipts are not required to be obtained under clause (5) of Article 44B." :

(৪) rule 27B এর,—

(ক) para (i) এ "XVIIB" সংখ্যার পরিবর্তে "XVIID" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) para (ii) তে "XVIIC" সংখ্যার পরিবর্তে "XVIIE" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(গ) para (iii)তে "XVIID" সংখ্যার পরিবর্তে "XVIIF" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(৫) rule 33 এর clause (2) তে—

(ক) "two takas" শব্দগুলির পরিবর্তে "ten takas" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(খ) "one taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five takas" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(৬) Form XVII এর পর নিম্নরূপ নূতন Form XVIIA এবং Form XVIIB সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"FORM XVIIA

[*See rule* 27A(1)]

STATEMENT OF PROBABLE SOURCES OF FUND TO MEET ELECTION EXPENSES

Election to Parliament of Bangladesh

From.....Constituency.

Name of the Candidate .....

Address of the candidate .....

PART A—Probable sums from Personal income.

Probable amount a	Sources of income b	

PART B—Probable sums to be borrowed from relations.

Probable amount a	Name of relations b	address of relations. c	Relationship. d	Sources of income of relations. e

PART C—Probable sums to be received as voluntary contribution from relations.

Probable amount. a	Name of relations. b	Address of relations. c	Relationship. d	Sources of income of relations. e

PART D—Probable sums to be borrowed from persons other than relations.

Probable amount a	Name of the person b	Address of the person c

PART E—Probable sums to be received as voluntary contribution from persons other than relations.

Probable amount a	Name of the person b	Address of the person c

PART F—Probable sums to be received as voluntary contribution from Political Parties/Organisations/ Associations.

Probable amount a	Name of the political parties/organisations/ associations. b	Address of the main office of the political party/organisation/association. c

PART G—Probable sums to be received from sources other than in parts A. B, C, D, E and F.

Probable amount a	Name of the sources b	Address of the sources c

FORM XVIIB

[*See* rule 27A(2)]

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AND ANNUAL INCOME AND EXPENDITURE

Election to Parliament of Bangladesh

From.....Constituency.

Name of the candidate.....

Address of the candidate.....

PART A—Assets.

Group A—Immovable property other than house property.

Total area a	Location b	Approximate value c

Group B—House property.

Nos. and nature of house a	Location b	Approximate value c

Group C—Other properties.

Other properties *e,g*, securities, bonds, bank deposits, etc. a	Approximate value b

PART B—Liabilities.

Nature and description of liability a	Amount b

PART C—Annual income and expenditure.

Total approximate annual income a	Total approximate annual expenditure b

(৭) বিদ্যমান Form "XVIIA" Form "XVIIC" হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং উক্ত পুনঃসংখ্যায়িত Form এ "27A" সংখ্যার পরিবর্তে "27AA" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(৮) বিদ্যমান Form "XVIIB" "XVIIC" এবং "XVIID" যথাক্রমে Form "XVIID" "XVIIE" এবং "XVIIF" হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পরিশিষ্ট-১৭ক

১৪০টি প্রতীকের তালিকা

১। উড়োজাহাজ, ২। আলমারী, ৩। মোহর, ৪। আপেল, ৫। বুড়াল, ৬। বৈঠা, ৭। বৈয়ম, ৮। বেলুন ৯। বাঁশের ঝুড়ি, ১০। বটগাছ, ১১। ব্যাটারী, ১২। বেঞ্চ, ১৩। ঘণ্টা, ১৪। পান, ১৫। বাই-সাইকেল, ১৬। নৌকা ১৭। বই, ১৮। তীর ও ধনুক, ১৯। বালতি, ২০। গরুরগাড়ী, ২১। ইট, ২২। দালান, ২৩। বাস, ২৪। প্রজাপতি, ২৫। খাঁচা, ২৬। উট, ২৭। ক্যামেরা, ২৮। মোমবাতি, ২৯। মোটরগাড়ী, ৩০। ঠেলাগাড়ী, ৩১। ফুলকপি, ৩২। চেয়ার, ৩৩। দেওয়াল ঘড়ি, ৩৪। মোরগ, ৩৫। ডাব (নারিকেল), ৩৬। শামুক, ৩৭। গাড়ী, ৩৮। কাপ ও পিরিচ, ৩৯। কুমীর, ৪০। ডালিম, ৪১। খেজুর গাছ, ৪২। হরিণ ৪৩। ঢেঁকি, ৪৪। হাঁস, ৪৫। একতারা, ৪৬। বৈদ্যুতিক বাল্ব, ৪৭। বৈদ্যুতিক পাখা, ৪৮। হাতী, ৪৯। হাতপাখা, ৫০। খেজুরটুপি, ৫১। মাছ ৫২। মশাল, ৫৩। ফ্লাস্ক, ৫৪। ফুটবল, ৫৫। ফড়াই, ৫৬। ফুলের মালা, ৫৭। হাতুড়ি, ৫৮। পাঙ্খা, ৫৯। হেলিকপ্টার, ৬০। বড়শী, ৬১। হরা, ৬২। ঘোড়া, ৬৩। কুঁড়েঘর, ৬৪। দোয়াত কলম, ৬৫। কাঁঠাল ৬৬। ঝুমঝুমি, ৬৭। কামরাংগা, ৬৮। কেতলী, ৬৯। চাবি, ৭০। খাট, ৭১। ঘুড়ি, ৭২। কুলা, ৭৩। মই, ৭৪। প্রদীপ, ৭৫। হারিকেন, ৭৬। সিংহ, ৭৭। গলদা চিংড়ী, ৭৮। তালা, ৭৯। পদ্মফুল, ৮০। আম, ৮১। দিয়াশলাই, ৮২। মাথাল, ৮৩। মাইক, ৮৪। মিনার, ৮৫। চাঁদ, ৮৬। নৌকা, ৮৭। মগ, ৮৮। মুলা, ৮৯। পিঁয়াজ, ৯০। কলা, ৯১। পাল্কি, ৯২। টিয়াপাখী, ৯৩। পেঁপে ৯৪। ময়ূর, ৯৫। কবুতর, ৯৬। আনারস, ৯৭। পিঁড়ি, ৯৮। কলসী, ৯৯। থালা, ১০০। লাংগল, ১০১। পাওয়ার টিলার (কলের লাংগল), ১০২। রেডিও (ট্রানজিষ্টার), ১০৩। রেলওয়ে ইঞ্জিন ১০৪। রিক্সা, ১০৫। আংটি, ১০৬। উদীয়মান সূর্য ১০৭। রাকেট, ১০৮। গোলাপফুল, ১০৯। কলার ছড়া, ১১০। করাত, ১১১। দাঁড়িপাল্লা, ১১২। সেলাই মেশিন, ১১৩। ধানের শীষ, ১১৪। শীলপাটা, ১১৫। জাহাজ, ১১৬। কাস্তে, ১১৭। কোদাল, ১১৮। চশমা, ১১৯। চরকা ১২০। চামচ, ১২১। তারকা, ১২২। সুটকেস, ১২৩। তরবারী, ১২৪। টেবিল, ১২৫। টেবিল ঘড়ি, ১২৬। টেলিফোন, ১২৭। টেলিভিশন, ১২৮। টিফিন ক্যারিয়ার, ১২৯। বাঘ, ১৩০। লাটিম, ১৩১। ট্রাক, ১৩২। ফুলের টব, ১৩৩। নলকূপ, ১৩৪। পানির গ্লাস, ১৩৫। পাগড়ী, ১৩৬। ছাতা, ১৩৭। ছড়ি, ১৩৮। চাকা, ১৩৯। হুইসেল (বাঁশী) ও ১৪০। হাতঘড়ি।

পরিশিষ্ট-১৮

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	বরাদ্দকৃত প্রতীক
১	২	৩
১।	ন্যাশনাল পেট্রিয়টিক পার্টি	উড়োজাহাজ
২।	ফ্রিডম পার্টি	কুড়াল
৩।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৪।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	বই
৫।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
৬।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল	নারিকেল (ডাব)
৭।	জাতীয় তরুন সংঘ	ফেজ টুপি
৮।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস (বি, এন, সি)	ঘোড়া
৯।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর)	কুঁড়েঘর
১০।	বাংলাদেশ জাতীয় বিপ্লব পার্টি	কুলা
১১।	বাংলাদেশ সামাজিক সংসদ	আম
১২।	জেহাদ পার্টি	ফলসী
১৩।	বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (সি. পি. বি)	তারা
১৪।	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	আনারস
১৫।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	দাঁড়িপাল্লা
১৬।	জাতীয় ইসলামিক দল	পাগড়ী
১৭।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	দেওয়াল ঘড়ি
১৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ
১৯।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
২০।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)	বাইসাইকেল
২১।	ইউনাইটেড পিপলস পার্টি	গরুর গাড়ী
২২।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
২৩।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)	চেয়ার

১	২	৩
২৪।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	খেজুর গাছ
২৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	মাছ
২৬।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ ইনু)	মশাল
২৭।	জাতীয় পার্টি	লাংগল
২৮।	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
২৯।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	কাস্তে
৩০।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	ছাতা
৩১।	জাতীয় গণতন্ত্রী দল (জাগদ)	চাকা
৩২।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	তরবারি
৩৩।	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	মই
৩৪।	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	চাবি
৩৫।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (মাহবুব)	রিক্সা
৩৬।	বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি	টেবিল
৩৭।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	গাড়ী
৩৮।	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	হাতী
৩৯।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	পদ্মফুল
৪০।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	হাত পাখা
৪১।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	ফুটবল
৪২।	ডেমোক্রেটিক লীগ	হুক্কা
৪৩।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	ঘুড়ি
৪৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খালেকুজ্জামান)	তালা
৪৫।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি (প্রগশ)	কোদাল
৪৬।	জনশক্তি পার্টি	বাস
৪৭।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (ইরফানুল বারী)	ছড়ি
৪৮।	নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি	চশমা

১	২	৩
৪৯।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	নলকূপ
৫০।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল	উট
৫১।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	বালতি
৫২।	জতীয় জনতা পার্টি (আবুল খায়ের) (আসাদ)	হরিণ
৫৩।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন. ডি. পি	বাঘ
৫৪।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	কাপ-পিরিচ
৫৫।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ (বামাদ)	ঢেঁকি
৫৬।	বাংলাদেশ খাদেম পার্টি	আপেল
৫৭।	লাদেশ ফ্রিডম লীগ	তীর ও ধনুক
৫৮।	জাতীয় পল্লী দল	হাঁস
৫৯।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	দোয়াত-কলম
৬০।	৭ দলীয় সংগ্রামী জোট	পেঁপে
৬১।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (সাদেকুর রহমান)	রেডিও (ট্রানজিষ্টার)
৬২।	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি	রেল ইঞ্জিন
৬৩।	ধুমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানব সেবা সংস্থা (সিকসা)	কাঁঠাল
৬৪।	বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল	প্রদীপ
৬৫।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	টিয়া পাখী
৬৬।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	ঠেলাগাড়ী
৬৭।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	টেলিফোন
৬৮।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	শংখ
৬৯।	আইডিয়াল পার্টি (আই. পি)	বৈদ্যুতিক পাখা
৭০।	জাতীয় তাঁতী দল	চরকা
৭১।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	হাত (পাঞ্জা)
৭২।	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর (পায়রা)
৭৩।	জনতা মুক্তি পার্টি	উদীয়মান সূর্য

১	২	৩
৭৪।	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
৭৫।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	মোরগ
৭৬।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	প্রজাপতি
৭৭।	বাংলাদেশ জনতা দল	জাহাজ
৭৮।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজুল হক শাজাহান)	পাওয়ার টিলার
৭৯।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	চাঁদ
৮০।	ঐক্য প্রক্রিয়া	সিংহ
৮১।	জন পরিষদ	নোংগর
৮২।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি	ময়ূর
৮৩।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	কলার ছড়া
৮৪।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী নূর মোহাম্মদ কাজী)	টেলিভিশন
৮৫।	ইসলামী ঐক্য জোট	মিনার
৮৬।	মুসলিম পিপলস পার্টি	হেলিকপ্টার
৮৭।	সমতা পার্টি	বৈঠা
৮৮।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	পালকী
৮৯।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	ট্রাক
৯০।	পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি	মোটরগাড়ী।

পরিশিষ্ট-১১

জেলা-ওয়ারী নির্বাচনী এলাকার বিবরণসহ ভোটকেন্দ্র ও ভোট কক্ষের পরিসংখ্যান

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	ভোট কক্ষের সংখ্যা
১	২	৩
১। পঞ্চগড়-১	৯৬	৩৮২
২। পঞ্চগড়-২	৯১	৩১৯
জেলা পঞ্চগড় :	১৮৭	৭০১
৩। ঠাকুরগাঁও-১	৯০	৩৫২
৪। ঠাকুরগাঁও-২	৭১	২৫২
৫। ঠাকুরগাঁও-৩	৮২	২৯৮
জেলা ঠাকুরগাঁও :	২৪৩	৯০২
৬। দিনাজপুর-১	৯৬	৩৫৯
৭। দিনাজপুর-২	৮২	৩১১
৮। দিনাজপুর-৩	৭৪	৩৪৪
৯। দিনাজপুর-৪	৮৭	৩৩৯
১০। দিনাজপুর-৫	১০৮	৪২৭
১১। দিনাজপুর-৬	১২৫	৫০৫
জেলা দিনাজপুর :	৫৭২	২২৮৫
১২। নিলফামারী-১	১০২	৩৭৫
১৩। নিলফামারী-২	৬৫	২৮৯
১৪। নিলফামারী-৩	৭৪	৩৩৫
১৫। নিলফামারী-৪	৯০	৪১৭
জেলা নিলফামারী :	৩৩১	১৪১৬
১৬। লালমনিরহাট-১	৮৭	৩৭৭
১৭। লালমনিরহাট-২	৮৪	৩৪৮
১৮। লালমনিরহাট-৩	৫৪	২৭৬
জেলা লালমনিরহাট :	২২৫	১০০১

১	২	৩
১৯। রংপুর-১	৫৮	২৬২
২০। রংপুর-২	৮১	৩৫০
২১। রংপুর-৩	৮৪	৪২০
২২। রংপুর-৪	৯৪	৪২৮
২৩। রংপুর-৫	৮৮	৪৩৭
২৪। রংপুর-৬	৭২	৩৩৬
জেলা রংপুর :	৪৭৭	২২৩৩
২৫। কুড়িগ্রাম-১	১২১	৪৫৫
২৬। কুড়িগ্রাম-২	১২০	৪৮৩
২৭। কুড়িগ্রাম-৩	৯১	৩৭৯
২৮। কুড়িগ্রাম-৪	৯১	৩৬০
জেলা কুড়িগ্রাম :	৪২৩	১৬৭৭
২৯। গাইবান্ধা-১	৯৫	৪৩৩
৩০। গাইবান্ধা-২	৮৭	৩৯৪
৩১। গাইবান্ধা-৩	১২২	৫১৮
৩২। গাইবান্ধা-৪	১০২	৪৩১
৩৩। গাইবান্ধা-৫	১১১	৪১৬
জেলা গাইবান্ধা :	৫১৭	২১৯২
৩৪। জয়পুরহাট-১	১০৬	৪৩৫
৩৫। জয়পুরহাট-২	৮৪	৩৬৩
জেলা জয়পুরহাট :	১৯০	৭৯৮
৩৬। বগুড়া-১	১০২	৪৫৮
৩৭। বগুড়া-২	৬৭	৩২৪
৩৮। বগুড়া-৩	৬৫	২৯০
৩৯। বগুড়া-৪	৭৩	৩১৭
৪০। বগুড়া-৫	৯১	৪৭২
৪১। বগুড়া-৬	১১১	৫৪১
৪২। বগুড়া-৭	৭৫	৩০৯
জেলা বগুড়া :	৫৮৪	২৭১১

১	২	৩
৪৩। নওয়াবগঞ্জ-১	১২২	৪১০
৪৪। নওয়াবগঞ্জ-২	৯৩	৩৬৯
৪৫। নওয়াবগঞ্জ-৩	১১৬	৪১৫
জেলা নওয়াবগঞ্জ :	৩৩১	১১৯৪
৪৬। নওগাঁ-১	৯১	৩৪৭
৪৭। নওগাঁ-২	৭৪	৩১৮
৪৮। নওগাঁ-৩	৯৩	৪৩৩
৪৯। নওগাঁ-৪	৬০	২৬৪
৫০। নওগাঁ-৫	৬৭	৩৫৭
৫১। নওগাঁ-৬	৬৭	৩১৬
জেলা নওগাঁ :	৪৫২	২০৩৫
৫২। রাজশাহী-১	৮৪	৩৮১
৫৩। রাজশাহী-২	৯৪	৫০৩
৫৪। রাজশাহী-৩	৭৯	৪৪২
৫৫। রাজশাহী-৪	৭৮	৩২২
৫৬। রাজশাহী-৫	৭১	৩১৭
জেলা রাজশাহী :	৪০৬	১৯৬৫
৫৭। নাটোর-১	৭৩	৩২৮
৫৮। নাটোর-২	৮৮	৩৫৬
৫৯। নাটোর-৩	৬২	২৯৫
৬০। নাটোর-৪	৮৫	৩৯৫
জেলা নাটোর :	৩০৮	১৩৭৪
৬১। সিরাজগঞ্জ-১	৬৯	৩২৩
৬২। সিরাজগঞ্জ-২	১০২	৪৭২
৬৩। সিরাজগঞ্জ-৩	৮৪	৩৭৩
৬৪। সিরাজগঞ্জ-৪	৭৮	৪২৮
৬৫। সিরাজগঞ্জ-৫	৭২	৩৪৩
৬৬। সিরাজগঞ্জ-৬	৫৬	২৬০
৬৭। সিরাজগঞ্জ-৭	৫৪	২৮২
জেলা সিরাজগঞ্জ :	৫১৫	২৪৮১

১		২	৪
৬৮।	পাবনা-১	৭৭	৪১০
৬৯।	পাবনা-২	৮২	৩৭৬
৭০।	পাবনা-৩	১১৬	৪২৯
৭১।	পাবনা-৪	৭০	৩৩৯
৭২।	পাবনা-৫	৯২	৪৩৭
জেলা পাবনা :		৪৩৭	১৯৯১
রাজশাহী বিভাগ :		৬,১৯৮	২৬,৯৫৬
৭৩।	মেহেরপুর-১	৫৯	২৯৬
৭৪।	মেহেরপুর-২	৫০	২৪২
জেলা মেহেরপুর :		১০৯	৫৩৮
৭৫।	কুষ্টিয়া-১	১০১	৩৮৪
৭৬।	কুষ্টিয়া-২	১১৩	৪৪৯
৭৭।	কুষ্টিয়া-৩	১০৮	৪১১
৭৮।	কুষ্টিয়া-৪	৯৬	৩৬৪
জেলা কুষ্টিয়া :		৪১৮	১৬০৮
৭৯।	চুয়াডাংগা-১	১২৪	৪৬০
৮০।	চুয়াডাংগা-২	১০০	৪২৩
জেলা চুয়াডাংগা :		২২৪	৮৮৩
৮১।	ঝিনাইদহ-১	৬৭	৩৩৬
৮২।	ঝিনাইদহ-২	৯৫	৪১৯
৮৩।	ঝিনাইদহ-৩	৮২	৩৩৬
৮৪।	ঝিনাইদহ-৪	৬৫	২৪১
জেলা ঝিনাইদহ :		৩০৯	১৩৩২
৮৫।	যশোহর-১	৪২	২৫১
৮৬।	যশোহর-২	৯৭	৪৩৭
৮৭।	যশোহর-৩	৮৮	৪৭২
৮৮।	যশোহর-৪	৮০	৪৬৬
৮৯।	যশোহর-৫	৬৮	৩১০
৯০।	যশোহর-৬	৪৪	২১৯
জেলা যশোহর :		৪১৯	২১৫৫

১	২	৩
৯১। মাগুড়া-১	৯৫	৪০৭
৯২। মাগুড়া-২	৯৩	৩৭৪
জেলা মাগুড়া :	১৮৮	৭৮১
৯৩। নড়াইল-১	৬৮	৩৬৯
৯৪। নড়াইল-২	৮৭	৪৩৩
জেলা নড়াইল :	১৫৫	৮০২
৯৫। বাগেরহাট-১	৮৪	৩৮৭
৯৬। বাগেরহাট-২	৮৩	৪০০
৯৭। বাগেরহাট-৩	৭১	৩৫৬
৯৮। বাগেরহাট-৪	৯৯	৫৩০
জেলা বাগেরহাট :	৩৩৭	১৬৭৩
৯৯। খুলনা-১	৭৯	২৮২
১০০। খুলনা-২	৬০	৩৩৩
১০১। খুলনা-৩	৫৪	৩২১
১০২। খুলনা-৪	৮২	৩৬৪
১০৩। খুলনা-৫	৯০	৪১৭
১০৪। খুলনা-৬	৮৯	৩৬৮
জেলা : খুলনা :	৪৫৪	২০৯৩
১০৫। সাতক্ষীরা-১	১২১	৪২৮
১০৬। সাতক্ষীরা-২	৯২	২৬৮
১০৭। সাতক্ষীরা-৩	৭৫	২৪৮
১০৮। সাতক্ষীরা-৪	৯৩	৩১৬
১০৯। সাতক্ষীরা-৫	৬৪	২৫১
জেলা সাতক্ষীরা :	৪৪৫	১৫১১
১১০। বরগুনা-১	৮৫	৫১৫
১১১। বরগুনা-২	৫১	২৭৯
১১২। বরগুনা-৩	৫৬	৩৪১
জেলা বরগুনা :	১৯২	১১৩৫

১	২	৩	৪
১১৩।	পটুয়াখালী-১	৯৫	৫৬৬
১১৪।	পটুয়াখালী-২	৫৯	৩৮০
১১৫।	পটুয়াখালী-৩	৭১	৪৪৬
১১৬।	পটুয়াখালী-৪	৫৬	২৮৬
জেলা পটুয়াখালী :		২৮১	১৬৭৮
১১৭।	ভোলা-১	৬৯	৩৯৬
১১৮।	ভোলা-২	৭৫	৪২৪
১১৯।	ভোলা-৩	৫৯	৩৮৫
১২০।	ভোলা-৪	৫৩	৩৯৬
জেলা ভোলা :		২৫৬	১৬০১
১২১।	বাখরগঞ্জ-১	৬৫	৩৩৮
১২২।	বাখরগঞ্জ-২	৭২	৪৫৫
১২৩।	বাখরগঞ্জ-৩	৬৯	৪০০
১২৪।	বাখরগঞ্জ-৪	৫৮	২৯০
১২৫।	বাখরগঞ্জ-৫	৯০	৪৭৪
১২৬।	বাখরগঞ্জ-৬	৫০	৩৭৬
জেলা বাখরগঞ্জ :		৪০৪	২৩৩৩
১২৭।	ঝালকাঠি-১	৫২	২৯৪
১২৮।	ঝালকাঠি-২	৯৭	৫০৬
জেলা ঝালকাঠি :		১৪৯	৮০০
১২৯।	পিরোজপুর-১	৯১	৫২৫
১৩০।	পিরোজপুর-২	৬৪	৩৩১
১৩১।	পিরোজপুর-৩	৫৫	৩১৭
জেলা পিরোজপুর :		২১০	১১৭৩
১৩২।	বাখরগঞ্জের সহিত পিরোজপুর	৮২	৩৯৬

১	২	৩	৪
খুলনা বিভাগ :--		৪,৬৩২	২২,৪৯২
১৩৩।	টাংগাইল-১	৬৫	৩৪৩
১৩৪।	টাংগাইল-২	৮৮	৪০২
১৩৫।	টাংগাইল-৩	৬৭	৩৫৭
১৩৬।	টাংগাইল-৪	৭৪	৪১৭
১৩৭।	টাংগইল-৫	১২৯	৬৪৯
১৩৮।	টাংগাইল-৬	৫৫	২৯৯
১৩৯।	টাংগাইল-৭	৭১	৩২৬
১৪০।	টাংগাইল-৮	৮৩	৪৫৬
জেলা টাংগাইল :		৬৩২	৩২৪৯
১৪১।	জামালপুর-১	৭৭	৩৬৭
১৪২।	জামালপুর-২	৭০	৩৩৫
১৪৩।	জামালপুর-৩	৮৬	৩৯৪
১৪৪।	জামালপুর-৪	৪২	২২৩
১৪৫।	জামালপুর-৫	৯৭	৪১৭
জেলা জামালপুর :		৩৭২	১৭৩৬
১৪৬।	শেরপুর-১	৮৭	৪৩১
১৪৭।	শেরপুর-২	৮০	৪০৪
১৪৮।	শেরপুর-৩	৮০	৩৩৯
জেলা শেরপুর :		২৪৭	১১৭৪
১৪৯।	ময়মনসিংহ-১	৬০	২৭৮
১৫০।	ময়মনসিংহ-২	১০২	৪৫৩
১৫১।	ময়মনসিহ-৩	৬২	৩৪৮
১৫২।	ময়মনসিংহ-৪	৯৭	৫১২
১৫৩।	ময়মনসিংহ-৫	৬২	৩৬৩
১৫৪।	ময়মনসিংহ-৬	৬৯	৩৮৬
১৫৫।	ময়মনসিংহ-৭	৭৩	৩৬১
১৫৬।	ময়মনসিংহ-৮	৬৩	৩১৬
১৫৭।	ময়মনসিংহ-৯	৭৬	৩৮০
১৫৮।	ময়মনসিংহ-১০	৭৭	৪৪২
১৫৯।	ময়মনসিংহ-১১	৫৯	৩১৫

১	২	৩	৪
জেলা ময়মনসিংহ :		৮০০	৪১৫৪
১৬০।	ময়মনসিংহের সহিত নেত্রকোনা :	১০৩	৪৩৬
১৬১।	নেত্রকোনা-১	৭৪	৩৯৪
১৬২।	নেত্রকোনা-২	৯৭	৩৯০
১৬৩।	নেত্রকোনা	৯৮	৪০৯
১৬৪।	নেত্রকোনা-৪	১০৪	৪০৭
জেলা নেত্রকোনা :		৩৭৩	১৬০০
১৬৫।	কিশোরগঞ্জ-১	৬৯	৪২৬
১৬৬।	কিশোরগঞ্জ-২	৪৮	২৫৭
১৬৭।	কিশোরগঞ্জ-৩	৫৯	২৯৩
১৬৮।	কিশোরগঞ্জ-৪	৯৪	৪০৮
১৬৯।	কিশোরগঞ্জ-৫	৯৭	৩৯৩
১৭০।	কিশোরগঞ্জ-৬	৮০	৩২৮
১৭১।	কিশোরগঞ্জ-৭	৮৩	৩৫৫
জেলা কিশোরগঞ্জ :		৫৩০	২৪৬০
১৭২।	মানিকগঞ্জ-১	৮১	৩২২
১৭৩।	মানিকগঞ্জ-২	৮৯	৩৫৭
১৭৪।	মানিকগঞ্জ-৩	৮৩	৩৭৭
১৭৫।	মানিকগঞ্জ-৪	৭৬	৩২৫
জেলা মানিকগঞ্জ :		৩২৯	১৩৮১
১৭৬।	মুন্সীগঞ্জ-১	৭১	৪০৪
১৭৭।	মুন্সীগঞ্জ-২	৭৪	৪৪৬
১৭৮।	মুন্সীগঞ্জ-৩	৭৫	৩৭২
১৭৯।	মুন্সীগঞ্জ-৪	৭৫	৩৭০
জেলা মুন্সীগঞ্জ :		২৯৫	১৫৯২

১	২	৩	৪
জেলা মুন্সীগঞ্জ :		২৯৫	১৫৯২
১৮০।	ঢাকা-১	৪৯	২২৬
১৮১।	ঢাকা-২	৭০	৩২৯
১৮২।	ঢাকা-৩	৯৩	৪১৯
১৮৩।	ঢাকা-৪	১৫৩	৪৪৯
১৮৪।	ঢাকা-৫	১০৩	৪৬৯
১৮৫।	ঢাকা-৬	৭৩	৩৫৩
১৮৬।	ঢাকা-৭	১০৬	৪৪৬
১৮৭।	ঢাকা-৮	৭৫	৩২৪
১৮৮।	ঢাকা-৯	৮৪	৩৪৫
১৮৯।	ঢাকা১০	৬৪	২৯৯
১৯০।	ঢাকা-১১	৮৪	৩৮৬
১৯১।	ঢাকা-১২	৮৫	৩৫৭
১৯২।	ঢাকা-১৩	৯৩	৪০২
জেলা ঢাকা :		১০৮২	৪,৮৪৪
১৯৩।	গাজীপুর-১	৮৮	৫৬০
১৯৪।	গাজীপুর-২	৮১	৫৪৬
১৯৫।	গাজীপুর-৩	৫৯	৩০৯
১৯৬।	গাজীপুর-৪	৫৩	২৬৯
জেলা গাজীপুর :		২৮১	১৬৮৪
১৯৭।	নরসিংদী-১	৭০	৩৩৩
১৯৮।	নরসিংদী-২	৫৪	২২৩
১৯৯।	নরসিংদী-৩	৪৯	২২৯
২০০।	নরসিংদী-৪	৮৫	৩৭২
২০১।	নরসিংদী-৫	১২৩	৩৭৭

১	২	৩	৪
জেলা নরসিংদী :		৩৮১	১৫৩৪
২০২।	নারায়ণগঞ্জ-১	৭৪	২৯২
২০৩।	নারায়ণগঞ্জ-২	৬৯	৩০৩
২০৪।	নারায়ণগঞ্জ-৩	৬২	২৫০
২০৫।	নারায়ণগঞ্জ-৪	৬৪	২৭৮
২০৬।	নারায়ণগঞ্জ-৫	৭৪	৩৬১
জেলা নারায়ণগঞ্জ :		৩৪৩	১৪৮৪
২০৭।	রাজবাড়ী-১	৮৪	৩৭৭
২০৮।	রাজবাড়ী-২	১২৯	৪৫৭
জেলা রাজবাড়ী		২১৩	৮৩৪
২০৯।	ফরিদপুর-১	১৩৬	৫১৭
২১০।	ফরিদপুর-২	৬২	২৮৩
২১১।	ফরিদপুর-৩	৭৯	৩৮১
২১২।	ফরিদপুর-৪	৬৫	৩২৬
২১৩।	ফরিদপুর-৫	৬৯	৩৩০
জেলা ফরিদপুর :		৪১১	১৮৩৭
২১৪।	গোপালগঞ্জ-১	৯৩	৪০৮
২১৫।	গোপালগঞ্জ-২	১১০	৪৪৫
২১৬।	গোপালগঞ্জ-৩	৭৭	২৯২
জেলা গোপালগঞ্জ :		২৮০	১১৪৫
২১৭।	মাদারীপুর-১	৭৯	৩৬১
২১৮।	মাদারীপুর-২	১১১	৫৩৯
২১৯।	মাদারীপুর-৩	১১০	৪৯৮
জেলা মাদারীপুর :		৩০০	১৩৯৮
২২০।	শরিয়তপুর-১	৯৮	৪৬৪
২২১।	শরিয়তপুর-২	৬১	২৭১
২২২।	শরিয়তপুর-৩	১২০	৫১৬
জেলা শরিয়তপুর :		২৭৯	১২৫১
ঢাকা বিভাগ :—		৭২৫০	৬৩,৭৯৩

১	২	৩	৪
২২৩।	সুনামগঞ্জ-১	১১৬	৪৫৫
২২৪।	সুনামগঞ্জ-২	৬৪	২৭৫
২২৫।	সুনামগঞ্জ-৩	৮৬	৩৮১
২২৬।	সুনামগঞ্জ-৪	৭৫	৩৩৩
২২৭।	সুনামগঞ্জ-৫	১১২	৪৬৫
জেলা সুনামগঞ্জ :		৪৫৩	১,৯০৯
২২৮।	সিলেট-১	১২১	৫৫০
২২৯।	সিলেট-২	১০০	৪৩৮
২৩০।	সিলেট-৩	৮৩	৩৩১
২৩১।	সিলেট-৪	৬০	২৭৬
২৩২।	সিলেট-৫	৮৩	৩০০
২৩৩।	সিলেট-৬	১১৮	৪৫৬
জেলা সিলেট :		৫৬৫	২৩৫১
২৩৪।	মৌলভীবাজার-১	৫৬	১৯০
২৩৫।	মৌলভীবাজার-২	৮১	৩৩১
২৩৬।	মৌলভীবাজার-৩	১৩৩	৪৫৫
২৩৭।	মৌলভীবাজার-৪	১১৫	৪৫১
জেলা মৌলভীবাজার :		৩৮৫	১৪২৭
২৩৮।	হবিগঞ্জ-১	১১৫	৩৮৯
২৩৯।	হবিগঞ্জ-২	১১৫	৩৫৭
২৪০।	হবিগঞ্জ-৩	৮২	৩০১
২৪১।	হবিগঞ্জ-৪	১১০	৪৮৮
জেলা হবিগঞ্জ :		৪২২	১৫৩৫
২৪২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	৫৭	২৫২
২৪৩।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	৮৪	৩৪০
২৪৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	১১৪	৫৫১
২৪৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	৭৭	৩৪০
২৪৬।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	৯৮	৫৪৫
২৪৭।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	৬৯	২৭০

১	২	৩	৪
জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া :		৪৯৯	২,২৯৮
২৪৮।	কুমিল্লা-১	৬৯	৩৩০
২৪৯।	কুমিল্লা-২	৭৯	৩৭৫
২৫০।	কুমিল্লা-৩	৯১	৪৪১
২৫১।	কুমিল্লা-৪	৬৬	৩২৯
২৫২।	কুমিল্লা-৫	৭২	৪১৯
২৫৩।	কুমিল্লা-৬	৫০	২৫০
২৫৪।	কুমিল্লা-৭	৫৮	৩১২
২৫৫।	কুমিল্লা-৮	৫৯	৩০৩
২৫৬।	কুমিল্লা-৯	৫০	২৮৯
২৫৭।	কুমিল্লা-১০	৭৩	৩৫৯
২৫৮।	কুমিল্লা-১১	৪২	২৬১
২৫৯।	কুমিল্লা-১২	৬৬	৩৪০
জেলা কুমিল্লা :		৭৭৫	৪,০০০
২৬০।	চাঁদপুর-১	৫৪	৩২৩
২৬১।	চাঁদপুর-২	৫৩	৩৬৫
২৬২।	চাঁদপুর-৩	৫৫	৩৭০
২৬৩।	চাঁদপুর-৪	৮২	৪৫৩
২৬৪।	চাঁদপুর-৫	৯২	৫০২
২৬৫।	চাঁদপুর-৬	৬১	৪২০
জেলা চাঁদপুর :		৩৯৭	২৪৩৩
২৬৬।	ফেণী-১	৭৫	৩৬২
২৬৭।	ফেণী-২	৯১	৪৭৯
২৬৮।	ফেণী-৩	৬৯	৩৭২
জেলা ফেণী :		২৩৫	১২১৩
২৬৯।	নোয়াখালী-১	৪৭	৩২৪
২৭০।	নোয়াখালী-২	৭৮	৬৫২
২৭১।	নোয়াখালী-৩	৩৫	২৫৫
২৭২।	নোয়াখালী-৪	৫৫	৩৮১
২৭৩।	নোয়াখালী-৫	৫৬	৩৭২
২৭৪।	নোয়াখালী-৬	৩৪	২৫৬

১	২	৩	৪
জেলা নোয়াখালী :		৩০৫	২,২৪০
২৭৫।	লক্ষ্মীপুর-১	৫৪	৩০২
২৭৬।	লক্ষ্মীপুর-২	৭৩	৪৫৮
২৭৭।	লক্ষ্মীপুর-৩	৬৮	৩৭০
২৭৮।	লক্ষ্মীপুর-৪	৫৯	৩৫২
জেলা লক্ষ্মীপুর :		২৫৪	১৪৮২
২৭৯।	চট্টগ্রাম-১	৮৫	৪৩৫
২৮০।	চট্টগ্রাম-২	৫৭	২৫০
২৮১।	চট্টগ্রাম-৩	৬৭	৩০০
২৮২।	চট্টগ্রাম-৪	৯৭	৪৬৪
২৮৩।	চট্টগ্রাম-৫	৭৮	৩৯২
২৮৪।	চট্টগ্রাম-৬	৭১	২৯৩
২৮৫।	চট্টগ্রাম-৭	৬৮	৩২৯
২৮৬।	চট্টগ্রাম-৮	৭৭	৩৯২
২৮৭।	চট্টগ্রাম-৯	৮৫	৪৩৫
২৮৮।	চট্টগ্রাম-১০	৮১	৪০৬
২৮৯।	চট্টগ্রাম-১১	৮০	৩৬১
২৯০।	চট্টগ্রাম-১২	৭৪	৩৫৪
২৯১।	চট্টগ্রাম-১৩	৬১	২৫৪
২৯২।	চট্টগ্রাম-১৪	৮৮	৪৯৯
২৯৩।	চট্টগ্রাম-১৫	৮৩	৩৬৮
জেলা চট্টগ্রাম :		১,১৫২	৫,৫৩২
২৯৪।	কক্সবাজার-১	৬৯	৩৭৬
২৯৫।	কক্সবাজার-২	৬৪	৩২০
২৯৬।	কক্সবাজার-৩	৮৮	৩৬১
২৯৭।	কক্সবাজার-৪	৫৪	২৫৭
জেলা কক্সবাজার :		২৭৫	১,৩১৪
২৯৮।	খাগড়াছড়ি	১১৭	৪৭৪
জেলা খাগড়াছড়ি :		১১৭	৪৭৪
২৯৯।	পার্বত্য রাংগামাটি	১৪২	৫৪২
জেলা পার্বত্য রাংগামাটি :		১৪২	৫৪২
৩০০।	পার্বত্য বান্দরবন	৯৮	২৮৬
জেলা বান্দরবন :		৯৮	২৮৬
বিভাগের মোট :—		৬০৭৪	২৯,০৩৬

পরিশিষ্ট-২০

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

বিভাগ ভিত্তিক পোলিং পার্সোনেলের তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	পোলিং অফিসারের সংখ্যা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	রাজশাহী বিভাগ	৬,১৯৮	২৬,৯৫৬	৫৩,৯১২	৮৭,০৬৬
২।	খুলনা বিভাগ	৪,৬৩২	২২,৪৯২	৪৪,৯৮৪	৭২,১০৮
৩।	ঢাকা বিভাগ	৭,২৫০	৩৩,৭৯৩	৬৭,৫৮৬	১,০৮,৬২৯
৪।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৬,০৭৪	২৯,০৩৬	৫৮,০৭২	৯৩,১৮২
	মোট :—	২৪,১৫৫	১,১২,২৭৬	২,২৪,৫৫২	৩,৬০,৯৮৫

জাতীয় সংসদ নির্বাচন/১৯৯১ এর বিভাগ ভিত্তিক পোলিং পার্সোনেলদের তালিকা

রাজশাহী বিভাগ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সংখ্যা	পোলিং অফিসারের সংখ্যা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পঞ্চগড়	১৮৭	৭০১	১৪০২	২২৯০
২।	ঠাকুরগাঁও	২৪৩	৯০২	১৮০৪	২৯৪৯
৩।	দিনাজপুর	৫৭২	২২৮৫	৪৫৭০	৭৪২৭
৪।	নিলফামারী	৩৩১	১৪১৬	২৮৩২	৪৫৮০
৫।	লালমনিরহাট	২২৫	১০০১	২০০২	৩২২৮
৬।	রংপুর	৪৭৭	২২৩৩	৪৪৬৬	৭১৭৬
৭।	কুড়িগ্রাম	৪২৩	১৬৭৭	৩৩৫৪	৫৪৫৪
৮।	গাইবান্ধা	৫১৭	২১৯২	৪৩৮৪	৭০৯৩
৯।	জয়পুরহাট	১৯০	৭৯৮	১৫৯৬	২৫৮৪
১০।	বগুড়া	৫৮৪	২৭১১	৫৪২২	৮৭১৭
১১।	নওয়াবগঞ্জ	৩৩১	১১৯৪	২৩৮৮	৩৯১৩
১২।	নওগাঁ	৪৫২	২০৩৫	৪০৭০	৬৫৫৭
১৩।	রাজশাহী	৪০৬	১৯৬৫	৩৯৩০	৬৩০১
১৪।	নাটোর	৩০৮	১৩৭৪	২৭৪৮	৪৪৩০
১৫।	সিরাজগঞ্জ	৫১৫	২৪৮১	৪৯৬২	৭৯৫৮
১৬।	পাবনা	৪৩৭	১৯৯১	৩৯৮২	৬৪১০
	রাজশাহী বিভাগের মোট :	৬১৮৯	২৬৯৫৬	৫৩৯১২	৮৭০৬৬

খুলনা বিভাগ

১।	মেহেরপুর	১০৯	৫৩৮	১০৭৬	১৭২৩
২।	কুষ্টিয়া	৪১৮	১৬০৮	২৩১৬	৫২৪২
৩।	চুয়াডাংগা	২২৪	৮৮৩	১৭৬৬	২৮৭৩
৪।	ঝিনাইদহ	৩০৯	১৩৩২	২৬৬৪	৪৩০৫
৫।	যশোহর	৪১৯	২১৫৫	৪৩১০	৬৮৮৪
৬।	মাগুড়া	১৮৮	৭৮১	১৫৬২	২৫৩১
৭।	নড়াইল	১৫৫	৮০২	১৬০৪	২৫৬১
৮।	বাগেরহাট	৩৩৭	১৬৭৩	৩৩৪৬	৫৩৫৬
৯।	খুলনা	৪৫৪	২০৯৩	৪১৮৬	৬৭৩৩

১	২	৩	৪	৫	৬
১০।	সাতক্ষীরা	৪৪৫	১৫১১	৩০২২	৪৯৭৮
১১।	বরগুনা	১৯২	১১৩৫	২২৭০	৩৫৯৭
১২।	পটুয়াখালী	২৮১	১৬৭৮	৩৩৫৬	৫৩১৫
১৩।	ভোলা	২৫৬	১৬০১	৩২০২	৫০৫৯
১৪।	বাখরগঞ্জ	৪০৪	২৩৩৩	৪৬৬৬	৭৪০৩
১৫।	ঝালকাঠি	১৪৯	৮০০	১৬০০	২৫৪৯
১৬।	পিরোজপুর	২১০	১১৭৩	২৩৪৬	৩৭২৯
১৭।	বাখরগঞ্জ সহিত পিরোজপুর	৮২	৩৯৬	৭৯২	১২৭০
	খুলনা বিভাগের মোট :—	৪৬৩২	২২৪৯২	৪৪৯৮৪	৭২১০৮

ঢাকা বিভাগ

১।	টাংগাইল	৬৩২	৩২৪৯	৬৪৯৮	১০৩৭৯
২।	জামালপুর	৩৭২	১৭৩৬	৩৪৭২	৫৫৮০
৩।	শেরপুর	২৪৭	১১৭৪	২৩৪৮	৩৭৬৯
৪।	ময়মনসিংহ	৮০০	৪১৫৩	৮৩০৬	১৩২৫৯
৫।	ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা	১০৩	৪৩৬	৮৭২	১৪১১
৬।	নেত্রকোনা	৩৭৩	১৬০০	৩২০০	৫১৭৩
৭।	কিশোরগঞ্জ	৫৩০	২৪৬০	৪৯২০	৭৯১০
৮।	মানিকগঞ্জ	৩২৯	১৩৮১	২৭৬২	৪৪৭২
৯।	মুন্সিগঞ্জ	২৯৫	১৫৯২	৩১৮৪	৫০৭১
১০।	ঢাকা	১০৮২	৪৮৪৪	৯৬৮৮	১৫৬১৪
১১।	গাজীপুর	২৮১	১৬৮৪	৩৩৬৮	৫৩৩৩
১২।	নরসিংদী	৩৮০	১৫৩৪	৩০৬৮	৪৯৮২
১৩।	নারায়ণগঞ্জ	৩৪৩	১৪৮৪	২৯৬৮	৪৭৯৫
১৪।	রাজবাড়ী	২১৩	৮৩৪	১৬৬৮	২৭১৫
১৫।	ফরিদপুর	৪১১	১৮৩৭	৩৬৭৪	৫৯২২
১৬।	গোপালগঞ্জ	২৮০	১১৪৫	২২৯০	৩৭১৫
১৭।	মাদারীপুর	৩০০	১৩৯৮	২৭৯৬	৪৪৯৪
১৮।	শরীয়তপুর	২৭৯	১২৫২	২৫০৪	৪০৩৫
	ঢাকা বিভাগের মোট :—	৭২৫০	৩৩৭৯৩	৬৭৫৮৬	১০৮৬২৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	সুনামগঞ্জ	৪৫৩	১৯০৯	৩৮১৮	৬১৮০
২।	সিলেট	৫৬৫	২৩৫১	৪৭০২	৭৬১৮
৩।	মৌলভী বাজার	৩৮৫	১৪২৭	২৮৫৪	৪৬৬৬
৪।	হবিগঞ্জ	৪২২	১৫৩৫	৩০৭০	৫০২৭
৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪৯৯	২২৯৮	৪৫৯৬	৭৩৯৩
৬।	কুমিল্লা	৭৭৫	৪০০০	৮০০০	১২৭৭৫
৭।	চাঁদপুর	৩৯৭	২৪৩৩	৪৮৬৬	৭৬৯৬
৮।	ফেণী	২৩৫	১২১৩	২৪২৬	৩৮৭৪
৯।	নোয়াখালী	৩০৫	২২৪০	৪৪৮০	৭০২৫
১০।	লক্ষ্মীপুর	২৫৪	১৪৮২	২৯৬৪	৪৭০০
১১।	চট্টগ্রাম	১১৫২	৫৫৩২	১১০৬৪	১৭৭৪৮
১২।	কক্সবাজার	২৭৫	১৩১৪	২৬২৮	৪২১৭
১৩।	খাগড়াছড়ি	১১৭	৪৭৪	৯৪৮	১৫৩৯
১৪।	পার্বত্য রাংগামাটি	১৪২	৫৪২	১০৮৪	১৭৬৮
১৫।	বান্দরবন	৯৮	২৮৬	৫৭২	৯৫৬
	চট্টগ্রাম বিভাগের মোট:	৬০৭৪	২৯০৩৬	৫৮০৭২	৯৩১৮২

পরিশিষ্ট-২১
জাতীয় জরুরী
নির্বাচন অভ্যন্তরীণ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ তারিখ: ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
২রা মাঘ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে
তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৫

বিষয়: জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৪, তারিখ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/২৪শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার অব্যবহিত পর আপনাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও ২ জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবেন। কেননা তাহাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে

প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনবোধে দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মচারীগণকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিবেন। সহকারী জজগণকেও তাঁহাদের নিজ নিজ সদরে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।

৩। উচচ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকেও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা চলিবে। মহিলা ভোটকেন্দ্রে, যদি সম্ভব হয়, ভোটগ্রহণের জন্য মহিলা প্রিজাইডিং অফিসার, মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের কর্মদক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

৪। ভোটগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের সময় গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯ ধারার অনুধারার প্রতি আপনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অনুধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন তবে, তাহাকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া বিতর্কিত বা যে সমস্ত কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে সেই সমস্ত কর্মকর্তা বা শিক্ষকদিগকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

৫। রিটার্নিং অফিসারদের সুবিধার্থে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রের একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হইল (পরিশিষ্ট-'ক')। এই নমুনা অনুযায়ী নিয়োগপত্রের প্রয়োজনীয়-সংখ্যক অনুলিপি স্থানীয়ভাবে ছাপাইয়া লইবেন। ছাপানোর খরচ মিটাইবার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের দক্ষতার উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল সেইহেতু উক্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য স্বল্পমেয়াদী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যাপারে জেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারদিগকে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ যাহাতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধির সহিত ভালভাবে পরিচিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করিতে পারেন তাহার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতেছে। উক্ত পুস্তিকার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের মধ্যে বিতরণের জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ভালভাবে অনুধাবন করিবার জন্য আপনি তাহাদিগকে পরামর্শ দিবেন। উক্ত পুস্তিকা প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের ২/৩ দিন পর একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদানের জন্য নির্দেশ দিবেন। প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ে পুস্তিকায় সন্নিবেশিত নির্দেশাবলী তাহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা, নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে তাহা যাচাই করিয়া লইবেন। যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কর্মকর্তা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ কোন নির্দেশ বা উহার অংশবিশেষ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই তখন প্রশিক্ষণদাতা উহা তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এই প্রশিক্ষণের কাজ ভোটগ্রহণের অন্ততঃ ৪/৫ দিন পূর্বে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে।

৬। এই কমিশন সচিবালয়ের ৩নং পরিপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কি প্রতীক কোন্ রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা যথাসময়ে রিটার্নিং অফিসারদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে। কমিশন ৯০টি প্রতীক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দ করিয়াছেন। কোন্ রাজনৈতিক দলের অনুকূলে কি প্রতীক সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা পরিশিষ্ট—'খ'তে উল্লেখ করা হইল। প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন্ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন সে সম্পর্কে দলিলাদির দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করিবেন। কারণ উহা তাঁহার নির্বাচনী প্রচারণার কাজে প্রয়োজন হইবে।

৭। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নিম্নলিখিত প্রতীকসমূহ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য মজুদ রহিয়াছে :—

(১) আলমারী
(২) বৈয়ম
(৩) বেলুন
(৪) বাঁশের ঝুড়ি
(৫) ব্যাটারী
(৬) বেঞ্চ
(৭) বেল
(৮) পান
(৯) ইট
(১০) দালান
(১১) খাঁচা
(১২) ক্যামেরা
(১৩) ফুলকপি
(১৪) কুমীর
(১৫) ডালিম
(১৬) একতারা
(১৭) বৈদ্যুতিক বাল্ব
(১৮) ফ্লাস্ক
(১৯) কড়াই
(২০) ফুলের মালা
(২১) বড়শী
(২২) ঝুমঝুমি
(২৩) কামরাংগা
(২৪) কেতলি
(২৫) খাট
(২৬) চিংড়ী মাছ
(২৭) ম্যাচ বাক্স
(২৮) মাথাল
(২৯) মাইক
(৩০) মোড়া
(৩১) মগ
(৩২) মূলা
(৩৩) পেয়াজ
(৩৪) কমলালেবু
(৩৫) পীড়ি
(৩৬) থালা
(৩৭) আংটি
(৩৮) রকেট
(৩৯) কড়াৎ
(৪০) সেলাই মেশিন
(৪১) শীলপাটা
(৪২) চামুচ
(৪৩) স্যুটকেস
(৪৪) টেবিল ঘড়ি
(৪৫) টিফিন ক্যারিয়ার
(৪৬) লাটিম
(৪৭) ফুলের টব
(৪৮) পানির গ্লাস
(৪৯) বাঁশী
(৫০) হাতঘড়ি

৮। উল্লেখিত প্রতীকসমূহ হইতে আপনি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। পূর্বেই জানানো হইয়াছে যে, একই প্রতীকের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানাইলে আপনি তাহাদেরকে সমঝোতায় আসার জন্য অনুরোধ জানাইবেন। তাহারা সমঝোতায় আসিতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনবোধে আপনি লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। লটারী প্রাইজবণ্ড ড্র পদ্ধতিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

৯। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এ প্রতীক, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম এবং অন্যান্য কয়েকটি বিধি ইতিমধ্যে সংশোধন করা হইয়াছে যাহা ৩০শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হইল।

১০। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ

উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:—

১। সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৫। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৬। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মিহির সারওয়ার মোর্শেদ

সহকারী সচিব (নির্বাচন-২)

ফোন: { ৩২৫০০৬—১০/১৪
৩২৬৯৬৮ }

পরিশিষ্ট ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র

জেলার নাম .....নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর .....

ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান .....ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যা.....

যে সমস্ত ভোটার-এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সেই সমস্ত এলাকার নাম:

১। .....

২। .....

৩। .....

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯ ধারার (১) উপ-ধারা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে, আমি.....

..... নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিলাম:

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করিবেন।
১	২	৩	৪
১।	১।	১।	১। .....
		২।	
	২।	১।	
		২।	
	৩।	১।	
		২।	
	৪।	১।	
		২।	

স্থান:.....

তারিখ:.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

পরিশিষ্ট খ

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীক
১	২	৩
১।	ন্যাশনাল পেট্রিয়টিক পার্টি	উড়োজাহাজ
২।	ফ্রীডম পার্টি	কুড়াল
৩।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৪।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	বই
৫।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
৬।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	দেওয়াল ঘড়ি
৭।	বাংলাদেশ ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল	নারিকেল (ডাব)
৮।	জাতীয় তরুন সংঘ	কেজটুপী
৯।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	ঘোড়া
১০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর)	কুঁড়েঘর
১১।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	কুলা
১২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
১৩।	বাংলাদেশ সামাজিক সংসদ	আম
১৪।	জেহাদ পার্টি	কলসী
১৫।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ
১৬।	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	তারা
১৭।	বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি	আনারস
১৮।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	দাঁড়িপাল্লা
১৯।	জাতীয় ইসলামিক দল	পাগড়ী
২০।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)	বাই-সাইকেল
২১।	ইউনাইটেড পিপলস পার্টি	গরুর গাড়ী
২২।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
২৩।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	চেয়ার
২৪।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	গাভী
২৫।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	খেজুর গাছ
২৬।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	হাতি
২৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগোদল)	মাছ
২৮।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	ফুটবল

১	২	৩
২৯।	ডেমোক্র্যাটিক লীগ	হুকা
৩০।	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবা সংস্থা (সিফসা)	কাঁঠাল
৩১।	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	চাবি
৩২।	বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল	প্রদীপ
৩৩।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	ঘুড়ি
৩৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খালেকুজ্জামান)	তালা
৩৫।	জাতীয় পার্টি	লাংগল
৩৬।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	কোদাল
৩৭।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ (মাহবুব)	রিক্সা
৩৮।	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
৩৯।	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	মই
৪০।	জনশক্তি পার্টি	বাস
৪১।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	ছড়ি
৪২।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	কাস্তে
৪৩।	নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি	চশমা
৪৪।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	তরবারি
৪৫।	বাংলাদেশ রিপাবলিক্যান পার্টি	টেবিল
৪৬।	জাতীয় জনতা পার্টি (আবুল খায়ের)	হরিণ
৪৭।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	বাঘ
৪৮।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	ছাতা
৪৯।	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	নলকূপ
৫০।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	উট
৫১।	জাতীয় গণতন্ত্রী দল (জাগদ)	চাকা
৫২।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	বালতি
৫৩।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	কাপ-পিরিচ
৫৪।	বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ (সামাদ)	ঢেঁকি
৫৫।	জাতীয় পল্লী দল	হাঁস
৫৬।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	দোয়াত-কলম
৫৭।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	চরকা
৫৮।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	পাঞ্জা (হাত)
৫৯।	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর/পায়রা

১	২	৩
৬০।	জনতামুক্তি পার্টি	উদীয়মান সূর্য
৬১।	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
৬২।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	মোরগ
৬৩।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	প্রজাপতি
৬৪।	বাংলাদেশ জনতা দল	জাহাজ
৬৫।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজুল হক শাজাহান)	পাওয়ার টিলার
৬৬।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	চাঁদ
৬৭।	ঐক্য প্রক্রিয়া	সিংহ
৬৮।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	নোংগর
৬৯।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি	ময়ূর
৭০।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	কলার ছড়া
৭১।	৭ দলীয় সংগ্রামী জোট	পেঁপে
৭২।	বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ	আপেল
৭৩।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	তীর ও ধনুক
৭৪।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (সাদেকুর রহমান)	রেডিও
৭৫।	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি	রেল ইঞ্জিন
৭৬।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ) (নুর মোহাম্মদ কাজী)	টেলিভিশন
৭৭।	ইসলামী ঐক্য জোট	মিনার
৭৮।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	ঠেলাগাড়ী
৭৯।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	টেলিফোন
৮০।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	টিয়াপাখী
৮১।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	শংখ
৮২।	আইডিয়াল পার্টি (আই, পি)	বৈদ্যুতিক পাখা
৮৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ ইনু)	মশাল
৮৪।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	পদ্মফুল
৮৫।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	হাতপাখা
৮৬।	মুসলিম পিপলস পার্টি	হেলিকপ্টার
৮৭।	সমতা পার্টি	বৈঠা
৮৮।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	পালকী
৮৯।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	ট্রাক
৯০।	পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি	মোটর গাড়ী

পরিশিষ্ট-২২

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

প্রিজাইডিং অফিসারের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী

ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন প্রিজাইডিং অফিসার। তাঁহার সততা, নিষ্ঠা এবং আইনানুগ আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। সকল প্রকার প্রভাবের উর্দ্ধে থাকিয়া সততা, ন্যায়নীতি, নিষ্ঠা, আইন/বিধি মোতাবেক সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁহার উপর নির্ভরশীল। ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রিজাইডিং অফিসারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—

** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্দেশাবলী সম্বলিত পুস্তিকা বার বার পাঠ করিয়া উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় ইহা অপরিহার্য।

** নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পরই প্রিজাইডিং অফিসারকে তাহার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের সহিত মিলিত হইয়া ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করিতে হইবে। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ভোটগ্রহণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা তিনি যথাসময়ে গ্রহণ করিবেন। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন।

** দূরবর্তী ভোটকেন্দ্রগুলিতে নির্বাচনী মালামাল এবং ব্যালট পেপারসহ যাহাতে যথাসময়ে পৌঁছা যায় তাহা নিশ্চিত করণার্থে ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার আগের রাত্রিতেই ভোটকেন্দ্রে পুলিশসহ অবস্থান গ্রহণ করিবেন। তবে রাতে অবস্থানকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার এজেন্ট অথবা সমর্থকদের নিকট হইতে আহারাদি বা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ এই ধরনের সুবিধা গ্রহণ আইনতঃ দণ্ডনীয়।

** ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের পূর্বরাত হইতে অবস্থান গ্রহণ না করিলে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনতম পক্ষে ২ ঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসারকে সকল নির্বাচনী মালামাল এবং সহকর্মীদের লইয়া পুলিশ প্রহরায় ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হইবে। অতঃপর ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। ভোটকেন্দ্রের 800 গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রার্থী যাহাতে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন এবং নির্বাচনী প্রচারণামূলক কোন তৎপরতা চালাইতে না পারেন তাহাও প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করিবেন।

** ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য ভোটকক্ষের গোপনস্থান এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন কোন ভোটার ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য প্রবেশ করিলে বাহির হইতে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া দেখা না যায়। অর্থাৎ এই গোপন স্থান নির্মাণের জন্য এমন সামগ্রী (যথা—কাপড়, বাঁশের বেড়া ইত্যাদি) ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তি বাহির হইতে ভিতরে না দেখিতে পারে।

** ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ন্যূনতমপক্ষে আধঘণ্টা পূর্বে খালি ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টদিগকে দেখাইতে হইবে। অতঃপর সকলের সম্মুখে উহা সীল গালা করিয়া ভোটগ্রহণের জন্য যথাস্থানে রাখিতে হইবে। এরপর তিনি কতসংখ্যক ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে ভোটগ্রহণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও আইনানুগ উপস্থিত সকলকে দেখাইতে হইবে।

** ভোটকেন্দ্রের সকল কর্তৃত্বের অধিকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ মানিয়া চলিবেন। ভোটকক্ষে উপস্থিত পোলিং এজেন্টগণ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ভোটদান পর্যবেক্ষণ করিবেন।

** কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ভোটার কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা যাইবে না। প্রত্যেক ভোটার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক যাচাই নিরীক্ষা কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য ভোটারের নাম এবং ক্রমিক নম্বর শোনামাত্র প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে রেকর্ডকৃত তথ্যাদি এক পলকে দেখিয়া লইবেন এবং ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অর্থাৎ ভোটারের বয়স, পেশা, ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি আছে কিনা তাহা সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যাচাই করিবেন। কোন ভোটারের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হইলে ভোটার তালিকায় রেকর্ডকৃত পাঁচটি তথ্য সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি প্রকৃতই ভোটার কিনা তাহা নিশ্চিত হইবেন।

** ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহের পূর্বে তাঁহার আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগাইবেন। ভোটার ভোট প্রদানের পর যখন সংরক্ষিত গোপনীয় স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া মার্কিং সিল ফেরত দিবেন তখন প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহার আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির ছাপ রহিয়াছে কিনা তাহা অবশ্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

** ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হয় এবং উহা যদি পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয় অথবা ব্যালট বাক্স যদি ছিনতাই হইয়া যায় অথবা হারাইয়া যায় অথবা কেহ যদি নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে তিনি ভোটগ্রহণ বন্ধ করিতে পারিবেন। তবে ভোটগ্রহণ বন্ধ করার সাথে সাথে তিনি উহা রিটার্নিং অফিসারকে জানাইবেন।

** ভোটকেন্দ্রে কেহ যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বা বে-আইনী কাজে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে ভোটকেন্দ্র হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন।

** ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই ভোটগণনার কাজ প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটকেন্দ্রেই সম্পন্ন করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোন স্থানে ভোট গণনার কাজ সম্পন্ন করা চলিবে না।

** প্রিজাইডিং অফিসার যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে তিনি স্ব-উদ্যোগে অথবা উপস্থিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টের অনুরোধক্রমে ফলাফল পুনঃ গণনা করিতে পারিবেন (অবশ্য যদি উক্ত অনুরোধ ন্যায়-সংগত বলিয়া মনে হয়)।

** ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিজাইখিডং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদিগকে ভোট গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের হিসাবের সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যেক বিবরণী, প্যাকেট ইত্যাদিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের দস্তখত গ্রহণ করিবেন। তাহারা যদি উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে তাহাদের সীলমোহরসংযুক্তি করিতে চাহেন তবে তাহাও করিতে দিতে হইবে।

** ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী মালামাল যাহাতে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সংগে ঢোকানো যায় সেজন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ আগে থেকেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন। ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসারকে ব্যালট পেপারসহ ফরম ও প্যাকেটসমূহ উপজেলা সদরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার কিংবা জেলা সদরে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রে নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমোদন ছাড়া তাঁহারা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

পরিশিষ্ট-২৩
পরিশিষ্ট 'ক'

প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি প্রয়োজন হইবে তাহার তালিকা।

১ম ভাগ

(১) ব্যালট বাক্স	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ছোট ২টি অথবা বড় একটি]
(২) ভোটার তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি]
(৩) ব্যালট পেপার	[ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দিবেন তত ব্যালট পেপার]
(৪) অমোচনীয় কালি	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি এবং কেন্দ্রের সব কয়টি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি উদ্বৃত্ত]
(৫) রাবারের সীলমোহর (অফিসিয়াল চিহ্ন)	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৬) ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য রাবারের সীলমোহর।	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং কেন্দ্রের সমস্ত কক্ষের জন্য একটি অথবা ২টি উদ্বৃত্ত]
(৭) ষ্ট্যাম্প প্যাড	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৮) গালা	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউণ্ডের এক বাক্স]
(৯) পিতলের সীলমোহর	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১০) ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১১) মণিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি ছোট চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

ফরম

২য় ভাগ

(১) ফরম-১২ চেলেঞ্জড ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(২) ফরম-১৩ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(৩) ফরম-১৪ ভোট গণনার বিবরণী	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১৫টি]
(৪) ফরম-১৫ ব্যালট পেপারের হিসাব	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১২টি]
(৫) আদেশের ২০(২) ধারার বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার (রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট সরবরাহ করিবেন)।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

প্যাকেট

(১)	প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য দুইটি উদ্বৃত্ত]
(২)	প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৩)	প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ এবং প্যাকেট-২ রাখিবার জন্য প্রধান প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৪)	প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৫)	প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৬)	প্যাকেট-৬	টেণ্ডার্ড ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে। যে কক্ষে টেণ্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হইবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করিবেন]।
(৭)	প্যাকেট-৭	সকল প্যাকেট-৬ রাখিবার জন্য প্রধান প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৮)	প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। এই সকল প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে]।
(৯)	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১০)	প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১১)	প্যাকেট-১১	টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১২)	প্যাকেট-১২	আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১৩)	প্যাকেট-১৩	ভোট গণনার হিসাব রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১৪) প্যাকেট-১৪ ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২ টি]

(১৫) প্যাকেট-১৫ বিবিধ কাগজপত্র রাখিবার প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি]

৩য় ভাগ

(১)	বল পয়েন্ট কলম	[প্রতি কর্মকর্তার জন্য স্থানীয়ভাবে ক্রয় করিতে হইবে। একটি করিয়া]	
(২)	আধা দিস্তা সাদা কাগজ ও দুই সিট কার্বন কাগজ	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৩)	ছুরি—(১টি)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৪)	সুঁই—(বড় সাইজের একটি)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৫)	সুতা—(ছোট এক বল)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৬)	মোমবাতি- (বড় সাইজের ৬টির এক প্যাকেট)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৭)	গামপট	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]	ঐ
(৮)	দিয়াশলাই	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]	ঐ

(৯) হ্যারিকেন—(ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে দশ টাকা নগদ প্রদান করিলে তাঁহারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যারিকেন ভাড়া করিয়া কাজ চালাইতে পারিবেন)।

১০। মুড়িপত্র হইতে ব্যালট পেপার পৃথক করিবার জন্য প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি লোহা বা প্লাষ্টিক অথবা বাঁশের তৈরী পাত।

১১। দেওয়ালপত্র—(ক) "প্রবেশ" "বাহির"

"ভোটকক্ষ নং.....(পুরুষ)"

"ভোটকক্ষ নং.....(মহিলা)" লিখিত প্লাকার্ড।

(খ) "প্রিজাইডিং অফিসার", সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার,"

"পোলিং অফিসার," "পোলিং এজেন্ট" লিখিত প্লাকার্ড।

৪র্থ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যে সকল আসবাবপত্র রাখিতে হইবে :—

(১) টেবিল,

(২) চেয়ার,

(৩) বেঞ্চ,

(৪) প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে গোপনকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন, সেই কক্ষ চাদর, চট অথবা চাঁটাই দ্বারা নির্মাণ করা যাইতে পারে। স্কুল গৃহের শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ড দ্বারা গোপনকক্ষ নির্মাণ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার সময় কেহ যেন দেখিতে না পায়।

পরিশিষ্ট-২৪

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫ (৩)/১৯৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ — তারিখঃ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং। / ১৫ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে / ৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭ / ৮১৫৩৬৭ / বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।
২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।
৩। জেলা প্রশাসক ..... (সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৬

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের শেষ তারিখ এবং নির্বাচনী মালামাল ভোটকেন্দ্রের মধ্যে বিতরণের হার ইত্যাদি প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৫, তারিখ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১/ ২রা মাঘ, ১৩৯৭-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সহকারী জজদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থিত ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিয়াছে। সুতরাং আপনি প্রয়োজনবোধে সহকারী জজদিগকে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারেন। এই সচিবালয় কর্তৃক জারীকৃত ৫নং পরিপত্রে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকেও আপনি প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন।

২। আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা গেজেটে প্রকাশের জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/২০শে মাঘ, ১৩৯৭ তারিখের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগের কাজ শেষ করিয়া এই কমিশন সচিবালয়কে তারবার্তার মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

৩। আগামী ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে বিভিন্ন প্রকারের ফরম, ইনভেলাপ এবং পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি ঢাকাস্থ গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং প্রেস হইতে বিভিন্ন জেলা সদরে সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং

উল্লেখিত প্রেস হইতে সকল প্রকার ফরম, ইনভেলাপ এবং পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য আপনি অথরিটিসহ জেলা নির্বাচন অফিসারকে (একজন) অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। কোন্ তারিখে কোন্ জেলার জন্য ফরম, ইনভেলাপ, পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

ঢাকা হইতে নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করিবার তারিখ	যে সমস্ত জেলা সদরের নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে সেই সমস্ত জেলার নাম
১	২
৬-২-১৯৯১	১। পঞ্চগড়, ২। ঠাকুরগাঁও, ৩। নিলফামারী, ৪। নওগাঁ, ৫। ঝালকাঠি, ৬। ভোলা, ৭। বরগুনা, ৮। পটুয়াখালী, ৯। কিশোরগঞ্জ, ১০। নেত্রকোনা, ১১। শরীয়তপুর, ১২। মাদারীপুর, ১৩। জামালপুর, ১৪। বান্দরবান, ১৫। রাংগামাটি, ১৬। খাগড়াছড়ি, ১৭। দিনাজপুর, ১৮। লালমনিরহাট, ১৯। কুড়িগ্রাম, ২০। নওয়াবগঞ্জ, ২১। বরিশাল, ২২। পিরোজপুর, ২৩। সাতক্ষীরা, ২৪। বাগেরহাট, ২৫। শেরপুর, ২৬। গোপালগঞ্জ, ২৭। ময়মনসিংহ, ২৮। মুন্সিগঞ্জ, ২৯। সুনামগঞ্জ, ৩০। মৌলভীবাজার, ৩১। হবিগঞ্জ, এবং ৩২। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
৭-২-১৯৯১	১। রংপুর, ২। গাইবান্ধা, ৩। জয়পুরহাট, ৪। সিরাজগঞ্জ, ৫। মেহেরপুর, ৬। কুষ্টিয়া, ৭। যশোহর, ৮। নড়াইল, ৯। কক্সবাজার, ১০। ফরিদপুর, ১১। টাংগাইল, ১২। নারায়ণগঞ্জ, ১৩। গাজীপুর, ১৪। সিলেট, ১৫। রাজবাড়ী, ১৬। চাঁদপুর, ১৭। নোয়াখালী, ১৮। বগুড়া, ১৯। রাজশাহী, ২০। নাটোর, ২১। পাবনা, ২২। চুয়াডাংগা, ২৩। ঝিনাইদহ, ২৪। মাগুরা, ২৫। খুলনা, ২৬। লক্ষ্মীপুর, ২৭। নরসিংদী, ২৮। ঢাকা, ২৯। ফেনী, ৩০। চট্টগ্রাম, ৩১। মানিকগঞ্জ এবং ৩২। কুমিল্লা।

৪। ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন রকমের ফরম, ইনভেলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী ব্যবহৃত হইবে। প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য কি পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে তাহা পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা হইল। আপনি যথাসময়ে উল্লেখিত হারে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

৫। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২১ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে যে কোন প্রার্থী সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত নোটিশ নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানার উল্লেখ থাকিতে হইবে। নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যে কোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং তাহার স্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। যদি কোন নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু হয় তাহা হইলেও তাহার স্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে ঐ ব্যক্তিকে সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইবার গুণাগুণ সম্পন্ন হইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিবেন না সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া আইনের চোখে গণ্য হইবেন।

৬। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ ২২(১) ধারার বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। উক্ত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাঁহাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আপনি প্রিজাইডিং অফিসারকে ইহা জানাইয়া দিবেন যে, একটি ভোটকক্ষের জন্য কোন প্রার্থীর একাধিক পোলিং এজেন্ট যেন তিনি গ্রহণ না করেন। কারণ ইহাতে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৭। উল্লেখিত গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে করিবার বিধান রহিয়াছে। মনে রাখিবেন যে, যদি কোন প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৪ ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ-সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করিয়া গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানাইয়া দিয়াছে যে, আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (বুধবার) তারিখে সকাল ৮-০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫-০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হইবে। সুতরাং আপনি ভোট-গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য ২০-২-১৯৯১ তারিখের মধ্যে গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি এই কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৯। প্রিজাইডিং অফিসার কি কি অবস্থায় ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন তাহা গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৫ ধারার (১) উপ-ধারায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যদি উক্ত ধারায় উল্লেখিত যে কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে সাথে সাথে তিনি তাহা রিটার্নিং অফিসারকে জানাইবেন। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে ভোটগ্রহণ বন্ধ হইবার সংবাদ পাইবার সাথে সাথে আপনি উক্ত ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে টেলিফোন, টেলিগ্রাম এবং টেলেক্সের মাধ্যমে জানাইবেন।

১০। যে কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ হইয়াছে সেই কেন্দ্রের ফলাফল বাদে যদি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বাকী ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত না হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন নূতন করিয়া উক্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য একটি দিন ও সময় ধার্য করিয়া গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। মনে রাখিবেন, এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রাধীন সকল ভোটার ভোট দিতে পারিবেন এবং বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনে যে সমস্ত ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গণনা করা চলিবে না।

১১। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ ধারায় ডাকযোগে ভোটদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা ডাকযোগে ভোট দিতে পারিবেন এবং কি পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন তাহা উক্ত ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের করণীয় কি তাহাও বিশদভাবে উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক উক্ত ধারার বিষয়বস্তু ভাল করিয়া পাঠ করিবেন।

১২। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হইবে। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত ব্যালট বাক্স জেলা নির্বাচন অফিসারগণ সংরক্ষণ করিতেছেন। আপনি আপনার জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সংগ্রহ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। এই বিতরণের কাজ আপনি নিজেও করিতে পারেন কিংবা আপনার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমেও করিতে পারেন। এই ব্যাপারে জেলা নির্বাচন অফিসার আপনাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করিবেন। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর ব্যালট বাক্সসমূহ যথাস্থানে ফেরত পৌঁছানোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করিবেন।

১৩। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০(২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসম্বলিত পোষ্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করিতে হইবে। সুতরাং, আপনি অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোষ্টার ছাপাইয়া ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

১৪। কোন কোন জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট কিছুসংখ্যক পিতলের সীল মজুদ রহিয়াছে। সুতরাং, পিতলের সীল সরবরাহের সময় মোট প্রয়োজন হইতে এই মজুদকৃত সীল বাদ দিয়া সরবরাহ করা হইবে। কাজেই জেলা নির্বাচন অফিসারগণ তাহাদের হাতে মজুদ সীলের সংখ্যা যোগ করিয়া ভোটকেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। কিছু কিছু নির্বাচন সামগ্রী যথা—বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, ছুরি, সুঁই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, হারিকেন, দেয়াল-পত্র ["প্রবেশ", "বাহির", "ভোটকক্ষ নং.....(পুরুষ)", "ভোটকক্ষ নং .....(মহিলা)", "প্রিজাইডিং অফিসার", সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার", "পোলিং অফিসার" ইত্যাদি] জেলা নির্বাচন অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করিবেন। উল্লেখিত নির্বাচনী সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের জন্য অতিসত্বরই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

১৬। পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, পরিপত্র নং ৫-এ প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ কোর্স ভোটগ্রহণের ৪/৫ দিন পূর্বে শেষ করার নির্দেশ ছিল। সকল দিক বিচার-বিবেচনান্তে এই প্রশিক্ষণের কাজ ভোটগ্রহণের দিনের ন্যূনতম পক্ষে ৭ দিন পূর্বে শেষ করিবার জন্য কমিশন নির্দেশ দিয়াছে। সুতরাং, আপনি কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করিবেন।

১৭। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমেদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৭। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৮। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া,
সহকারী সচিব (নির্বাচন—১)।

ফোন : অফিস ৩১৭১৮৮
৮১৫২১২-১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২।

পরিশিষ্ট 'ক'

প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের যে সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয় তাহার তালিকা।

১ম ভাগ

(১)	ব্যালট বাক্স	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ছোট ২টি অথবা বড় একটি]
(২)	ভোটার তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি]
(৩)	ব্যালট পেপার	[ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দিবেন তত ব্যালট পেপার]
(৪)	অমোচনীয় কালি	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি এবং কেন্দ্রের সব কক্ষ ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি উদ্বৃত্ত]
(৫)	রাবারের সীলমোহর (অফিসিয়াল চিহ্ন)	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৬)	ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য রাবারের সীলমোহর।	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং কেন্দ্রের সমস্ত কক্ষের জন্য একটি অথবা ২টি উদ্বৃত্ত]
(৭)	ষ্ট্যাম্প প্যাড	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৮)	গালা	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউণ্ডের এক বাক্স]
(৯)	পিতলের সীলমোহর	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১০)	ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১১)	বণিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি ছোট চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

২য় ভাগ

ফরম

(১)	ফরম-১২ টেণ্ডার ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(২)	ফরম-১৩ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(৩)	ফরম-১৪ ভোট গণনার বিবরণী	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১৫টি[
(৪)	ফরম-১৫ ব্যালট পেপারের হিসাব	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১২টি]
(৫)	আদেশের ২০(২) ধারার বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রের প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার (রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট সরবরাহ করিবেন)।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

প্যাকেট

(১)	প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখিবার জন্য প্যাকেট।]	[প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য দুইটি উদ্বৃত্ত]
(২)	প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৩)	প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ এবং প্যাকেট-২ রাখিবার জন্য প্রধান প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৪)	প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৫)	প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৬)	প্যাকেট-৬	টেণ্ডার ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে। যে কক্ষে টেণ্ডার ভোট প্রদত্ত হইবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করিবেন]
(৭)	প্যাকেট-৭	সকল প্যাকেট-৬ রাখিবার জন্য প্রধান প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৮)	প্যাকেট-৮	আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। এই সকল প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে]।
(৯)	প্যাকেট-৯	চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১০)	প্যাকেট-১০	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়ি-পত্র রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি)]
(১১)	প্যাকেট-১১	টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১২)	প্যাকেট-১২	আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১৩)	প্যাকেট-১৩	ভোট গণনার হিসাব রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(১৪)	প্যাকেট-১৪	ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১৫) প্যাকেট-১৫ বিবিধ কাগজপত্র রাখিবার প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি]

৩য় ভাগ

(১) বল পয়েন্ট কলম [প্রতিটি কর্মকর্তার জন্য স্থানীয় ভাবে ক্রয় করিতে হইবে। একটি করিয়া]

(২) আধা দিস্তা সাদা কাগজ ও দুই সিট কার্বন কাগজ। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য] —ঐ—

(৩) ছুরি—(১টি) [প্রতি কেন্দ্রের জন্য] —ঐ—

(৪) সুঁই—(বড় সাইজের একটি) [প্রতি কেন্দ্রের জন্য] —ঐ—

(৫) সুতা—(ছোট এক বল) [প্রতি কেন্দ্রের জন্য] —ঐ—

(৬) মোমবাতি—(বড় সাইজের ৬টির এক প্যাকেট) [প্রতি কেন্দ্রের জন্য] —ঐ—

(৭) গামপট— [প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি] —ঐ—

(৮) দিয়াশলাই— [প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি] —ঐ—

(৯) হ্যারিকেন—(ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে দশ টাকা নগদ প্রদান করিলে তাহারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যারিকেন ভাড়া করিয়া কাজ চালাইতে পারিবেন)।

(১০) মুড়িপত্র হইতে ব্যালট পেপার পৃথক করিবার জন্য প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি লোহা বা প্লাষ্টিক অথবা বাঁশের তৈরী পাত।

(১১) দেওয়ালপত্র—(ক) "প্রবেশ "বাহির"

"ভোটকক্ষ নং..... (পুরুষ)"

"ভোটকক্ষ নং..... (মহিলা)" লিখিত প্লাকার্ড।

(খ) "প্রিজাইডিং অফিসার," "সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার,"

"পোলিং অফিসার," "পোলিং এজেন্ট" লিখিত প্লাকার্ড।

৪র্থ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যে সকল আসবাবপত্র রাখিতে হইবে :—

(১) টেবিল,

(২) চেয়ার,

(৩) বেঞ্চ,

(৪) প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে গোপনীকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন সেই কক্ষ চাদর, চট অথবা চাঁটাই দ্বারা নির্মাণ করা যাইতে পারে। স্কুল গৃহের শ্রেণীকক্ষে ব্লাক বোর্ড দ্বারা গোপনকক্ষ নির্মাণ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার সময় কেহ যেন দেখিতে না পায়।

পরিশিষ্ট-২৫

অতীব জরুরী

নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং
৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব নির্বাচন।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৮

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের সীল প্রেরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৫(৩)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ, তারিখ ১৪-২-৯১ ইং/০১-১১-৯৭ বাং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, অপনার প্রেরিত প্রতিনিধিদের (জেলা নির্বাচন অফিসার) নিকট ব্যালট পেপার, অমোচনীয় কালি, ষ্ট্যাম্প প্যাড, গালা ইত্যাদি ছাড়াও তিন রকমের সীল (অফিসিয়াল সীল, মার্কিং সীল এবং পিতলের সীল) প্রেরণ করা হইল। প্রেরিত এই তিনটি সীলের মধ্যে অফিসিয়াল সীল এবং ব্রাস সীলে নিরাপত্তামূলক নম্বর (কোড মার্ক) রহিয়াছে। সুতরাং, আপনি এই সীল ২টি প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের সময় কোন্ কেন্দ্রের জন্য কি নম্বরের সীল সরবরাহ করিয়াছেন তাহা বিতরণ রেজিষ্টারে লিখিয়া রাখিবেন এবং প্রত্যেক সীলের ছাপও নিরাপদ স্থানে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

২। এই সকল সীল ভোটকেন্দ্রে সরবরাহের জন্য চটের থলি প্রেরণ করা হইল। আপনি প্রত্যেক কেন্দ্রের সীল থলিতে আবদ্ধ করিয়া সীল গালা করিবেন এবং ভোটগ্রহণ শেষে ঐ থলিতেই সীল গালা করিয়া প্রিজাইডিং অফিসারকে ফেরত দিতে বলিবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের পক্ষে পিতলের সীল থলিতে ভর্তি করা সম্ভব হইবে না কারণ উহার দ্বারাই সীল ভর্তি থলি তাঁহাকে গালার সাহায্যে সীল করিতে হইবে। কাজেই পিতলের সীলটি পৃথকভাবে পাঠানোর জন্য প্রিজাইডিং অফিসারকে নির্দেশ দান করিবেন।

৩। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমেদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৭। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৮। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকারিয়া,
সহকারী সচিব (নির্বাচন—১)।

ফোন: অফিস ৮১২৭৮৬
৮১৫২১২—১৬।২৫
বাসা ৪০৪৮৯২

পরিশিষ্ট-২৬

আচরণ বিধি-সম্পর্কিত মত বিনিময় সভায় যোগদানকারী রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের তালিকা।

১। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল),
২। জনতা মুক্তি পার্টি,
৩। বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ,
৪। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি,
৫। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি, এন, পি),
৬। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের),
৭। বাংলাদেশ জন পরিষদ,
৮। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন,
৯। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ,
১০। ইসলামী ঐক্য জোট,
১১। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (নূর মোহাম্মদ কাজী),
১২। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মাহবুব),
১৩। ডেমোক্র্যাটিক লীগ,
১৪। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি,
১৫। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি,
১৬। ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ,
১৭। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু),
১৮। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন),
১৯। জাতীয় মুক্তি দল,
২০। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি,
২১। ফ্রীডম পার্টি,
২২। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ (ফয়েজ বক্স),
২৩। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল,
২৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস,
২৫। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল,
২৬। যুক্তফ্রন্ট,
২৭। গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট,
২৮। জাতীয় জনতা পার্টি,
২৯। বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস্ পার্টি,
৩০। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাজাহান সিরাজ),
৩১। কৃষক শ্রমিক পার্টি,
৩২। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী),
৩৩। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব),

৩৪। বাংলাদেশ খাদেম পার্টি,

৩৫। বাংলাদেশ হিন্দু লীগ,

৩৬। বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি,

৩৭। ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক পার্টি,

৩৮। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান),

৩৯। জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ),

৪০। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল,

৪১। জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট,

৪২। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েনউদ্দিন),

৪৩। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি,

৪৪। জাকের পার্টি,

৪৫। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি,

৪৬। খেলাফৎ মজলিশ,

৪৭। বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ,

৪৮। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট,

৪৯। বাংলাদেশ জনতা দল,

৫০। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ,

৫১। বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল,

৫২। বাংলাদেশ বেকার পার্টি,

৫৩। বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ,

৫৪। আইডিয়াল পার্টি,

৫৫। বাংলাদেশ খেলাফৎ আন্দোলন,

৫৬। বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ (সামাদ),

৫৭। বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল,

৫৮। বাংলাদেশ ন্যাশনাল খেলাফৎ পার্টি,

৫৯। বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী),

৬০। বাংলাদেশ বেকার সমাজ,

৬১। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবাসংঘ,

৬২। হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট,

৬৩। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম,

৬৪। জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট,

৬৫। বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি,

৬৬। গণতন্ত্রী পার্টি,

৬৭। বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল।

পরিশিষ্ট-২ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন—১৯৯১

রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে—এ মর্মে পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের জন্য অনুসরণীয় কিছু বিধি-বিধান প্রণয়নের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ আবার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সংগে সাক্ষাত করে-এ সংক্রান্ত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্য এবং দাখিলকৃত লিখিত প্রস্তাবনা সংকলন করে নির্বাচন কমিশন একটি খসড়া আচরণবিধি প্রণয়ন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কর্তৃক অনুসরণযোগ্য এই নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ এন, ই, সি, মিলনায়তনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি জনাব মোহম্মদ আবদুর রউফ-এর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংকলিত খসড়া আচরণবিধির প্রতি সমর্থন জানান। এছাড়াও তাঁরা আচরণবিধি প্রণয়নে আরো কিছু গঠনমূলক ও মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন। এ সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য সুপারিশগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত আচরণবিধি সংকলন করেছে। এই আচরণবিধি অনুসরণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল অংগীকারাবদ্ধ হন এবং এর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন:—

(১) নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন ও বিধি-বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

(২) স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্ব শর্ত। কিন্তু কেবলমাত্র আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃংখল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে এ ব্যাপারে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

(৩) কেবল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকলেই চলবে না, সংগে সংগে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

(৪) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীকে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(৫) নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে—যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে ও অবাধে নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

(৬) এমনকিছু করা যাবে না—যাতে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ ব্যাহত হয়। নির্বাচনী প্রচারণা যাতে উত্তপ্ত বাকযুদ্ধে পরিণত না হয়, সেইজন্য সকল রাজনৈতিক দলকে বাক্‌সংযম ও পরতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

(৭) নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীর সমালোচনা করা স্বাভাবিক, তবে অশালীন ও উস্কানিমূলক বক্তব্য-বিবৃতি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। এই লক্ষ্যে নির্বাচনকালে একদল অন্যদল সম্পর্কে এমন কোন বক্তব্য রাখবে না, যাতে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিরোধ ও সংঘাতের উপক্রম হয়; তবে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী সমন্বয় কমিটি দ্বারা উত্তেজনা প্রশমন ও বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

(৮) সকল রাজনৈতিক দলকেই সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। দলীয় শক্তির প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোন দল কোনরকম সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে না। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সকল রাজনৈতিক দল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে। নির্বাচনী প্রচারণাকালে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রে কিংবা ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে যদি কোন ব্যক্তি অস্ত্রসহ পুলিশের নিকট ধরা পড়ে, তবে তাকে ছাড়ানোর জন্য কোন রাজনৈতিক দল কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবে না।

(৯) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড করা যাবে না।

(১০) যে কোন ধরণের নির্বাচনী অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য নিকটস্থ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহয়তা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) অর্থ বা প্রলোভনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ছাড়া অন্য ভোটারদের জন্য কোনরকম যানবাহন ভাড়া বা ব্যবহার করা নির্বাচনী অপরাধ—এ সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

(১২) পেশীশক্তির সাহায্যে ভোটকেন্দ্র দখল বা ভোটকেন্দ্রে কোনরকম অবৈধ তৎপরতার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহের অপচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে হবে। অবৈধভাবে সংগৃহীত ভোট কোন কাজে আসবে না। নির্বাচন কমিশন এই সকল কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল করে দেবে।

(১৩) নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট সংগ্রহের স্বার্থে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী এলাকার কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না।

(১৪) অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করা যাবে না।

(১৫) ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে বা নিষিদ্ধচৌহদ্দির মধ্যে কোন দলের নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এবং ভোট-কেন্দ্রের মধ্যে কোন প্রকার প্রচারমূলক তৎপরতা চালানো যাবে না।

(১৬) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। রাজনৈতিক দলসমূহকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাঁদের দলীয় কর্মীগণ যেন ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরফেরা না করেন। কেবল পোলিং এজেন্টগণ নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

সকল রাজনৈতিক দল যদি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সংগে এই আচরণবিধি মেনে চলে, তবে তা দেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এভাবে নির্বাচিত একটি গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বৈধতা প্রশ্নাতীতভাবে বিতর্কের উর্দ্ধে থাকবে বলে নির্বাচন কমিশন মনে করে।

পরিশিষ্ট-২৮

CCHRB প্রণীত Election Observation Report-

এর আচরণ বিধি সম্পর্কিত মন্তব্য :

Negotiations with political parties and candidates

The most heralded achievement of the Election Commission was the announcement of a 16-point code of conduct for the political parties and candidates. This was a result of discussions and negotiations with the different political parties and candidates. The Commission had discussions with representatives of 67 political parties, including all the major parties, with a view to bringing them to a consensus on how to behave during elections. The code urged the political parties to refrain from making provocative and discourteous statements. The code was announced on January 26, 1991.

পরিশিষ্ট-২১

CCHRB প্রণীত Election Observation
Report-এর আচারণ বিধি সম্পর্কিত মন্তব্য :
Situation changed suddenly

The two major political parties arranged their large political rallies at two different places of Dhaka City. Workers and supporters of each of the parties marched along the roads from each corner of the city in processions to attend the rallies. Opponent processionists crossed each other and sometimes walked side-by-side, chanting slogans. But there was no violence, no attacks, no instigation, not even an exchange of hot words. This kind of peaceful co-existence of the two large political party workers and supporters was uncommon. It was first observed that a unique culture of tolerance, important for democratic practice, had been evolving. This tolerance among political party workers and supporters remained till the end of the election.

This change began with the acceptance of a code of conduct for the political parties. The agreement among different political parties to follow a given set of norms decided in the process of discussion in a series of meetings arranged by the Election Commission reflected an urge for a peaceful campaign. The Election Commission formally declared the 16-point code of conduct. This unanimous acceptance of a Code of Conduct was a deviation from the normal practice of disagreement among different political parties.

পরিশিষ্ট-৩০

Legal empowerment of the Election Commission

The caretaker Government promulgated an ordinance empowering the Election Commission to control the services and activities of all the government and non-government officers and persons engaged in carrying out election duties. Thus, the Election Commission enjoyed absolute power in directing persons commissioned to conduct a free and fair election. The officials requisitioned for election services and functions had less chance for dereliction or negligence of duty. Because of making punishment for election offences stricter, the chances of violation orders of the Election Commission were fewer, This law, known as the Election officials (Special Rules) Ordinance, 1990 was promulgated through government gazette notification on December 26, 1990. This ordinance kept the election officials alert in the course of performing their duties, as was observed during discussions with them at different levels throughout the month of February. It was clear that enactment of strict law and firm determination to implement the law lessened malpractices that were seen in the previous election.

রবিবার, জানুয়ারী ৬, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২২শে পৌষ, ১৩৯৭/৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১

নং ৭-পাব—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্বারা ২১শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং/৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখে প্রণীত এবং এতদসংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991

অধ্যাদেশ নং ৪, ১৯৯১

Representation of the People Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই অধ্যাদেশ The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1990 নামে অভিহিত হইবে।

২। **P. O. No. 155 of 1972 এ নূতন Article 44AA এর সন্নিবেশ।**—Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972), অতঃপর উক্ত Order বলিয়া উল্লিখিত, এর Article 44A এরপর নিম্নরূপ নূতন Article 44AA সন্নিবেশিত হইবে:—

"44AA. (1) Every contesting candidate shall submit to the Returning Officer, within seven days next following the withdrawal day, a statement, in the prescribed form, of the probable sources of fund to meet his election expenses showing—

(a) the sum to be provided by him from his own income and the sources of such income;

(b) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from his relations and the sources of their income;

(c) the sum to be borrowed, or received as voluntary contribution, from any other person;

(d) the sum to be received as voluntary contribution from any political party, organisation or association;

(e) the sum to be received from any other source.

Explanation.—In this clause, "relations" mean spouse, parents, sons, daughters, brothers and sisters.

(2) The statement under clause (1) shall be accompanied by a statement in the prescribed form, of the contesting candidate's assets and liabilities and his annual income and expenditure and, if he is an income-tax assessee, a copy of the income-tax return last submitted by him.

(3) A copy of the statement submitted under clause (1), together with a copy of the statement and the return mentioned in clause (2), shall be sent by the contesting candidate to the Commission by registered post at the time of their submission to the Returning Officer.

(4) If the contesting candidate receives any sum from any source other than any of the sources mentioned in his statement submitted under clause (1), he shall, within three days after receipt of such sum, submit a supplementary statement to the Returning Officer showing the sum so received and the source from which it is received, and a copy of such statement shall be sent by him to the Commission by registered post at the time of its submission to the Returning Officer."।

৩। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44B এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 44B এর—

(ক) clause (2) তে "two thousand" শব্দগুলির পরিবর্তে "five thousand" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (3) তে "one lakh" শব্দগুলির পরিবর্তে "three lakh" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) clause (4) এ "fourteen days" শব্দগুলির পরিবর্তে "seven days" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) clause (5) এ "five hundred" শব্দগুলির পরিবর্তে "one hundred" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44C এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 44C এর—

(অ) clause (1) এ—

(ক) "sixty-five days" শব্দগুলির পরিবর্তে "fifteen days" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-clause (a) তে "by him" শব্দগুলির পর "each day" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) sub-clause (e) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-clause (e) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(e) a statement of all sums received from any sources, together with evidence of such receipts, for the purpose of election expenses, specifying the name of every such source.";

(আ) clause (2) এর পর নিম্নরূপ clause (3) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(3) A copy of the return submitted under clause (1), together with a copy of the affidavit mentioned in clause (2), shall be sent by the election agent to the Commission by registered post at the time of their submission to the Returning Officer."।

৫। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 44D এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 44D এর—

(অ) clause (1) এ "The return and document submitted under Article 44C" শব্দগুলি, সংখ্যা ও অক্ষরের পরিবর্তে "The statement, return and document submitted under Articles 44AA and 44C" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, অক্ষরগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) clause (2) তে "any return" শব্দগুলির পরিবর্তে "any statement, return" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 52 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 52 এর clause (2) এ "Commission shall" শব্দগুলির পর ", within fifteen days of its receipt," শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৭। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 73 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 73 তে—

(ক) "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to Taka one thousand, or with both" শব্দগুলির ও কমাগুলির পরিবর্তে "rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(খ) clauses (2) এবং (2A) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clauses গুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(2) has not any election expenses from any source other than sources specified by the contesting candidate in the statement or the supplementary statement submitted under Article 44AA ;

(2A) contravenes the provisions of Article 44B ;

(2B) is guilty of bribery, personation or undue influence ;"।

৮। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 74 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 74 এ—

(ক) "punishable with fine which may extend to Taka five hundred" শব্দগুলির পরিবর্তে "punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(খ) clause (2)তে "Article" শব্দটির পর "44AA or" সংখ্যাগুলি, অক্ষরগুলি ও শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 78 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 78 এর clause (2)তে "rigorous imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Taka one thousand or with both" শব্দগুলির পরিবর্তে "rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than two years, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 79 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 79 এ "punishable with fine which may extend to Taka two hundred and fifty" শব্দগুলির পরিবর্তে "punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall not be less than six months, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 80 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 80 তে "three months, or with fine which may extend to Taka two hundred and fifty, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "three years and shall not be less than six months, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **P.O. No. 155 of 1972 এর Article 81 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 81 এর—

(ক) clause (1) এ "imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) clause (2) তে "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to taka one thousand, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and shall not be less than three years, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 82 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 82 তে "six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years and shall not be less than one year, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 83 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 83 তে "six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years and shall not be less than one year, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 84 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 84 এ "six months, or with fine which may extend to Taka five hundred, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years and shall not be less than one year, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 85 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 85 এ "with fine which may extend to Taka five hundred" শব্দগুলির পরিবর্তে "with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to Taka five thousand, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 86 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 86 এ "two years, or with fine which may extend to Taka one thousand, or with both" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "five years and shall not be less than one year, and also with fine" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **P. O. No. 155 of 1972 এর Article 87 এর সংশোধন।**—উক্ত Order এর Article 87 এর clause (1) (a) তে "termination of" শব্দসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

১১। P.O. No. 155 of 1972 এর Article 88 এর বিলোপ।—উক্ত Order এর Article 88 বিলুপ্ত হইবে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

ঢাকা: ২১-৯-১৩৯৭ বাং
৫-১-১৯৯১ ইং

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঁইয়া
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট-৬২

অতীব জরুরী
নির্বাচন অত্রাধিকার।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং।
৮ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং।

চেলেক্স : ৬৭২০৯০ ইলেক্ট বি জে
তার : ইলেকশন।
দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭, ৩১৭০৩৮, বাসা ৮৯২৯১৪
প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ১

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ এবং নির্বাচনী সময়-সূচীর গণ-বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত সময়সূচী ঘোষণা করিয়াছে :—

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	: ১০-১-৯১ ইং/২৬-৯-৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	: ১২-১-৯১ ইং/২৮-৯-৯৭ বাং (শনিবার)
(গ)	প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	: ২১-১-৯১ ইং/০৭-১০-৯৭ বাং (সোমবার)
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ	: ২৭-২-৯১ ইং/১৪-১১-৯৭ বাং (বুধবার)

২। জারীকৃত তফসিলে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/২৬শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার)-এর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন প্রার্থী বা তাঁহার প্রস্তাবক অথবা তাঁহার সমর্থক ১০ই জানুয়ারী, ১৯৯১-এর পূর্ববর্তী কোন দিবসে আপনার নিকট বা আপনার অধীনস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে আসেন তাহা হইলে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ১১(১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপনি উহা গ্রহণ করিবেন এবং আপনার সহকারী রিটার্নিং অফিসারদিগকেও গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৩। অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়ের সংকীর্ণতাহেতু নতুন করে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত নির্বাচনী এলাকার তালিকার ভিত্তিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ্ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত তালিকা ১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশের পর বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাভুক্ত প্রশাসনিক ইউনিটসমূহে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তাহা বিবেচনায় রাখা যাইবে না। অন্য কথায় ১৯৮৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার বিস্তৃতি যাহা ছিল তাহাই অটুট থাকিবে অর্থাৎ উহার বিস্তৃতি বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইবে না।

৪। সংসদ্ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন আপনাকে রিটার্নিং অফিসার এবং আপনার অধীনস্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারদিগকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা নির্বাচন অফিসারদিগকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিয়া ২১-১২-৯০ ইং তারিখে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার নিকট প্রেরণ করা হইবে। এই বিজ্ঞপ্তির আলোকে আপনি আপনার অধীনস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়া দিবেন। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ আইন ও বিধি মোতাবেক আপনাকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, আপনার অধীনে থাকিয়া, প্রয়োজনবোধে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১১ ধারার (২) এবং (৩) উপ-ধারায় বিধান রহিয়াছে যে, নির্বাচন কমিশন সংসদ্ নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, রিটার্নিং অফিসারগণ তাঁহাদের আওতাভুক্ত নির্বাচনী এলাকাসমূহের জন্য পৃথক পৃথক গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। উক্ত গণ-বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচীর উল্লেখ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান ও সময় উল্লেখ করিয়া একই গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র আহ্বান করিতে হইবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মনোনয়নপত্র আপনাদের অফিস চলাকালীন সময় অর্থাৎ সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। গণ-বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহে টাংগাইয়া দিবেন এবং অনুলিপি আপনার ও আপনার অধীনস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের অফিসেও টাংগাইয়া দিবেন।

৬। গণ-বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা আপনার কাজের সুবিধার্থে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হইল।

৭। যে সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচন অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োজিত হইয়াছেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও তাঁহারা অন্যান্য জেলা নির্বাচন অফিসারদের ন্যায় রিটার্নিং অফিসারের স্টাফ অফিসার হিসাবেও কাজ করিবেন। যদি কোন জায়গায় জেলা নির্বাচন অফিসারের সংখ্যা একাধিক হয়, তবে আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন একজন নির্বাচন অফিসারকে আপনার স্টাফ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

৮। নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার নিকট প্রেরণ করা হইবে।

৯। এই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, জাতীয় সংসদ্ সচিবালয়।
৯। [illegible] কমিশনার.....(সকল)।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।
১১। উপজেলা [illegible] অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।
১২। জেলা নির্বাচন [illegible].....(সকল)।
১৩। থানা শিক্ষা অফিসার, টাংগাইল, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১৪। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের [illegible] কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া,
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)।
ফোন : ৮১৫২১২-১৬/২৫
৩২৫০০৩-১০/২৫।

পরিশিষ্ট ক

গণ-বিজ্ঞপ্তি

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে আমি, ... অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ/জেলা প্রশাসক ..... এবং রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, জাতীয় সংসদ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন বিগত ১৫-১২-৯০ ইং/৩০-৮-৯৭ বাং তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ভোটারদিগকে স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন জাতীয় সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী ঘোষণা করিয়াছে :--

(ক) রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ : ১০-১-৯১ ইং/২৬-৯-৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার)

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ : ১২-১-৯১ ইং/২৮-৯-৯৭ বাং (শনিবার)

(গ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ : ২১-১-৯১ ইং/০৭-১০-৯৭ বাং (সোমবার)

(ঘ) ভোটগ্রহণের তারিখ : ২৭-২-৯১ ইং/১৪-১১-৯৭ বাং (বুধবার)

২। পূর্বোল্লিখিত আদেশের ১১ ধারার (৩) উপ-ধারা অনুসারে ..... নির্বাচনী এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও জানাইতেছি যে, আগামী ১০-১-৯১ ইং/২৬-৯-৯৭ বাং (বৃহস্পতিবার) তারিখ সকাল ১০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে আমার এবং আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসার/অফিসারদের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে।

.....

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ/
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ/
জেলা প্রশাসক, ...

এবং

রিটার্নিং অফিসার
নির্বাচনী এলাকা নং .....

অতীব জরুরী
নির্বাচন অধিকার।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৯(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং।
১৬ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৭২০৯০ ইলেক্ট বি জে
ফাক্স : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৩১৭০৩৮
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ২

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১–মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থীদের যোগ্যতা/অযোগ্যতা সম্পর্কে।

মহোদয়,

আমি আদিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে জারীকৃত ১ নং পরিপত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানাইতেছি যে, যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৪ ধারা অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার ক্ষমতা আপনার উপর অর্পিত, সেহেতু আপনার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাঁহাদের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হইবার পর পরই সতর্কতার সহিত আপনার নিকট প্রেরণ করেন সেই বিষয়ে আপনি সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ দিবেন। মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনগত দিক পর্যায়ক্রমে আপনার কার্যব্যবস্থার জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

২। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২ ধারার ১ উপধারায় এবং সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ-সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার একজন ভোটার তাঁহার নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য নির্বাচনে উপরে বর্ণিত আদেশের ১২ ধারার (১) উপ-ধারা এবং সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব ও সমর্থন করিতে পারেন।

৩। উক্ত আদেশের ১৩এ ধারায় একজন প্রার্থী সর্বমোট পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। পাঁচের অধিক নির্বাচনী এলাকায় কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর সকল নির্বাচনী এলাকায় দাখিলকৃত মনোনয়ন-পত্রসমূহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রার্থীকে পাঁচের অধিক নির্বাচনী এলাকায় সংসদ-সদস্য হিসাবে প্রার্থী হন নাই মর্মে মনোনয়নপত্রের সংগে সংযোজিত ঘোষণাপত্রে স্বীকারোক্তিমূলক অক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

৪। **জামানত :** আদেশের ১৩ ধারা অনুসারে প্রার্থীকে অথবা প্রার্থীর পক্ষে বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মারফত জামানত হিসাবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালান কিম্বা ব্যাংক রসিদ মনোনয়নপত্রের সংগে সংযোজিত করিয়া দাখিল করিতে হইবে। অথবা প্রার্থী স্বয়ং কিম্বা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নগদে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় জমা দিতে হইবে। জামানত হিসাবে ব্যাংকে কিম্বা ট্রেজারী/সাব-ট্রেজারীতে "৮৮-বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় জমা—(১) বেসামরিক জমা নির্বাচন সংক্রান্ত জমা" সরকারী খাতে জমা দিতে হইবে। একটি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে তাঁহাকে শুধু একটি জামানত প্রদান করিতে হইবে। নগদে অথবা ব্যাংক রসিদ অথবা ট্রেজারী চালান মারফত প্রাপ্ত জামানতের হিসাব বিবরণী রিটার্নিং অফিসারকে ২ নং ফরমে নির্ধারিত রেজিস্টারে সন্নিবেশিত করিতে হইবে এবং নগদে প্রাপ্ত অর্থ উপরে বর্ণিত সরকারী খাতে জমা দিতে হইবে। আদেশের ১২ ধারার ৬ এবং ৬এ ধারা অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, দাখিলের তারিখ ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে এবং ইহার পর রিটার্নিং অফিসার কোথায় এবং কখন মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উল্লেখ করিয়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে জানাইয়া দিবেন। ইহা ছাড়া রিটার্নিং অফিসার নিজের আফিসে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লেখিত প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তাহার বিবরণী সম্বলিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারকে তাঁহার কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে টাংগাইয়া জারী করিতে হইবে।

৪। **প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :** সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন ; এবং

(খ) তাহার বয়স ২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব হয়।

৫। কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন ;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিম্বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন ;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;

(ঙ) আইনের দ্বারা পদাধীকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা

(চ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

তবে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

৬। ১৯৭২ সনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর ১২(১) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্য পদে নির্বাচনের বা সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন, যদি তিনি—

(ক) প্রজাতন্ত্রের অথবা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (তবে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের আওতা বহির্ভূত রাখা হইয়াছে) ;

(খ) কোন সরকার সমিতি ও সরকারের মধ্যকার চুক্তি ব্যতীত অন্য কোন সরকারী কাজ সম্পাদনের জন্য কোন চুক্তিতে তাহার নিজের অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অথবা কোন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনরূপ স্বার্থ বা লাভের প্রশ্ন জড়িত থাকে ;

(গ) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকেন।

ইহা ছাড়াও প্রার্থীর অযোগ্যতা সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১২ ধারায় আরো কিছু বিধানের উল্লেখ রহিয়াছে যাহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৭। এতদ্ব্যতীত, ১৯৭২ সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সম্পূরক) আদেশ-এর ২ ধারা অনুসারে কেবলমাত্র নিম্নোক্ত পদ-সমূহে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে কোন ব্যক্তি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা সদস্য থাকার অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না—

(ক) এটর্নী জেনারেল, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল, উপ-এটর্নী জেনারেল, সহকারী এটর্নী জেনারেল, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, চীফ হুইপ, হুইপ;

(খ) চীফ স্পেশাল প্রসিকিউটর, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল প্রসিকিউটর;

(গ) কোন সরকারী দপ্তর বা সংস্থা, বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন বা জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির নিয়োগকৃত আইন উপদেষ্টা; এবং

(ঘ) যে কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে কোন বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য গঠিত ট্রাষ্ট বা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা কর্মকর্তা;

(ঙ) সরকারী উকিল বা কৌশলী।

৮। **মনোনয়নপত্র বাছাই:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে আপনি আদেশের ১৪ ধারার বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করিবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণ, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত (তিনি আইনজীবীও হইতে পারেন) অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তাঁহারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সে সুযোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। উপস্থিত সকলের সম্মুখে আপনি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবেন এবং কেহ কোন মনোনয়নপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। ইহা ছাড়াও কাহারো আপত্তির ভিত্তিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে যুক্তিযুক্ত মনে করিলে যে কোন মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি আপনি সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) প্রার্থী সংসদ্ সদস্য নির্বাচনের জন্য যোগ্য নহেন;

(খ) প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য নহেন,

(গ) আদেশের ১২ এবং ১৩ ধারার বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয় নাই অথবা

(ঘ) প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর দস্তখত আসল নহে।

কিন্তু সারবত্তাহীন ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা চলিবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নজরে আসে তাহা হইলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা উহা সংশোধন করাইয়া লইবেন। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র যদি বাতিল হইয়া যায় শুধু তজ্জন্যই ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র ১টি মনোনয়নপত্র বৈধ হইলেই তাহার প্রার্থী পদ অটুট থাকিবে। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে আপনার সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন। আদেশের ১৪ ধারার (৩) উপধারার (ডি) অনুচ্ছেদের শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাইবে না।

৯। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে আপনি তাঁহাদের বিবরণী নির্ধারিত ৪ নং ফরমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। প্রকাশিত তালিকা আপনার কার্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে টাংগাইয়া জারী করিতে হইবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। **আপীল:** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যদি আদেশের ১৪ ধারার (৫) উপধারা অনুসারে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষিত হয় তবে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এর ৫ বিধি অনুসারে মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে প্রার্থী স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের পর তিনদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবরে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। যদি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপীল গৃহীত হয় তবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার [illegible] ভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন করিয়া কমিশন কর্তৃক গৃহীত আপীলকারীর নাম বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করিতে হইবে। উক্ত সংশোধিত তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাস্থানে টাংগাইয়া জারী করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল থাকিলেও উহা গ্রহণের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই।

১১। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহার :** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৩ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং দস্তখতকৃত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে তাঁহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। তবে উক্ত প্রত্যাহারের নোটিশ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য নির্দিষ্ট শেষ দিনে অথবা তৎপূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদানের ব্যাপারে যদি উল্লেখিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত না হয় তাহা হইলে উক্ত নোটিশ কোনক্রমেই গ্রহণ করা চলিবে না। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তির সংগে সংগে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন যে দস্তখত সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর তবে আপনি উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি আপনার কার্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে টাংগাইয়া জারী করিবেন।

১২। উল্লেখ্য যে মনোনয়নপত্রের ফরম, ডিপোজিট রেজিষ্টার, রসিদ বহি জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে আপনার ও আপনার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নির্বাচন পরিচালনার সুবিধার্থে আপনার নিকট গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এর প্রত্যেকটির একটি করিয়া কপি আপনার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে।

১৩। এই পরিপত্র প্রাপ্তি-স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত—

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।
৩। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
৯। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।
১২। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।
১৩। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগা, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১৪। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকারিয়া,
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)।
ফোন : ৩১৭১৮৮ } অফিস
৮১৫২১৪ }
৪০৪৮৯২ (বাসা)

জরুরী
নির্বাচন অফিসার।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
রুম নং ৫ এ ৬, [illegible]
[illegible] নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং [illegible]/৯১-নির্বা-১/আঃ সঃ

তারিখ : ২১শে পৌষ, ১৩৯৭ বাংলা
৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ খ্রীঃ।

টেলেক্স : ৬৭২০৯৩ ইলেক্ট বি জে
তার : ইলেকশন।

টেলিফোন : অফিস ৩১৭৩৬৭
৩১৭০৩৮
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক.....(সকল),
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৩

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—প্রতীক বরাদ্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ ও তথ্যাবলী [illegible] প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং-২, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং/১৬ই পৌষ, ১৩৯৭ বাং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০ ধারা অনুসারে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর যদি কোন নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয় তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এর ৯ বিধিতে নির্ধারিত প্রতীকসমূহ হইতে প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে একটি করিয়া প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

২। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মনোনীত সকল প্রার্থী যাহাতে একই প্রতীক লইয়া সারাদেশে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে পারেন তাহার নিশ্চিয়তা বিধানকল্পে কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। কোন্ দল কি প্রতীক ব্যবহার করিতে আগ্রহী তাহা জানানোর জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রাজনৈতিক দলগুলির অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের কাজ শেষ হইবে। কি প্রতীক কোন্ রাজনৈতিক দলের জন্য কমিশন সংরক্ষণ করিয়াছে তাহা যথাসময়ে রিটার্নিং অফিসারকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। রাজনৈতিক দলগুলির অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর ৯ বিধিতে উল্লেখিত যে সমস্ত প্রতীক উদ্বৃত্ত থাকিবে সেই সমস্ত প্রতীক হইতে, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীর ইচ্ছাকে বিবেচনায় রাখিয়া, আপনি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানাইলে আপনি তাঁহাদিগকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতে পারেন। যদি তাঁহারা সমঝোতায় পৌঁছাইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে প্রয়োজনবোধে আপনি লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। লটারী 'প্রাইজবণ্ড-ভু' পদ্ধতিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

৩। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক সম্পর্কে যথাসময়ে কমিশন আপনাকে নির্দেশ প্রদান করিবে। কমিশনের উক্ত নির্দেশ অনুসারে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে আপনি প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। তবে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে প্রার্থী কোন্ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন সে সম্পর্কে দলিলাদি দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হইবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করিবেন, কারণ উহা তাঁহার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৪। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা যেদিন শেষ হইবে তার পরবর্তী দিন নির্ধারিত ৫নং ফরমে আপনার আওতাধীন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করিবেন। উক্ত তালিকায় প্রার্থীদের নাম (মনোনয়নপত্রে যেরূপ লেখা থাকিবে) বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের বিপরীতে ঠিকানা ও প্রতীক উল্লেখ থাকিবে। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করিবার পূর্বেই প্রতীক বরাদ্দের কাজ শেষ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকায় নির্দিষ্ট স্থানে ভোটগ্রহণের দিন, সময় উল্লেখ করিতে হইবে। ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোটগ্রহণের কাজ চলিবে।

৫। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়নের পর উহার এক কপি আপনার অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে টাংগাইয়া দিবেন। উক্ত তালিকার এক কপি ৭(৩) বিধিমতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টকে প্রদান করিতে হইবে। এতদভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকার দুই কপি (পরিষ্কাররূপে তৈরী হইতে হইবে, যেন পড়িতে কোন অসুবিধা না হয়) বিশেষ বার্তাবাহক মারফত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/৯ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছাইতে হইবে। এ ব্যাপারে যেন কোনরকম হেরফের না হয়।

৬। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা নির্ভুল হইতে হইবে। কারণ তালিকায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হইলে মুদ্রিত ব্যালট পেপারে উহার প্রতিফলন ঘটিবে, যাহার পরিণতি মারাত্মক হইবে।

৭। বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পূর্বে যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ১৭(১) ধারা অনুসারে গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করিতে হইবে। অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনকে জানাইতে হইবে। আপনার নিকট হইতে এরূপ সংবাদ প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্বাচনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গৃহীত হইবে।

৮। কোন অপ্রত্যাশিত কারণে রিটার্নিং অফিসার যদি মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে, তিনি করণীয় কর্ম মুলতবী রাখিতে পারিবেন। পরবর্তীতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কমিশনের অনুমোদনক্রমে মুলতবী ঘোষিত কাজের জন্য নূতন করিয়া আরেকটি দিন রিটার্নিং অফিসারকে ধার্য করিতে হইবে।

৯। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় এক বা একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ফলে যদি কোন নির্বাচনী এলাকায় বৈধভাবে মনোনীত মাত্র একজন প্রার্থী থাকিয়া যায়, তবে উক্ত প্রার্থীকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রমেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাইবে না। সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানোর প্রয়াসে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন গত হইবার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাইবে এবং ঘোষণার পর আদেশের ১৯(২) ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে।

১০। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পর আপনার আওতাধীন কোন্ নির্বাচনী এলাকার কতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন তাঁহার সংখ্যা ও নাম এই কমিশন সচিবালয়কে টেলিফোন/টেলেক্সের মাধ্যমে জানাইতে হইবে। অনুরূপভাবে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই কোন্ নির্বাচনী এলাকায় কতজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা এবং নাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে জানাইতে হইবে। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর কোন্ নির্বাচনী এলাকায় কে কে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন তাঁহাদের নামও কমিশন সচিবালয়কে জানাইতে হইবে।

১১। উপরে বর্ণিত তথ্যাবলী কমিশন সচিবালয়ের কত নম্বর টেলিফোনে জানাইতে হইবে তাহার একটি তালিকা এতদ্‌সংগে সংযোজিত হইল (পরিশিষ্ট-ক)।

১২। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:—

১। সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৫। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৬। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়-এর সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)
ফোন: অফিস ৩১৭১৮৮
৮১৫২১২-১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২।

পরিশিষ্ট 'ক'

যে সকল টেলিফোনের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১-এর মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হইবে তাহার তালিকা।

ক্রমিক নং	কমিশন সচিবালয়ের টেলিফোন নম্বর	যে সকল জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার নাম
১	২	৩
১।	৩২৬২৪৯	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
২।	৩১৭০০৮	নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৩।	৩২৭৩৬৮	জয়পুরহাট, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৪।	৩১৭৫৪৭	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও নওয়াবগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৫।	৩১৮৯২৮	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৬।	৩২৬৯৬৮	যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া ও নড়াইল জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৭।	৩২৭৯৬৯	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৮।	৩১৫৫৫৯	১৩২ বাকেরগঞ্জ-সহিত-পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকাসহ ভোলা, বাকেরগঞ্জ, পিরোজপুর ও ঝালকাঠী জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৯।	৩২৫৫০৯	ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১০।	৩২৯২৮৮	১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা নির্বাচনী এলাকাসহ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১১।	৩১৭৯৯০	টাংগাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১২।	৩১৭৩৩৮	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৩।	৩২৮৫৭৮	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৪।	৩১৮২৬৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৫।	৩১১০৭৭	ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৬।	৩১৫২৫১	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৭।	৩২৯০১০	২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি, ২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি ও ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান নির্বাচনী এলাকাসমূহ।

[illegible]

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেগুনবাগিচা অফিসার্স কমপ্লেক্স,
সেগুনবাগিচা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
২৪শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
: ৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৩১৭০৩৮
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক.....(সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৪

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রসংগে।

সহোদয়,

এই সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৩, তারিখ ২১শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং/৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করিয়া ভোটগ্রহণের তারিখের ন্যূনতমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার আওতাধীন প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ভুলভাবে ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার টাইপকৃত ২ (দুই) কপি আগামী ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১লা মাঘ, ১৩৯৭ বাং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার অবশ্যই পাঠাইবেন। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের জন্য একটি ছক এতদ্‌সংগে সংযোজন করা হইল। (পরিশিষ্ট-ক)।

২। ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত। একথা বলাই বাহুল্য যে, কেন্দ্রে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য সংখ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কাজেই ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারণের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রাপ্যতা বিবেচনায় রাখিতে হইবে। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা যতটা সীমিত রাখা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রতি ওয়ার্ডে যদি একটি করিয়া ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিলে ভোটগ্রহণে অসুবিধা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে তাহাই করিবেন। এরূপক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া চলিবে। তবে শুধুমাত্র ভোটারদের স্বার্থে কোন ওয়ার্ডে অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র স্থাপন নেহায়েতই প্রয়োজন বলিয়া

[illegible] স্থাপন করা চলিবে। কিন্তু ভোটার ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থে অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা চলিবে না। এতদ্‌ভিন্ন অতীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে যদি কোন ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া থাকে তবে তাহা বাদ দিতে হইবে।

৩। উপরে উল্লেখিত নীতিসমূহ ছাড়াও ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে:—

(ক) ভোটকেন্দ্র অবশ্যই পাবলিক বিল্ডিং-এ স্থাপিত হইবে এবং কোন অবস্থাতেই কোন প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থানে উহা স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) গড়ে ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং কেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষে ৫০০ (পাঁচ শত) ভোটারের ভোটদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যদি কোন ভোটকেন্দ্রাধীন এলাকায় ভোটারের সংখ্যা ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত)-এর অধিক হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ (পাঁচ শত) ভোটারের জন্য একটি করিয়া অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসা-যাওয়ার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভোটদানের জন্য কোন ভোটারকে যেন তিন মাইলের অধিক পথ চলিতে না হয়।

(ঘ) জনবসতি কম এলাকায় ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) ভোটারের কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ১টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা চলিবে।

(ঙ) শহর এলাকায়, যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। যদি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব না হয় তবে একই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটদান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। মহিলা ও পুরুষ যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথে ভোট কক্ষে প্রবেশ ও তথা হইতে বাহির হইতে পারেন তাহারও নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। গ্রাম অঞ্চলেও ভোটগ্রহণের অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

৪। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:—

১। সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৫। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৬। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)
ফোন: অফিস ৩১৭১৮৮
৮১৫২১৪
বাসা ৪০৪৮১২।

পরিশিষ্ট 'ক'

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম.....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	প্রত্যেক ভোট-কেন্দ্রের পোলিং বুথের সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবেন		
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/মহল্লা/ রাস্তার নাম	যে সমস্ত কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক সংখ্যা
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)

উপজেলা/থানা .....

ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৪(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
২রা মাঘ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে
তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ,
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৫

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৪, তারিখ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/২৪শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার অব্যবহিত পর আপনাকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ১ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ১ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও ২ জন পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের সময় ঐ সকল কর্মকর্তার কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবেন। কেননা তাহাদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার উপরই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্ভরশীল। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারগণকে সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে ভোটগ্রহণ

করিতে হইবে। সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনবোধে দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মচারীগণকে প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিবেন। সহকারী জজগণকেও তাঁহাদের নিজ নিজ সদরে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।

৩। উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকেও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা চলিবে। মহিলা ভোটকেন্দ্রে, যদি সম্ভব হয়, ভোটগ্রহণের জন্য মহিলা প্রিজাইডিং অফিসার, মহিলা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং মহিলা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন। সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের কর্মদক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে।

৪। ভোটগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের সময় গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯ ধারার অনুধারার প্রতি আপনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অনুধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন অথবা অতীতে কোন সময় নিয়োজিত ছিলেন তবে তাহাকে প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া বিতর্কিত বা যে সমস্ত কর্মকর্তা অথবা শিক্ষক সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে সেই সমস্ত কর্মকর্তা বা শিক্ষকদিগকে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

৫। রিটার্নিং অফিসারদের সুবিধার্থে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্রের একটি নমুনা এতসংগে সংযোজন করা হইল (পরিশিষ্ট-'ক')। এই নমুনা অনুযায়ী নিয়োগপত্রের প্রয়োজনীয়-সংখ্যক অনুলিপি স্থানীয়ভাবে ছাপাইয়া লইবেন। ছাপানোর খরচ মিটাইবার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের দক্ষতার উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল সেইহেতু উক্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য স্বল্পমেয়াদী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যাপারে জেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারদিগকে সক্রিয়ভাবে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ যাহাতে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধির সহিত ভালভাবে পরিচিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করিতে পারেন তাহার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতেছে। উক্ত পুস্তিকার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের মধ্যে বিতরণের জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করা হইবে। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ভালভাবে অনুধাবন করিবার জন্য আপনি তাহাদিগকে পরামর্শ দিবেন। উক্ত পুস্তিকা প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের ২/৩ দিন পর একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদানের জন্য নির্দেশ দিবেন। প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ে পুস্তিকার সন্নিবেশিত নির্দেশাবলী তাহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা, নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে তাহা যাচাই করিয়া লইবেন। যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কর্মকর্তা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ কোন নির্দেশ বা উহার অংশবিশেষ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই তখন প্রশিক্ষণদাতা উহা তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এই প্রশিক্ষণের কাজ ভোটগ্রহণের অন্ততঃ ৪/৫ দিন পূর্বে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে।

৬। এই কমিশন সচিবালয়ের ৩নং পরিপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কি প্রতীক কোন্ রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা যথাসময়ে রিটার্নিং অফিসারদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে। কমিশন ৯০টি প্রতীক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দ করিয়াছেন। কোন্ রাজনৈতিক দলের অনুকূলে কি প্রতীক সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা পরিশিষ্ট-'খ'তে উল্লেখ করা হইল। প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে প্রার্থী কোন্ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন সে সম্পর্কে দলিলাদির দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করিবেন। কারণ উহা তাহার নির্বাচনী প্রচারণার কাজে প্রয়োজন হইবে।

৭। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নিম্নলিখিত প্রতীকসমূহ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য মজুদ রহিয়াছে :—

(১) আলমারী
(২) বৈয়ম
(৩) বেলুন
(৪) বাঁশের ঝুড়ি
(৫) ব্যাটারী
(৬) বেঞ্চ
(৭) বেল
(৮) পান
(৯) ইট
(১০) দালান
(১১) খাঁচা
(১২) ক্যামেরা
(১৩) কুলকপি
(১৪) কুমীর
(১৫) ডালিম
(১৬) একতারা
(১৭) বৈদ্যুতিক বাল্ব
(১৮) কুকুর
(১৯) কড়াই
(২০) ফুলের মালা
(২১) বড়শী
(২২) ঝুমঝুমি
(২৩) কামরাঙ্গা
(২৪) কেতলি
(২৫) খাট
(২৬) চিংড়ী মাছ
(২৭) ম্যাচ বাক্স
(২৮) মাথাল
(২৯) মাইক
(৩০) মোড়া
(৩১) মগ
(৩২) মুলা
(৩৩) পেঁয়াজ
(৩৪) কমলালেবু
(৩৫) পীড়ি
(৩৬) থালা
(৩৭) আংটি
(৩৮) রকেট
(৩৯) কড়াৎ
(৪০) সেলাই মেশিন
(৪১) শীলপাটা
(৪২) চামুচ
(৪৩) স্যুটকেস
(৪৪) টেবিল ঘড়ি
(৪৫) টিফিন ক্যারিয়ার
(৪৬) লাটিম
(৪৭) ফুলের টব
(৪৮) পানির গ্লাস
(৪৯) বাঁশী
(৫০) হাতঘড়ি।

৮। উল্লেখিত প্রতীকসমূহ হইতে আপনি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। পূর্বেই জানানো হইয়াছে যে, একই প্রতীকের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানাইলে আপনি তাহাদেরকে সমঝোতায় আসার জন্য অনুরোধ জানাইবেন। তাহারা সমঝোতায় আসিতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনবোধে আপনি লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। লটারী প্রাইজবন্ড ড্র পদ্ধতিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

৯। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এ প্রতীক, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম এবং অন্যান্য কয়েকটি বিধি ইতিমধ্যে সংশোধন করা হইয়াছে যাহা ৩০শে পৌষ, ১৩৯৭ বাং/১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হইল।

১০। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:—

১। সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৫। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৬। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৭। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মিহির সারওয়ার মোর্শেদ
সহকারী সচিব (নির্বাচন-২)
ফোন : ৩২৫০০৬—১০/১৪
৩২৬৯৬৮

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র।

জেলার নাম.....নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর.....

ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান.....ভোটকক্ষের (বুথ) সংখ্যা.....

যে সমস্ত ভোটার-এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করিবেন সেই সমস্ত এলাকার নাম:

১। .....

২। .....

৩। .....

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯ ধারার (১) উপ-ধারা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে, আমি.....নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে উপরোল্লিখিত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসারকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিলাম:

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম ও পদবী	পোলিং অফিসারের নাম ও পদবী	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করিবেন।
১	২	৩	৪
১।	১।	১।	১। .....
		২।	
	২।	১।	
		২।	
	৩।	১।	
		২।	
	৪।	১।	
		২।	

স্থান: .....

তারিখ: .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

পরিশিষ্ট 'খ'

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের তালিকা।

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীক
১	২	৩
১।	ন্যাশনাল পেট্রিয়টিক পার্টি	উড়োজাহাজ
২।	ফ্রীডম পার্টি	কুড়াল
৩।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৪।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	বই
৫।	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
৬।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	দেওয়াল ঘড়ি
৭।	বাংলাদেশ ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল	নারিকেল (ডাব)
৮।	জাতীয় তরুন সংঘ	ফেজটুপী
৯।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	ঘোড়া
১০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর)	কুঁড়েঘর
১১।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	কুলা
১২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
১৩।	বাংলাদেশ সামাজিক সংসদ	আম
১৪।	জেহাদ পার্টি	কলসী
১৫।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ
১৬।	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	তারা
১৭।	বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি	আনারস
১৮।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	দাঁড়িপাল্লা
১৯।	জাতীয় ইসলামিক দল	পাগড়ী
২০।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)	বাই-সাইকেল
২১।	ইউনাইটেড পিপলস পার্টি	গরুর গাড়ী
২২।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
২৩।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	চেয়ার
২৪।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	গাড়ী
২৫।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	খেজুর গাছ
২৬।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	হাতি
২৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগোদল)	মাছ
২৮।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	ফুটবল

১	২	৩
২৯।	ডেমোক্র্যাটিক লীগ	ঘড়া
৩০।	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবা সংস্থা (সিকসা)	কাঁঠাল
৩১।	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	চাবি
৩২।	বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল	প্রদীপ
৩৩।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	ঘুড়ি
৩৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খালেকুজ্জামান)	তালা
৩৫।	জাতীয় পার্টি	লাংগল
৩৬।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	কোদাল
৩৭।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ (মাহবুব)	রিক্সা
৩৮।	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
৩৯।	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	মই
৪০।	জনশক্তি পার্টি	বাস
৪১।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	ছড়ি
৪২।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	কাস্তে
৪৩।	নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি	চশমা
৪৪।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	তরবারি
৪৫।	বাংলাদেশ রিপাবলিক্যান পার্টি	টেবিল
৪৬।	জাতীয় জনতা পার্টি (আবুল খায়ের)	হরিণ
৪৭।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	বাঘ
৪৮।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	ছাতা
৪৯।	জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	নলকূপ
৫০।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	উট
৫১।	জাতীয় গণতন্ত্রী দল (জাগদ)	চাকা
৫২।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	বালতি
৫৩।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	কাপ-পিরিচ
৫৪।	বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ (গামাদ)	ঢেঁকি
৫৫।	জাতীয় পল্লী দল	হাঁস
৫৬।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	দোয়াত-কলম
৫৭।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	চরকা
৫৮।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	পাঞ্জা (হাত)
৫৯।	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর/পায়রা

১	২	৩
৬০।	জনতামুক্তি পার্টি	উদীয়মান সূর্য
৬১।	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
৬২।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	মোরগ
৬৩।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	প্রজাপতি
৬৪।	বাংলাদেশ জনতা দল	জাহাজ
৬৫।	কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজুল হক শাজাহান)	পাওয়ার টিলার
৬৬।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	চাঁদ
৬৭।	ঐক্য প্রক্রিয়া	সিংহ
৬৮।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	নোংগর
৬৯।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি	ময়ূর
৭০।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	কলার ছড়া
৭১।	৭ দলীয় সংগ্রামী জোট	পেঁপে
৭২।	বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ	আপেল
৭৩।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	তীর ও ধনুক
৭৪।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (সাদেকুর রহমান)	রেডিও
৭৫।	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি	রেল ইঞ্জিন
৭৬।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী ন্যাপ) (নুর মোহাম্মদ কাজী)	টেলিভিশন
৭৭।	ইসলামী ঐক্য জোট	মিনার
৭৮।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	ঠেলাগাড়ী
৭৯।	জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি	টেলিফোন
৮০।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	টিয়াপাখী
৮১।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	শংখ
৮২।	আইডিয়াল পার্টি (আই, পি)	বৈদ্যুতিক পাখা
৮৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ ইনু)	মশাল
৮৪।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	পদ্মফুল
৮৫।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	হাতপাখা
৮৬।	মুসলিম পিপলস পার্টি	হেলিকপ্টার
৮৭।	সমতা পার্টি	বৈঠা
৮৮।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	পালকী
৮৯।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	ট্রাক
৯০।	পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি	মোটর গাড়ী

জাতীয় জরুরী
নির্বাচন অধিবিভাগ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
১৫ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন।

যুক্তজ্ঞাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৬

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের শেষ তারিখ এবং নির্বাচনী মালামাল ভোটকেন্দ্রের মধ্যে বিতরণের হার ইত্যাদি প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৫, তারিখ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১ /২রা মাঘ, ১৩৯৭-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সহকারী জজদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থিত ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিয়াছে। সুতরাং আপনি প্রয়োজনবোধে সহকারী জজদিগকে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারেন। এই সচিবালয় কর্তৃক জারীকৃত ৫ নং পরিপত্রে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকেও আপনি প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন।

২। আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা গেজেটে প্রকাশের জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/২০শে মাঘ, ১৩৯৭ তারিখের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগের কাজ শেষ করিয়া এই কমিশন সচিবালয়কে তারবার্তার মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

৩। আগামী ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে বিভিন্ন প্রকারের ফরম, ইনভেলাপ এবং পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি ঢাকাস্থ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস হইতে বিভিন্ন জেলা সদরে সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং

উল্লেখিত প্রেস হইতে সকল প্রকার ফরম, ইনভেলাপ এবং পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য আপনি অথরিটিসহ জেলা নির্বাচন অফিসারকে (একজন) অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। কোন্ তারিখে কোন্ জেলার জন্য ফরম, ইনভেলাপ, পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

ঢাকা হইতে নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করিবার তারিখ	যে সমস্ত জেলা সদরের নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে সেই সমস্ত জেলার নাম
১	২
৬-২-১৯৯১	১। পঞ্চগড়, ২। ঠাকুরগাঁও, ৩। নীলফামারী, ৪। লালমনিরহাট, ৫। ঝালকাঠি, ৬। ভোলা, ৭। বরগুনা, ৮। পটুয়াখালী, ৯। কিশোরগঞ্জ, ১০। নেত্রকোনা, ১১। শরীয়তপুর, ১২। মাদারীপুর, ১৩। জামালপুর, ১৪। বান্দরবান, ১৫। রাংগামাটি, ১৬। খাগড়াছড়ি, ১৭। দিনাজপুর, ১৮। লালমনিরহাট, ১৯। কুড়িগ্রাম, ২০। নওগাঁবগঞ্জ, ২১। বরিশাল, ২২। পিরোজপুর, ২৩। সাতক্ষীরা, ২৪। বাগেরহাট, ২৫। শেরপুর, ২৬। গোপালগঞ্জ, ২৭। ময়মনসিংহ, ২৮। মুন্সিগঞ্জ, ২৯। সুনামগঞ্জ, ৩০। মৌলভীবাজার, ৩১। হবিগঞ্জ, এবং ৩২। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
৭-২-১৯৯১	১। রংপুর, ২। গাইবান্ধা, ৩। জয়পুরহাট, ৪। সিরাজগঞ্জ, ৫। মেহেরপুর, ৬। কুষ্টিয়া, ৭। যশোহর, ৮। নড়াইল, ৯। কক্সবাজার, ১০। ফরিদপুর, ১১। টাংগাইল, ১২। নারায়ণগঞ্জ, ১৩। গাজীপুর, ১৪। সিলেট, ১৫। রাজবাড়ী, ১৬। চাঁদপুর, ১৭। নোয়াখালী, ১৮। বগুড়া, ১৯। রাজশাহী, ২০। নাটোর, ২১। পাবনা, ২২। চুয়াডাংগা, ২৩। ঝিনাইদহ, ২৪। মাগুরা, ২৫। খুলনা, ২৬। লক্ষ্মীপুর, ২৭। নরসিংদী, ২৮। ঢাকা, ২৯। ফেনী, ৩০। চট্টগ্রাম, ৩১। মানিকগঞ্জ এবং ৩২। কুমিল্লা।

৪। ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারসহ বিভিন্ন রকমের ফরম, ইনভেলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী ব্যবহৃত হইবে। প্রতি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য কি পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে তাহা পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা হইল। আপনি যথাসময়ে উল্লেখিত হারে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

৫। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২১ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে যে কোন প্রার্থী সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত নোটিশে নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানার উল্লেখ থাকিতে হইবে। নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যে কোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং তাহার স্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করিতে পারিবেন। যদি কোন নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু হয় তাহা হইলেও তাহার স্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে ঐ ব্যক্তিকে সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইবার গুণাগুণ সম্পন্ন হইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিবেন না সেক্ষেত্রে তিনি নিজেই তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া আইনের চোখে গণ্য হইবেন।

৬। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২২ (১) ধারার বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। উক্ত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাঁহাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আপনি প্রিজাইডিং অফিসারকে ইহা জানাইয়া দিবেন যে, একটি ভোটকেন্দ্রের জন্য কোন প্রার্থীর একাধিক পোলিং এজেন্ট যেন তিনি গ্রহণ না করেন। কারণ ইহাতে স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৭। উল্লেখিত গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে করিবার বিধান রহিয়াছে। মনে রাখিবেন যে, যদি কোন প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৪ ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ-সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করিয়া গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানাইয়া দিয়াছে যে, আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ (বুধবার) তারিখে সকাল ৮-০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫-০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হইবে। সুতরাং আপনি ভোটগ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য ২০-২-১৯৯১ তারিখের মধ্যে গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি এই কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৯। প্রিজাইডিং অফিসার কি কি অবস্থায় ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন তাহা গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৫ ধারার (১) উপ-ধারায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যদি উক্ত ধারায় উল্লেখিত যে কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করেন তাহা হইলে সাথে সাথে তিনি তাহা রিটার্নিং অফিসারকে জানাইবেন। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে ভোটগ্রহণ বন্ধ হইবার সংবাদ পাইবার সাথে সাথে আপনি উক্ত ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে টেলিফোন, টেলিগ্রাম এবং টেলেক্সের মাধ্যমে জানাইবেন।

১০। যে কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ হইয়াছে সেই কেন্দ্রের ফলাফল বাদে যদি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বাকী ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত না হয় তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন নূতন করিয়া উক্ত কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য একটি দিন ও সময় ধার্য্য করিয়া গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। মনে রাখিবেন, এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রাধীন সকল ভোটার ভোট দিতে পারিবেন এবং বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনে যে সমস্ত ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গণনা করা চলিবে না।

১১। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ ধারায় ডাকযোগে ভোটদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা ডাকযোগে ভোট দিতে পারিবেন এবং কি পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন তাহা উক্ত ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের করণীয় কি তাহাও বিশদভাবে উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক উক্ত ধারার বিষয়বস্তু ভাল করিয়া পাঠ করিবেন।

১২। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হইবে। নির্বাচন কমিশনের সমস্ত ব্যালট বাক্স জেলা নির্বাচন অফিসারগণ সংরক্ষণ করিতেছেন। আপনি আপনার জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সংগ্রহ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। এই বিতরণের কাজ আপনি নিজেও করিতে পারেন কিংবা আপনার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমেও করিতে পারেন। এই ব্যাপারে জেলা নির্বাচন অফিসার আপনাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করিবেন। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর ব্যালট বাক্সসমূহ যথাস্থানে ফেরত পৌঁছানোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করিবেন।

১৩। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০(২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসম্বলিত পোষ্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করিতে হইবে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোষ্টার ছাপাইয়া ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

১৪। কোন কোন জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট কিছুসংখ্যক পিতলের সীল মজুদ রহিয়াছে। সুতরাং পিতলের সীল সরবরাহের সময় মোট প্রয়োজন হইতে এই মজুদকৃত সীল বাদ দিয়া সরবরাহ করা হইবে। কাজেই জেলা নির্বাচন অফিসারগণ তাহাদের হাতে মজুদ সীলের সংখ্যা যোগ করিয়া ভোটকেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। কিছু কিছু নির্বাচনী সামগ্রী যথা—বল পয়েন্ট কলম, সাদা কাগজ, ছুরি, সুঁই, সুতা, মোমবাতি, গামপট, দিয়াশলাই, হারিকেন, দেয়াল-পত্র ["প্রবেশ", "বাহির", "ভোটকক্ষ নং..... (পুরুষ)", "ভোটকক্ষ নং.....(মহিলা)", "প্রিজাইডিং অফিসার", "সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার", "পোলিং অফিসার" ইত্যাদি] জেলা নির্বাচন অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করিবেন। উল্লেখিত নির্বাচনী সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের জন্য অতিসত্বরই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

১৬। পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, পরিপত্র নং ৫-এ প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ কোর্স ভোটগ্রহণের ৪/৫ দিন পূর্বে শেষ করার নির্দেশ ছিল। সকল দিক বিচার-বিবেচনান্তে এই প্রশিক্ষণের কাজ

ভোটগ্রহণের দিনের ন্যূনতম পক্ষে ৭ দিন পূর্বে শেষ করিবার জন্য কমিশন নির্দেশ দিয়াছে। সুতরাং আপনি কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করিবেন।

১৭। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব .....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৭। থানা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৮। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)

ফোন : অফিস ৩১৭১৮৮
৮১৫২১২-১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২।

পরিশিষ্ট "ক"

প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে তাহার তালিকা।

১ম ভাগ

(১)	ব্যালট বাক্স	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ছোট ২টি অথবা বড় একটি]
(২)	ভোটার তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার এক কপি]
(৩)	ব্যালট পেপার	[ভোটকেন্দ্রে যত ভোটার ভোট দিবেন তত ব্যালটপেপার]
(৪)	অমোচনীয় কালি	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি এবং কেন্দ্রের সব কয়টি ভোটকক্ষের জন্য এক শিশি উদ্বৃত্ত]
(৫)	রাবারের সীলমোহর (অফিসিয়াল চিহ্ন)	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৬)	ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য রাবারের সীলমোহর।	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি এবং কেন্দ্রের সমস্ত কক্ষের জন্য একটি অথবা ২টি উদ্বৃত্ত]
(৭)	ষ্ট্যাম্প প্যাড	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি]
(৮)	গালা	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য আধা পাউণ্ডের এক বাক্স]
(৯)	পিতলের সীলমোহর	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১০)	ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]
(১১)	মণিহারী দ্রব্যাদি বহনের জন্য একটি ছোট চটের থলি।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

২য় ভাগ

ফরম

(১)	ফরম-১২ টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(২)	ফরম-১৩ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা	[প্রতি ভোটকক্ষের জন্য ২টি]
(৩)	ফরম-১৪ ভোট গণনার বিবরণী	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১৫টি]
(৪)	ফরম-১৫ ব্যালট পেপারের হিসাব	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১২টি]
(৫)	আদেশের ২০(২) ধারার বিধান অনুসারে ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোষ্টার (রিটার্ণিং অফিসার স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট সরবরাহ করিবেন)।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]

প্যাকেট

(১)	প্যাকেট-১	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি। প্রয়োজনবোধে প্রতি কেন্দ্রের জন্য দুইটি উদ্বৃত্ত]
(২)	প্যাকেট-২	গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৩)	প্যাকেট-৩	প্যাকেট-১ এবং প্যাকেট-২ রাখিবার জন্য প্রধান প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৪)	প্যাকেট-৪	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৫)	প্যাকেট-৫	বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]
(৬)	প্যাকেট-৬	টেণ্ডার্ড ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট।	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১০টি প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে। যে কক্ষে টেণ্ডার্ড ভোট প্রদত্ত হইবে সেই কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতি প্রার্থীর জন্য একটি হিসাবে সরবরাহ করিবেন]।

(৭) প্যাকেট-৭ সকল প্যাকেট-৬ রাখিবার জন্য বড় প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(৮) প্যাকেট-৮ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ৪টি। এই সকল প্যাকেট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকিবে]।

(৯) প্যাকেট-৯ চিহ্নিত ভোটারের তালিকার কপিসমূহ রাখিবার জন্য প্যাকেট [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১০) প্যাকেট-১০ ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের বুড়িপত্র রাখিবার জন্য প্যাকেট [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১১) প্যাকেট-১১ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১২) প্যাকেট-১২ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১৩) প্যাকেট-১৩ ভোট গণনার হিসাব রাখিবার প্যাকেট [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১৪) প্যাকেট-১৪ ব্যালট পেপারের হিসাব রাখিবার প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ২টি]

(১৫) প্যাকেট-১৫ বিবিধ কাগজপত্র রাখিবার প্যাকেট। [প্রতি কেন্দ্রের জন্য ১টি]

গ্ল ভাগ

(১)	বন পরেন্ট কলম	[প্রতিটি কর্মকর্তার জন্য স্থানীয়ভাবে ক্রয় করিতে হইবে। এক্সট্রা করিয়া]	
(২)	আধা দিস্তা সাদা কাগজ ও দুই সিট কার্বন কাগজ	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৩)	ছুরি—(১টি)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৪)	সুঁই—(বড় সাইজের একটি)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৫)	সুতা—(ছোট এক বল)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৬)	মোমবাতি—(বড় সাইজের ৬টির এক প্যাকেট)	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য]	ঐ
(৭)	খামপাট—	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]	ঐ
(৮)	দিয়াশলাই—	[প্রতি কেন্দ্রের জন্য একটি]	ঐ

(৯) হ্যারিকেন—(ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে দশ টাকা করে প্রদান করিলে তাঁহারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যারিকেন ভাড়া করিয়া কাজ চালাইতে পারিবেন)।

১০। বুড়িপত্র হইতে ব্যালট পেপার পৃথক করিবার জন্য প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একটি লোহা বা প্লাষ্টিক অথবা বাঁশের তৈরী পাত।

১১। দেওয়ালপত্র—(ক) "প্রবেশ" "বাহির"

"ভোটকক্ষ নং..... (পুরুষ)"

"ভোটকক্ষ নং..... (মহিলা)" লিখিত প্লাকার্ড।

(খ) "প্রিজাইডিং অফিসার," "সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার," "পোলিং অফিসার," "পোলিং এজেন্ট" লিখিত প্লাকার্ড।

ঘ ভাগ

ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যে সকল আসবাবপত্র রাখিতে হইবে :—

(১) টেবিল,

(২) চেয়ার,

(৩) বেঞ্চ,

(৪) প্রতি ভোটকক্ষে ভোটারগণ যে গোপনকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন সেই কক্ষ চাদর, চট অথবা চাঁচাই দ্বারা নির্মাণ করা যাইতে পারে। স্কুল গৃহের শ্রেণীকক্ষে ব্লাকবোর্ড দ্বারা গোপনকক্ষ নির্মাণ করা যাইতে পারে। এই ব্যাপারে এইটুকু নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে যে, ভোটারগণ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার সময় কেহ যেন দেখিতে না পায়।

অতীব জরুরী
নির্বাচন অভিযোগ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

নং ৩(৩)/৯১-নি:-১/জা: স:

তারিখ : ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
১লা ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : {৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি ডে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি ডে

তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : {দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৭

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—বিভিন্ন প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একীকৃতকরণ, ভোটকেন্দ্রের নিকট ক্যানভাস, ঢাকা হইতে ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ ইত্যাদি প্রসংগে।

সহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৬, তারিখ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯১/১৫ই মাঘ, ১৩৯৭-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফরম, ইনভেলাপ, পোষ্টাল ব্যালট পেপার ইত্যাদি আপনার নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে। পরিপত্র নং ৬-এর সহিত সংযোজিত নির্বাচনী সামগ্রীর বিতরণ তালিকা অনুসারে প্রেরিত ফরম, ইনভেলাপ ইত্যাদি চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা ভালভাবে হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখিবেন। যদি কোন সামগ্রী কম থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ব্যালট পেপার সংগ্রহের সময় জেলা নির্বাচন অফিসারকে এই সচিবালয় হইতে, ঘাটতি পূরণের জন্য, সংগ্রহ করার পরামর্শ দিবেন।

২। ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য এবার একটি নূতন ধরণের সীল উদ্ভাবন করা হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য নির্বাচনের সময় যে সমস্ত মার্কিং সীল সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা গুদামজাত থাকিলেও আসন্ন নির্বাচনে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৩। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ হইতে ব্যালট পেপার, অমোচনীয় কালি, মার্কিং সীল, অফিসিয়াল সীল, গালা, টাম্প পাড়, পিতলের সীল ইত্যাদি সরবরাহের কাজ শুরু হইবে। এই সরবরাহের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচী নির্ধারণ করা হইয়াছে :—

ঢাকা হইতে নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করিবার তারিখ	যে সমস্ত জেলার নির্বাচনী সামগ্রী সরবরাহ করা হইবে সেই সমস্ত জেলার নাম
১	২
১৭-২-৯১	১। পঞ্চগড়, ২। ঠাকুরগাঁও, ৩। নীলফামারী, ৪। নওগাঁ, ৫। ঝালকাঠি, ৬। ভোলা, ৭। বরগুনা, ৮। পটুয়াখালী, ৯। কিশোরগঞ্জ, ১০। নেত্রকোনা, ১১। শরীয়তপুর, ১২। মাদারীপুর, ১৩। জামালপুর, ১৪। বান্দরবান, ১৫। রাংগামাটি এবং ১৬। খাগড়াছড়ি।
১৮-২-৯১	১। দিনাজপুর, ২। লালমনিরহাট, ৩। কুড়িগ্রাম, ৪। নওয়াবগঞ্জ, ৫। বরিশাল, ৬। পিরোজপুর, ৭। সাতক্ষীরা, ৮। বাগেরহাট, ৯। শেরপুর, ১০। গোপালগঞ্জ, ১১। ময়মনসিংহ, ১২। মুন্সিগঞ্জ, ১৩। সুনামগঞ্জ, ১৪। মৌলভীবাজার, ১৫। হবিগঞ্জ এবং ১৬। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
১৯-২-৯১	১। রংপুর, ২। গাইবান্ধা, ৩। জয়পুরহাট, ৪। সিরাজগঞ্জ, ৫। মেহেরপুর, ৬। কুষ্টিয়া, ৭। যশোহর, ৮। নড়াইল, ৯। কক্সবাজার, ১০। ফরিদপুর, ১১। টাংগাইল, ১২। নারায়নগঞ্জ, ১৩। গাজীপুর, ১৪। সিলেট, ১৫। রাজবাড়ী, ১৬। চাঁদপুর এবং ১৭। নোয়াখালী।
২০-২-৯১	১। বগুড়া, ২। রাজশাহী, ৩। নাটোর, ৪। পাবনা, ৫। চুয়াডাংগা, ৬। ঝিনাইদহ, ৭। মাগুড়া, ৮। খুলনা, ৯। লক্ষ্মীপুর, ১০। নরসিংদী, ১১। ঢাকা, ১২। ফেনী, ১৩। চট্টগ্রাম, ১৪। মানিকগঞ্জ এবং ১৫। কুমিল্লা।

৪। উল্লেখিত সময়সূচী অনুসারে আপনি আপনার জেলা নির্বাচন অফিসারকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরীসহ পূর্ব বর্ণিত ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহের জন্য ঢাকা প্রেরন করিবেন। তিনি এই সমস্ত মালামাল গ্রহণের জন্য আপনার নিকট হইতে লিখিত নির্দেশপত্র অবশ্যই বহণ করিবেন।

৫। ব্যালট পেপার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে কিনা তাহা প্রেস হইতে প্রস্থানের সময় জেলা নির্বাচন অফিসারকে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আপনার আওতাভুক্ত প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা সংগে আনার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৬। ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য মালামাল প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সকল পর্যায়ে যাহাতে ব্যালট পেপার, মার্কিং সীল এবং অফিসিয়াল সীলের গোপনীয়তা রক্ষিত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

৭। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৬ ধারার বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হইবার সাথে সাথে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের সম্মুখে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনার কাজ শেষ করিতে হইবে। আপনি আপনার আওতাধীন সকল প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইয়া দিবেন যে, ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হইবার সাথে সাথে ভোটগণনার কাজ ভোটকেন্দ্রেই শেষ করা তাঁহাদের আইনগত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তাঁহাদিগকে সকল অবস্থায়ই পালন করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ভোটকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও ভোটগণনা করা চলিবে না।

৮। ভোটগণনার কাজ শেষ হইবার পর পরই প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট পেপার ভর্তি সীলমোহরকৃত বিভিন্ন ধরণের প্যাকেট, ভোটগণনার বিবরণী, ব্যালট পেপারের হিসাব সরাসরি অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরণ করিবেন। উক্ত দলিলদস্তাবেজের ভিত্তিতে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৭ ধারার বিধান অনুসারে আপনাকে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একীকৃত করিতে হইবে। উক্ত কাজ সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁহার নির্বাচনী এজেন্টকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ফলাফল একীকৃতকরণের স্থান ও সময় আপনাকে জানাইয়া দিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময় ও দিনে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টদের সম্মুখে আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে আপনি ফলাফল একীকৃত করিবেন। ফলাফল একীকৃতকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে সমস্ত পোষ্টাল ব্যালট পেপার আপনার নিকট পৌঁছিবে সেইগুলি প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফলের সহিত যোগ করিয়া প্রত্যেক প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করিবেন।

৯। ফলাফল একীকৃতকরণের সময় যে সমস্ত ব্যালট পেপার প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দিয়াছেন সেই ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি দেখেন যে, ইহাদের মধ্যে গণনা উপযোগী বৈধ ভোট রহিয়াছে তাহা হইলে উহা আপনি বৈধ ভোটের সহিত যোগ করিবেন। মনে রাখিবেন, ফলাফল একীকৃত করিবার সময় প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত বৈধ ব্যালট পেপার আপনি পুনঃ গণনা করিতে পারিবেন না, তবে যদি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের সঠিকতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করিয়া লিখিতভাবে আপনার নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট পুনঃ গণনার জন্য আবেদন করেন এবং আপনি যদি উক্ত আবেদন রক্ষা করিবার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পান তাহা হইলে আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত বৈধ ভোট পুনঃ গণনা করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন নির্বাচন কমিশন যদি পুনঃ গণনা করিবার জন্য নির্দেশদান করেন তাহা হইলেও আপনি বৈধ ভোট পুনঃ গণনা করিতে পারিবেন।

১০। যদি কোন নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একীকৃত করিবার পর দেখা যায় যে, দুই বা দুইয়ের অধিক প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করিবেন। 'লট' যাহার অনুকূলে পড়িবে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পাইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অতঃপর তাঁহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন। লটারী অবশ্যই আপনি সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতিতে করিবেন এবং উক্ত লটারী সম্পর্কিত কার্য-বিবরণী লিপিবদ্ধও করিবেন। লিপিবদ্ধকৃত কার্যবিবরণীতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের পর গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৯(২) ধারা অনুসারে আপনি গণ-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করিবেন। উক্ত গণ-বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং তিনি কত ভোট পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ থাকিবে। অতঃপর আপনি আপনার জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে আগামী ২রা মার্চ, ১৯৯১/১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ তারিখের মধ্যে বা তৎপূর্বে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ফলাফলের একীকৃত বিবরণীসহ একটি রিটার্ণ (প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য পৃথক পৃথক রিটার্ণ) পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২। ফলাফলের একীকৃত বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্ণ বিধি অনুসারে প্রস্তুত করিবার পর যে সমস্ত প্যাকেট ফলাফল একীকৃত করিবার জন্য খোলা হইয়াছে সেইগুলিতে ব্যালট পেপার ইত্যাদি পুণরায় ভর্তি করিয়া সীল করিবেন। সীলমোহর-কৃত প্যাকেটে যদি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট দস্তখত এবং সীলমোহর সংযুক্ত করিতে চাহেন তবে তাহা অবশ্যই করিতে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ফলাফল একীকৃত-করণের বিবরণীর কপি দাবী করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে।

১৩। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৯ ধারার বিধান অনুসারে ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ভোট প্রার্থনা বা ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ। তবে, প্রার্থীরা রিটার্ণিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, ভোটকেন্দ্রের ১০০ গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে পারিবেন। আইনের এই বিধান লংঘনকারী জরিমানাসহ নিম্নে ছয় মাস এবং উর্দ্ধে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

১৪। গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৮ ধারার (১) উপ-ধারার বিধান অনুসারে ভোটগ্রহণ দিবসের দিবাগত মধ্যরাত্রির পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোন ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকার কোন স্থানে সভা আহবান, সভা অনুষ্ঠান ও সভায় যোগদান এবং মিছিল বাহির করার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা মিছিলে যোগদান করিতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি আইনের এই বিধান লংঘন করেন তাহা হইলে উক্ত ধারার (২) উপ-ধারা অনুসারে তিনি জরিমানাসহ ন্যূনতম দুই বৎসর এবং সর্বোচ্চ সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। সকলের সম্যক অবগতির জন্য আপনি আইনের এই বিধানটি সম্পর্কে আপনার আওতাভুক্ত সকল নির্বাচনী এলাকায় পর্যাপ্ত প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৫। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করা হইবে। উক্ত ফলাফল আপনার নিকট হইতে সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে একটি "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" স্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে আপনিও আপনার অফিসে একটি "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" স্থাপন করিবেন। ভোটগ্রহণের দিন সকাল হইতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" এবং আপনার অফিসে স্থাপিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র" সর্বশেষ ফলাফল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

১৬। ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর আপনি আপনার আওতাধীন সকল নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে বিশেষ বার্তাবাহক/টেলিফোন/ওয়ারলেস মারফত বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করিবেন। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল যোগ করিয়া সংযোজিত তালিকায় (পরিশিষ্ট-'ক')

উল্লেখিত টেলিফোনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে স্থাপিত "ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র"কে জানাইতে হইবে। প্রত্যেক বার্তায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ক্রমবর্ধমান ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন, মোট কত ভোট প্রদত্ত হইয়াছে এবং কত ভোট বাতিল হইয়াছে তাহারও উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৭। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব .....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার .....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার .....(সকল)।

৪। পুলিশ সুপার .....(সকল)।

৫। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৭। জেলা নির্বাচন অফিসার .....(সকল)।

৮। থানা শিক্ষা অফিসার, টাংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৯। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)

ফোন : অফিস ৮১২৭৮৬
৮১৫২১২-১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২।

পরিশিষ্ট 'ক'

যে সকল টেলিফোনের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারদের নিকট হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১-এর বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করা হইবে তাহার তালিকা।

ক্রমিক নং	কমিশন সচিবালয়ের টেলিফোন নম্বর	যে সকল জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার নাম
১	২	৩
১।	৮১২৭৬৫	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
২।	৮১২৭৬৬	নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৩।	৮১২৭৬৭	জয়পুরহাট, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৪।	৮১২৭৬৮	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও নওয়াবগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৫।	৮১২৭৬৯	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৬।	৮১২৭৭০	যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া ও নড়াইল জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৭।	৮১২৭৭১	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৮।	৮১২৭৭৫	১৩২ বাকেরগঞ্জ-সহিত-পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকাসহ ভোলা, বাকেরগঞ্জ, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
৯।	৮১২৭৭৬	ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১০।	৮১২৭৭৭	১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা নির্বাচনী এলাকাসহ ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১১।	৮১২৭৭৮	টাংগাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১২।	৮১২৭৭৯	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৩।	৮১২৭৮০	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৪।	৮১২৭৮২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৫।	৮১২৭৮৩	ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৬।	৮১২৭৮৪	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।
১৭।	৮১২৭৮৫	২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি, ২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি ও ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান নির্বাচনী এলাকাসমূহ।

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা—১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং।
৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন।

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৮

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের সীল প্রেরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

এই কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৫(৩)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ, তারিখ ১৪-২-৯১ ইং/০১-১১-৯৭ বাং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিদের (জেলা নির্বাচন অফিসার) নিকট ব্যালট পেপার, অমোচনীয় কালি, ষ্ট্যাম্প প্যাড, গালা ইত্যাদি ছাড়াও তিন রকমের সীল (অফিসিয়াল সীল, মার্কিং সীল এবং পিতলের সীল) প্রেরণ করা হইল। প্রেরিত এই তিনটি সীলের মধ্যে অফিসিয়াল সীল এবং ব্রাস সীলে নিরাপত্তামূলক নম্বর (কোড মার্ক) রহিয়াছে। সুতরাং আপনি এই সীল ২টি প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণের সময় কোন্ কেন্দ্রের জন্য কি নম্বরের সীল সরবরাহ করিয়াছেন তাহা বিতরণ রেজিস্টারে লিখিয়া রাখিবেন এবং প্রত্যেক সীলের ছাপও নিরাপদ স্থানে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

২। এই সকল সীল ভোটকেন্দ্রে সরবরাহের জন্য চটের থলি প্রেরণ করা হইল। আপনি প্রত্যেক কেন্দ্রের সীল থলিতে আবদ্ধ করিয়া সীল গালা করিবেন এবং ভোটগ্রহণ শেষে ঐ থলিতেই সীল গালা করিয়া প্রিজাইডিং অফিসারকে ফেরত দিতে বলিবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের পক্ষে পিতলের সীল থলিতে ভর্তি করা সম্ভব হইবে না।

কারণ উহার দ্বারাই সীল ভর্তি থলি তাঁহাকে গালার সাহায্যে সীল করিতে হইবে। কাজেই পিতলের সীলটি পৃথকভাবে পাঠানোর জন্য প্রিন্টিং অফিসারকে নির্দেশ দান করিবেন।

৩। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৭। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৮। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)
ফোন : অফিস ৮১২৭৮৬
৮১৫২১২—১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২

অতীব জরুরী
নির্বাচন অধিকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেরিয়েট অফিসার্স হোস্টেল,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা—১২০৭।

নং ৫(৩)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ

তারিখ : ৬ই মার্চ, ১৯৯১ ইং।
২১শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং।

টেলেক্স : ৬৩৩৭৭০ ইলেক্ট বি জে
৬৩২২৩১ ইলেক্ট বি জে

তার : ইলেকশন

দূরালাপনী : দপ্তর ৩১৭৩৬৭
৮১৫৩৬৭
বাসা ৮৯২৯১৪

প্রেরক : বুরহান উদ্দীন আহমদ,
উপ-সচিব।

প্রাপক : ১। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাধারণ), খুলনা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

২। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-১/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার-২, ঢাকা বিভাগ
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
এবং
রিটার্নিং অফিসার।

পরিপত্র নং ৯

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল প্রসংগে।

মহোদয়,

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পরিপত্র নং ৮, তারিখ ১৬-২-৯১ ইং/৩-১১-৯৭ বাং-এর অনুবৃত্তিক্রমে আমি আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪ সি ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার দিন হইতে ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টকে (যিনি নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করেন নাই, তিনি নিজেই তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে গণ্য হইবেন) XVII-C ফরমে এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন ও এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচনী এজেন্টকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাইতে হইবে। যদি কোন নির্বাচনী এজেন্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল না করেন তবে তিনি আইন বিরুদ্ধ কর্ম সম্পাদনের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন। আদেশের ৭৪ ধারা মতে এই অপরাধের জন্য জরিমানাসহ নিম্নে ২ বৎসর এবং উর্দ্ধে ৭ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের এই বিধান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া দিবেন। ইহার পরও যদি কেহ উক্ত বিধি লংঘন করেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। মনে রাখিবেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয় নাই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইবে এবং যে নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে যদি ঐ নির্বাচন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন থাকে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ দান করেন তবে আদেশ দানের তিন মাসের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে হইবে এবং এই জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নাই।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের সহিত যে সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিতে হইবে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ সি ধারার (১) উপ-ধারায় তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে আপনি অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি পাঠ করিবেন এবং নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক হিসাব আইন অনুসারে দাখিল করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৩। আদেশের ৪৪-ডি ধারা অনুসারে নির্বাচনী এজেন্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজসমূহ প্রাপ্তির দিন হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য আপনার অফিসে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সংরক্ষণ করিতে হইবে। যদি কেহ উক্ত দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শন করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রতিটি দলিল/বিবরণীর জন্য টাকা ৫'০০ (পাঁচ) ফী প্রদান করিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন যদি কেহ রক্ষিত রিটার্নের অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন দলিলের অনুলিপি প্রদানের জন্য আপনার নিকট আবেদন করেন তাহা হইলে উহা আপনাকে প্রদান করিতে হইবে। তবে আবেদনকারীকে দরখাস্তের সহিত কোর্ট ফী আকারে প্রতি অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশের প্রথম ২০০ শব্দ অথবা তাহার অংশ-বিশেষের জন্য ১০ টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি ১০০ শব্দ অথবা তাহার অংশ-বিশেষের জন্য ৫ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

৪। নির্বাচনী রিটার্ন দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফরম ইতিমধ্যেই রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে। এই ফরম আপনি বিনামূল্যে প্রার্থী অথবা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্টদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। যাহারা এখনও ফরম সংগ্রহ করেন নাই তাহারা জরুরী ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে ফরম সংগ্রহ করিবেন।

৫। এই পরিপত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত,

বুরহান উদ্দীন আহমদ
উপ-সচিব (নির্বাচন)।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :—

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব.....(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।

৩। উপ-নির্বাচন কমিশনার.....(সকল)।

৪। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার.....(সকল)।

৬। জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সকল)।

৭। থানা শিক্ষা অফিসার, টংগী, গাজীপুর এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

৮। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ জকরিয়া
সহকারী সচিব (নির্বাচন-১)

ফোন : অফিস ৮১২৭৭৬
৮১২৭৮৬
৮১৫২১২—১৬/২৫
বাসা ৪০৪৮৯২

পরিশিষ্ট-৩৬

পরিপত্র

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাজনৈতিক শাখা-২

পরিপত্র

নং ৩/২/৯১ স্বঃ মঃ (রাজ-২)/১০০ তারিখ : ২৪ মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা
৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং

বিষয় :—জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা তারিখে সমগ্র দেশব্যাপী কাংক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণে এই নির্বাচন সত্যিকার অর্থে গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া জনগণ আশা করে। একইভাবে সরকার আশা করে যে, একমাত্র সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই জনগণের আশা পূরণে অবদান রাখিতে পারে। তাই অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতির নিকট অংগীকারাবদ্ধ। সরকার সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই নানাবিধ কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নিরপেক্ষভাবে তাহাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে হইবে। নিরপেক্ষভাবে কর্ম সম্পাদন শুধুমাত্র কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। নিরপেক্ষতা যাহাতে জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হয় সেই জন্য অতীব সতর্কতার সহিত আইন ও বিধি মোতাবেক কার্য্যব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে ন্যায়নিষ্ঠ হইতে হইবে যাহাতে কোন অবস্থায় তাঁহাদের নিরপেক্ষতা এবং সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না উঠে।

২। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে পুলিশ, আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস্ এবং সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নিয়োগের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনার অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (সকলের জন্য নহে) সংযোজন করা হইল (সংযোজনী ক)।

৩। (ক) প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সর্বনিম্ন লোকবলের নিয়োগ নিম্নরূপ হইবে :—

(*i*) পুলিশ—১ × জন (অস্ত্রসহকারে)

(*ii*) আনসার—১ × পিসি (অস্ত্রসহকারে)

(*iii*) আনসার—১ × এপিসি (অস্ত্র/লাঠিসহ)

(*iv*) আনসার—১০ × জন (লাঠিসহ)

বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় উপরোক্ত লোকবলের বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে ভোট কেন্দ্রে মোতায়েনকৃত লোকবলের দ্বারা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি মোকাবেলা সম্ভব নাও হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি উপজেলার যে কোন সুবিধাজনক স্থানে এপিবিএন/বিএন আনসার/বিডিআর/সেনাবাহিনী/নৌবাহিনী হইতে ভ্রাম্যমান ষ্ট্রাইকিং ফোর্স মোতায়েন করিতে হইবে। প্রতিটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে বিভাগীয়

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন। একইভাবে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের সহিত (কেবলমাত্র পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতিরেকে) আলোচনাক্রমে বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন। মেট্রোপলিটন এলাকাসমূহে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার স্থানীয়ভাবে নিরাপত্তা পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবেন। সংযোজনী ক-তে (সকলের জন্য নহে) যে নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রদান করা হইয়াছে তাহা একটি নির্দেশক (Indicative plan) মাত্র যাহা বাস্তবতা ও প্রয়োজনের নিরিখে স্থানীয় ভিত্তিতে সংশোধন করা যাইতে পারে।

(গ) যেহেতু পার্বত্য জেলাসমূহে নিরাপত্তামূলক কমাণ্ড ও কন্ট্রোল এবং সামগ্রিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি জি ও সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের উপরে ন্যস্ত সেইহেতু নির্বাচনের জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণীত হইবে তাহা সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা জি ও সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন হইবে। বিডিআর, পুলিশ ও আনসার তাহাদের নিজ নিজ দপ্তর হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় অপারেশনাল কমাণ্ডার-এর সহিত সমন্বয় সাপেক্ষে ঐ কর্তব্য পালন করিবেন।

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট হেলিকপ্টার (৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টা উড্ডয়ন সময়সহ) নির্বাচনের তারিখসহ নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ৫ দিবসের জন্য বরাদ্দ থাকিবে। সুপ্রীম কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারস সেনাসদর ও বিমান সদর এই বিষয়ে সমন্বয় করিবেন।

৪। প্রতিটি জেলার সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার আইন-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের সহিত পরামর্শক্রমে প্রতিটি উপজেলার জন্য কমপক্ষে ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। <u>আনসার অংগীভূত করার সময়কাল:</u>

নিম্নরূপ সময়ের জন্য আনসার অংগীভূত করিতে হইবে:—

(ক) সমতল এলাকার ভোট কেন্দ্রের জন্য ৪ দিন;

(খ) উপকূল এলাকা, চর এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের জন্য ৫ দিন।

মন্তব্য:—

(১) সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনাক্রমে যথাসময়ে আনসার অংগীভূত করিবার কাজ সম্পূর্ণ করিবেন।

(২) যতদূর সম্ভব অংগীভূত আনসারদের ইউনিফরম প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন আনসারকে তাহার নিজস্ব ইউনিয়নে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) নির্বাচনের পূর্বে আনসার অধিদপ্তর অন্ততঃপক্ষে ৫ দিন মেয়াদের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপারের সহিত সমন্বয়ক্রমে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রশিক্ষণ সময়ে তাহাদের নির্বাচনের প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৬। <u>পুলিশ নিয়োগ সংক্রান্ত:</u>

নিরাপত্তা পরিকল্পনা সংযোজনী 'ক' (সকলের জন্য নহে) অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ নিয়োজিত হইবে। উল্লেখ্য যে সেনাবাহিনী হইতে যে সকল অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইবে তাহা ব্যবহারের বিষয়ে পুলিশের মহা-পুলিশ পরিদর্শক সেনাসদরের সহিত সমন্বয়ক্রমে একটি স্বল্পমেয়াদী অথচ নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিবেন।

৭। বিডিআর নিয়োগ সংক্রান্ত :

নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃংখলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিডিআর-এর মোট ৮৫০০ সদস্য নিয়োগ করা হইবে। সীমান্তবর্তী ১২০টি উপজেলায় সর্বমোট ৫০০০ বিডিআর সদস্য নিয়োগ করা হইবে। ঢাকা মহানগরস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের জন্য ৩৫০ জন বিডিআর সদস্য স্বতন্ত্রভাবে মোতায়েন করিয়া সর্বমোট ৩১৫০ জন সদস্যকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী মহানগর/শহরের ভোট কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্ত ষ্ট্যাটিক ফোর্স হিসাবে নিয়োগ করা হইবে। সীমান্তবর্তী ১২০টি উপজেলায় বিডিআর-এর ৫০০০ সদস্য ভ্রাম্যমান ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত হইবে। পুলিশের মহা-পরিদর্শক উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিস্তারিত নিয়োগ পরিকল্পনা অতি জরুরী ভিত্তিতে প্রণয়ন করিবেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিডিআর নিয়োগের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত স্মারক নং আই, বি-২/৮৫(বি-১)/২২৩, তারিখ ২৭-৪-৮৬ ইং অনুসরণ করিতে হইবে (সংযোজনী খ)। যে সকল বিডিআর-এর সদস্য বি ও পি-তে নিয়োজিত থাকিবে তাঁহারা তাঁহাদের নিকটবর্তী এলাকায় নির্বাচনের দিন বিশেষভাবে 'ইনটেনসিভলি প্যাট্রোল' করিবে।

৮। (ক) আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে আইন-শৃংখলা বজায় রাখিবার নিমিত্তে সেনা-বাহিনী এবং নৌ-বাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসংগে ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৯/১৩০ ধারা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত Instructions Regarding Aid to Civil Power-এর ৭ম ও ১০ম অনুচ্ছেদ [অনুলিপি (সংযোজনী গ) -এর [প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উপরোক্ত ফৌজদারী কার্যবিধি ধারাসমূহে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার ঐ সকল ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনী/নৌ-বাহিনী ব্যবহার করিতে পারিবে।

(খ) মনপুরা, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও হাতিয়া উপজেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌ-বাহিনীর সদস্য ভ্রাম্যমান ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত হইবেন। সেনাবাহিনীর ও নৌ-বাহিনীর প্রতিটি দলের সহিত একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিতে হইবে যিনি ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে আইন-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী মোট ৮ দিনের জন্য নিয়োজিত থাকিবে। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সেনাসদর ও নৌ-সদর বিস্তারিত মোতায়েন আদেশ জারী করিবে।

(ঘ) সেনাবাহিনীর প্রচলিত কমাণ্ড ও কণ্ট্রোল ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

(ঙ) প্রতিটি উপজেলায় (যেখানে সেনাবাহিনী নিয়োজিত থাকিবে) ন্যূনপক্ষে দুই প্লাটুন সেনাদল নিয়োগ করা হইবে। উহার মধ্যে কিছুসংখ্যক ভ্রাম্যমান রিজার্ভ, কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থানে এবং কিছুসংখ্যক উপজেলা হেড কোয়ার্টারে মোতায়েন করা হইবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং তারিখের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনী শুধুমাত্র Show of Force-এর নিমিত্তে ব্যবহার করা হইবে। এই সময়ে আইন-শৃংখলাজনিত ঘটনাসমূহ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী পুলিশ মোকাবিলা করিবে। নির্বাচনের দিনে ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সেনাবাহিনী কর্ম সম্পাদন করিবে।

৯। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার বিশেষ দায়িত্ব :

নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহের ভূমিকাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিয়া তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে এই সকল পরিষদের উপর কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ নামে একটি নূতন অধ্যাদেশ জারী করিয়াছে। উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪ নং অনুযায়ী নির্বাচনকালে প্রতিটি ইউনিয়ন উহার নিজস্ব এলাকা :—

(ক) শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকিবে;

(খ) আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ট সহযোগিতা রক্ষা করিবে এবং উহাদের প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে;

(গ) আইন ভংগকারী ও শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নকারী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে;

(ঘ) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বিঘ্নকারী যাবতীয় কার্যকলাপ রোধ করিবে এবং তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(ঙ) নির্বাচনী মিছিল, সভা ও প্রচারণা যাহাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং উক্ত রূপ মিছিল, সভা ও প্রচারণায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করিয়া আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করিবে;

(চ) কোন নির্বাচনী অফিস, প্রতীক, পোষ্টার, ব্যানার বা শ্লোগান নষ্ট বা ধ্বংস করার যে কোন প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং তজ্জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ছ) বে-আইনী অস্ত্র বা বিস্ফোরক প্রস্তুতকারী, বহনকারী বা ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং পাকড়াও করা সম্ভব না হইলে তৎসম্পর্কে অবিলম্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(জ) নির্বাচনের তারিখে নির্বাচন আইন ও বিধি ভংগের সকল প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং উক্ত আইন ও বিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১০। বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান/সদস্য/কমিশনারগণের নিকট হইতে অতীব সর্তকতার সহিত সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর উপরোক্তভাবে অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত হইতে হইবে। এই প্রসংগে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ এর নিম্নোক্ত বিধানটি প্রণিধানযোগ্য :—

"যদি সরকারের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন পরিষদ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোন দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে নাই, বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে, উক্ত পরিষদ বাতিল করিয়া দিতে পারিবে"।

১১। নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য কতিপয় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় :—

(ক) Conduct (আচরণ) এবং Misconduct (অসদাচরণ) এর মধ্যকার পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। অসদাচরণের জন্য অবশ্যই শাস্তি হইবে;

(খ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যগণকে তাহাদের কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ তাহাদিগকে মৌখিকভাবে এই কর্তব্য বুঝাইয়া দিবেন;

(গ) প্রিজাইডিং অফিসার এবং কেন্দ্রে নিয়োজিত আনসার ও পুলিশের মধ্যকার সম্পর্ক এবং তাহাদের নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব কি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভোট গ্রহণ শুরু হইবার পূর্বে যে কোন সময়ে প্রিজাইডিং অফিসার অবশ্যই ঐ কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত পুলিশ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে একত্রে ডাকিয়া তাহাদের নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবেন ও বুঝিয়া নিবেন;

(ঘ) ভোটকেন্দ্রের সঠিক শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বর্তায় প্রিজাইডিং অফিসারের উপর। কেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসার যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন;

(ঙ) পুলিশ ও আনসারগণ যথাসময়ে ভোটকেন্দ্রে যোগদানের রিপোর্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রদান করিবেন এবং তাঁহার অনুমতি সাপেক্ষে কর্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইবেন ;

(চ) যে কোন প্রকার পরিস্থিতির কারণে ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসারগণ সকলে একত্রে কর্তব্যের স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না। যথা—চা-নাস্তা, পান-বিড়ি, প্রকৃতির ডাক ইত্যাদির কারণে একসংগে একাধিক ব্যক্তি কখনই যাইতে পারিবে না ;

(ছ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত পুলিশ ও আনসারের নিকট ইস্যুকৃত ব্যক্তিগত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং বিনা অস্ত্রধারী আনসারের লাঠি এবং আর্মড ব্যাণ্ড-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজস্ব। যে কোন কারণে উহা হারানো গেলে বিধান মোতাবেক শাস্তি হইবে। কর্তব্যরত অবস্থায় কোন বিনা অস্ত্রধারী আনসারকে আর্মড ব্যাণ্ডল ছাড়া অবস্থায় যেন পাওয়া না যায় বা কর্তব্যের স্থান ব্যতীত অন্য কোথায় না পাওয়া যায় সেদিকে নিশ্চিত হইতে হইবে ;

(জ) কর্তব্যরত অবস্থায় কোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় কোন সদস্য পলাতক হইলে বা স্থান ত্যাগ করিলে বা দলচ্যুত হইলে ইহা কাপুরুষতা এবং কর্তব্যে অবহেলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ;

(ঝ) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পুলিশ ও আনসারগণ কোন অবস্থাতেই বিনামূল্যে বা কোন প্রার্থী বা তাঁহার পক্ষের লোক হইতে পান, বিড়ি, সিগারেট ও খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোন কিছু গ্রহণ করিবেন না, করিলে উহা অসদাচরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে ;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে নির্বাচনের পূর্বে, পরে এবং নির্বাচন চলাকালে বিভাগীয় তত্ত্বাবধান ও খোঁজখবর অবশ্যই জারী থাকিবে।

১২। জেলা পর্যায়ে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের সহিত সম্পৃক্ত জেলার সকল কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাকে নিয়া এক বা একাধিক বৈঠকের আয়োজন করিবেন। এই পত্রে উল্লেখিত ও নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন এবং উত্থাপিত যে কোন বিষয়ের সমন্বয় সাধন করিবেন। প্রয়োজন মনে করিলে আলোচ্য সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সেনা ও বিডিআর-এর কর্মকর্তাগণকেও আমন্ত্রণ জানাইতে পারেন। মেট্রোপলিটান এলাকাসমূহে মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার উপরোক্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩। উপজেলা পর্যায়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) নির্বাচন কাজে নিয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, সকল প্রিজাইডিং অফিসার এবং আনসার ও পুলিশের সকল সদস্যকে নিয়া একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন। সেখানে অত্র পরিপত্র এবং নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ে কাহার কি দায়িত্ব রহিয়াছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐ উপজেলার জন্য নির্দ্ধারিত সেনা বা বিডিআর দলের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে অবশ্যই উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

১৪। কোন ভোটকেন্দ্রের নিকটস্থ কোন এলাকায় কোন বিশৃংখলা দেখা দিলে সেনা/বিডিআর দলের সহিত অবস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট-এর তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। আইন-শৃংখলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত থাকিবে তাহাদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য জেলা প্রশাসকগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬। কতিপয় বিশেষ নির্দেশ :

(১) ব্যালট পেপারের প্রাপ্তি, প্রেরণ এবং ঐ সকলের আইনানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রিজাইডিং অফিসারগণ যাহাতে ব্যালট পেপারসহকারে নিরাপদে তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারেন তাহার জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদান করিতে হইবে। একইভাবে প্রতিটি ভোটকেন্দ্র হইতে প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারসহ যাহাতে যথাস্থানে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(২) যে কোন মূল্যে ভোট কারচুপি রোধ করিতে হইবে;

(৩) ভোট গণনার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে;

(৪) যে সকল ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাদের উপযুক্ত সময়ে প্রচলিত আইনে গ্রেফতার করিতে হইবে। এই কার্যক্রম এখন হইতে শুরু করা অপরিহার্য;

(৫) যে সকল ভোটকেন্দ্র উপজেলা সদর থেকে ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব সে সকল কেন্দ্রে ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স ও অন্যান্য নির্বাচনী উপকরণ নিয়া নির্বাচনের দিন সকাল বেলায় যথাসময়ে পৌঁছাইতে হইবে যাহাতে ঐ সকল উপকরণ লইয়া কোন বাড়ীতে রাত কাটাইতে না হয়। উপজেলা সদর হইতে ৩/৪ ঘণ্টার বেশী দূরবর্তী কেন্দ্রসমূহে পৌঁছাইবার জন্য কাছাকাছি একাধিক কেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনী এক দলে আগেই রওয়ানা হইয়া যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি একস্থানে সকলে মিলিয়া রাত কাটাইবেন ;

(৬) নির্বাচনের সময় দ্রুত যোগাযোগের সুবিধার্থে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড জেলা সদর ও উপজেলা সদরের সহিত টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে;

(৭) নির্বাচন প্রতিহত করিবার তৎপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নজর রাখিবার জন্য জেলা স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করিবে;

(৮) প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সংগে সেই ইউনিয়নের মোবাইল ফোর্সের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোটর সাইকেল/সাইকেলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ভোটকেন্দ্রগুলির সংগে মোবাইল ফোর্সের তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এই সকল বাহন ব্যবহার করা হইবে। অন্য যে কোন লোকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই না করিয়া মোবাইল ফোর্স স্থান ত্যাগ করিবে না। অন্যথায় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত কোন ঘটনায় তাহাদের জড়াইয়া পড়িবার আশংকা থাকিয়া যাইবে;

(৯) নির্বাচন শুরুর অনেক আগেই প্রিজাইডিং অফিসার আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবেন যে, ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় কোন বিস্ফোরক দ্রব্য বা অস্ত্র লুকায়িত নাই। ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচন শুরুর আগে নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ছাড়া অন্য কাউকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন না। ভোটগ্রহণের আগে প্রিজাইডিং অফিসার খালি ব্যালট বাক্স উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টকে দেখাইবেন এবং তাঁহাদের সামনে তিনি ব্যালট বাক্সটি বন্ধ করিয়া সীল করিবেন। তাহা ছাড়া ভোটগ্রহণ শুরু করিবার আগে প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহার ভোটকেন্দ্রের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারগুলি উপস্থিত সবাইকে দেখাইবেন;

(১০) ভোটকেন্দ্র বলিতে কেবলমাত্র নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত বিল্ডিং বা ঘরকে বোঝাইবে না, বরং পুরো চৌহদ্দিটাকেই বোঝাইবে। তাই ভোটকেন্দ্রের এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন পার্সেল বা ব্যাগ বহন করিতে দেওয়া যাইবে না;

(১১) পোলিং এজেন্টগণ ভোটকক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকিবার পর তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন এবং কক্ষের মধ্যে ঘুরাফেরা করিতে পারিবেন না;

(১২) ভোটারগণ যেন লাইনে দাঁড়াইয়া সুশৃংখলভাবে একের পরে এক ভোট প্রদান করিতে পারেন, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। এই ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে চৌকিদার/দফাদারের সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে এবং শহরে বয়স্কাউটের সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে;

(১৩) ভোট প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর অর্থাৎ বিকাল ৫টার পর যদি কেউ ভোট-কেন্দ্রের বেষ্টনীর ভিতর ভোটদানের জন্য অপেক্ষারত থাকেন, তাহাদেরকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে হইবে;

(১৪) ভোট প্রদান শেষ হওয়ার পরপরই ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু করিতে হইবে। ঐ সময় ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করিতে হইবে। ভোট গণনা শেষ হওয়া এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য ফর্মস ও প্যাকেট সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসার এর কাছে পৌছানো পর্যন্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখিবে;

(১৫) ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য নির্বাচনী মালামাল যাহাতে আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্যাকেটে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সংগে ঢুকানো যায় সেই জন্য প্রিজাইডিং অফিসারগণ আগে থেকেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন;

(১৬) ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত সকল ফোর্স সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে ব্যালট পেপারসহ অন্যান্য ফর্মস ও প্যাকেট উপজেলা সদরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার কিংবা জেলা সদরে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী তাহাদের সংগে থাকিবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া তাঁহারা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

১৭। <u>আইন-শৃংখলা রক্ষাকল্পে প্রাক-নির্বাচনী নির্দেশাবলী:</u>

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের পূর্ব হইতেই আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখা অপরিহার্য। এতদুদ্দেশ্যে এখন হইতেই নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে:—

(১) নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন কর্তব্যকর্মকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হইবে;

(২) নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন অপরাধ দমনে অত্যন্ত তৎপরতার সংগে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;

(৩) নির্বাচনী অপরাধ দমনে কিংবা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মোকাবেলায় যাহাতে কোনরকম বিলম্ব না ঘটে, সেইজন্য এখন হইতে অনতিবিলম্বে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফোর্স চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে;

(৪) নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সময় কোন কোন জায়গায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উপস্থিত নির্ধারিত ফোর্স এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গেলে সহায়ক শক্তি হিসেবে পর্যাপ্ত ব্যাকআপ ফোর্সের প্রয়োজন হইবে;

(৫) নির্বাচনী অপরাধ দমনের পাশাপাশি অপরাধ প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থাও নিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রাসংগিক তথ্যাদি (Intelligence) আহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিশেষ করিয়া (Special Branch) সম্ভাব্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নির্বাচনী মিছিল, পোষ্টার, দেয়াল লিখন সম্পর্কে আগেই তথ্য আহরণ করিবেন এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট ফোর্স প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিবেন;

(৬) নির্বাচনী অপরাধ সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবহিত থাকিবার জন্য এবং প্রয়োজনমতো শান্তি-শৃংখলা সুরক্ষা করিবার জন্য এখন হইতে গ্রাম্য পুলিশ ও গ্রাম্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ;

(৭) প্রতিটি থানায় এখন হইতে কেবল নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনা লিখিয়া রাখিবার জন্য একটি রেজিষ্টার রাখা যাইতে পারে। এই রেজিষ্টার সংযোজনী ঘ-এর অনুসরণে তৈরী করিতে হইবে ;

(৮) ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মার্চ '৯১ পর্যন্ত যাহাতে অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করেন সেইজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করিয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৯) আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ এক বা একাধিক স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করিবেন।

১৮। নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি :

"The Representation of the People Order, 1972 (P.O. No.155 of 1972)" এবং ইহার সর্বশেষ সংশোধনী "The Representation of the People (Amendment) ORDINANCE, 1991", অধ্যাদেশ নং ৪, ১৯৯১ হইতে যে সকল ধারাসমূহের প্রতি সার্বক্ষণিক সকলের দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন তাহার কয়েকটি ধারা (নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত) "সংযোজনী ঙ"-তে দেওয়া হইল। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আলোচনা সভায় এই ধারাসমূহের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে।

১৯। সরকার পুনরায় উল্লেখ করিতে চাহেন যে, সংশ্লিষ্ট সকলে আইনানুগ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ সর্বাংশে নির্ভরশীল। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হইতে হইবে।

স্বাক্ষর :—

(এম, এ, সাঈদ)
স্বরাষ্ট্র সচিব।

সংযোজনী 'খ'

Government of the People's Republic of Bangladesh

Ministry of Home Affairs

Border-I Section.

No. IB-2/85 (BA-I)/223, Dated 27-4-1986.

MEMORANDUM

SUBJECT: **Deployment of BDR personnel for maintenance of internal security.**

REFERENCE: **Decisions in the interministerial meeting held on 09-4-86 and in the Conference of Divisional Commissioners and DC's held on 27-3-86.**

In pursuance of the provisions contained in the Police Act, 1861 (Act V of 1861) and the Bangladesh Rifles Act, 1920 (Act II of 1920) the undersigned is directed to say that the rules and regulations contained therein and in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) should be strictly enforced among the members of the BDR in connection with assistance in the maintenance of law and order and internal security.

The provisions are:

(*i*) Members of the BDR shall assist the Police in the maintenance of internal security (BDR Regn 7(c) of 1922).

(*ii*) The Commandant, Assistant Commandants, Subedars and Naib-Subedars of the BDR have been given the powers of an officer-in-charge of a police station for the purpose of dealing with unlawful assemblies or any assembly of five or more persons likely to cause a distrubance of the public peace (PRB I: Regn 149).

(*iii*) Any Magistrate or officer-in-charge of a P.S. may proceed to disperse an unlawful assembly by using civil force (3/128 Cr. P.C.). Since Police force is treated as civil force (S/128 Cr. P.C.) and since the BDR personnel are enlisted under the Police Act, 1861, (*vide* Regn-I of BDR Regulations, 1922), the duties and responsibilities of the BDR personnel are no less important than those of the police in the maintenance of internal security and law and order.

2. In the light of the aforesaid provisions of law the undersigned is further directed to request the D.G., BDR to issue the following instructions and standing orders to the concerned commanding officers:—

(*i*) The above provisions of law should be carefully brought to the notice of the BDR personnel and they should be advised to follow them in letter and spirit.

(*ii*) The members of the BDR should be readily available to the Deputy Commissioners/ District Magistrates/Additional District Magistrates in case of a District HQrs and to the UNO/UZM in case of Upazila HQrs.

(*iii*) The District and Upazila Administration may utilise the services of the members of the BDR as strike force as and when necessity arises out of a threat to internal security and law and order.

(*iv*) The Jatiyo Sangshad Elections-1986 have entrusted additional responsibilities to the law enforcing agencies in the maintenance of internal security and law and order.

(*v*) The BDR authorities should, therefore, keep close contact and liaison with the District and Upazila Administration and should take advice from District and Upazila Administration in times of need felt by those administrations.

***Sd.* M. Nurul Haq,**
Deputy Secretary
Ministry of Home Affairs.

The Director-General,
Bangladesh Rifles,
Peelkhana, Dhaka.

Extract taken from Criminal Procedure Code

USE OF MILITARY FORCE.

129. If any such assembly cannot be otherwise dispersed, and if it is necessary for the public security that it should be dispersed, the Magistrate of the highest rank which present, or Police Commissioner in the Metropolitan Area may cause it to be dispersed by Military Force.

DUTY OF OFFICER COMMANDING TROOPS REQUIRED BY MAGISTRATE TO DISPERSED ASSEMBLY.

130—(1) When a Magistrate or the Police Commissioner determines to disperse any such assembly by Military Force, he may require any commissioned or non-commissioned officer in command of any soldiers in the Bangladesh Army or of any volunteers enrolled under the Volunteers Act, 1869 to disperse such assembly by Military Force, and to arrest and confined such persons forming part of it as the magistrate or the police commissioner may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law.

(2) Every such officer shall obey such requisiton in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use as little force, and do as little injury to person and property, as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such person.

Extract taken from Instructions Regarding "Aid to the Civil Power".

7. **Co-operation between Civil and Military Authorities.**—The success of all Military measures in Aid of Civil Power depends upon the co-operation between the Civil and Military Authorities. Successful cooperation is only achieved when there is mutual confidence and understanding. Therefore it is important that in peace time, the officers responsible for administration and maintenance of law and order and the officers of the Army should know each other and have knowledge of each others duties. The officers of each district should be fully conversant with the procedure for calling of military aid and should have a clear understanding of the roles of the army and the police in emergencies requiring military aid. Plans to meet likely contingencies should be prepared by the local civil authorities and the local military commanders in fullest collaboration.

In all stages of disturbances, whether minor or serious, military and civil officers, including police officers, must cooperate with one another as closely as possible. There should be constant consultation between them. The military commander should realise that civil officers, from their knowledge of local conditions, will often be in a position to give valuable information and suggestions. The civil officers, on their part, should be prepared to give military officers the benefit of their knowledge.

The strength and the composition of the force, the quantity of ammunition and the method of carrying out the operation are matters for the decision of the military authority. The civil authority may and should, by reason of its fuller knowledge of the circumstances of the disturbance which is likely to occur or has occured, and of local conditions give the military authority the benefit of its opinion as to the number and class of troops e.g. Cavalry, Infantry, Armoured Cars, Light Moto Patrols, etc., which may be necessary.

When possible, a strength and composition should be settle by personal discussion between the two authorities, the civil merely suggesting and the military making the final decision.

*** *** ***

10. **Dispersal of unlawful assemblies.**—The law on the subject of the dispersal of unlawful assemblies (sections 127 to 132 of the Criminal Procedure Code) contains directions which are summarised briefly as follows:

(*a*) **Request by a Magistrate.**—Any Magistrate or officer-in-charge of a Police Station may order an unlawful assembly (see definition in section 141 of the Penal Code), or an assembly of five or more persons likely to cause disturbance of the public peace, to disperse. If it cannot otherwise be dispersed, the Magistrate of the highest rank present may cause it to be dispersed by military force, and for this purpose may require any commissioned or non-commissioned officer in command of soldiers to disperse it, and to arrest such person form in part of it as he may direct. The officer thus directed must "obey such requisition in such manner as he thinks fit".

(*b*) **Use of minimum force.**—In so doing the officer must "Use as little force and do as little injury to person or property" as may be consistent with the object of dispersing the assembly or of arresting or detaining members of it.

(*c*) **Military officer sole judge of action necessary.**—When a magistrate is present and requires a miliatry officer to disperse an unlawful assembly, absolute discretion lies with the military officer as to the manner in which the necessary action should be taken. He is the sole judge of the action necessary, though this must be limited to the purpose indicated, namely, the dispersal of the crowed and the arrest of offenders

The magistrate is empowered only to require the military commander to disperse the unlawful assembly and/or to effect the arrests, and he has no authority to give an order to open fire or to take particular action. The military commander is authorised by law to open fire, if in his opinion the circumstances so demand in order to allow him to comply with the requisition of the Magistrate, but the principle above stated of using the minimum force, consistent with the object to be achieved is applicable.

(*d*) **Magistrate may request cessation of action.**—The Magistrate may order the military to cease action when he thinks the required object has been attained. Where, however, the safety of the troops is manifestly endangered, the Magistrate will not order discontinuance of action.

(*e*) **Action when Magistrate not present.**—In case of serious emergency when communication is not possible with any Magistrate and public security is endangered by any assembly, any commissioned officer may himself disperse the assembly by military force and may arrest any persons in it. As regards warning, see sub-paragraph (*f*) below. But it, while acting in this manner it becomes practicable to communicate with a Magistrate, he shall do so, and thenceforward obey the instruction of the latter as regards continuance of such action.

(*f*) **Warning before action is taken.**—The law does not prescribe that before military force is employed to disperse a mob a formal warning should be given or any interval allowed between the warning and the firing; but the Government has laid down that warning ought to be given "wherever possible". The manner and the form of warning

must depend on circumstances; sometimes it may be exceedingly difficult to convey the warning. The Magistrate being still responsible at this stage, should personally give what warning is possible before requiring the military officer to disperse the assembly.

When a commissioned officer, acting without a Magistrate, decides to employ force, he also should give such warning as is possible.

(*g*) **Written confirmation of orders.**—Though the law does not insist that instructions by a Magistrate to disperse an unlawful assembly should be in writing, nevertheless he should, as soon as possible, in order to avoid subsequent questions, confirm his verbal instructions in writing retaining a copy himself.

(*h*) **Protection of officers and non-commissioned officers.**—No prosecution can be undertaken against an officer or non-commissioned officer for action taken by him, either when obeying the requisition of the Magistrate, or acting on his own initiative, save with the sanction of Government; and even if such prosecution takes place, the law declares that he is not deemed to have committed an offence, so long as he acts in good faith (section 132 of the Criminal Procedure Code). Good faith involves the exercise of due care and attention, and the use of as little force and infliction of as little injury to person and property as is Consistent with the object of dispersing the assembly.

(*i*) **Protection of other ranks.**—As regards troops who act under the orders of their officer, there is complete protection for any act done in obedience to any order which they are bound to obey; and, so long as they obeying such order, they are not deemed by law to have committed an offence.

(*j*) **Action after firing is stopped.**—

(*i*) Police usually act vigorously against the dispersing mob and clear the locality. Troops (usually the reserve sections) may follow in close support of police and use rifle butts on the mob, if police are ineffective. No serious injury should be inflicted on a mob which is dispersing.

(*ii*) Immediate steps should be taken to succour the wounded rioters. If possible, names and addresses should be recorded in the diary. It is most important that the best possible arrangements for first aid, medical attention and evacuation to hospital of injured rioters should be made.

(*iii*) Empty cases should be recovered and the number of rounds fired counted, checked and recorded in diary.

(*iv*) It may be desirable to retain important witnesses. The Magistrate should advise on this point.

(*v*) All prisoners should be handed over to the police.

(*k*) **Resumption of control by civil power.**—When he considers the required object has been achieved, the Magistrate orders the military commander to cease action. This order should be given in writing (Military assistance no longer required); it is important that the signature and the time should be recorded.

সংযোজনী 'খ'

ক্রমিক নং	অপরাধ সংঘটনের স্থান	তারিখ	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	কোন দলের সমর্থক/সদস্য	অভিযোগের ধরণ/প্রকৃতি	সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নাম	কোন দলের সদস্য/সমর্থক	থানা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

সংযোজনী 'ঙ'

৭ম অধ্যায়

নির্বাচনী অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি

(নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত)

দুর্নীতিমূলক অপরাধ: (ধারা-৭৩)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ নিম্নে বর্ণিত অপরাধসমূহকে দুর্নীতিমূলক আচরণ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে:—

(ক) আর্টিকেল 44AA এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ছাড়া অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনী ব্যয় মিটানো;

(খ) আর্টিকেল 44B এর বিধানসমূহ লংঘন করা;

(গ) ঘুষ গ্রহণ;

(ঘ) ছদ্মবেশ ধারণ;

(ঙ) নির্বাচনে অসংগত প্রভাব খাটান;

(চ) কোন প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি অথবা সহায়তা করিবার লক্ষ্যে তাহার অথবা তাহার কোন আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশকরণ;

(ছ) কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, উক্ত প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে বরাদ্দ করা হউক বা না হউক, মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশকরণ;

(জ) কোন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশকরণ;

(ঝ) কোন প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁহার পক্ষে ভোটদান বা তাহাকে ভোটদান হইতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান জানান বা প্ররোচিতকরণ;

(ঞ) কোন প্রার্থীকে সমর্থন দান করা বা তাহার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, তাহার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের ব্যতীত, ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ভোটার আনা নেওয়ার জন্য কোন যানবাহন বা নৌযান ভাড়া দেন, ধার দেন, নিয়োজিত করেন, ভাড়া করেন, ধার নেন বা ব্যবহার করেন;

(ট) ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ও ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান কোন ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন বা করার চেষ্টা করেন।

ঘুষ: (ধারা-৭৫)

নিম্নলিখিত কার্যকলাপ "ঘুষ" হিসাবে গণ্য:—

যদি কোন ব্যক্তি নিজে কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোন নির্বাচনে ভোটদান করা বা ভোটদানে বিরত থাকা অথবা প্রার্থী হইতে কিংবা তাহা হইতে বিরত থাকার কারণে "উৎকোচ" গ্রহণ করেন বা করিতে সক্ষম হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে কোন উৎকোচ দেন, দেওয়ার প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি দেন, যথা—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখা, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে বা দেওয়া হইতে বিরত রাখা বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য প্ররোচিত করা ; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার কারণে পুরস্কৃত করা।

ব্যাখ্যা : 'উৎকোচ' বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য উৎকোচ অথবা আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

ছদ্মবেশ ধারণ : (ধারা-৭৬)

কোন ব্যক্তি "ছদ্মবেশ" ধারণের দায়ে দোষী হইবেন যদি তিনি কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে বা মিথ্যা পরিচয় দান করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিরূপে ভোট দেন বা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন।

অসংগত প্রভাব : (ধারা-৭৭)

কোন ব্যক্তি "অসংগত প্রভাবের" জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোটদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(আ) কোন জখম, ক্ষতি, অনিষ্ট বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন ;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন ; অথবা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন।

(খ) তিনি কোনও ব্যক্তির ভোট দেওয়ার বা ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (ক) তে উল্লেখিত যে কোন কাজ করেন ;

(গ) তিনি, মনুষ্য অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা অন্য কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা বন্দির সাহায্যে —

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগের অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন ; অথবা

(আ) কোন ভোটারকে ভোটদান করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা : এই বিধিতে "ক্ষতি" বলিতে সামাজিক ভৎর্সনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৩ ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৭ বৎসর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে ২ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে 'কগনিজিবল অফেন্স'।

বেআইনী আচরণ :
(ধারা-৭৪)

কোন ব্যক্তি "বেআইনী আচরণের" দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ৪৪এএ অথবা ৪৪পিপি এর বিধানাবলী পূরণে ব্যর্থ হন ;

(খ) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(গ) ভোটদানের জন্য যোগ্য নন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন ; অথবা

(ছ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরিউক্ত যে কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা সংগ্রহ করেন।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৪ ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৭ বৎসর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে 'কগনিজিবল অফেন্স"।

সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ :
(ধারা-৭৮)

ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত্রি হইতে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বিধান লংঘনের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

ভোটকেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস নিষিদ্ধ :
(ধারা-৭৯)

ভোট গ্রহণের দিন, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে,—

(ক) ভোটদানের জন্য ক্যানভাসকরণ ; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ জানান ; অথবা

(গ) কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদান না করার জন্য প্ররোচিত করেন ; অথবা

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট-এর জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, সংকেত দান, বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করা কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিতকরণ শাস্তি-যোগ্য অপরাধ।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৯ ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৩ বৎসর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে ৬ মাস কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

বেআইনী আচরণ :
(ধারা-৭৪)

কোন ব্যক্তি "বেআইনী আচরণের" দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ৪৪এএ অথবা ৪৪পিপি এর বিধানাবলী পূরণে ব্যর্থ হন ;

(খ) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(গ) ভোটদানের জন্য যোগ্য নন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন ;

(চ) ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন ; অথবা

(ছ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরিউক্ত যে কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা সংগ্রহ করেন।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৪ ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৭ বৎসর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে 'কগনিজিবল অফেন্স"।

সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ :
(ধারা-৭৮)

ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত্রি হইতে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বিধান লংঘনের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

ভোটকেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস নিষিদ্ধ :
(ধারা-৭৯)

ভোট গ্রহণের দিন, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে,—

(ক) ভোটদানের জন্য ক্যানভাসকরণ ; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ জানান ; অথবা

(গ) কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে ভোটদান না করার জন্য প্ররোচিত করেন ; অথবা

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট-এর জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, সংকেত দান, বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করা কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিতকরণ শাস্তি-যোগ্য অপরাধ।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধসমূহের যে-কোন একটি অপরাধের জন্য গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৯ ধারা অনুসারে জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৩ বৎসর পর্যন্ত এবং কমপক্ষে ৬ মাস কারাদণ্ড হইতে পারে। উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

ভোটকেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃংখল আচরণ : (ধারা-৮০)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮০ ধারা মতে কোন ব্যক্তি জরিমানাসহ উর্দ্ধে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন, যদি তিনি নির্বাচনের দিন,—

(১) ভোটকেন্দ্রের মধ্যে শ্রবণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে কোন গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউড স্পীকার বা শব্দ পুনরুৎপাদন বা সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করেন ; অথবা

(২) ভোটকেন্দ্রের মধ্যে অবিরতভাবে শুনা যায় এইরূপ চিৎকার করিতে থাকেন ; অথবা

(৩) এইরূপ কোন কাজ করেন—

(ক) যাহা ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের জন্য আগত কোন ভোটারকে উত্যক্ত করেন বা বিরক্ত করেন ; অথবা

(খ) যাহা কোন ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের কর্তব্য পালনে বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধা দান করেন ; অথবা

(৪) উপরোক্ত যে কোন কার্য করিতে সহায়তা দান করেন।

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা : (ধারা-৮১)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮১(১) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে জরিমানাসহ উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা কোন ব্যালট পেপারে সরকারী চিহ্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন ; অথবা

(খ) কোন ব্যালট পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটকেন্দ্রের বাহিরে লইয়া যান কিংবা যে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করানোর জন্য তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে, সেই ব্যালট পেপারটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করান ; অথবা

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে—

(অ) কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন ; অথবা

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের মোড়ক নষ্ট, গ্রহণ, উন্মুক্ত বা উহাতে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করেন ; অথবা

(ই) এই আদেশের বিধান অনুসারে সংযুক্ত কোন সীলমোহর ভাংগিয়া ফেলেন ; অথবা

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা সরকারী চিহ্ন জাল করেন ; অথবা

(ঙ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর যে কার্যপদ্ধতি চালু, পরিচালনা বা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন উহাতে কোন বিলম্ব বা বাধা দান করেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা অথবা কোন করণিক যিনি উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে জরিমানাসহ উর্দ্ধে ১০ বৎসর এবং নিম্নে ৩ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

ভোটগ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ : (ধারা-৮২)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮২ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি জরিমানাসহ উর্দ্ধে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(খ) যে প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা দিয়াছেন সেই প্রার্থী সম্পর্কে কোন ভোটকেন্দ্র হইতে যে কোন পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন ; অথবা

(গ) যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা ভোট দিয়াছেন তাহার সম্পর্কে কোন ভোটকেন্দ্রে সংগৃহীত কোন তথ্য যে কোন সময়ে আদান-প্রদান করেন।

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা : (ধারা-৮৩)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮৩ ধারা অনসারে যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি জরিমানাসহ উর্দ্ধে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ১ বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে, যদি তিনি—

(ক) ভোটগ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে অথবা রক্ষা করার জন্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন ; অথবা

(খ) কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সরকারী চিহ্ন সম্পর্কে কোন তথ্য ভোটগ্রহণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন ; অথবা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে ভোট গণনার সময় কোন প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিতে পারিবেন না : (ধারা-৮৪)

কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা কোন নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদনকারী অন্য কোন অফিসার বা কেরাণী অথবা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য জরিমানাসহ উর্দ্ধে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোটকেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া—

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোটদানে প্ররোচিত করেন ; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে ভোটদান হইতে বিরত রাখেন ; অথবা

(গ) কোন ব্যক্তির ভোটদানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন ; অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে অন্য কোন কাজ করেন।

উপরোক্ত অপরাধসমূহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে "কগনিজিবল অফেন্স"।

নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারী কর্তব্য লংঘন: (ধারা-৮৫)

গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৮৫ ধারা মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার অথবা উক্ত অফিসার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন, যদি তিনি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কার্য করিয়া বা না করিয়া সরকারী কর্তব্য লংঘন করেন।

এই ধারায় বর্ণিত অপরাধ হইল কগনিজিবল।

সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সহায়তা দান: (ধারা-৮৬)

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবান্বিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে তাহার সরকারী মর্যাদার অপব্যবহার করিলে তিনি জরিমানাসহ ঊর্দ্ধে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং কমপক্ষে ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন।

উপরোক্ত অপরাধ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মতে 'নন্-কগনিজিবল অফেন্স'।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা: (ধারা-৮৭)

(১) ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতিরেকেই যে কোন ব্যক্তিকে, কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন—

(ক) যদি উক্ত ব্যক্তি ৮০ ধারার অধীনে কোন অপরাধ করেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দেন;

(খ) যদি উক্ত ব্যক্তি ৩০ ধারা মোতাবেক প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারিত হওয়ার পর পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া কোন অপরাধ করেন।

(২) স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন যে কোন নোটিশ, চিহ্ন, ব্যানার অথবা পতাকা যদি ইহা ৭৯ ধারার বিধান লংঘন করিয়া লাগানো হইয়া থাকে; অথবা

(৩) বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন যে কোন যন্ত্রপাতি যদি উহা ৮০ ধারার বিধান লংঘন করিয়া ব্যবহৃত হয় এবং ৮০ ধারার বিধান যাহাতে লংঘিত না হয় তাহা প্রতিরোধকল্পে বল প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আদালতে মামলা দায়ের: (ধারা-৮৯)

নির্বাচন কমিশনের আদেশ অথবা অনুমোদনসহ লিখিত অভিযোগ দায়ের ব্যতিরেকে কোনও আদালত ৮১(২), ৮৩, ৮৪, ৮৫ অথবা ৮৬ ধারার অধীন কোনও অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পরিশিষ্ট-৩৪

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারী ১৭, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৩রা মাঘ, ১৩৯৭/১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১

নং ২১-পাব—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্বারা ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং/২রা মাঘ, ১৩৯৭ বাং তারিখে প্রণীত এবং এতদ্‌সংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১

অধ্যাদেশ নং ৬, ১৯৯১

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদানকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহকে কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাংগিয়া গিয়াছে এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।** এই অধ্যাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** —বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) "নির্বাচন" অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন;

(খ) "নির্বাচন কাল" অর্থ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত সময়;

(গ) "পরিষদ" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা।

৩। **অধ্যাদেশের প্রাধান্য।** —আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিষদের নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব।** —নির্বাচনকালে প্রত্যেক পরিষদ উহার নিজস্ব এলাকায়—

(ক) শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকিবে;

(খ) আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ট সহযোগিতা রক্ষা করিবে এবং উহাদের প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করিবে;

(খ) আইন ভঙ্গকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে;

(ঘ) সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বিঘ্নকারী যাবতীয় কার্যকলাপ রোধ করিবে এবং তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(ঙ) নির্বাচনী মিছিল সভা ও প্রচারণা যাহাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং উক্তরূপ মিছিল, সভা ও প্রচারণায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করিয়া আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করিবে;

(চ) কোন নির্বাচনী অফিস, প্রতীক, পোষ্টার, ব্যানার বা শ্লোগান নষ্ট বা ধ্বংস করার যে কোন প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং তজ্জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ছ) বেআইনী অস্ত্র বা বিস্ফোরক প্রস্তুতকারী, বহণকারী বা ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং পাকড়াও করা সম্ভব না হইলে তৎসম্পর্কে অবিলম্বে উক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে;

(জ) নির্বাচনের তারিখে নির্বাচন আইন ও বিধি ভংগের সকল প্রচেষ্টা রোধ করিবে এবং উক্ত আইন ও বিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৫। **পরিষদ বাতিল।** (১) যদি সরকারের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন পরিষদ ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোন দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে নাই, বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা হইলে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, উক্ত পরিষদ বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপণ প্রকাশিত হইলে—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্য বা ক্ষেত্রমত কমিশনার তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না;

(খ) পরিষদের কার্যাবলী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে;

(গ) পরিষদের অর্থ-সম্পদ সরকারে ন্যস্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে বাতিলকৃত পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন বাতিল হইবার কারণে কোন পরিষদ সংক্ষুব্ধ হইলে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

ঢাকা; ২-১০-১৩৯৭ বাং / ১৬-১-১৯৯১ ইং

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঁইয়া
উপ-সচিব।

পরিশিষ্ট-৩৫

অতিজরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পরিপত্র

নং প্রজেই-৪/ইউপি-৭/৯১/৮০ (৫৫৬৩), তারিখ, ৬ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং/২০শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং।

বিষয় : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার বিশেষ দায়িত্ব।

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং কাংখিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সূচিত হয় তাহার জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতির নিকট অংগীকারাবদ্ধ। সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না যে নির্বাচনের সময় দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত। শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলতঃ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের/সংস্থাসমূহের উপর অর্পিত থাকিলেও এই ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ এবং নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শান্তি-শৃংখলা রক্ষার এই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সরকার মনে করেন।

২। নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহের ভূমিকাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিয়া তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এই সকল পরিষদের উপর কতিপয় বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া 'ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ ১৯৯১ 'নামে একটি নূতন অধ্যাদেশ জারী করিয়াছেন (কপি সংযুক্ত)।

৩। এই অধ্যাদেশের আওতায় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনের সময়ে, অর্থাৎ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী সাতদিন পর্যন্ত, উহার নিজস্ব এলাকায় নিম্নে বর্ণিত বিশেষ দায়িত্বসমূহ পালন করিবে :

(ক) শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা ;

(খ) আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা এবং উহাদের প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান ;

(গ) আইন ভংগকারী ও শান্তি-শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে অবহিত করা ;

(ঘ) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিঘ্নকারী যাবতীয় কার্যকলাপ রোধ এবং তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ;

(ঙ) নির্বাচনী মিছিল, সভা ও প্রচারণা যাহাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং এই ধরণের মিছিল, সভা ও প্রচারণায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করিয়া আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করা ;

(চ) কোন নির্বাচনী অফিস, প্রতীক বা শ্লোগান নষ্ট করার যে কোন প্রচেষ্টা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

(ছ) বে-আইনী অস্ত্র বা বিস্ফোরক প্রস্তুতকারী, বহনকারী বা ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণকে খুঁজিয়া বাহির ক
এবং পাকড়াও করা সম্ভব না হইলে তাহাদের সম্পর্কে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ; এ
(জ) নির্বাচনের তারিখে নির্বাচন আইন ও বিধি ভংগের সকল প্রচেষ্টা রোধ করা এবং এইসব আইন ও বি
প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৪। অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা উপরে বর্ণিত কোন দায়িত্ব পালনে যথাসা
চেষ্টা করে নাই বা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইলে
সরকার উক্ত পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

৫। ৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় কোন পরিষদ বাতিল হইলে উক্ত পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্য ব
কমিশনার তাঁহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত পরিষদে
কার্যাবলী সম্পাদিত হইবে এবং উক্ত পরিষদের অর্থ-সম্পদ সরকারে ন্যস্ত হইবে।

৬। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে নির্বাচনকালে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশের সক
ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সদস্য/কমিশনারগণকে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিশে
দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(মোঃ হাফিজ উদ্দিন খান)
যুগ্ম-সচিব।

কার্যার্থে :

১। জেলা প্রশাসক,.....(সকল)।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,.....(সকল)।
৩। চেয়ারম্যান, পৌরসভা,.....(সকল)।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা.....(সকল)।
৫। চেয়ারম্যান, ...ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা.....জেলা.....

জ্ঞাতার্থে :

১। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।
২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন।
৪। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পুলিশ পরিদর্শক।
৬। কমিশনার,.....(সকল)।
৭। উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক,.....(সকল)।
৮। পুলিশ সুপার,.....(সকল)।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(মোহাম্মদ আবদুর রউফ)
উপ-সচিব।

পারাগ্রাফ-৩৬

খাত জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

শা—উজে-১

নং শাউজে-১।১সি-৪।৮৫ (অংশ-৩)।১০৪(৫০১), তারিখ ৬-১০-১৩৯৭ বাং/২০-১-১৯৯১ ইং।

পরিপত্র

বিষয় : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপজেলা পরিষদ অফিসের প্রভাব খাটানো ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান সম্পর্কে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাইতেছে যে, সরকার আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বদ্ধপরিকর। দেশের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সুতরাং আইন ভংগকারী ও শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নকারী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা এবং তাহাদিগকে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য দেশের সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

২। এই প্রসংগে Representation of People Order, 1972-এর প্রতি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত আদেশের মর্ম অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী/প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপজেলা পরিষদের অফিসের প্রভাব খাটানো এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা যাইবে না। ইহার ব্যত্যয় হইলে একই আদেশে ৭৭ নং ধারার বিধান অনুযায়ী ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আসন্ন সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের স্বার্থে এই ধরনের কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
(মোঃ হাফিজ উদ্দীন খান)
যুগ্ম-সচিব।

বিতরণ :

কার্যার্থে :

১। চেয়ারম্যান.....উপজেলা পরিষদ,
জেলা.....।

অবগার্থে :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
২। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়।
৩। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।
৫। কমিশনার (সকল)।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল)।

পরিশিষ্ট-৩৫

অতিজরুরী

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ডিএ-১।

নং-সিডি/ডিএ-১/১২(২৬)/৯০(অংশ-১)/৮১৭

তারিখ: ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং
১৪ই মাঘ, ১৩৯৭ বাং।

পরিপত্র

বিষয়: ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসংগে।

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং/১৪ই ফাল্গুন ১৩৯৭ বাং তারিখে দেশব্যাপী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। এই নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা সকলের জাতীয় দায়িত্ব।

২। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হইতে নির্বাচনে আইন ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠু পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়, সরকারী সংস্থা, বিভাগ, দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন হইবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীগণও নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি ভোটকেন্দ্র হিসাবে এবং ইহাদের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন হইবে।

৪। তাই নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। অতীতেও তাঁহারা নির্বাচনের কাজে তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সরকার সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (অধ্যাদেশ নং-৩১, ১৯৯০) জারী করিয়াছে। ইহাতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং তিনি তাঁহাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে। এমতাবস্থায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ রিটার্নিং অফিসারের যে কোন নির্দেশ জরুরী ভিত্তিতে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিক পালনীয় দায়িত্ব।

৬। এমতাবস্থায় আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তাঁহাদের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান করার অনুরোধ করা যাইতেছে।

৭। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ জারী করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৮। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাহাতে অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে তাহার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধা-সরকারী সংস্থাসমূহকে তাঁহাদের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে জড়িত আছেন, নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলী করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ করা হইল।

৯। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে এই পরিপত্র জারী করা হইল।

(মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বিতরণ :

কার্যার্থে :

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। চেয়ারম্যান, সকল স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন।
৩। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৫। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৯। পুলিশ সুপার (সকল)।
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার (সকল)।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১২। জেলা নির্বাচন অফিসার (সকল)।

জ্ঞাতার্থে।

১। মুখ্য সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।
৩। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)।

জাতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ

এই নির্বাচনে আবারো পরীক্ষিত হবে আমাদের দেশপ্রেম

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আজ বুধবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন আমরা সবাই যদি জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকি, তাহলে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। এ নির্বাচনে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে আবারো পরিক্ষিত হবে আমাদের দেশপ্রেম।

নির্বাচনের প্রাক্কালে গতরাত রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি একথা বলেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন বলেন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমার অস্থায়ী সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজনে বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা এই উপমহাদেশে নজীরবিহীন যেহেতু আমি ও আমার সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সেহেতু সকল নির্বাচনকর্মী নির্ভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কারো কাছ থেকে চেয়ে আনিনি সবার ডাকে এই গুরুদায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। প্রতিটি দল এ নির্বাচনে অবাধে অংশ নিচ্ছে। তাই এবারে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে বাধ্য।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের বিবরণ দিয়ে দেয়া হলো :—

আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের বহু প্রত্যাশিত নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ এক পরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের ছাত্রসমাজ, শ্রমিক-কর্মচারী, সর্বস্তরের মানুষ সংগ্রাম করেছে। সেই সংগ্রামে বহু লোক শহীদ হয়েছে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এসব শহীদের কাছে ঋণী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতেই আমাদেরকে অর্জন করতে হবে কাঙ্খিত সাফল্য।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মত ও পথের পার্থক্য থাকে। তার অর্থ এই নয়, আমরা মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিহার করে হিংসা-বিদ্বেষে পরস্পর বিভক্ত হয়ে পড়ব। দল-মত নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবেই আমরা একটি জাতি। তাই গণতন্ত্রে উত্তরণের নিমিত্ত পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আমাদেরকে আবদ্ধ থাকতে হবে। সে পথেই আসবে দেশে গণতন্ত্রের সাফল্য।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমার অস্থায়ী সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই লক্ষ্যে সর্বদা অবিচল, অটল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের তিনজন কর্মরত বিচারপতির সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করেছি। এই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে একে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা এই উপমহাদেশে নজীরবিহীন। নির্বাচনে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য এই কমিশন প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

নির্বাচনে অস্ত্রের দাপট রুদ্ধ করার জন্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসনকে তৎপর করেছি। অস্ত্র আইন সংশোধন করে অবৈধ অস্ত্র রাখার জন্যে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন এবং সর্বনিম্ন শাস্তি দশ বছর কারাদণ্ড নির্ধারণ করেছি।

নির্বাচনে কালো টাকার খেলা এবং অর্থের বিনিময়ে ভোটারদের প্রভাবান্বিত করার অবৈধ তৎপরতা রোধকল্পে আমি নির্বাচন আইন সংশোধন করে নির্বাচনী খরচের পরিমাণ প্রার্থী প্রতি সর্বোচ্চ তিন লক্ষ্য টাকা বেধে দিয়েছি। নির্বাচনের পনর দিনের ভেতর প্রত্যেক প্রার্থীকে খরচের ভাউচারসহ নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ণ নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে। এই আইন লঙ্ঘনের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

এবারের নির্বাচনের শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের জন্য কেউ দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে সশস্ত্র পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি নিয়ে গঠিত হয়েছে শান্তি বাহিনী এই বাহিনী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইন-

শৃংখলা রক্ষা করবে। ঢাকা সহ প্রতিটি মেট্রোপলিটন এলাকায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য বি,ডি, আর-এর সহায়তার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়াও প্রত্যেক উপজেলা এবং পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ বা মোবাইল মিলিটারী ইউনিট সর্বক্ষণ তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকবে। কোথাও কোন ভোটকেন্দ্রে বিশৃংখলা দেখা দিলে অতিসত্বর ভ্রাম্যমাণ মিলিটারী ইউনিট ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ মত কঠোর হাতে বিশৃংখলা দমন করবে।

বিশেষ একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাকে নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে শান্তি রক্ষার কাজে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাকেও নিজ নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্যে যৌথ দায়িত্ব বা (Collective Responsibility) দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন ইউনিয়নে বা পৌরসভা এলাকায় কোন ভোটকেন্দ্রে শান্তিভঙ্গ হয় তবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেয়া হবে। কারণ, তাদের নিজ নিজ এলাকার লোকজন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কাজে তারাই উপযুক্ত ব্যক্তি। এসব দায়িত্ব এবং এই আইনের তাৎপর্য ডেপুটি কমিশনারগণ ইতিমধ্যে সবাইকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রতিটি জেলায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপারকেও একই রকম দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার দায়ী থাকবেন এবং কর্তব্যে অবহেলা ও অযোগ্যতার দায়ে তাদেরকেও অভিযুক্ত করা হবে।

কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বলপূর্বক ভোটকেন্দ্র দখল করে নিজের খুশীমত ব্যালট পেপার মার্ক করে ব্যালট বাক্স ভরে দিলেও কোন সুবিধা হবে না। কারণ সেই ভোটকেন্দ্রে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটকেন্দ্রের ভেতর নির্বাচন কার্যে নিয়োজিত কর্মচারীগণ কোন রকম অসদাচরণ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং যেহেতু আমি এবং আমার সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ, সেহেতু সকল নির্বাচনকর্মী নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারবেন। আমাদের এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক দল রয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ আমি কারো কাছ থেকে চেয়ে আনিনি। ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে বিগত সরকারের পতন ঘটলে জাতীয় রাজনীতি এক সংকটের সম্মুখীন হয়। তাই সবার ডাকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমি স্বপদে ফিরে যাব একথা আমি বারবার বলে আসছি। আজ প্রতিটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অবাধে অংশগ্রহণ করছে। তাই এই নিবাচন নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয় সেজন্যে আমি আবারো আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি। মনে রাখা দরকার কারো একক প্রচেষ্টায় কোন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করা দুরূহ। এ জন্যে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই নির্বাচন জনগণের বহুদিনের প্রত্যাশা তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমি এবং আমার সরকার সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছি। বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকে এ মুহূর্তে আমি পুনরায় বলতে চাই, নির্বাচন অনুষ্ঠানকে আমি জাতীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং আমি আমার নিরপেক্ষতার বিষয়ে সর্বদা থেকেছি সজাগ। আজ আমি আনন্দিত, নির্বাচনী প্রচার তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ হয়েছে। আমার পরম আকাংখা, নির্বাচন পর্বও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হবে। আমরা সবাই যদি আমাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকি তবে অবশ্যই এই লক্ষ্য অর্জিত হবে। এই নির্বাচনে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে আবারো পরীক্ষিত হবে আমাদের দেশপ্রেম। আসুন, এই সুমহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আসন্ন নির্বাচনকে সুসম্পন্ন করি। খোদা হাফেজ।

পরিশিষ্ট-৩৯

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুর রউফ কর্তৃক দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রচার তারিখ: ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং; ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং প্রচার সময়: সন্ধ্যা ৭-৪৫।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

জাতির আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই মুহূর্তে প্রথমেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি এদেশের সেই সব অকুতোভয় বীর সন্তানদের—যাদের বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের পরম আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। সেই সাথে স্মরণ করছি সেই সব জানা অজানা শহীদদের যাদের আত্মত্যাগ এদেশে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার পথকে সুগম করেছে।

২। আমাদের জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারী একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মাস। এই ফেব্রুয়ারী মাসেই আগামীকাল বুধবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের বহু আকাংখিত ও প্রত্যাশিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

৩। প্রিয় দেশবাসী। আপনারা সবাই জানেন যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনেক দিন থেকেই অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কেননা দেশের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো একটি, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ অন্তরবর্তীকালীন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতিতে। সমগ্র জাতি আজ নির্বাচনমুখী। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই আজ সকলের একান্ত কাম্য। তৃতীয়তঃ এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কোন দলীয় সরকারের প্রভাববলয়ের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্তভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের একটি সুযোগ আজ তাঁরা পেয়েছেন।

৪। প্রিয় দেশবাসী। আপনারা সবাই জানেন যে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনেক দিক থেকেই অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। জাতির ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একটি অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশে। সমগ্র জাতি আজ নির্বাচনমুখী। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই আজ সকলের একান্ত কাম্য। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের কার্যরত তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নির্বাচনের দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কোন দলীয় সরকারের প্রভাব বলয়ের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্তভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের একটি অনন্য সুযোগ, তাঁরা পেয়েছেন।

৫। সংবিধানের ১২৬ ধারা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করছেন যে, ইতিমধ্যে সকল স্তরের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদিক দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করে যাচ্ছে। তদুপরি সকল স্তরের নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ যাতে এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সত্যিকার অর্থে প্রভাবমুক্ত থেকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে পারেন, সেজন্য 'নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০' জারির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত সকলের উপর নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসার, দু'য়েরই কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবরকম প্রভাব বলয়ের উর্দ্ধে থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। বর্তমানে সরকারের স্বীকৃত নিরপেক্ষ চরিত্রের কারণে কোন নির্বাচন কর্মকর্তার ওপর সরকারের তরফ থেকে কোন অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তারের অবকাশ নেই।

৬। নির্বাচন কমিশনের কাজের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নির্বাচন অনুষ্ঠানের এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দেশের ২৪ হাজার-এর অধিক ভোট কেন্দ্রে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার নির্বাচনী কর্মকর্তা কাজ করবেন। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ৬৭ জন রিটার্নিং অফিসার ও ৪৭১ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার। রিটার্নিং অফিসারদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতি ভোট কক্ষে একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন। এবারের নির্বাচনে দেশের প্রায় ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধার্থে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ১ লক্ষ বার হাজারেরও বেশী ভোট কক্ষ থাকবে।

৭। এই নির্বাচন যাতে সমগ্র জাতির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়, সেজন্য সব ধরনের নির্বাচনী দুর্নীতি, অপরাধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোরতর আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনী অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করে নির্বাচনী অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান কঠোরতর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তায় এসব আইন ও কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে সহায়তা করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ৪ লক্ষ সদস্যকে নিয়োগ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুরক্ষার জন্য সরকার যেসব কার্যকর ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে সেগুলোর বিশদ বিবরণ আপনারা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনী, বি, ডি, আর, পুলিশ, আনসার ও ভি, ডি, পি, সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর পক্ষে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজতর হয়-- সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভোটাররা যাতে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রভাবমুক্তভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন--এই নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকলেই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

৮। ভোটাররা দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট কেন্দ্রে এলে নির্বাচনে অবৈধ তৎপরতা ও দুর্নীতির বিশেষ চক্র আপনা থেকেই ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান হলে কোন বিশেষ দলের পক্ষে ভোট কেন্দ্র দখল, ভোট কারচুপি, ইত্যাদি অপরাধ করা এমনিতেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তবু যদি এমন কিছু ঘটেই যায়, তবে নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়ণ করে নির্ভীকভাবে তাৎক্ষণিক ও সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কমিশন কখনো নির্বাচন সংক্রান্ত সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থতা, সিদ্ধান্তহীনতা বা কোন রকম পক্ষপাতদুষ্টতা বরদাশ্ত করবে না। কোন কেন্দ্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে প্রিজাইডিং অফিসার নিজেই ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখতে পারবেন। প্রয়োজন হলে এ ধরনের কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশন বার বার ভোট গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তবু মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফল কমিশন মেনে নেবে না। সরকার ও নির্বাচন কমিশন যে কোন মূল্যে সুষ্ঠু, অবাধ ও সর্বপ্রকার দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বদ্ধপরিকর।

৯। প্রিয় দেশবাসী। গণতন্ত্রের মৌল শর্ত হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা। আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ। একটি স্বাধীন ও সভ্য দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে অন্যের অধিকার ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন করে নিজ নিজ মত ও পথে চলার পূর্ণ অধিকার। এ প্রসংগে আমি রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধির উল্লেখ্য না করে পারছি না। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো সংকলন করে যে আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে, তা অনুসরনের জন্য সকল রাজনৈতিক দল অংগীকারাবদ্ধ হন। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি রাজনৈতিক দলগুলোকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এবারের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই আচরণবিধিও একটি অতি মূল্যবান সংযোজন বলে আমি মনে করি।

১০। সমগ্র দেশব্যাপী একই দিনে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত বিশাল আয়োজন স্বল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও আমি আনন্দিত যে, অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্বেও নির্বাচন কমিশনের সকল কর্মকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত এই সীমিত সময়ের মধ্যে আসন্ন নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সুসম্পন্ন হয়েছে।

১১। আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর পরই ভোট কেন্দ্রগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাধীনে ভোট গণনা করা হবে।

১২। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আপনাদের ঔৎসুক্যের কথা বিবেচনায় রেখে ভোটগ্রহণের দিন সকাল থে শুরু করে সর্বশেষ ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত রেডিও এবং টেলিভিশনে বেসরকারী ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রচারের জ ঘন ঘন ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেডিও টেলিভিশন ছাড়াও সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমগুলোও একইভাবে তাৎক্ষণি বেসরকারী ফলাফল সংগ্রহ করতে পারবেন।

১৩। এবারে এই নির্বাচন সম্পর্কে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে, ত অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নির্বাচন সম্পর্কে এই বিপুল উৎসাহ ও সাড়া প্রদানের জন্য আমি আপনাদেরকে জানাই ধন্যবাদ অভিনন্দন। নির্বাচনে বিপুল হারে আপনাদের অংশগ্রহণই যাবতীয় অবৈধ নির্বাচনী তৎপরতার আশংকাকে দূর করে পারবে বলে নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৪। সকল রাজনৈতিক দল, তাঁদের সমর্থকবৃন্দ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কাছে আমা আকুল আবেদন, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে যে কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চলেছি তা সফল এবং স্বার্থক করতে আপনারা আরো একবার আপনাদের দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি স্বার্থে দূরে ফেলে এগিয়ে আসুন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে সুযোগ আজ আমাদের সামনে এসেছে এ মুহূর্তে সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১৫। প্রিয় দেশবাসী। দেশব্যাপী একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য প্রতি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত কেবলমাত্র নির্বাচ কমিশনের একক প্রচেষ্টা একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট নয়। নির্বাচন সম্পর্কে এ পর্যন্ত আপনারা যে উৎসাহ ও অনুকূল মনোভাবের পরিচয় দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে এসেছেন, সেজন্য আমি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। আমি নিশ্চিত, আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আসন্ন নির্বাচনকে সর্বতোভাবে সফল করতে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখবে। আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টা অবশ্যই আমাদেরকে অভি লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সহায় হবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমার বক্তব্য শে করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ"।

পরিশিষ্ট-৪৩

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

উপলক্ষ্যে

নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী

সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্ট-এর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহারা প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রার্থীর আইনানুগ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন।

২। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২১ ধারা অনুসারে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারেন। যদি প্রার্থী কোন এজেন্ট নিয়োগ না করিয়া থাকেন তবে তিনি নিজেই তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন। নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগাদেশ প্রার্থী বাতিল করিলে যোগ্যতাসম্পন্ন অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে প্রার্থী লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচনী এজেন্টের নাম, পিতার নাম, এবং ঠিকানা উল্লেখ করিয়া নিয়োগদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে জানাইবেন।

৩। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২২ ধারা অনুসারে প্রার্থী কিংবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোটগ্রহণ শুরু হইবার পূর্বে প্রতি ভোটকক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে এই নিয়োগ সম্পর্কে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রার্থী কিংবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য একের অধিক পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন না। পোলিং এজেন্টের নিয়োগাদেশ প্রার্থী কিংবা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট যে কোন সময় বাতিল করিয়া অন্য একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তাহা জানাইবেন।

৪। **নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :** একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনী এজেন্টকে গণপ্রতিনিদিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২-এর বিধান অনুসারে অন্যান্য দায়িত্বসহ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিতে হইবে :--

**নির্বাচনী এজেন্ট ভোট গ্রহণ শুরু হইবার পূর্বে একটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি কক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং ইহা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইবেন।

**ভোটকেন্দ্রে যে ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হইবে তাহা খালি আছে কিনা, সেই বিষয়ে নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিশ্চিত হইবেন। তাঁহারা আরো নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্সটি খালি অবস্থায় দেখানোর পর তাহা প্রিজাইডিং অফিসার বন্ধ করিয়া সীল করিয়াছেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য ব্যালট বাক্সটি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট এর দৃষ্টিসীমার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন কিনা তাহাও লক্ষ্য করিবেন। কোন নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্ট ভোটকেন্দ্রে বা ভোট কক্ষে অযথা ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না। পোলিং এজেন্ট অবশ্যই তাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ভোটগ্রহণ কার্যাদি অবলোকন করিবেন।

**কোন ভোটার যাহাতে একাধিক ভোট প্রদান না করিতে পারেন, সেই জন্য নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং এই লক্ষে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহয়তা করিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট যে কোন ভোটারের নিকট প্রদত্ত ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সীলমোহরের চিহ্ন আছে কিনা তাহা যাচাই করিয়াও দেখিতে পারিবেন।

**কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে যখন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন তখন আবেদনকারীর পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হইলে পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। ঐ ব্যক্তি এই ভোটকেন্দ্রে অথবা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়াছেন অথবা যে ভোটারের নামে ভোট দিতে চাহেন তিনি সেই ব্যক্তি নহেন এই মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি আদালতে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করিতে অংগীকার করিয়া আপত্তি উত্থাপনের জন্য নগদ দুই টাকা জমা দিবেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করিয়া আপত্তিকৃত ভোট সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

**ভোটগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হইবার পর পরই নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনাকালে উপস্থিত থাকিয়া ভোটগণনা অবলোকন করিতে পারিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান অনুসারে ভোট গণনাকালে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিয়া সমস্ত ব্যালট পেপার হইতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথকভাবে রাখিতেছে কিনা তাহা অবলোকন করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার আইনানুগভাবে ভোট গণনা কাজ সম্পন্ন করিতেছেন কিনা সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

**প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী এবং কাগজাদি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৬ ধারা অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া নিম্নে বর্ণিত প্যাকেটগুলিতে রাখিতেছেন কিনা তাহাও নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখিবেন :—

(১) প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট কাগজ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১)

(২) গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট কাগজসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-২)

(৩) প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখিবার প্রধান প্যাকেট (প্যাকেট-৩)

(৪) অব্যবহৃত ব্যালট কাগজসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-৪)

(৫) বিনষ্ট ব্যালট কাগজসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-৫)

(৬) টেণ্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-৬)

(৭) সকল "প্যাকেট-৬" রাখিবার প্রধান প্যাকেট (প্যাকেট-৭)

(৮) আপত্তিকৃত ব্যালট কাগজসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-৮)

(৯) চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-৯)

(১০) ব্যবহৃত ব্যালট কাগজসমূহের মুড়িপত্র রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১০)

(১১) টেণ্ডার্ড ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১১)

(১২) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১২)

(১৩) ভোট গণনার হিসাব রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১৩)

(১৪) ব্যালট কাগজের হিসাব রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১৪)

(১৫) বিবিধ কাগজপত্র রাখিবার প্যাকেট (প্যাকেট-১৫)

**নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকেন তবে প্যাকেটের উপর তাঁহাদের দস্তখত ও সীল সংযুক্ত করিতে পারিবেন। ভোট গণনার পর নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপার হিসাবের সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিয়া ফলাফল একীভূত করার কাজ অবলোকন করিতে পারিবেন। প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট পুনঃগণনার আবেদন করিতে পারেন। তবে গণনার যৌক্তিকতা আছে কিনা সেই সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

**ফলাফল একীভূতকরণের পর উপস্থিত নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্যাকেটগুলিতে দস্তখত বা সীলমোহর প্রদান করিতে পারিবেন এবং যদি চাহেন তবে একীভূত বিবরণী এবং নির্বাচনী রিটার্ণের সত্যায়িত অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট-৪১

দৈহিকভাবে অক্ষম ভোটারদের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ——————————

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম ——————————

ক্রমিক নং নং	ভোটারের নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা	ভোটার এলাকার নাম	সংগীর নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ :
[৩১ (৭) ধারা ও ১৭ বিধি।]

পরিশিষ্ট-৪২

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় ১২টি নির্বাচনী এলাকার যে ৩০টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করা হয় তাহার তালিকা।

নির্বাচনী এলাকার নাম	ভোটকেন্দ্রের নাম
১৪২ জামালপুর-২	নাপিতের চর জি, পি, স্কুল
	মারাকান্দি জি, পি, স্কুল
	গোপালনগর জি, পি, স্কুল
	চতলাপাড়া জি, পি, স্কুল
	সজলেরচর জি, পি, স্কুল
	বেনুয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয়
	৪নং চর জি, পি, স্কুল
	কান্দারচর জি, পি, স্কুল
১৫৮ ময়মনসিংহ-১০	বাতেনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৮২ ঢাকা-৩	চুনকুটিয়া বালিকা বিদ্যালয় (মহিলা)
২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	দাড়িয়াকান্দি প্রাইমারী স্কুল
২৪৯ কুমিল্লা-২	নছরদ্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়
	ইকিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৬০ চাঁদপুর-১	আলিরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
	আশরাফপুর উচ্চ বিদ্যালয়
২৬১ চাঁদপুর-২	নাউরী আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
২৭৬ লক্ষ্মীপুর-২	বিজয় নগর উচ্চ বিদ্যালয়
	আঁধার মানিক উচ্চ বিদ্যালয়
২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	পূর্ব গুজরা মোহাম্মদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
	খোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
	পশ্চিম গুজরা ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
	কৈবর্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
	পশ্চিম বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়
	পাঁচখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৯০ চট্টগ্রাম-১২	উত্তর বরমছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
	মাহাত্রা পাঠনীকোটা হাই স্কুল
	খাগখাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
	মালঞ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৯২ চট্টগ্রাম-১৪	উত্তর পদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৮৬ ঢাকা-৭	গিলতার কে, জি স্কুল

পরিশিষ্ট-৪৩

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় ১২টি নির্বাচনী এলাকার যে ৩০টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করা হয় উহার মধ্যে যে ৪টি নির্বাচনী এলাকার ২১টি ভোটকেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উহার তালিকা।

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নাম
১৪২ জামালপুর-২	নাপিতের চর জি, পি, স্কুল মারাকান্দি জি, পি, স্কুল গোপালনগর জি, পি, স্কুল চতলা পাড়া জি, পি, স্কুল সজলেরচর জি, পি, স্কুল বেনুয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয় ৪ নং চর জি, পি, স্কুল কান্দারচর জি, পি, স্কুল
২৬০ চাঁদপুর-১	আলিরাঁয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আশরাফপুর উচ্চ বিদ্যালয়
২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	আঁধার মানিক উচ্চ বিদ্যালয় পূর্ব গুজরা মোহাম্মদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় খোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পশ্চিম গুজরা ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কৈবর্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পশ্চিম বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচখাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়
২৯০ চট্টগ্রাম-১২	উত্তর বরুমছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাহাত্ম পাঠনীকোটা হাই স্কুল খাসখামা প্রাথমিক বিদ্যালয় মালঘর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট-৪৪

ফরম ১৪

(২৩ বিধি দ্রষ্টব্য)

ভোট গণনার বিবরণ

ভোটকেন্দ্র .....

নির্বাচনী এলাকা .....

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের নম্বর	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত আপত্তি-কৃত ভোটের সংখ্যা	প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা কলাম (৩)+(৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ) .....

(২) গণনা বর্জিত সন্দেহযুক্ত ভোটের মোট সংখ্যা (সন্দেহযুক্ত আপত্তিকৃত ভোটসহ) .....

(৩) (১) এবং (২)-এর সমষ্টি .....

স্থান .....

তারিখ .....

রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর।

পরিশিষ্ট-৪৫

ফরম ১৫

(২৪ বিধি দ্রষ্টব্য)

ব্যালট কাগজের হিসাব

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

.....নির্বাচনী এলাকা হইতে

ভোটকেন্দ্র .....

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট কাগজের ক্রমিক নম্বর.....হইতে.....

মোট .....

২। ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট কাগজের সংখ্যা.....

৩। টেণ্ডারড্ ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যা.....

৪। আপত্তিকৃত ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যা.....

৫। বিনষ্ট ও বাতিল ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যা.....

৬। (২), (৩), (৪) ও (৫) দফায় বর্ণিত ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যা.....

৭। অব্যবহৃত ব্যালট কাগজের ক্রমিক নম্বর.....হইতে.....

মোট .....

৮। (৬) ও (৭) দফায় বর্ণিত ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যা.....

[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান.....

তারিখ .....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৪৬

টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিবরণী।

ক্রমিক নং	জেলার নাম নির্বাচনী এলাকার নাম	টেলিফোন নম্বর	ফলাফল সংগ্রহকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী।
১	২	৩	৪
১।	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৬৫	বেগম উম্মে মুসলিমা, নির্বাচন অফিসার।
২।	নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৬৬	জনাব অচিন্ত্য রতন বিশ্বাস, সহকারী সচিব।
৩।	জয়পুরহাট, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৬৭	জনাব আহসান উল্যাহ, সহকারী সচিব।
৪।	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৬৮	জনাব মকবুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ অফিসার।
৫।	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাংগা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৬৯	জনাব মিহির সারওয়ার মোশেদ, সহকারী সচিব।
৬।	যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া ও নড়াইল জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭০	জনাব মঈন উদ্দীন আহমদ, নির্বাচন অফিসার।
৭।	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭১	জনাব সোনাজ উদ্দিন, সিনিয়ার সহকারী সচিব।
৮।	১৩২ বাকেরগঞ্জ—সহিত—পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকাসহ বাকেরগঞ্জ, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭৫	জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী, সহকারী সচিব।
৯।	রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭৬	জনাব মো: আবুল কাসেম, সহকারী সচিব।
১০।	১৬০ ময়মনসিংহ—সহিত—নেত্রকোনা নির্বাচনী এলাকাসহ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭৭	জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার, সহকারী সচিব (একান্ত সচিব)।
১১।	টাংগাইল, জামালপুর ও শেরপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭৮	জনাব শামসুদ্দিন আহমদ, শাখা সহকারী।
১২।	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৭৯	জনাব মো: সফিকুল ইসলাম, সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা।
১৩।	সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৮০	জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া, সহকারী সচিব (একান্ত সচিব)।
১৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, ও চাঁদপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৮২	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, সহকারী সচিব (একান্ত সচিব)।
১৫।	ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৮৩	জনাব মো: হাবিবুর রহমান, সিনিয়ার সহকারী সচিব।
১৬।	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৮৪	জনাব মো: শামছুল হক, সিনিয়ার সহকারী সচিব।
১৭।	পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাংগামাটি ও পার্বত্য বান্দরবন জেলাধীন নির্বাচনী এলাকাসমূহ।	৮১২৭৮৫	সৈয়দ মো: খুরশিদ আনোয়ার, সহকারী সচিব (একান্ত সচিব)।

পরিশিষ্ট-৪৭

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা লিপিবদ্ধকরণের ফরম

"জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১
প্রাথমিক ফলাফল"

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর.....মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা.....

বার্তা নম্বর.....ফলাফল প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা.....

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	বরাদ্দকৃত প্রতীক	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।					
২।					
৩।					
৪।					
৫।					
৬।					

মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা.....

বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা.....

সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা.....

ফলাফল প্রদানকারীর নাম:.....

পদবী.....

ফলাফল সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ.....

সময়.....

আরিনিয়ম-৪৫

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাং/৬ই মার্চ, ১৯৯১ ইং

নং ৫(১২৫)/৯১-নিঃ—১/জাঃ সঃ।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করিতেছে:—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম।	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১ পঞ্চগড়-১	মির্জা গোলাম হাফিজ	মির্জা আজিম উদ্দীন সরকার	গ্রাম মির্জাপুর, উপজেলা আটোয়ারী, জেলা পঞ্চগড়।
২ পঞ্চগড়-২	জনাব মোঃ মোজাহার হুসেন	মহিউদ্দিন	গ্রাম নগর সাকোয়া, উপজেলা বোদা, জেলা পঞ্চগড়।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৩ ঠাকুরগাঁও-১	জনাব মো: খাদেমুল ইসলাম	আলহাজ্জ কমির উদ্দিন সরকার	মহল্লা আশ্রমপাড়া, ডাকঘর ঠাকুরগাঁও, উপজেলা ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৪ ঠাকুরগাঁও-২	জনাব মো: দবিরুল ইসলাম	মৃত আকবর আলী	গ্রাম বড়বাড়ী, ডাকঘর বালিয়াডাংগী, উপজেলা বালিয়াডাংগী, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৫ ঠাকুরগাঁও-৩	জনাব মো: মোখ্লেসুর রহমান	সফিউদ্দিন	গ্রাম বথ পালীগাঁও, ডাকঘর পীরগঞ্জ, উপজেলা পীরগঞ্জ, জেলা ঠাকুরগাঁও।
৬ দিনাজপুর-১	জনাব মো: আমিনুল ইসলাম	আ: করিম	গ্রাম সুজালপুর, উপজেলা বীরগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর।
৭ দিনাজপুর-২	শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়	পোহাতু রাম রায়	গ্রাম মোস্তফাবাদ, উপজেলা বিরল, জেলা দিনাজপুর।
৮ দিনাজপুর-৩	জনাব এম, আব্দুর রহিম	মৃত ইসমাইল সরকার	গ্রাম দক্ষিণ মুন্সিপাড়া, উপজেলা দিনাজপুর সদর, জেলা দিনাজপুর।
৯ দিনাজপুর-৪	জনাব মো: মিজানুর রহমান মানু	মৃ: হবিবর রহমান	গ্রাম মহিষমারী, উপজেলা চিরিরবন্দর, জেলা দিনাজপুর।
১০ দিনাজপুর-৫	এ্যাডভোকেট মো: মোস্তাফিজুর রহমান	হাজী মোবারক হোসেন	গ্রাম প: গৌরীপাড়া, উপজেলা ফুলবাড়ী, জেলা দিনাজপুর।
১১ দিনাজপুর-৬	জনাব মো: আজিজুর রহ: চৌ:	মৃ: মসলেম উদ্দিন চৌ:	গ্রাম বিজুলহাট সরকার পাড়া, উপজেলা বিরামপুর, জেলা দিনাজপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১২ নিলফামারী-১	জনাব আব্দুর রউফ	মরহুম আলহাজ আজিজুল্লা সরকার	গ্রাম বাগডোকড়া, উপজেলা ডোমার, জেলা নিলফামারী।
১৩ নিলফামারী-২	জনাব মোঃ সামসুদ্দোহা	মহিউদ্দীন	গ্রাম কাঞ্চনপাড়া, উপজেলা নিলফামারী সদর, জেলা নিলফামারী।
১৪ নিলফামারী-৩	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম।	মফেল উদ্দিন	গ্রাম উত্তর বড়ভিটা, উপজেলা কিশোরগঞ্জ, জেলা নিলফামারী।
১৫ নিলফামারী-৪	জনাব মোঃ আব্দুল হাফিজ	আয়েন উদ্দিন আহম্মদ	গ্রাম ব্রহ্মোত্তর, ডাকঘর কামারপুকুর, উপজেলা সৈয়দপুর, জেলা নিলফামারী।
১৬ লালমনিরহাট-১	জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন সরকার	মৃত সহর উদ্দিন সরকার	গ্রাম টংভাংগা, ডাকঘর হাতীবান্ধা, উপজেলা হাতীবান্ধা, জেলা লালমনিরহাট।
১৭ লালমনিরহাট-২	জনাব মোঃ মজিবর রহমান	মৃত উজির মোহাম্মদ	গ্রাম ও ডাকঘর আদিতমারী, উপজেলা আদিতমারী, জেলা লালমনিরহাট।
১৮ লালমনিরহাট-৩	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	মৃত দালাল উদ্দিন	গ্রাম বাইরখাতা, ডাকঘর কুলাঘাট, উপজেলা লালমনিরহাট সদর, জেলা লালমনিরহাট।
১৯ রংপুর-১	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	মরহুম মকবুল হোসেন	মিউসেমপাড়া, রংপুর।
২০ রংপুর-২	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	মরহুম মকবুল হোসেন	মিউসেমপাড়া, রংপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২১ রংপুর-৩	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	মরহুম মকবুল হোসেন	নিউসেনপাড়া, রংপুর।
২২ রংপুর-৪	জনাব মোঃ শাহ আলম	আবদুর রহমান,	গ্রাম সারাই, ডাকঘর হারাগাছ, উপজেলা কাউনিয়া, রংপুর।
২৩ রংপুর-৫	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	মরহুম মকবুল হোসেন	নিউসেনপাড়া, রংপুর।
২৪ রংপুর-৬	জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	মরহুম মকবুল হোসেন	নিউসেনপাড়া, রংপুর।
২৫ কুড়িগ্রাম-১	জনাব আ, খ, ম, সহিদুল ইসলাম (বাচচু)	হাজী হাবিবুল্যা আহমেদ	গ্রাম টেপারকুটি, ডাকঘর কচাকাটা, উপজেলা নাগেশ্বরী, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৬ কুড়িগ্রাম-২	আলহাজ্জ মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী	পনির উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম সবুজপাড়া, ডাকঘর কুড়িগ্রাম, উপজেলা কুড়িগ্রাম সদর, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৭ কুড়িগ্রাম-৩	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন তালুকদার	মৃত কাশেম তালুকদার	গ্রাম উলিপুর, ইউনিয়ন উলিপুর, উপজেলা উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৮ কুড়িগ্রাম-৪	আলহাজ্জ মোঃ গোলাম হোসেন	জয়েন উদ্দিন পণ্ডিত	গ্রাম দঃ বারবান্দা, পোঃ যাদুর চর, উপজেলা রৌমারী, জেলা কুড়িগ্রাম।
২৯ গাইবান্ধা-১	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান প্রাঃ।	ময়েজ উদ্দিন প্রাঃ	গ্রাম খামার ধুবনী, পোঃ ধর্মপর, উপজেলা সুন্দরগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
৩০ গাইবান্ধা-২	জনাব আবদুর রশীদ সরকার	আয়েন উদ্দিন সরকার	মহল্লা থানাপাড়া, পোঃ ও জেলা গাইবান্ধা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৩১ গাইবান্ধা-৩	ডঃ টি, আই, এম, ফজলে রাব্বি চৌধুরী।	আহসান উদ্দিন চৌধুরী	গ্রাম তালুক জামিরা, পোঃ তালুক জামিরা, উপজেলা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা।
৩২ গাইবান্ধা-৪	জনাব লুৎফর রহমান চৌঃ	আবুল কাসেম	গ্রাম পান্থাপাড়া, পোঃ ও উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।
৩৩ গাইবান্ধা-৫	এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী	মৃঃ ফয়জার রহমান মণ্ডল	গ্রাম গটিয়া, পোঃ ভরতখালি, উপজেলা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা।
৩৪ জয়পুরহাট-১	জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী	আলহাজ তোফাজ্জল হোসেন।	মেইনরোডের দক্ষিণ, জয়পুরহাট পৌরসভা।
৩৫ জয়পুরহাট-২	জনাব আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান।	তোফাজ্জল হক	দঃ পঃ জয়পুরহাট, জয়পুরহাট পৌরসভা।
৩৬ বগুড়া-১	জনাব মোঃ ডাঃ হাবিবুর রহমান।	দৌলাতুল্লা	গ্রাম কামাড়পাড়া, উপজেলা সোনাতলা, জেলা বগুড়া।
৩৭ বগুড়া-২	জনাব শাহজজামান	তোজাম্মেল হোসেন	গ্রাম মেধাখোর্দ, ডাকঘর দেউলী, উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা বগুড়া।
৩৮ বগুড়া-৩	হাজী আঃ মজিদ তাং	মৃত মুশার উদ্দিন তাং	গ্রাম কালাইকুড়ি, উপজেলা আদমদিঘী, জেলা বগুড়া।
৩৯ বগুড়া-৪	জনাব আজিজুল হক মোল্লা	মৃত ছমির উদ্দিন	গ্রাম দেওগ্রাম, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৪০ বগুড়া-৫	জনাব গোলাম মোহাম্মদ সরকার।	মৃত গোলাম রব্বানী সরকার।	গ্রাম ধনকুণ্ডী, উপজেলা শেরপুর, জেলা বগুড়া।
৪১ বগুড়া-৬	জনাব মজিবর রহমান	মনির উদ্দীন	জলেশ্বরীতলা, সুত্রাপুর, বগুড়া পৌরসভা, জেলা বগুড়া।
৪২ বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান।	মধ্য ৫ শহীদ স্মরণী ও পুরাতন ডি, ও, এইচ, এস, বনানী, ঢাকা।
৪৩ নবাবগঞ্জ-১	জনাব শাজাহান	ফয়েজ উদ্দীন	গ্রাম বাংগালটুলী, ডাকঘর ও উপজেলা শিবগঞ্জ, জেলা নবাবগঞ্জ।
৪৪ নবাবগঞ্জ-২	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	মৃতঃ সৈয়দ সোলাইমান	গ্রাম চরজোতপ্রতাপ-২, ইসলামপুর, ডাকঘর চাপাই নবাবগঞ্জ, জেলা নবাবগঞ্জ।
৪৫ নবাবগঞ্জ-৩	জনাব মোঃ লতিফুর রহমান	মোঃ ওয়াজেদ আলী	গ্রাম ইসলামপুর, ডাকঘর চাপাই নবাবগঞ্জ, জেলা নবাবগঞ্জ।
৪৬ নওগাঁ-১	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান মিয়া	মৃতঃ খোরশেদ	গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা নিয়ামতপুর, জেলা নওগাঁ।
৪৭ নওগাঁ-২	জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান	আতাউর রহমান	গ্রাম চকযদু, ডাকঘর ও উপজেলা ধামইর-হাট, জেলা নওগাঁ।
৪৮ নওগাঁ-৩	জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী	আলহাজ্ব আবিদ আহমেদ	গ্রাম ও ডাকঘর উত্তর গ্রাম, উপজেলা মহাদেবপুর, জেলা নওগাঁ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৪৯ নওগাঁ-৪	জনাব মো: নাছির উদ্দিন	তছির উদ্দিন	গ্রাম পারইল, উপজেলা মান্দা, জেলা নওগাঁ।
৫০ নওগাঁ-৫	জনাব মো: আলহাজ সামস উদ্দীন আহম্মেদ	হাজী মনির উদ্দীন	মহল্লা করোনেশন পাড়া, নওগাঁ পৌরসভা, নওগাঁ।
৫১ নওগাঁ-৬	জনাব মো: আলমগীর কবির	মৃত সাইমুদ্দিন	চকদেব মাষ্টার পাড়া, পৌর এলাকা, নওগাঁ, ওয়ার্ড নং-১, নওগাঁ।
৫২ রাজশাহী-১	জনাব মো: আমিনুল হক	মো: ফহিম উদ্দিন বি:	গ্রাম কেল্লা বারুইপাড়া, পো: গোদাগাড়ী, উপজেলা গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
৫৩ রাজশাহী-২	জনাব মো: কবির হো:	মৃত তাহের হো:	মহল্লা সাগরপাড়া, পো: ঘোড়ামারা, থানা বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৫৪ রাজশাহী-৩	জনাব সর: আমজাদ হোসেন	ডা: এস, মোহা: আলী	গ্রাম হামিরকুৎসা, পো: গোয়ালকান্দি, উপজেলা বাগমারা, রাজশাহী।
৫৫ রাজশাহী-৪	জনাব তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক	মৃত কসিরুদ্দিন মিয়া	গ্রাম আমগাছি, পো: দুর্গাপুর, উপজেলা দুর্গাপুর, রাজশাহী।
৫৬ রাজশাহী-৫	জনাব মো: আজিজুর রহমান	আসিরুদ্দীন	মহল্লা চণ্ডীপুর, পো: রাজশাহী, থানা বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৫৭ নাটোর-১	জনাব মো: ফজলুর রহমান (পটল)	আরশেদ আলম	গ্রাম গৌরীপুর, ডাকঘর ধাপারী, জেলা নাটোর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৫৮ নাটোর-২	শ্রী শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী	মৃঃ জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী	মহল্লা নীচাবাজার, ডাকঘর নাটোর, জেলা নাটোর।
৫৯ নাটোর-৩	জনাব মোঃ আবু বকর	মৃত আহাদ আলী	গ্রাম আখপাড়া শেরকোল, ডাকঘর শেরকোল, জেলা নাটোর।
৬০ নাটোর-৪	অধ্যাপক মোঃ আঃ কুদ্দুস	মৃঃ হায়েতুল্লা সরঃ	গ্রাম বালসা, ডাকঘর বিলশা, জেলা নাটোর।
৬১ সিরাজগঞ্জ-১	জনাব নাসিম	মনছুর আলী	গ্রাম কুড়িপাড়া, ডাকঘর গান্দাইল, উপজেলা সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬২ সিরাজগঞ্জ-২	মীর্জা মুরাদুজ্জামান	মীর্জা জহির উদ্দিন	গ্রাম ধানবান্দি, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৩ সিরাজগঞ্জ-৩	জনাব আঃ মান্নান তাং	ফজলার রহমান	গ্রাম ধুবিল কাটার মহল, ডাকঘর ধুবিল, উপজেলা রায়গঞ্জ, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪	জনাব এম, আকবর আলী	আক্কেল আলী	গ্রাম বড়হর খামার-পাড়া, উপজেলা উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৫ সিরাজগঞ্জ-৫	জনাব সহিদুল্লা খান	আঃ ছোবাহান খান	গ্রাম শেরনগর, উপজেলা বেলকুচি, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৬ সিরাজগঞ্জ-৬	জনাব মুহাম্মদ আনছার আলী সিদ্দিকী	মরহুম মোঃ রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা	গ্রাম চর ছলিমাবাদ, ডাকঘর মিরকুটিয়া, উপজেলা চৌহালী, জেলা সিরাজগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৬৭ সিরাজগঞ্জ-৭	জনাব কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিশ।	ছাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিশ	গ্রাম দরগাপাড়া, ডাকঘর শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ।
৬৮ পাবনা-১	জনাব মো: মতিউর রহমান নিজামী	লুৎফর রহমান	সাং বোয়াইলমারী, পো: সাঁথিয়া, জেলা পাবনা।
৬৯ পাবনা-২	জনাব মো: ওছমান গণি খাঁন	মমতাজ উদ্দিন	সাং ঘোপসিলেন্দা, পো: খানপুরা, জেলা পাবনা।
৭০ পাবনা-৩	জনাব ছাইফুল আজম	মৃত মো: নরুল আজম	বি/১১৩, নিউ ডি, ও এইচ, এস, মহাখালী, ঢাকা।
৭১ পাবনা-৪	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম	মৃত সামছের	সাং বাঘইল, পো: পাকশী, জেলা পাবনা।
৭২ পাবনা-৫	জনাব মো: আবদুস সোবহান	মৃত নইম উদ্দিন	সাং গোপালপুর, পো: ও জেলা পাবনা।
৭৩ মেহেরপুর-১	প্রফেসর আ: মান্নান	মৃত জবেদ	৯ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা, জেলা মেহেরপুর।
৭৪ মেহেরপুর-২	জনাব মো: আবদুল গনি	আ: লতিফ	গ্রাম কুমারীডাংগা, ডাকঘর বাওট। জেলা মেহেরপুর।
৭৫ কুষ্টিয়া-১	জনাব মো: আহসানুল হক মোল্লা।	মৃত ইউসুফ উদ্দীন	গ্রাম গংগারামপুর, পো: তারাগুনিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
৭৭ কুষ্টিয়া-৩	আলহাজ্জ কে,এম, আবদুল খালেক চণ্টু।	মৃত খাতের আলী বিশ্বাস	গ্রাম মধুপুর, ডাকঘর ইমানপুর, জেলা কুষ্টিয়া।
৭৮ কুষ্টিয়া-৪	জনাব মো: আ: আওয়াল মিয়া	আ: জব্বার মিয়া	গ্রাম কৃষ্ণপুর, পো: সান্দিয়ারা বাজার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম		নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১		২	৩	৪
৭৯	চুয়াডাংগা-১	জনাব মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী।	মৃত জছিম উদ্দিন আহমদ	মহল্লা পুরাতন হাসপাতাল পাড়া, চুয়াডাংগা সদর, জেলা চুয়াডাংগা।
৮০	চুয়াডাংগা-২	মাওলানা হাবিবুর রহঃ	নুর মোহাঃ	গ্রাম লোকনাথপুর, পোঃ দর্শনা, উপজেলা দামুরহুদা, জেলা চুয়াডাংগা।
৮১	ঝিনাইদহ-১	জনাব আবদুল ওহাব	জরিপ বিঃ	গ্রাম বাগুটিয়া, উপজেলা শৈলকুপা, জেলা ঝিনাইদহ।
৮২	ঝিনাইদহ-২	জনাব মশিউর রহমান	মৃত মনীরুদ্দীন	গীতাঞ্জলী সড়ক, ডাকঘর ঝিনাইদহ, জেলা ঝিনাইদহ।
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম	রাহাতুল্য	গ্রাম ভালাইপুর, পোঃ সুন্দরপুর, উপজেলা মহেশপুর, জেলা ঝিনাইদহ।
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	জনাব শহিদুজ্জামান বেল্টু	মৃত মাফিউদ্দিন	কলাবাগান, ঝিনাইদহ
৮৫	যশোহর-১	জনাব তবিবর রহমান সরদার	মৃত মতিয়ার রহমান	গ্রাম বারিপোতা, ডাকঘর যাদবপুর, উপজেলা শার্শা, জেলা যশোহর।
৮৬	যশোহর-২	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	মৃত কেনায়েত আলী	গ্রাম কৃষ্ণনগর, উপজেলা ঝিকরগাছা, জেলা যশোহর।
৮৭	যশোহর-৩	জনাব রওশন আলী	মরহুম মান্দার আলী	গ্রাম পোষ্ট অফিস পাড়া, উপজেলা যশোহর সদর, জেলা যশোহর।
৮৮	যশোহর-৪	জনাব শাহ হাদীউজ্জামান	মরহুম খাজা আবদুল মজিদ শাহ	গ্রাম গুয়াখোলা, পোঃ নওয়াপাড়া, উপজেলা অভয়নগর, জেলা যশোহর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৮৯ যশোহর-৫	খান টিপু সুলতান	মরহুম আবদুল হামিদ খান	গ্রাম পুরাতন কসবা কাজী পাড়া, উপজেলা যশোহর সদর, জেলা যশোহর।
৯০ যশোহর-৬	মাওঃ মোঃ সাখাওয়াত হোঃ	ওমর আলী	গ্রাম হিজলডাংগা, পোঃ মংগলকোট, উপজেলা কেশবপুর, জেলা যশোহর।
৯১ মাগুরা-১	মেঃ জেঃ(অবঃ) মোঃ মজিদ-উল-হক	জহুর আহমেদ	সাং কাউন্সিলপাড়া, মাগুরা পৌরসভা, মাগুরা।
৯২ মাগুরা-২	জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান	মৃত মোঃ হাবিবর রহমান	সাং জোকা, পোঃ নহাটা, উপজেলা মহম্মদপুর, জেলা মাগুরা।
৯৩ নড়াইল-১	জনাব ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	মৃত জগবন্ধু সাহা	গ্রাম বারইপাড়া, ডাকঘর নোয়াগ্রাম, উপজেলা কালিয়া, জেলা নড়াইল।
৯৪ নড়াইল-২	জনাব শরীফ খসরুজামান	মৃত সোলায়মান	গ্রাম বাবরা, ডাকঘর মরিচপাশা, উপজেলা লোহাগড়া, জেলা নড়াইল।
৯৫ বাগেরহাট-১	ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন, এম, বি, বি, এস।	হাজী রহমত আলী হাং	গ্রাম দক্ষিণ কচুবুনিয়া, পোঃ কচুবুনিয়া, উপজেলা মোড়েলগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট।
৯৬ বাগেরহাট-২	জনাব এ, এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান	মৃঃ খান বাহাদুর বজলুর রহমান	গ্রাম রণবিজয়পুর, পোঃ কে, আলী দরগা, উপজেলা বাগেরহাট সদর, জেলা বাগেরহাট।
৯৭ বাগেরহাট-৩	জনাব আঃ খালেক তাং	মৃঃ আউবালী	গ্রাম ও ডাকঘর মল্লিকের বেড়, উপজেলা রামপাল, জেলা বাগেরহাট।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৯৮ বাগেরহাট-৪	মৌঃ মাওঃ আঃ সত্তার আকন	আলীমুদ্দীন	গ্রাম চালিতাবুনিয়া, পোঃ চালিতাবুনিয়া, উপজেলা মোড়েলগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট।
৯৯ খুলনা-১	সেখ হারুনর রশিদ মিয়া	মুজিবর	গ্রাম ডেউয়াতলা, পোঃ কাতিয়ানাংলা, উপজেলা বটিয়াঘাটা, জেলা খুলনা।
১০০ খুলনা-২	শেখ রাজ্জাক আলী	মৃত শেখ এস্তাজ আলী	৯ নং ফারাজী পাড়া রোড, খুলনা।
১০১ খুলনা-৩	জনাব আশরাফ হোসেন	মৃত মইনুল হোসেন	রোড নং ১৭৩, বাড়ী নং ২০, খালিশপুর আবাসিক এলাকা, থানা খালিশপুর মেট্রো, জেলা খুলনা।
১০২ খুলনা-৪	জনাব মোস্তফা রশিদী (সুজা)	মকবুল আহমেদ	আজিজুর রহমান ও ইষ্ট লিংক রোড, খুলনা মেট্রো, খুলনা।
১০৩ খুলনা-৫	জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ	মৃত শামসুতুল্য	গ্রাম ধোপাখোলা, উপজেলা ফুলতলা, জেলা খুলনা।
১০৪ খুলনা-৬	শাহ মুঃ রুহুল কুদ্দুস	মৃত শাহ মুঃ মকবুল	গ্রাম জায়গীর মহল, উপজেলা কয়রা, জেলা খুলনা।
১০৫ সাতক্ষীরা-১	জনাব আনছার আলী	আজগর আলী	১০৬, ফকিরের পুল, ওয়ার্ড নং ৬২, থানা মতিঝিল, জেলা ঢাকা।
১০৬ সাতক্ষীরা-২	কাজী শামসুর রহমান	মৃত আঃ মতিন	গ্রাম সুলতানপুর, পোঃ সাতক্ষীরা, জেলা সাতক্ষীরা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম।	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১০৭ সাতক্ষীরা-৩	জনাব এ,এম, রিয়াছাত আলী	জনাবালী	গ্রাম কুড়িকাহনিয়া, পোঃ প্রতাপনগর, জেলা সাতক্ষীরা।
১০৮ সাতক্ষীরা-৪	জনাব মুনসুর আহমেদ	মৃঃ হামিজুদ্দিন গাজী	গ্রাম ও পোঃ মাঝ-পারুলিয়া, জেলা সাতক্ষীরা।
১০৯ সাতক্ষীরা-৫	জনাব নজরুল ইসলাম	জোনাব গাজী	গ্রাম চকবাড়া, পোঃ গাইনবাড়ী, জেলা সাতক্ষীরা।
১১০ বরগুনা-১	এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু।	ধৈর্য্যধর দেবনাথ	মধ্য বরগুনা, বরগুনা পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা বরগুনা।
১১১ বরগুনা-২	জনাব নুরুল ইসলাম মনি	মোঃ মুজাহার উদ্দীন হাওলাদার।	গ্রাম মানিকখালী, উপজেলা পাথরঘাটা, জেলা বরগুনা।
১১২ বরগুনা-৩	জনাব মোঃ মজিবর রহমান তালুকদার।	গিয়াস উদ্দিন	মুন্সেফপাড়া, পৌর এলাকা পটুয়াখালী, জেলা পটুয়াখালী।
১১৩ পটুয়াখালী-১	জনাব এম, কেরামত আলী	আইজ উদ্দিন মৃধা	গ্রাম দুমকী, পোঃ দুমকী, জেলা পটুয়াখালী।
১১৪ পটুয়াখালী-২	জনাব আ,স,ম, ফিরোজ	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	গ্রাম কালাইয়া, পোঃ কালাইয়া, জেলা পটুয়াখালী।
১১৫ পটুয়াখালী-৩	জনাব আ,খ,ম, জাহাংগীর হোসাইন।	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	গ্রাম চর চন্দ্রাইল, পোঃ গজালিয়া, জেলা পটুয়াখালী।
১১৬ পটুয়াখালী-৪	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	হাতেম আলী মিয়া	খেপুপাড়া নতুন বাজার, পোঃ খেপুপাড়া, জেলা পটুয়াখালী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম।	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১১৭ ভোলা-১	জনাব তোফায়েল আহমেদ	আজাহার আলী	গ্রাম কোড়ালিয়া, পোঃ কোড়ালিয়া, উপজেলা ভোলা সদর, জেলা ভোলা।
১১৮ ভোলা-২	জনাব তোফায়েল আহমেদ	আজাহার আলী	গ্রাম কোড়ালিয়া, উপজেলা ভোলা সদর, জেলা ভোলা।
১১৯ ভোলা-৩	মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।	ডাঃ আজহার উদ্দিন আহমেদ।	গ্রাম পূর্ব চর উমেদ, উপজেলা লালমোহন, জেলা ভোলা।
১২০ ভোলা-৪	অধ্যক্ষ এম, এম, নজরুল ইসলাম, এম, এ,	মৃত আবদুল হাকিম পণ্ডিত।	গ্রাম দক্ষিণ ফ্যাশন, পোঃ চর ফ্যাশন, উপজেলা চর ফ্যাশন, জেলা ভোলা।
১২১ বাকেরগঞ্জ-১	জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্।	মৃত আবদুর রব সেরনিয়াবাত।	গ্রাম সেরাল, পোঃ সেরাল, উপজেলা আগৈলঝাড়া, জেলা বরিশাল।
১২২ বাকেরগঞ্জ-২	জনাব রাশেদ খান মেনন	মৃত আবদুল জব্বার খান	গ্রাম বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি, পোঃ বাহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি, উপজেলা বাবুগঞ্জ, জেলা বরিশাল।
১২৩ বাকেরগঞ্জ-৩	জনাব মোশাররফ হোসেন মংগু।	আবুল কাসেম হাওলাদার।	গ্রাম মহিষগুদি, ডাকঘর পাতারচর, উপজেলা মুলাদী, জেলা বরিশাল।
১২৪ বাকেরগঞ্জ-৪	জনাব মহিউদ্দিন আহাম্মদ	মৃত রমিজ উদ্দিন আহাম্মদ।	সাং কালিকাপুর, ডাকঘর মেহেন্দীগঞ্জ, উপজেলা মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা বরিশাল।
১২৫ বাকেরগঞ্জ-৫	জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস	মৃত ইসহাক হোসেন	গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল, জেলা বরিশাল।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম।	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১২৬ বাকেরগঞ্জ-৬	জনাব মোহাম্মদ ইউনুস খান	মোবারক খান	গ্রাম সোনাপুরা, উপজেলা বাকেরগঞ্জ, জেলা বরিশাল।
১২৭ ঝালকাঠি-১	জনাব মোঃ শাজাহান ওমর	আঃ হামিদ মৃধা	গ্রাম সাংগর, উপজেলা রাজাপুর, জেলা ঝালকাঠি।
১২৮ ঝালকাঠি-২	গাজী আজিজ ফেরদৌস	মৃঃ আঃ ওহাব	মহল্লা আরৎ ১, পৌর-এলাকা, উপজেলা ও জেলা ঝালকাঠি।
১২৯ পিরোজপুর-১	জনাব সুধাংশু শেখর হালদার	অন্নদাচরণ	গ্রাম উত্তর ঘোষকাঠি, উপজেলা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর।
১৩০ পিরোজপুর-২	জনাব আনোয়ার হোসেন	মৃঃ তোফাজ্জেল হোসেন	গ্রাম পূর্ব ভাণ্ডারিয়া, উপজেলা ভাণ্ডারিয়া, জেলা পিরোজপুর।
১৩১ পিরোজপুর-৩	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	মৃত আজাহার	গ্রাম গুলিশাখালী, উপজেলা মঠবাড়ীয়া, জেলা পিরোজপুর।
১৩২ বাকেরগঞ্জ-সহিত-পিরোজপুর	সৈয়দ শহীদুল হক জামাল	মৃত সৈঃ বজলুল হক	গ্রাম লবন সাড়া, উপজেলা বানরীপাড়া, জেলা বাকেরগঞ্জ।
১৩৩ টাংগাইল-১	জনাব আবুল হাসান চৌধুরী	মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১১৬, কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ঢাকা ১০০০।
১৩৪ টাংগাইল-২	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু	ডাঃ মহিউদ্দিন	গ্রাম গুলিপেচা, পোঃ অর্জুনা, উপজেলা গোপালপুর, জেলা টাংগাইল।
১৩৫ টাংগাইল-৩	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান	মোঃ হাবিবুর রহমান খান	গ্রাম বাগুন্তা, পোঃ রাজাফৈর, উপজেলা ঘাটাইল, জেলা টাংগাইল।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৩৬ টাংগাইল-৪	জনাব শাজাহান সিরাজ	মরহুম আবদুল গনি	গ্রাম বেতডোবা, পোঃ কালিহাতি, জেলা টাংগাইল।
১৩৭ টাংগাইল-৫	মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান	মৃত আসিম উদ্দিন	গ্রাম সন্তোষ বাগবাড়ী, উপজেলা টাংগাইল সদর, জেলা টাংগাইল।
১৩৮ টাংগাইল-৬	জনাব খঃ আবু তাহের	আলহাজ তোফায়েল	গ্রাম মাইলজানী, ডাকঘর সহবতপুর, উপজেলা নাগরপুর, জেলা টাংগাইল।
১৩৯ টাংগাইল-৭	জনাব খঃ বদর উদ্দীন	মৃত খঃ আবু সাইদ	গ্রাম বানিয়ারা, ডাকঘর বানিয়ারা, উপজেলা মির্জাপুর, জেলা টাংগাইল।
১৪০ টাংগাইল-৮	জনাব হুমায়ুন খান পন্নী	মৃত মাসউদ আলী খান পন্নী	গ্রাম করটিয়া, ডাকঘর করটিয়া, উপজেলা টাংগাইল সদর, জেলা টাংগাইল।
১৪১ জামালপুর-১	জনাব আবুল কালাম আজাদ	ছাইদুর রহমান	গ্রাম খেওয়ারচর উজান, পোঃ জব্বারগঞ্জ বাজার উপজেলা বকশীগঞ্জ, জেলা জামালপুর।
১৪৩ জামালপুর-৩	মির্জা গোলাম আজম	মির্জা আবুল কাশেম	গ্রাম বালিজুরী পূঃ পাড়া, পোঃ বালিজুরী, উপজেলা মাদারগঞ্জ, জেলা জামালপুর।
১৪৪ জামালপুর-৪	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদার	আলহাজ রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার	গ্রাম মুলবাড়ী, পোঃ সরিষাবাড়ী, উপজেলা সরিষাবাড়ী, জেলা জামালপুর।
১৪৫ জামালপুর-৫	জনাব সিরাজুল হক	নজমুল হক	গ্রাম বগাবাইদ, পোঃ জামালপুর, উপজেলা জামালপুর সদর, জেলা জামালপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৪৬ শেরপুর-১	শাহ মোঃ রফিকুল বারী চৌধুরী	আলহাজ্ব ক্যাঃ (অবঃ) শাহ আব্দুর রহিম চৌঃ	গ্রাম চরভাবনা ঘোনা পাড়া, উপজেলা শেরপুর সদর, জেলা শেরপুর।
১৪৭ শেরপুর-২	মোছাঃ বেগম মাতিয়া চৌধুরী	স্বামী মজলুর রহমান	বানেশ্বরদী উত্তর, উপজেলা নকলা, জেলা শেরপুর।
১৪৮ শেরপুর-৩	ডাঃ মোঃ সেরাজুল হক	মরহুম আলহাজ ছাদেক আলী মাষ্টার	হালগড়া, উপজেলা শ্রীবর্দী, জেলা শেরপুর।
১৪৯ ময়মনসিংহ-১	মিঃ প্রমোদ মানখিন	মেঘা তঞ্জু	গ্রাম কুচন্দরা, পোঃ রাংরাপাড়া, উপজেলা হালুয়াঘাট, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫০ ময়মনসিংহ-২	জনাব মোঃ শামছুল হক	মৃত ছমির উদ্দিন এডভোকেট	গ্রাম কামারিয়া, পোঃ কামারিয়া বাজার, উপজেলা ফুলপুর, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫১ ময়মনসিংহ-৩	জনাব মজরুল ইসলাম	আঃ করিম সরঃ	গ্রাম সহনাটি, পোঃ গিধাউষা, উপজেলা গৌরীপুর, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫২ ময়মনসিংহ-৪	জনাব এ.কে.এম. ফজলুল হক	মৃত ছাবেদ আলী	এস, এ, সরকার রোড, সানকি পাড়া, ময়মনসিংহ পৌরসভা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৩ ময়মনসিংহ-৫	জনাব কেরামত আলী তাং	জহির উদ্দিন তাং	গ্রাম সোনারগাঁও, পোঃ রঘুনাথপুর, উপজেলা মুক্তাগাছা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৪ ময়মনসিংহ-৬	জনাব খঃ আমিরুল ইসলাম (হীরা মিয়া)	আহাম্মদ আলী শাহ ফকির	গ্রাম ও পোঃ বৈলাজান, উপজেলা ফুলবাড়ীয়া, জেলা ময়মনসিংহ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৫৫ ময়মনসিংহ-৭	জনাব মো: আ: খালেক	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম বালিপাড়া, পো: রাম অমৃতগঞ্জ, উপজেলা ত্রিশাল, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	জনাব খুররম খান চৌধুরী	আশরাফ হোসেন খান চৌধুরী	গ্রাম মোয়াজ্জেমপুর, পো: কামালপুর, উপজেলা নান্দাইল, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৭ ময়মনসিংহ-৯	জনাব আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	আশরাফ হোসেন খান চৌধুরী	গ্রাম মোয়াজ্জেমপুর, পো: কামালপুর, উপজেলা নান্দাইল, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৮ ময়মনসিংহ-১০	জনাব আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	রুস্তম আলী গোল:	গ্রাম বাগুয়া, পো: গফরগাঁও, উপজেলা গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিংহ।
১৫৯ ময়মনসিংহ-১১	আলহাজ আমান উল্লা চৌধুরী	আফতাব উদ্দিন চৌ:	গ্রাম ধামগুর, উপজেলা ভালুকা, জেলা ময়মনসিংহ।
১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্র-কোনা	জনাব মুশাররফ হুসেন	মৌ: ইয়ার হুসেন	গ্রাম লাউঘাই, ডাকঘর গোবিন্দপুর, উপজেলা পর্বধলা, জেলা নেত্রকোনা।
১৬১ নেত্রকোনা-১	জনাব মো: আ: করিম এডভোকেট	মৃত আব্বাছ আলী মণ্ডল	গ্রাম বাকলজোড়া, ডাকঘর বাকলজোড়া, জেলা নেত্রকোনা।
১৬২ নেত্রকোনা-২	জনাব আবু আব্বাছ	মৃত আব্বাছ আলী	গ্রাম মৌজেবালী, ডাকঘর অনন্তপুর, জেলা নেত্রকোনা।
১৬৩ নেত্রকোনা-৩	জনাব জুবেদ আলী	আরফান আলী	গ্রাম কাউরাট ডাকঘর নওপাড়া, জেলা নেত্রকোনা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৬৪ নেত্রকোনা-৪	জনাব লুৎফুজ্জামান (বাবর)	এ.কে, লুৎফর রহমান	গ্রাম বাড়ী ভাদেরা, ডাকঘর জাহাংগীরপুর, জেলা নেত্রকোনা।
১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১	জনাব এ,বি,এম,জাহিদুল হক	মোঃ ছাইফুল হক	সাং নারান্দি, পোঃ পূর্ব নারান্দি, উপজেলা পাকুন্দিয়া, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৬ কিশোরগঞ্জ-২	জনাব মোঃ মেজর আখতা-রুজ্জামান (অবঃ)	সৈয়দ জামান	সাং দুর্গাপুর, পোঃ গচিহাটা, উপজেলা কটিয়াদি, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৩	মাওলানা আতাউর রহমান খান।	মোঃ আহাম্মদ আলী খান	গ্রাম জামিয়া রোড, পুরান থানা, কিশোরগঞ্জ উপজেলা কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৮ কিশোরগঞ্জ-৪	জনাব মোঃ ডঃ মিজানুল হক	সোলায়মান	সাং করিমগঞ্জ, পোঃ করিমগঞ্জ, উপজেলা করিমগঞ্জ, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৬৯ কিশোরগঞ্জ-৫	এডভোকেট মোঃ আবদুল হামিদ	মৃত হাজী মোঃ তারেব উদ্দিন	সাং কামালপুর, পোঃ মিঠামইন, উপজেলা মিঠামইন, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭০ কিশোরগঞ্জ-৬	জনাব আমির উদ্দিন আহম্মদ	মৃত মোমেন হাজী	সাং বানিয়াহাটি, পোঃ নিকলী দামপাড়া, উপজেলা নিকলী, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭১ কিশোরগঞ্জ-৭	হাজী ডঃ আঃ লতিফ ভূঞা	মৃত হাজী আঃ খালেক ভূঞা	সাং জামালপুর, পোঃ কালিকা প্রসাদ, উপজেলা ভৈরব, জেলা কিশোরগঞ্জ।
১৭২ মানিকগঞ্জ-১	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	মৃত খন্দকার আঃ হামিদ	গ্রাম পাচুরিয়া, উপজেলা ঘিওর, জেলা মানিকগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৭৩ মানিকগঞ্জ-২	জনাব হারুন উর রশিদ খান	আঃ শুকুর খান	গ্রাম পশ্চিম আজিমনগর, উপজেলা হরিরামপুর, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৪ মানিকগঞ্জ-৩	জনাব নিজামুদ্দিন খান	মৃত রিয়াজুদ্দিন খান	গ্রাম শুশুণ্ডা, ডাকঘর দিঘী, উপজেলা মানিকগঞ্জ সদর, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৫ মানিকগঞ্জ-৪	জনাব শামসুল ইসলাম খান	শাহাদৎ আলী খান	গ্রাম উত্তর চারিগ্রাম, ডাকঘর চারিগ্রাম, উপজেলা সিংগাইর, জেলা মানিকগঞ্জ।
১৭৬ মুন্সিগঞ্জ-১	ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী	মৃত কফিলউদ্দিন চৌধুরী	গ্রাম ও পোঃ মজিদপুর দয়াহাটা, উপজেলা শ্রীনগর, জেলা মুন্সিগঞ্জ।
১৭৭ মুন্সিগঞ্জ-২	উইং কমাণ্ডার (অবঃ) এম, হামিদুল্লাহ খান	মৃত দবির উদ্দিন	গ্রাম উত্তর মেদিনী মণ্ডল, পোঃ মেদিনী মণ্ডল, উপজেলা লৌহজং, জেলা মুন্সিগঞ্জ।
১৭৯ মুন্সিগঞ্জ-৪	জনাব আঃ হাই	হাজী মনির উদ্দিন	গ্রাম গোসাইবাগ, উপজেলা মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা মুন্সিগঞ্জ।
১৮০ ঢাকা-১	জনাব নাজমুল হোদা	নুরুল হোদা	সাং বেথয়া, উপজেলা দোহার, জেলা ঢাকা।
১৮১ ঢাকা-২	জনাব আঃ মান্নান	মৃত হাজী আঃ ছামাদ	গ্রাম গোবিন্দপর (পশ্চিম) উপজেলা নবাবগঞ্জ, জেলা ঢাকা।
১৮২ ঢাকা-৩	জনাব মোঃ আমান উল্লাহ	মৃত সেখুনিয়া	গ্রাম বয়াতিকান্দি, উপজেলা কেরাণীগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৮৩ ঢাকা-৪	জনাব সালাহ উদ্দিন আহমেদ	আলহাজ আবদুল বারেক সরদার	কদমতলী পশ্চিম, ইউনিয়ন শ্যামপুর, ৩ নং ওয়ার্ড, থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা।
১৮৪ ঢাকা-৫	বেগম খালেদা জিয়া	স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান	৬ নং মঈনুল রোড, ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট, ঢাকা।
১৮৫ ঢাকা-৬	মির্জা আব্বাস	আলহাজ মির্জা আবদুর রাজ্জাক	৮৭১, দক্ষিণ শাহজাহান-পুর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮৬ ঢাকা-৭	জনাব ছাদেক হোসেন	মৃত এম,এ, করিম	৪/১, গোপীবাগ প্রথম লেন, ঢাকা।
১৮৭ ঢাকা-৮	মীর শওকত আলী	মৃত মীর মহবুব আলী	২৫, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা।
১৮৮ ঢাকা-৯	বেগম খালেদা জিয়া	স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান	৬ নং মঈনুল রোড, ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট, ঢাকা।
১৮৯ ঢাকা-১০	মেজর (অবঃ) আঃ মান্নান	মৃত এছহাক মিয়া	গ্রাম পশ্চিম চর উরিয়া, ইউনিয়ন ৬ নং নোয়া-খালী, ওয়ার্ড নং ১, উপজেলা নোয়াখালী সদর, জেলা নোয়াখালী।
১৯০ ঢাকা-১১	জনাব মোঃ হারুন রশীদ মোল্লা	কুজরত আলী	আলুব্দী, থানা মিরপুর, জেলা ঢাকা।
১৯১ ঢাকা-১২	জনাব মোঃ নিয়ামত উল্যাহ	মৃত সফি উল্যাহ	সাং বড়দেশী, উপজেলা সাভার, জেলা ঢাকা।
১৯২ ঢাকা-১৩	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান খান	মোঃ আতাউর রহমান খান	গ্রাম বালিয়া, উপজেলা ধামরাই, জেলা ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৯৩ গাজীপুর-১	জনাব রহমত আলী	মৃত আছর আলী	গ্রাম ও পোঃ শ্রীপুর, উপজেলা শ্রীপুর, জেলা গাজীপুর।
১৯৪ গাজীপুর-২	অধ্যাপক [illegible], এ, মান্নান	কছিম উদ্দিন আকন	গ্রাম দক্ষিণ সালনা, ডাকঘর সালনা বাজার, উপজেলা গাজীপুর সদর, জেলা গাজীপুর।
১৯৫ গাজীপুর-৩	ডাঃ আসকার হোসেন মোল্লা	হাফিজ উদ্দিন মোল্লা	গ্রাম জামালপুর, ডাকঘর ভাওয়াল জামালপুর, জেলা গাজীপুর।
১৯৬ গাজীপুর-৪	জনাব আ, স, ম, হান্নান শাহ	ফকির আঃ মান্নান	গ্রাম খাগুটিয়া, পোঃ খাগুটিয়া, উপজেলা কাপাসিয়া জেলা গাজীপুর।
১৯৭ নরসিংদী-১	জনাব সামসুদ্দিন আহমেদ	মোসলেম উদ্দীন	গ্রাম বৌয়াকর, ডাকঘর নরসিংদী, উপজেলা নরসিংদী সদর, জেলা নরসিংদী।
১৯৮ নরসিংদী-২	ডঃ আঃ মঈন খান	আঃ মোমেন খান	গ্রাম চরনগরদী, ডাকঘর জিনারদী, উপজেলা পলাশ, জেলা নরসিংদী।
১৯৯ নরসিংদী-৩	জনাব আঃ মান্নান ভূইয়া	মৃত আঃ হাই ভূইয়া	গ্রাম মাছিমপুর, ডাকঘর মজলিশপুর, উপজেলা শিবপুর, জেলা নরসিংদী।
২০০ নরসিংদী-৪	সরঃ সাখাওয়াত হোসেন বকুল।	সরঃ আছমত আলী	গ্রাম হাফিজপুর তাঃ কান্দা, ডাকঘর গোতাশিয়া, উপজেলা মনোহরদী, জেলা নরসিংদী।
২০১ নরসিংদী-৫	জনাব আঃ আলী	হাজী আঃ অহাব	গ্রাম করিমগঞ্জ, ডাকঘর হাসনাবাদ বাজার, উপজেলা রায়পুরা, জেলা নরসিংদী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২০২ নারায়ণগঞ্জ-১	জনাব আঃ মতিন চৌঃ	মৃত ছুলিম উদ্দিন	গ্রাম কেন্দুয়া খালপাড়, উপজেলা রূপগঞ্জ, জেলা নারায়ণগঞ্জ।
২০৩ নারায়ণগঞ্জ-২	জনাব আতাউর রহমান খান	আফিকুর রহঃ	গ্রাম ইলমদী, উপজেলা আড়াই হাজার, জেলা নারায়ণগঞ্জ।
২০৪ নারায়ণগঞ্জ-৩	অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম।	হাজী মিয়া চান	গ্রাম রাম গোবিন্দের গাঁও' পোঃ হোসেনপুর, উপজেলা সোনারগাঁও, জেলা নারায়ণগঞ্জ।
২০৫ নারায়ণগঞ্জ-৪	জনাব সিরাজুল ইসলাম	সৈয়দ আলী মাষ্টার	১৮, মহিম গাংগুলি রোড, নারায়ণগঞ্জ।
২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৫	এডভোকেট আবুল কালাম	মরহুম আলহাজ্জ জালাল উদ্দিন আহম্মদ।	৭/১, শায়েস্তা খান রোড, নারায়ণগঞ্জ।
২০৭ রাজবাড়ী-১	জনাব মোঃ আঃ ওয়াজেদ চৌধুরী।	ওয়াহিদ চৌধুরী	গ্রাম সর্জ্জনকান্দা, রাজবাড়ী পৌরসভা, জেলা রাজবাড়ী।
২০৮ রাজবাড়ী-২	ডাঃ এ,কে,এম, আসজাদ	মৃত কাজী আঃ মাজেদ	গ্রাম মাগুড়াভাংগী, পোঃ পাংশা, উপজেলা পাংশা, জেলা রাজবাড়ী।
২০৯ ফরিদপুর-১	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া, এম,এ,বি,এড।	মৃত ফজলুল করিম	গ্রাম বেলজানি (উত্তর পাড়া), ডাকঘর খরস্রুতী, উপজেলা বোয়ালমারী, জেলা ফরিদপুর।
২১০ ফরিদপুর-২	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী।	স্বামী গোলাম আকবর চৌধুরী।	গ্রাম চক্রপাড়া, উপজেলা নগরকান্দা, জেলা ফরিদপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২১১ ফরিদপুর-৩	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ।	মৃত ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)।	মহল্লা ১নং কুঠি বাড়ী, ফরিদপুর পৌরসভা, উপজেলা ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর।
২১২ ফরিদপুর-৪	জনাব মোশাররফ হোসেন	হেলাল উদ্দিন	চর ডুবাইল, ডাকঘর বালিয়াহাটা, উপজেলা সদরপুর, জেলা ফরিদপুর।
২১৩ ফরিদপুর-৫	ডাঃ কাজী আবু ইউসুফ	উয়ালী উল্লাহ	গ্রাম কাওলী বেড়া, ডাকঘর আবদুল্লাবাদ, উপজেলা ভাংগা, জেলা ফরিদপুর।
২১৪ গোপালগঞ্জ-১	কাজী আবদুর রশীদ	ঘাজাজদ্দিন কাজী	গ্রাম মুনিরকান্দি, পোঃ গোহালা, উপজেলা মুকসুদপুর, জেলা গোপালগঞ্জ।
২১৫ গোপালগঞ্জ-২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	শেখ নুরুল হক	গ্রাম টুংগীপাড়া, ডাকঘর টুংগীপাড়া, উপজেলা টুংগীপাড়া, জেলা গোপালগঞ্জ।
২১৬ গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	পিতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।	গ্রাম টুংগীপাড়া, উপজেলা টুংগীপাড়া, জেলা গোপালগঞ্জ।
২১৭ মাদারীপুর-১	জনাব ইলিয়াছ আহমেদ চৌধুরী।	নুরু উদ্দিন	গ্রাম চৌধুরী বাড়ী ও চৌধুরী পাড়া, ডাকঘর দত্তপাড়া, উপজেলা শিবচর, জেলা মাদারীপুর।
২১৮ মাদারীপুর-২	জনাব আঃ রাজ্জাক	মরহুম হাজী ইমাম উদ্দিন।	১২/১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং-৪, ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২১৯ মাদারীপুর-৩	আলহাজ সৈয়দ আবুল হোসেন।	মরহুম আলহাজ আতাহার আলী।	গ্রাম বেতবাড়ী, উপজেলা কালকিনী, জেলা মাদারীপুর।
২২০ শরিয়তপুর-১	জনাব হেমায়েত উল্লাহ	হাবিবুল্লাহ	গ্রাম দক্ষিণ ডামুড্যা, ডাকঘর ও উপজেলা ডামুড্যা, জেলা শরিয়তপুর।
২২১ শরিয়তপুর-২	কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী	মরহুম মুন্সী মোবারক আলী।	গ্রাম নড়িয়া, পোঃ নড়িয়া, উপজেলা নড়িয়া, জেলা শরিয়তপুর।
২২২ শরিয়তপুর-৩	জনাব আবদুর রাজ্জাক	মরহুম আলহাজ ইমাম উদ্দিন।	গ্রাম দক্ষিণ ডামুড্যা, পোঃ ডামুড্যা, উপজেলা ডামুড্যা, জেলা শরিয়তপুর।
২২৩ সুনামগঞ্জ-১	জনাব নজির হুসেন	আঃ গনি মিয়া	গ্রাম বিল্লাকুলী, ডাকঘর বাদাঘাট, উপজেলা তাহিরপুর, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৪ সুনামগঞ্জ-২	জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত	দেবেন্দ্র সেন গুপ্ত	গ্রাম আনোয়ারপুর, ডাকঘর দিরাই চান্দপুর, উপজেলা দিরাই, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৫ সুনামগঞ্জ-৩	জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ	মৃত শরিয়ত উল্যাহ	৮৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।
২২৬ সুনামগঞ্জ-৪	জনাব আঃ জহুর মিয়া	ঠাকুর ধন	গ্রাম ষোলঘর কলোনী এলাকা, ডাকঘর ও উপজেলা সুনামগঞ্জ সদর, জেলা সুনামগঞ্জ।
২২৭ সুনামগঞ্জ-৫	জনাব আব্দুল মজিদ	মোশারফ হোসেন	গ্রাম শান্তিপুর, ডাকঘর ও উপজেলা দোয়ারাবাজার, জেলা সুনামগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২২৮ সিলেট-১	খন্দকার আব্দুল মালিক	মৃত খন্দকার আবদুছ ছাত্তার।	মহল্লা তোফখানা, ডাকঘর ও জেলা সিলেট।
২২৯ সিলেট-২	জনাব মুহাম্মদ ইবনে আজিজ (লামা)	মৃত আজিজুর রহমান	মহল্লা শেখঘাট, ডাকঘর সিলেট, জেলা সিলেট।
২৩০ সিলেট-৩	জনাব মোঃ আব্দুল মুকিত খান	মখব্বির খান	গ্রাম গোপশহর, ডাকঘর ও জেলা সিলেট।
২৩১ সিলেট-৪	জনাব ইমরান আহমদ	মরহুম ক্যাপ্টেন রশীদ আহমদ।	গ্রাম শ্রীপুর, উপজেলা জৈন্তাপুর, জেলা সিলেট।
২৩২ সিলেট-৫	আলঃ মোঃ ওবায়দুল হক	মৃত হাজী মজহর আলী	গ্রাম উজিরপুর, উপজেলা জকিগঞ্জ, সিলেট।
২৩৩ সিলেট-৬	জনাব শরফ উদ্দিন খসরু	মৃত আছদ্দর আলী	৬২, ঝরনারপার, কুমারপাড়া, সিলেট।
২৩৪ মৌলভী-বাজার-১	জনাব এবাদুর রহমান চৌধুরী।	আঃ গফফার চৌধুরী।	গ্রাম গাংকুল, উপজেলা বড়লেখা, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৫ মৌলভী-বাজার-২	নবাব আলী আব্বাছ খান	নবাব আলী ছফদর খান	গ্রাম পূর্বিমপাশা, ডাকঘর পূর্বিমপাশা, উপজেলা কুলাউড়া, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৬ মৌলভী-বাজার-৩	জনাব আজিজুর রহমান	মৃত আবদুস ছত্তার	সেন্ট্রাল রোড, মৌলভীবাজার, জেলা মৌলভীবাজার।
২৩৭ মৌলভী-বাজার-৪	জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ	আলহাজ আঃ বারি	গ্রাম সিদ্ধেশ্বরপুর, ডাক মুন্সিবাজার উপজেলা কমলগঞ্জ, জেলা মৌলভীবাজার।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৩৮ হবিগঞ্জ-১	জনাব খলিলুর রহমান	মতিউর রহমান	গ্রাম ও পোঃ নবীগঞ্জ বাজার, উপজেলা নবীগঞ্জ, জেলা হবিগঞ্জ।
২৩৯ হবিগঞ্জ-২	জনাব শরীফ উদ্দিন আহমদ	দিদার বক্স	গ্রাম যাত্রাপাশা দক্ষিণ পশ্চিম, উপজেলা বানিয়াচং, জেলা হবিগঞ্জ।
২৪০ হবিগঞ্জ-৩	জনাব আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌধুরী	ডাঃ আঃ মোমেন চৌধুরী	শায়েস্তানগর আবাসিক এলাকা, হবিগঞ্জ পৌরসভা, উপজেলা হবিগঞ্জ সদর, জেলা হবিগঞ্জ।
২৪১ হবিগঞ্জ-৪	জনাব এনামুল হক	ডাঃ আঃ হক	গ্রাম কুটিরগাঁও, ডাকঘর রামশ্রী, উপজেলা চুনারুঘাট, জেলা হবিগঞ্জ।
২৪২ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-১	জনাব মুর্শেদ কামাল	সিরাজুল আবদাল	গ্রাম খান্দুরা, উপজেলা নাছিরনগর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৩ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-২	উকিল আঃ ছাত্তার	হাঃ মুকছুদ আলী	গ্রাম পরমানন্দপুর, ডাকঘর অরুয়াইল, উপজেলা সরাইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৪ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-৩	জনাব হারুন আল রশিদ	মৃত আলহাজ আবদুল বারিক	মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৫ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-৪	মিয়া আবদুল্লাহ ওয়াজেদ	মরহুম আজগর আলী	গ্রাম ও ডাকঘর কুটি, উপজেলা কসবা, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৬ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-৫	কাজী মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আরফান উদ্দিন	গ্রাম বশাতুয়া, ডাকঘর রতনপুর, উপজেলা নবীনগর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৪৭ ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া-৬	জনাব এ, টি, এম, ওয়ালী আশরাফ	মরহুম আতিক উল্লাহ	গ্রাম ডোমরাকান্দি, উপজেলা বাঞ্ছারামপুর, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৪৮ কুমিল্লা-১	জনাব এম, কে, আনোয়ার	মৃত আবিদ আলী	গ্রাম হোমনা, ইউনিয়ন ৩ নং হোমনা (উত্তর), উপজেলা হোমনা, জেলা কুমিল্লা।
২৪৯ কুমিল্লা-২	ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন	মৃত আশ্রাফ আলী খন্দকার	গ্রাম গয়েশপুর, উপজেলা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা।
২৫০ কুমিল্লা-৩	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ব্যারিষ্টার।	আঃ ওয়াদুদ	গ্রাম শ্রীরামপুর, পোঃ পাক গাজীপুর, উপজেলা মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা।
২৫১ কুমিল্লা-৪	জনাব মঞ্জুরুল হাছান মুন্সী	আজগর আলী	গ্রাম ওনাইঘর, উপজেলা দেবীদ্বার, জেলা কুমিল্লা।
২৫২ কুমিল্লা-৫	জনাব আঃ মতিন খসরু	আলহাজ মোঃ আঃ মালেক	গ্রাম মীরপুর, পোঃ মাধবপুর, উপজেলা ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা কুমিল্লা।
২৫৩ কুমিল্লা-৬	জনাব মোঃ রেদোয়ান আহামদ	মৃত সুলতান আহামদ	গ্রাম ছাতাড্ডা, ৫ নং উপজেলা চান্দিনা, জেলা কুমিল্লা।
২৫৪ কুমিল্লা-৭	জনাব এ, কে, এম, আবু তাহের শিল্পপতি	মৃত হাজী ঈমান আলী	গ্রাম ও ডাকঘর সোনাইমুড়ি, উপজেলা বরুড়া, জেলা কুমিল্লা।
২৫৫ কুমিল্লা-৮	জনাব আকবর হোসেন	জনাব হোসেন আলী	নানুয়া দিঘীর উত্তর পাড়, বক্সপুর, পোঃ ও জেলা কুমিল্লা।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৫৬ কুমিল্লা-৯	জনাব মনিরুল হক চৌধুরী	মৃত নোয়াব হায়দার চৌধুরী	গ্রাম নোয়াগ্রাম, পোঃ বাজার চৌয়ারা, উপজেলা কুমিল্লা সদর, জেলা কুমিল্লা।
২৫৭ কুমিল্লা-১০	জনাব এ, টি, এম, আলমগীর	সুলতান আহম্মদ	গ্রাম ঝলম, ডাকঘর মনোহরগঞ্জ, উপজেলা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা।
২৫৮ কুমিল্লা-১১	ডাঃ এ, কে, এম, কামারুজ্জামান	মৃত আলহাজ্ব হাছানুজ্জামান	গ্রাম হরিপুর, পোষ্ট ও উপজেলা নাংগলকোট, জেলা কুমিল্লা।
২৫৯ কুমিল্লা-১২	কাজী জাফর আহমদ	মৃত হাজী আহমেদ আলী	গ্রাম ও পোষ্ট চিওড়া, উপজেলা চৌদ্দগ্রাম, জেলা কুমিল্লা।
২৬১ চাঁদপুর-২	জনাব মোঃ নুরুল হুদা	আলহাজ মোঃ আঃ রহমান সরকার	গ্রাম খন্দকারকান্দি, পোঃ বাগানবাড়ী, জেলা চাঁদপুর।
২৬২ চাঁদপুর-৩	জনাব আলম খান	নোয়াব খান	গ্রাম কল্যানদী, পোঃ সফরমালী, উপজেলা চাঁদপুর সদর, জেলা চাঁদপুর।
২৬৩ চাঁদপুর-৪	জনাব মোঃ আবদুল্লা	নোয়াব আলী	বাড়ী নং ২০, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মধ্য ৬ বাজার এলাকা-২, ঢাকা।
২৬৪ চাঁদপুর-৫	জনাব এম, এ, মতিন	আলহাজ্ব জুনাব আলী মুন্সি	গ্রাম টোরাগড়, ওয়ার্ড নং ৩, হাজীগঞ্জ পৌরসভা, জেলা চাঁদপুর।
২৬৫ চাঁদপুর-৬	জনাব আলমগীর হায়দার খান	সেরাজল হক খান	গ্রাম মূলপাড়া, পোঃ কামরাংগা বাজার, জেলা চাঁদপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৬৬ ফেণী-১	বেগম খালেদা জিয়া	স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান	ক্যান্টনমেন্ট মধ্য-৫, শহীদ স্মরণী ও পুরাতন ডি, ও, এইচ, (বনানী), ঢাকা।
২৬৭ ফেণী-২	জনাব জয়নাল আবদীন হাজারী	মৃত হাজী আঃ গনি হাজারী	মাষ্টারপাড়া, ফেণী।
২৬৮ ফেণী-৩	জনাব মাহাবুবুল আলম	মৃত সফি উদ্দিন	গ্রাম ফরহাদনগর, উপজেলা ফেণী সদর, জেলা ফেণী।
২৬৯ নোয়াখালী-১	জনাব জয়নুল আবদিন ফারুক	মোঃ আবদুল হক	গ্রাম ইয়ারপুর, ডাকঘর ছমির মুন্সির হাট, উপজেলা সেনবাগ, জেলা নোয়াখালী।
২৭০ নোয়াখালী-২	জনাব বরকত উল্যা (ভুলু)	আবদুর রহমান	গ্রাম মিজ্জানগর, ডাকঘর নাটেশ্বর, উপজেলা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী।
২৭১ নোয়াখালী-৩	জনাব সালাহ উদ্দিন কামরান	মোঃ রুহুল আমিন এডভোকেট	গ্রাম গোবিন্দপুর, ডাকঘর আমিনবাগ, উপজেলা চাটখিল, জেলা নোয়াখালী।
২৭২ নোয়াখালী-৪	জনাব মোঃ শাহজাহান	আবদুল মতিন	গ্রাম লালপুর, ডাকঘর সোনাপুর, উপজেলা সদর, জেলা নোয়াখালী।
২৭৩ নোয়াখালী-৫	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	মৃত মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম মোহাম্মদনগর, উপজেলা কোম্পানীগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৭৪ নোয়াখালী-৬	অধ্যাপক মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	মৃত হাজী আছাদল হক মিয়া	গ্রাম নলচিরা, ডাকঘর আফাজিয়া বাজার, উপজেলা হাতিয়া, জেলা নোয়াখালী।
২৭৫ লক্ষ্মীপুর-১	জনাব জিয়াউল হক	হাজী জিতু মিয়া	গ্রাম কেথুড়ী, পোঃ কেথুড়ী বাজার, উপজেলা রামগঞ্জ, জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৬ লক্ষ্মীপুর-২	জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ	আঃ ওহাব	গ্রাম সাইচা, উপজেলা রায়পুর, জেলা লক্ষ্মীপুর,
২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৩	এডভোকেট খায়রুল এনাম	মমতাজুর রহমান	গ্রাম বাঞ্চানগর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, পোঃ লক্ষ্মীপুর, উপজেলা লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৮ লক্ষ্মীপুর-৪	জনাব আবদুর রব চৌধুরী	মরহুম ফজলুর রহমান চৌধুরী	গ্রাম সেবাগ্রাম, ডাকঘর সেবাগ্রাম, উপজেলা রামগতি, জেলা লক্ষ্মীপুর।
২৭৯ চট্টগ্রাম-১	জনাব মোঃ আলী জিন্নাহ	আলঃ মাহফুজুল হক	গ্রাম ও উপজেলা মিরেরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮০ চট্টগ্রাম-২	জনাব এল,কে, ছিদ্দিকী	আবুল মনসুর	গ্রাম দক্ষিণ রহমত নগর, মুরাদপুর, সীতাকুণ্ড, উপজেলা সীতাকুণ্ড, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮১ চট্টগ্রাম-৩	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	মৃত হাবিবুর রহমান	গ্রাম কুছিয়ামোড়া, উপজেলা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম।
২৮২ চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ নজিবুল বশর	সৈয়দ শফিউল বশর	গ্রাম আজিমনগর, কাটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৮৩ চট্টগ্রাম-৫	ছৈয়দ অহিদুল আলম	আঃ ছত্তার	গ্রাম চিকনদণ্ডি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৮৫ চট্টগ্রাম-৭	জনাব মোঃ ইউসুফ	আলাউদ্দিন	গ্রাম মরিয়মনগর, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	বেগম খালেদা জিয়া	স্বামী মরহুম জিয়াউর রহমান	ডঃ মঈনুল রোড, পৌর এলাকা-৮, ক্যান্টনমেন্ট রোড, থানা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২৮৭ চট্টগ্রাম-৯	জনাব আঃ আল নোমান	আহম্মদ কবির চৌধুরী	জামালখান রোড, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।
২৮৮ চট্টগ্রাম-১০	জনাব সিরাজুল ইসলাম	ফজু মিয়া	গ্রাম ও ডাকঘর চরনদ্বীপ বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৮৯ চট্টগ্রাম-১১	জনাব মুঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী	মৃত আলহাজ ছালেহ আহমদ চৌধুরী	গ্রাম ও ডাকঘর হলাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৯১ চট্টগ্রাম-১৩	কর্ণেল (অবঃ) অলি আহামদ, বীর বিক্রম	মরহুম আমানত ছফা	গ্রাম ও উপজেলা চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
২৯২ চট্টগ্রাম-১৪	জনাব শাহজাহান চৌধুরী	হাজী ওবায়দুর রহমান চৌধুরী	গ্রাম পশ্চিম চেমশা, উপজেলা সাতকানিয়া, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯৩ চট্টগ্রাম-১৫	জনাব মোঃ সুলতান-উল-কবির চৌধুরী	মৃত হাজী ফৌজুল কবির চৌধুরী	গ্রাম পশ্চিম পুইছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
২৯৪ কক্সবাজার-১	জনাব এনামুল হক	হাজী আঃ হক	গ্রাম মধ্যপাড়া, উপজেলা চকরিয়া, জেলা কক্সবাজার।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
২৯৫ কক্সবাজার-২	জনাব মোঃ ইসহাক বি,এ	হাজী আঃ কাদের	গ্রাম বানিয়াকাটা, ইউনিয়ন ও ডাকঘর হোয়ানক, উপজেলা মহেশখালী, জেলা কক্সবাজার।
২৯৬ কক্সবাজার-৩	জনাব মোস্তাক আহমদ	মমতাজ আলী	গ্রাম খামারপাড়া, ইউনিয়ন চৌফলদণ্ডি, উপজেলা কক্সবাজার সদর, জেলা কক্সবাজার।
২৯৭ কক্সবাজার-৪	জনাব শাহজাহান চৌধুরী	আবুল কাশেম চৌং	গ্রাম মধ্য রাজাপালং, ইউনিয়ন রাজাপালং, উপজেলা উখিয়া, জেলা কক্সবাজার।
২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি	জনাব কল্প রঞ্জন চাকমা	রুপেন চাকমা	গ্রাম বাবুপাড়া, ডাকঘর দীঘিনালা, উপজেলা দীঘিনালা, জেলা পার্বত্য খাগড়াছড়ি।
২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি	জনাব দীপংকর তালুকদার	হেমন্ত প্রসাদ	চম্পক নগর, বনরূপা, জেলা পার্বত্য রাংগামাটি।
৩০০ পার্বত্য বান্দরবান	জনাব বীর বাহাদুর	লাল মোহন বাহাদুর	২নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা, জেলা পার্বত্য বান্দরবান।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

চাঁদপুর-৪৮(ক)

মঙ্গলবার, মার্চ ১২, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১২ই মার্চ, ১৯৯১/২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৭

নং ৩(১২৫)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করিতেছে:—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।		নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম।	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১		২	৩	৪
১৪২	জামালপুর-২	হাজী রাশেদ মোশারফ এম পি	মোশারফ হোসেন মিয়া	গ্রাম তেষরিয়া, পোঃ মোশারফগঞ্জ, উপজেলা ইসলামপুর, জেলা জামালপুর।
২৬০	চাঁদপুর-১	মেসবাউদ্দিন	আশেক আলী	গ্রাম ও ডাকঘর গুল-বাহার, উপজেলা কচুয়া, জেলা চাঁদপুর।

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম		নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১		২	৩	৪
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী	মৃত ফজলুল কাদের চৌধুরী	গ্রাম গহিরা, উপজেলা রাউজান, জেলা চট্টগ্রাম।
২৯০	চট্টগ্রাম-১২	আলহাজ আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু)	আলহাজ নুরুজ্জামান চৌধুরী	গ্রাম হাইলধর, উপজেলা আনোয়ারা, জেলা চট্টগ্রাম।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট, মার্চ ১৬, ১৯৯১

শনিবার, মার্চ ১৬, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১৬ই মার্চ, ১৯৯১/১লা চৈত্র, ১৩৯৭

নং ৫(১২৫)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করিতেছে :—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম।	পিতার নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৭৮ মুন্সিগঞ্জ-৩	জনাব সামসুল ইসলাম	মৃত হাজী ওসমান	গ্রাম উত্তর সুখ বাসপুর, ইউনিয়ন রামপাল, উপজেলা মুন্সিগঞ্জ সদর, জেলা মুন্সিগঞ্জ।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পরিশিষ্ট-৪৮(খ)

শুক্রবার, মার্চ ২৯, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ব্লক নং ৫ ও ৬, গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেল

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৯শে মার্চ, ১৯৯১/১৪ই চৈত্র, ১৩৯৭

নং ৫(১২৫)/৯১-নিঃ-১/জাঃ সঃ।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করিতেছে:—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম।	পিতার নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
৭৬ কুষ্টিয়া-২	জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী	মৃত আব্দুল জব্বার চৌধুরী	গ্রাম ছত্রগাছা, ডাকঘর বহলবাড়ীয়া, উপজেলা মিরপুর, জেলা কুষ্টিয়া।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পাঃ/নিঃ৪৮-৪৮(ঘ)

শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৯৮/১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

নং ৫(১২৬)/৯১-নিঃ ১/.১ সঃ—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১/২৬শে ভাদ্র, ১৩৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছে ঃ

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৯ রংপুর-১	জনাব মোঃ আলহাজ কফিল উদ্দিন তরফদার	মৃঃ মনের উদ্দিন	গ্রাম সাগাই, ডাকঘর চারাগাছ, উপজেলা কাউনিয়া, জেলা রংপুর।
২০ রংপুর-২	শ্রী পরিতোষ চক্রবর্তী	মৃত ভৈরব চন্দ্র চক্রবর্তী	মহল্লা প্রফেসর পাড়া, উপজেলা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর।
২৩ রংপুর-৫	জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী	হাফেজ চৌধুরী	মহল্লা দাসপাড়া আমজাদ আলী রোড, চাঁদপুর পৌরসভা, জেলা চাঁদপুর।

১	২	৩	৪
২৪ রংপুর-৬	জনাব শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন	মরহুম আহমেদ আলী	বাড়ী নং এস ই(এফ) ১০, রোড নং ১৪২, গুলশান, ঢাকা।
৪২ বগুড়া-৭	জনাব মোঃ হেলালু-জ্জামান তালুকদার লালু	মরহুম সিরাজুল হক তালুকদার	গ্রাম কলাকোপা, ইউনিয়ন বালিয়াদিঘী, উপজেলা গাবতলী, জেলা বগুড়া।
১১৮ ভোলা-২	জনাব মোশারেফ হোসেন শাজাহান	মৃত আলতাজের রহমান তালুকদার	মহল্লা ওয়েস্টার্ন পাড়া, ৩ নং ওয়ার্ড, পৌরসভা, ভোলা।
১৮৪ ঢাকা-৫	মেজর মোঃ কামরুল ইসলাম (অবঃ)	মরহুম সিরাজুল ইসলাম	২৪, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা।
১৮৮ ঢাকা-৯	ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার	মরহুম মৌলভী মুহম্মদ আজি বকস	১৭৯ পশ্চিম ধানমণ্ডি, রাস্তা নং ১২ এ, মধুবাজার, ঢাকা।
২১৭ মাদারীপুর-১	জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন)	চৌধুরী ইলিয়াস আহমেদ	গ্রাম চৌধুরী বাড়ী ও চৌধুরী পাড়া, উপজেলা শিবচর, জেলা মাদারীপুর।
২১৮ মাদারীপুর-২	জনাব শাহজাহান খান	মৌঃ আচমত আলী খান	হরিকুমারিয়া, পোঃ ও উপজেলা মাদারীপুর, জেলা মাদারীপুর।
২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	জনাব আমীর খসরু	মাহমুদন নবী	গ্রাম মুন্সী পাড়া, পৌর এলাকা, ৩৪ নং উত্তর কাট্টলী, থানা পাহাড়তলী চট্টগ্রাম।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
সচিব।

পাঃ বিঃ ৮৮(৬)

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৪, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৯ই পৌষ, ১৩৯৮/২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯১

নং ৫(১৩১)/৯১-নিঃ ১/জাঃ সঃ—গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার ৪ উপ-ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১/৬ই পৌষ, ১৩৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছে ঃ—

নির্বাচনী এলাকা, নম্বর ও নাম।	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১২৫ বাকেরগঞ্জ-৫	জনাব মজিবুর রহমান (সরওয়ার)	সৈয়দুর রহমান	পশ্চিম কাউনিয়া, বরিশাল পৌর এলাকা বরিশাল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান

সচিব।

পার্লামেন্ট-৪৮-৫

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ২রা কার্তিক, ১৩৯৯/১৭ই অক্টোবর, ১৯৯২।

নং নিঃ কঃ সঃ/নিঃ-১/জাঃ সঃ-১/৯২।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার ৪ উপ-ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১২ই অক্টোবর, ১৯৯২/২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপ-নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছেঃ—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
২০৭ রাজবাড়ী-১	কাজী কেরামত আলী	মৃত কাজী হেদায়েত হোসেন	মহল্লা সর্জনকান্দা, ডাকঘর রাজবাড়ী, জেলা রাজবাড়ী।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এ, জেড, এম, শামসুল আলম

সচিব।

পরিশিষ্ট-৪৮(ঘ)

রবিবার, অক্টোবর ১৮, ১৯৯২

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৩রা কার্তিক, ১৩৯৯/১৮ই অক্টোবর, ১৯৯২

নং নিঃ কঃ সঃ/নিঃ-১/জাঃ সঃ-২/৯২।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার ৪ উপ ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯২/৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের উপ নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছেঃ—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	স্বামীর নাম	ঠিকানা
১৫১ ময়মনসিংহ-৩	রওশনারা বেগম	মরহুম নজরুল ইসলাম	গ্রাম-সহনাটি, ডাকঘর-পাছার বাজার, থানা-গৌরীপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এ, জেড, এম, শামসুল আলম

সচিব।

পাবলিশড-৪৮-(৫)

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯/৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২

নং নিঃকঃসঃ/নিঃ-১/জাঃসঃ-৪/৯২—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯ ধারার (৪) উপ-ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯২/১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূণ্য আসনের উপ-নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছেঃ—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১২০ ভোলা-৪	মোঃ জাফর উল্যা চৌঃ	মোঃ হাফেজ উল্যা চৌধুরী	গ্রামঃ পশ্চিম আন্দিরপাড়, থানাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

এ, জেড, এম, সামসুল আলম
সচিব।

পরিশিষ্ট-৪৮ (ক)

মংগলবার, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৯৯/১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

নং নিঃকঃসঃ/নিঃ১/জাঃসঃ-৫/৯২।—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৩৯(৪) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩/২১শে মাঘ, ১৩৯৯ (বুধবার) তারিখে অনুষ্ঠিত নিম্নে বর্ণিত নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা এতদসংগে প্রকাশ করিতেছেঃ—

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১৯০ ঢাকা-১১	সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন	এস, এ, খালেক	৫৯-এইচ দারুস, থানা মিরপুর, জেলা ঢাকা।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এ, জেড, এম, শামসুল আলম

সচিব।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন,১৯৯১

পরিশিষ্ট- ৪৯

প্রতিদ্বন্দ্বীপ্রার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত ভোটের বিবরনী

রাজশাহী বিভাগ

মোট নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা : ৭২

নির্বাচনী এলাকা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১ পঞ্চগড় -১	১। আজিজার রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ - রব)	৪৯৪
	২। মির্জা গোলাম হাফিজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,৬৭৮
বৈধ : ১,২২,৩৬২	৩। মো: আবদুল কুদ্দুস	জাতীয় পার্টি	১১,৩৪৪
বাতিল : ১,৩৩০	৪। মো: এ,কে,এম,সামসুদ্দোহা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৬৫
টেন্ডার্ড : ৭	৫। মো: [illegible] আলী	জাকের পার্টি	২,১৬০
১,২৩,৬৯৯	৬। মো: ডা: শাহাজাহান	ইসলামী ঐক্য জোট	৮০০
	৭। মো: নজমুল হক প্রধান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ - ইনু)	১,৮৩৯ ১,৮৩৯
	৮। মো: সফিউল আলম প্রধান	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৮,১৭৮
	৯। মো: সিরাজুল ইসলাম (এ্যাডভোকেট)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৬০৪
			১,২২,৩৬২
২ পঞ্চগড়-২	১। মাওলানা সাইদুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৪,৮১৫
	২। মো: আবদাল আদিল আলভী	ফ্রীডম পার্টি	৩৫৫
বৈধ : ১,০৮,১৪৬ বাতিল : ১,৪১৭ টেন্ডার্ড : ১	৩। মো: আব্দুল আজিজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৭,৩০০
১,০৯,৫৬৪			

১		২	৩	৪
২ পঞ্চগড়-২	৪।	মো: আ:স:ম: নুরুজ্জামান	স্বতন্ত্র	৯৩০
	৫।	মো: কামিজ উদ্দিন প্রধান	জাতীয় পার্টি	২৫,৬৬০
	৬।	মো: নুরুল আমীন	স্বতন্ত্র	৬,০৭১
	৭।	মো: মনসুর আলী	জাকের পার্টি	৫৪৩
	৮।	মো: মোজাহার হুসেন	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৪২,৩৩৫
	৯।	মো: সফিউল্লাহ	স্বতন্ত্র	১৩৭
				১,০৮,১৪৬
৩ ঠাকুরগাঁও-১	১।	মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৩৬,৪০৬
	২।	মো: আশরাফুল ইসলাম (সবুজ)	স্বতন্ত্র	৪২৮
বৈধ :১,৪৪,৮৫০	৩।	মো: খাদেমুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৭,৫৩৫
বাতিল : ১,৮২১	৪।	মো: মঞ্জুরুর রহমান চৌ:	জাকের পার্টি	১,১৫০
টেন্ডার্ড: ৬	৫।	মো: মনসুর আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬৪৮
১,৪৬,৬৭৭	৬।	মো: রেজওয়ানুল হক চৌ:	জাতীয় পার্টি	২১,০৫১
	৭।	মো: রফিকুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৬,৮০০
	৮।	রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৮৩২
				১,৪৪,৮৫০
৪ ঠাকুরগাঁও-২	১।	বদরুল আলম চৌধুরী	ফ্রীডম পার্টি	২৭০
	২।	মো: আব্দুল করিম এ্যাডভোকেট	জাতীয় পার্টি	১৩,৭২০
বৈধ :৯৬,৪৮৯	৩।	মো: আবদুল হাকিম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,২৮৮
বাতিল : ৮৮৫	৪।	মো: আলতাফুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	১৭,৭০৭
টেন্ডার্ড : ×				
৯৭,৩৭৪				

১		২	৩	৪
৪ ঠাকুরগাঁও-২	৫।	মোঃ আঃ জব্বার সরকার	জাকের পার্টি	৩২৩
	৬।	মোঃ দবিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৬,৪৫২
	৭।	মোঃ নূর কুতুব আলম	স্বতন্ত্র	৬৪০
	৮।	শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন	স্বতন্ত্র	৮৯
				৯৬,৪৮৯
৫ ঠাকুরগাঁও-৩	১।	মিজানুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,৮৪১
বৈধ ১,১৮,৯২৭	২।	মোঃ আবদুর রহমান	জাকের পার্টি	৪২৪
বাতিল ১,২২২	৩।	মোঃ জাহেদুর রুমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৫,১০৭
টেন্ডার্ড ৪	৪।	মোঃ ডাঃ আঃ মালেক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৬,৪৬১
১,২০,১৫৩	৫।	মোঃ মোখলেসুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫০,২২১
	৬।	মোঃ শহিদুল্লা সহিদ	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৩৩৫
	৭।	মোঃ হাফিজ	জাতীয় পার্টি	৩৮,৫৩৮
				১,১৮,৯২৭
৬ দিনাজপুর-১	১।	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	২,১৯৪
	২।	মোঃ আনিসুল হক (রিজু)	জাতীয় পার্টি	৮,২০৩
বৈধ ১,১৬,৩৫৯	৩।	মোঃ আবদুল্লাহ আল-কাফী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৫,৫৯৮
বাতিল ১,৫০৫	৪।	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৬,১৯১
টেন্ডার্ড ×	৫।	মোঃ আঃ খালেক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৩৮
১,১৭,৮৬৪	৬।	মোঃ আঃ মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	১৩,৬০৩
	৭।	মোঃ নজরুল ইসলাম	জাকের পার্টি	২৩২
				১,১৬,৩৫৯

১		২		৩	৪
৭ দিনাজপুর-২		১।	আব্দুল্লাহ-আল-নাসের	জনশক্তি পার্টি	৯১৮
		২।	আঃ মালেক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১৭৩
বৈধ	১,২৩,৯২৫	৩।	এ,এফ,এম,রিয়াজুল হক চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৩২,৫০৮
অবৈধ	১,৮৮৭	৪।	মোঃ আজিজুল হক (রাজুল)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল (জাসদ-ইনু)	২৮৬
টেন্ডার্ড	×	৫।	মোঃ আবদুল মোমিন চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৯,৩১৬
	১,২৫,৮১২	৬।	মোঃ আবদুল হাই	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৯০
		৭।	মোঃ আবুল হোসেন	জাকের পার্টি	১৩৮
		৮।	মোঃ মামুনুর রশিদ	স্বতন্ত্র	১৯৩
		৯।	মোঃ রাজ্জাক চৌধুরী	বাংলাদেশ জনতা দল	৫,০৯৭
		১০।	মোঃ শাহ মকছুল মিনার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,৭৬৬
		১১।	শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৯,৪৪০
					১,২৩,৯২৫
৮ দিনাজপুর-৩		১।	এম,আবদুর রহিম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৪৪,৭৮৪
		২।	এম,এ,জলিল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,১০৯
বৈধ	১,১৮,৫৫৬	৩।	এম,এ,তোয়াব	জাকের পার্টি	৫৫০
বাতিল	১,২৭৯	৪।	মোঃ আবদুর রহিম সরকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৯৩
টেন্ডার্ড	×	৫।	মোঃ আবুল কাসেম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮,৯৬৯
	১,১৯,৮৩৫	৬।	মোঃ আমজাদ হোসেন	স্বতন্ত্র	৭০৩
		৭।	মোঃ আমিনুল হক	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৩৯৪
		৮।	মোঃ ইমামুল ইসলাম	জাতয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৭৩
		৯।	মোঃ মখলেসুর রহমান	জাতীয় পার্টি	২৭,৩১৮
		১০।	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	স্বতন্ত্র	১২৭
		১১।	সৈয়দ জাকির হোসেন	ফ্রীডম পার্টি	১৪৮
		১২।	সৈয়দ শরীফত হোসেন	স্বতন্ত্র	৮৮
					১,১৮,৫৫৬

১		২	৩	৪
৯ দিনাজপুর-৪	১।	ইঞ্জিনিয়ার জামিল উদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	১,৪৮৫
	২।	এ,এফ,এম,মাহমুদুল ইসলাম	জাকের পার্টি	২৯২
বৈধ ১,২৩,৮৫৬	৩।	এম,এ,রশিদ বেগ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫২৭
বাতিল ১,৬১৩	৪।	মো: আকতার হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,৭৯৬
টেন্ডার্ড ×	৫।	মো: আফতাব উদ্দিন মোল্ল্যা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৫,৫৩৮
১,২৫,৪৬৯	৬।	মো: আবু আলী চৌধুরী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	১০৮
	৭।	মো: হালিম এ্যাডভোকেট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৫,৫৬৬
	৮।	মো: ওমর ফারুক শাহ্	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৩০৫
	৯।	মো: মিজানুর রহমান মানু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৮,৭৪৫
	১০।	মো: সাখাওয়াৎ রহমান	জাতীয় পার্টি	৯,২৮০
	১১।	শ্রী অশ্বিনী কুমার রায় (এ্যাড)	স্বতন্ত্র	২১৪
				১,২৩,৮৫৬
১০ দিনাজপুর-৫	১।	অধ্যক্ষ শামসুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,৬২২
	২।	অধ্যাপক মকবুল হোসেন	স্বতন্ত্র	১,২৩৩
বৈধ ১,৪৪,১০০	৩।	এ্যাডভোকেট মো: মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৬,৫৩৩
বাতিল ১,৫৮২	৪।	ডা: এম,এ,কাইয়ুম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,২৬৫
টেন্ডার্ড ×	৫।	মো: আফছার আলী	স্বতন্ত্র	৪১৪
১,৪৫,৬৮২	৬।	মো: আ: ওহাব সরকার	জাতীয় পার্টি	৪১,০৩৯
	৭।	মো: ইনারউদ্দিন মন্ডল	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৪১
	৮।	মো: খতিবুর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,১০২
	৯।	মো: গোলাম আসরাফুল প্রধান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ -রব)	১৫১
	১০।	মো: ছাদাকাতুল বারী	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	২০৩
	১১।	মো: মাহফুজুল ইসলাম	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	২১৭
	১২।	মো: মোজাম্মেল হোসেন সরকার	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৫০২
	১৩।	মো: রেজাউল আলম বুলবুল	জাকের পার্টি	৯৩৫
	১৪।	মো: হাফিজার রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১৭৪
	১৫।	সামসুদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	৪৬৯
				১,৪৪,১০০

১		২		৩	৪
১১ দিনাজপুর -৬	১।	অধ্যক্ষ আতিউর রহমান		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,২৫৫
	২।	অধ্যক্ষ আবদুল সালাম আমান		বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৭,২৬৭
বৈধ ১,৫৪,৩৭৫	৩।	মি: মারিউস টুডু এ্যাডভোকেট		স্বতন্ত্র	৬,১২২
বাতিল ১,৭২৩	৪।	মো: আজিজুর	চৌ:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৩,৯৮৯
টেন্ডার্ড ৫	৫।	মো: ছাদেক আলী প্রধান		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩১৭
১,৫৬,১০৩	৬।	মো: জাহাংগীর সেলিম		বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯৯২
	৭।	মো: মকবুল হোসেন		জাকের পার্টি	৬৩৬
	৮।	মো: মজিবর রহমান		জাতীয় পার্টি	৭,৪৬৩
	৯।	মো: মোস্তাফিজুর রহ:		স্বতন্ত্র	১৯,৫৪০
	১০।	শ্রী বুদলা উরাও		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৪২২
	১১।	শ্রী মন্ডল সরেন		বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৭২
					১,৫৪,৩৭৫
১২ নীলফামারী-১	১।	আবদুর রউফ		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১,২১৮
	২।	আ: হাই সরকার		জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	২৫৯
	৩।	মুনীর উদ্দিন		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩০০
বৈধ ১,২৯,৯৩৬	৪।	মোছা: হামিদা বানু		স্বতন্ত্র	৮,৩০৬
বাতিল ১,৯২৮	৫।	মো: গোলাম সারওয়ার		গণতন্ত্রী পার্টি	৭৮৮
টেন্ডার্ড ×	৬।	মো: নূর কুতব আলম	চৌ:	জাতীয় পার্টি	৪০,৪৯২
১,৩১,৮৬৪	৭।	মো: ইছাহাক আলী		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২,২৬৩
	৮।	মো: নুরন্নবী দুলাল		ফ্রিডম পার্টি	৭৩৬
	৯।	মো: মতোয়ার রহমান		জাকের পার্টি	৩৮১
	১০।	মো: মনিরুজ্জামান		বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩,৬৪৮
	১১।	মো: রেজাউল বসুনীয়া		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১,৩৮৬
	১২।	মো: সফিকুল গনি স্বপন		স্বতন্ত্র	১০,১৫৯
					১,২৯,৯৩৬

১		২		৩	৪
১৩ নিলফামারী-২		১।	কাজী আমিনুল হক	স্বতন্ত্র	১৬৬
		২।	কাজী আশফাক হোসেন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৫৩
		৩।	দেওয়ান নুরুন্নবী আহমেদ	জাতীয় পার্টি	২৫,১২৫
		৪।	মো: আবদুল লতিফ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০,১৫৪
বৈধ	১,০৫,০৯৪	৫।	মো: আমিনুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬২৯
বাতিল	১,৭১৫	৬।	মো: আহসান আহমেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,০১৩
টেন্ডার্ড	×	৭।	মো: ফজলুল হক	জাকের পার্টি	৪৭৪
	১,০৬,৮০৯	৮।	মো: সামসুদ্দোহা	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৩৫,২১৬
		৯।	সৈয়দ মো: ইসমাইল	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৬৪
					১,০৫,০৯৪
১৪ নিলফামারী-৩		১।	কাজী আবদুল কাদের	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের	৪,৮৩৪
		২।	জবান উদ্দিন আহমেদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৮,৮০৬
		৩।	মো: আজাহারুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,১৩১
বৈধ	১,১১,৪৬৪	৪।	মো: আবদুর রউফ প্রমানিক	জাকের পার্টি	৪৪৬
বাতিল	২,৫০০	৫।	মো: কামরুল আলম কবির	স্বতন্ত্র	৩,৪১৪
টেন্ডার্ড	×	৬।	মো: নুরুজ্জামান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,০৭৬
	১,১৩,৯৬৪	৭।	মো: নুরুল হক	জাতীয় পার্টি	৩০,০৬৪
		৮।	মো: মমিনুর রহমান চৌ:	বাংলাদেনশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫,৫৩৮
		৯।	মো: হামিদুল এহেছান	স্বতন্ত্র	১৫৫
					১,১১,৪৬৪
১৫ নিলফামারী-৪		১।	খায়রুল আলম	স্বতন্ত্র	৫৩৩
		২।	মো: আনিছুল আরেফিন চৌ:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১২,৭৪৫
		৩।	মো: আবদুল হাফিজ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩৫,১১২
বৈধ	১,০২,৯৮৭	৪।	মো: আবু আলম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩২১
বাতিল	১,২৪৮	৫।	মো: আলী গুলখান	জাকের পার্টি	১,৪২৯
টেন্ডার্ড	×	৬।	মো: ইসমাইল	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	৬১২
	১,০৪,২৩৫				

১		২	৩	৪
১৫ নিলফামারী -৪	৭।	মো: কাজি ফারুক কাদের	জাতীয় পার্টি	৩৫,০০৯
	৮।	মো: তাজুল ইসলাম	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	২,৭০৪
	৯।	মো: মোখলেছুর রহমান	স্বতন্ত্র	৫৫০
	১০।	মো: লুৎফর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,৯৭২
				১,০২,৯৮৭
১৬ লালমনির হাট-১	১।	আবিদ আলী	স্বতন্ত্র	১৪,৮৭৬
	২।	দবির উদ্দিন আহা:	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৯৫
	৩।	মো: আবদুস ছাত্তার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,৭৮১
বৈধ ১,১১,০৬৬	৪।	মো: ছাদেকুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩০২
বাতিল ১,৪০৩	৫।	মো: জয়নুল আবেদীন সরকার	জাতীয় পার্টি	৩৭,২০৩
টেন্ডার্ড ×	৬।	মো: নরুজ্জামান	জাকের পার্টি	৮৯৩
	৭।	মো: মোতাহার হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,৩৮৪
১,১২,৪৬৯	৮।	মো: রফিকুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,৯৬৫
	৮।	সাইফুদ্দিন আহমেদ	ন্যাশনাল ডেমোক্রিটিক পার্টি	৪৬৭
				১,১১,০৬৬
১৭ লালমনির হাট -২	১।	আ: হামিদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬,৪৭৪
	২।	মো: আ: ওয়ারেছ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,৭১৫
	৩।	মো: কাজী আলতাফুর রহমান	জাকের পার্টি	৪৪৭
বৈধ ১,১১,৭৯১	৪।	মো: কামরুল হাসান ছিদ্দিক	বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি	৩৪১
বাতিল ১,৩১১	৫।	মো: মজিবর রহমান	জাতীয় পার্টি	৫১,৭৫৫
টেন্ডার্ড ২	৬।	মো: সুলতান আহমেদ	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৩৫২
১,১৩,১০৪	৭।	শ্রী যিতিন্দ্র নাথ	স্বতন্ত্র	২৯৪
	৮।	সামসুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৪১৩
				১,১১,৭৯১

১		২		৩	৪
১৮ লালমণির হাট-৩		১।	মো: আজিজুল হক বীর প্রতীক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩৪
		২।	মো: আবদুল ফুদ্দুছ	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯৯০
বৈধ	৮৪,৯৩৯	৩।	মো: আবুল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫,৩৫৬
বাতিল	৯৬৩	৪।	মো: আসাদুল হাবিব দুলু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২১,৭৪৪
টেন্ডার্ড	×	৫।	মো: ডা: আনছার আলী	জাকের পার্টি	৭৪৫
	৮৫,৯০২	৬।	মো: মতিয়ার রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৬০
		৭।	মো: মোশারফ হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৫০৫
		৮।	মো: রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	জাতীয় পার্টি	৩১,২০৫
					৮৪,৯৩৯
১৯ রংপুর-১		১।	এ,কে,এম,সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	১০৫
		২।	মো: চাঁদ মিয়া	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২৩৪
		৩।	মো: ডা: শাহ এমদাদুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৯৫
বৈধ	৮৮,৫৪৭	৪।	মো: মজিবর রহমান প্রা:	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০,৩১০
বাতিল	১,১১২	৫।	মো: রুহুল আমিন	জাকের পার্টি	৪৬৪
টেন্ডার্ড	×	৬।	মো: [illegible]	বাংলাদেশ আওয়ামী পার্টি(মোজাফফর)	১,২২০
	৮৯,৬৫৯	৭।	শাহ [illegible] ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,৫১৫
		৮।	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৫০,০০৪
					৮৮,৫৪৭
২০ রংপুর-২		১।	মো: আনিছুল হক চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,২০৬
		২।	মো: আবদুস সাত্তার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২,৩৩৬
বৈধ	১,১০,৬৪৭	৩।	মো: ইলিয়াছ আলী	স্বতন্ত্র	২৯৯
বাতিল	১,১৬৭	৪।	লে: কর্ণেল (অব:) মো: নজরুল হক	জাকের পার্টি	২,৬০১
টেন্ডার্ড	×	৫।	শাহ মুহম্মদ নুর হোসাইন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৬৭৬
	১,১১,৮১৪	৬।	হাজী মহসীন আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২,৩০৮
		৭।	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৫০,২২১
					১,১০,৬৪৭

১		২	৩	৪
২১ রংপুর-৩	১।	আবু আজগার আহম্মদ	জাকের পার্টি	৩৫৮
	২।	জোহরা আলম	স্বতন্ত্র	১১৫
	৩।	ডা: মো: খলিলুর রহমান	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(মোজা-ফফর)	২৩২
	৪।	মোস্তফা জাফর হায়দার (পাশা)	স্বতন্ত্র	৯৬
বৈধ ১,২৭,৯৯৭	৫।	মো: আফজাল	গণতন্ত্রী পার্টি	২৭,৯৩৮
বাতিল ১,৯৮৩	৬।	মো: আ: সালাম সরকার	ইসলামী ঐক্য জোট	৭৯৪
টেন্ডার্ড ১	৭।	মো: নজরুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৯১১
১,২৯,৯৮১	৮।	মো: রেজাউল হক সরকার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬,০৪৯
	৯।	মো: সিদ্দিক হোসেন	স্বতন্ত্র	১৬৪
	১০।	মো: হাবিবুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২২৬
	১১।	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৮৬,১১৪
				১,২৭,৯৯৭
২২ রংপুর-৪	১।	আলহাজ রহিম উদ্দিন ভরসা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২১,১৯১
	২।	নজরুল ইসলাম হক্কানী	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৯২
বৈধ ১,৬০,৭৫৪	৩।	মো: আকতার হোসেন	জাকের পার্টি	৭৩৬
বাতিল ২,২১৫	৪।	মো: আ: মান্নান সরদার	ফ্রীডম পার্টি	৫৩৩
টেন্ডার্ড ১	৫।	মো: এনায়েৎ উল্লাহ	স্বতন্ত্র	১৬৪
১,৬২,৯৭০	৬।	মো: ওয়াজেদ আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৪৭
	৭।	মো: মন্ডল গোলাম মোস্তফা	ইসলামী ঐক্য জোট	৯২২
	৮।	মো: মমতাজ উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২০,৯৫৬
	৯।	মো: শাহ্ আবদুর রাজ্জাক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯,৩২৫
	১০।	মো: হাজী মহসিন আলী	স্বতন্ত্র	১৫৩
	১১।	মো: শাহ আলম	জাতীয় পার্টি	৭৬,২৫৩
	১২।	শাহ মো: আ: হাকিম	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৮২
				১,৬০,৭৫৪
২৩ রংপুর-৫	১।	এইচ,এন,আশিকুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৮১০
	২।	মাও: আবু বকর ওয়াহেদী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,৪২৫
বৈধ ১,৪১,৫৫৭	৩।	মো: আহম্মদ আলী	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৪০৮
বাতিল ১,৬৮১	৪।	মো: ইসলিম প্রধান	জাকের পার্টি	২,০০০
টেন্ডার্ড ১	৫।	মো: নুরুল হুদা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩,০৬৬
১,৪৩,২৩৯	৬।	মো: মজিবর রহমান সর:	ফ্রীডম পার্টি	৩৬৫
	৭।	মো: শাহজাহান মন্ডল	স্বতন্ত্র	৩৫১
	৮।	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৭১,১৩২
				১,৪১,৫৫৭

১		২	৩	৪
২৪ রংপুর-৬	১।	এডভোকেট মা: আ: সালাম প্রধান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,০৯৫
	২।	মো: আজগারআলী	জাকের পার্টি	১,১৯৮
	৩।	মো: আ: জলিল প্রধান	স্বতন্ত্র	৪,৬৫৮
	৪।	মো: আ: সোবহান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	২,৮৭০
	৫।	মো: নুর মোহাম্মদ মন্ডল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২,৭০৫
বৈধ ৯১,৭২১	৬।	মো: মতিউর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,৯৩৫
বাতিল ১,০৭২				
টেন্ডার্ড ×	৭।	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জাতীয় পার্টি	৩৫,২৬০
৯২,৭৯৩				৯১,৭২১
২৫ কুড়িগ্রাম-১	১।	আ,খ,ম,সহিদুল ইসলাম (বাচ্চু)	জাতীয় পার্টি	৪৬,৪৭৬
	২।	ফজলুল হক চেয়ারম্যান	ইসলামী ঐক্য জোট	২৯০
বৈধ ১,১৯,৭৫৬	৩।	মো: আবদুল হাই	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৪৭৭
বাতিল ১,০৯২	৪।	মো: আ: সবুর চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৬৩০
টেন্ডার্ড ×	৫।	মো: কফিলুর রহমান ব্যাপারী	জাকের পার্টি	৬৫৯
১,২০,৮৪৮	৬।	মো: কমর উদ্দীন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,৮৭৬
	৭।	মো: খায়রুল আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,৫৪৩
	৮।	মো: জাহেদুল হক	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	৮০৫
				১,১৯,৭৫৬
২৬ কুড়িগ্রাম-২	১।	আলহাজ্জ মো: তাজুল ইসলাম চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৫৯,০৪৯
	২।	এ,কে,এম,সম সুজোহা (রতন)	বাংলাদেশ জনতা দল	২,৭২০
	৩।	মো: আনছার আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩,০০০
বৈধ ১,৩৯,৭৬২	৪।	মো: আ: ছালাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)	৯,১৭৬
বাতিল ২,১৫৮				
টেন্ডার্ড ×	৫।	মো: করম আলী	জাকের পার্টি	১,২৫৮
১,৪১,৯২০	৬।	মো: গোলাম মোরশেদ	স্বতন্ত্র,	৭৪১
	৭।	মো: ছুলাইমান আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,২৮৪
	৮।	মো: জাকারিয়া এডভোকেট	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৬৪৬
	৯।	মো: জাফর আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,১৮১

১		২	৩	৪
২৬ কুড়িগ্রাম-২	১০।	মো:[illegible] রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৩১
	১১।	মো: হারুন অর রশীদ খান	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৪১৬
	১২।	শ্রী শুভাংশু চক্রবর্তী	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-আবেদুজ্জামান)	৭২২
	১৩।	সৈয়দা গুলরুখ মহল সিরাজী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(তিন)	১৩৮
				১,৩১,৭৬২
২৭ কুড়িগ্রাম-৩	১।	এ,কে,এম,মাঈদুল ইস:	স্বতন্ত্র	১৯,৬১১
	২।	মাও: মতিয়ার রহমান	ইসলামী [illegible]	১৮,৯৩৮
	৩।	মো: আবদুল জলিল সরকার	স্বতন্ত্র	১,২৭৫
বৈধ ৮৬,৫৪৪	৪।	মো: আমজাদ হোসেন তালুকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০,৫৪৭
বাতিল ১,৫০৬	৫।	মো: আমিনুল ইসলাম	জাকের পার্টি	৪,৫৫৯
টেন্ডার্ড ×	৬।	মো: আ: কুদ্দুস মাও:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,০৬৬
৮৮,০৫০	৭।	মো: গোলাম মোস্তফা	জাতীয় পার্টি	১৫,৭৯৯
	৮।	মো: মহিউল ইসলাম হক্কানী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,৪৯৭
	৯।	মো: নূরুল [illegible]	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,০৩২
	১০।	শ্রী হৌমেন্দ্র প্রসাদপাণ্ডে	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৩২
				৮৬,৫৪৪
২৮ কুড়িগ্রাম-৪	১।	আজিজুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১০,১৬৯
	২।	মো: আজিজুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১০,৯১৫
	৩।	আলহাজ্ব মো: গোলাম হোসেন	জাতীয় পার্টি	২১,৯৯১
বৈধ ৭৫,২৭২	৪।	মো: আনোয়ার হোসেন	স্বতন্ত্র	২,০২৪
বাতিল ৯৫৯	৫।	মো: আবুল কাশেম	স্বতন্ত্র	৭,৫৫০
টেন্ডার্ড ×	৬।	মো: আমজাদ [illegible]	জাতীয় মুক্তি দল(জামুদ)	২১৯
৭৬,২৩১	৭।	মো: আলহাজ্ব সিরাজুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,৮৫৪
	৮।	মো: এ,বি,এম,মঈনুল ইসলাম এস,এস,এম,এল,বি	[illegible] পার্টি	৮০১
	৯।	মো: গোলাম হায়দার	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	২৬৩
	১০।	মো: নুরুল আলম	জাকের পার্টি	৫৭৭
	১১।	মো: নুরুল ইসলাম সরকার	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩,৯৯৮
	১২।	মো: সাদাকাত হোসেন	স্বতন্ত্র	৯১১
				৭৫,২৭২

১	২	৩	৪
২৯ গাইবান্ধা-১			
বৈধ ১,০৪,৭২৭	১। অবসর প্রাপ্ত মেজর আজগর আলী খান	স্বতন্ত্র	২৫০
বাতিল ১,৭৬৮	২। আবদুস ছাত্তার সরকার	স্বতন্ত্র	৫,৪৬৬
টেন্ডার্ড ×	৩। আঃ হাই মন্ডল	বাংলাদেশ জনতা দল	৪,৪৩৯
১,০৬,৪৯৫	৪। ছাদেকুল ইসলাম	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬২৭
	৫। মাওঃ আঃ আজিজ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২,৭৩২
	৬। মোঃ এম,এ,আউয়াল	জাকের পার্টি	৭২৭
	৭। মোঃ কারী মোসলেম আলী	ইসলামী ঐক্য জোট	২,৭১৪
	৮। মোঃ গোলাম মোস্তফা আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৯,৬৬০
	৯। মোঃ জাহাংগীর আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪,৬১৬
	১০। মোঃ মশিহর রহমান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১,৬২৫
	১১। মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন খান	স্বতন্ত্র	২,৯৬৭
	১২। মোঃ সৈয়দ আবুল হোসেন খাজা	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১০,১২৮
	১৩। মোঃ হাফিজুর রহমান প্রাঃ	জাতীয় পার্টি	২৮,৭৭৬
			১,০৪,৭২৭
৩০ গাইবান্ধা-২			
বৈধ ১,১৯,০৫৬	১। অবসরপ্রাপ্ত মেজর আজগর আলী খান	স্বতন্ত্র	১৩,০৪৫
বাতিল ১,৫৩৮	২। আজিজার রহমান প্রধান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৭০
টেন্ডার্ড ×	৩। আবদুর রশীদ সরকার	জাতীয় পার্টি	৪৯,৯৩০
১,২০,৫৯৪	৪। গাজী শাহ শরিফুল ইসলাম (বাবলু শাহ)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১০৯
	৫। ছদরুল কবীর	স্বতন্ত্র	২৩৫
	৬। মোঃ আবদুস সোবহান	স্বতন্ত্র	১৯৬
	৭। মোঃ আমিনুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,১৩৭
	৮। মোঃ কাবিল হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৭১
	৯। মোঃ খালেকুজ্জামান খান	স্বতন্ত্র	৩,২১৫
	১০। মোঃ নাজমুল আরেফিন (তারেক)	জাকের পার্টি	৩৭৭
	১১। মোঃ ফারুক ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫,২২১
	১২। মোঃ মকছুদুর রহমান	স্বতন্ত্র	৬২৯
	১৩। মোঃ লুৎফর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১০,৩২৪
	১৪। মোঃ হাসান মাহমুদ সিদ্দিক	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১,৪৬০
	১৫। শরিফুল ইসলাম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৩৭
			১,১৯,০৫৬

১		২		৩	৪
৩১ গাইবান্ধা-৩		১।	অবসর প্রাপ্ত মেজর আজগর আলী খান	স্বতন্ত্র	৮১৬
		২।	আবু তালেব মিয়া	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৯,৮৭২
বৈধ	১,৩৮,২৫৮	৩।	আ: মমিন চৌ:	স্বতন্ত্র	৬৮২
বাতিল	১,৯৬০	৪।	ড: আর,এ,গনি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪,৬৭৫
টেন্ডার্ড	৩				
	১,৪০,২২১	৫।	ড: টি,আই,এম,ফজলে রাব্বি চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৫৬,৮৬৯
		৬।	নুরুল হক মন্ডল	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী)	৩১০
		৭।	মো: আবুল খায়ের	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৪২
		৮।	মো: নজরুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩২,৩৩৭
		৯।	মো: নজরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৪৫৪
		১০।	মো: মি: সৈকত আজগর	ফ্রীডম পার্টি	৩৮৮
		১১।	মো: মোসলেম উদ্দীন খন্দকার	স্বতন্ত্র	৪৮৭
		১২।	মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	জাকের পার্টি	১,১২৬
					১,৩৮,২৫৮
৩২ গাইবান্ধা-৪		১।	আতাউর রহমান	স্বতন্ত্র	২,৩৭০
		২।	আফাজ উদ্দিন আহম্মদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৮,০৫২
		৩।	আবদুর রহমান	স্বতন্ত্র	৪,২১২
বৈধ	১,২৪,৪৮৮	৪।	এনাজুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৮৩
বাতিল	১,৪৯৩	৫।	এনামুল কবির তোরাব	জাকের পার্টি	১,৮৯৫
টেন্ডার্ড	×	৬।	খলিলুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২০৫
	১,২৫,৯৮১				
		৭।	খ: আবু তাহের	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৫৬
		৮।	জামালুর রহমান প্রধান	স্বতন্ত্র	৬,১৯৫
		৯।	নুরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	২,০৮৮
		১০।	মোখ লেছুর রহ:	ফ্রীডম পার্টি	৮৯৪
		১১।	মোহাম্মদ হোসেন (ফকু)	জনতা মুক্তি পার্টি	৭৯৪
		১২।	মো: আবুল কালাম আজাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২,৪১৮
		১৩।	মো: আ: রাজ্জাক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৮৭৪
		১৪।	মো: নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩৩৮
		১৫।	লুৎফর রহমান চৌ:	জাতীয় পার্টি	৪৪,৭৮৪
		১৬।	শাহ্ জাহাংগীর কবির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১,০০৬
		১৭।	সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭,৭২৪
					১,২৪,৪৮৮

১		২	৩	৪
৩৩ গাইবান্ধা-৫	১।	আতাউর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,৬২৩
	২।	আমিনুল ইসলাম মিয়া	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১০৮
বৈধ ১,১০,০২৬	৩।	ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুননবী প্রধান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,২৫৮
বাতিল ১,৩৭৫	৪।	এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী	জাতীয় পার্টি	৪৩,৮১৬
টেন্ডার্ড ×	৫।	বেলাল হোসেন ইউসুফ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২,২৫৬
১,১১,৪০১	৬।	মও: আ: গফুর	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,০৫৬
	৭।	মো: আবু জাফর সরকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৭২
	৮।	রোস্তম আলী মোল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৫,৫৪৫
	৯।	লুৎফর রহমান	জাকের পার্টি	১৯২
				১,১০,০২৬
৩৪ জয়পুর হাট-১	১।	আবদুল আলীম	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১০,৯০৭
	২।	আব্বাস আলী খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৩,৩০৮
বৈধ ১,৫৫,৫১৮	৩।	এ্যাড মো: মকছেদুর রহমান	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী)	৬০৬
বাতিল ১,৫২১	৪।	খন্দকার ওলিউজ্জামান আলম	জাতীয় পার্টি	১,৫৯২
টেন্ডার্ড ১	৫।	মুহাম্মদ মুকিম উদ্দিন	ইসলামী ঐক্য জোট	৪৩৯
১,৫৭,০৪০	৬।	মো: আব্বাস আলী মন্ডল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,০৯১
	৭।	মো: আমিনুল হক (বাবুল)	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	১,৮৯২
	৮।	মো: গোলাম রাব্বানী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,১৬৭
	৯।	মো: জায়বর আলী আকন্দ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৭১
	১০।	মো:বুলবুলচৌধুরী	জাকের পার্টি	৩৪৫
				১,৫৫,৫১৮
৩৫ জয়পুর হাট-২	১।	আবু ইউসুফ মো: খলিলুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৯,৬৯২
	২।	এস,এম,খোকন চৌধুরী	জাকের পার্টি	৪৬৬
	৩।	কাজী রেশাদুর রহমান	স্বতন্ত্র	৬৯২
বৈধ ১,১৮,২৮২	৪।	খন্দকার ওলিউজ্জামান আলম	স্বতন্ত্র	১০৭
বাতিল ৮৭১	৫।	মো: আবদুর রাজ্জাক আকন্দ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,০৭১
টেন্ডার্ড ×	৬।	মো: আবদুল মোমেন ফকির	ইসলামী ঐক্য জোট	২৬৩
১,১৯,১৫৩	৭।	মো: আবুল কাসেম মন্ডল	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৫০৩
	৮।	মো: নুরুজ্জামান সরকার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদশ	২১,১৩৩
	৯।	মো: রাব্বি উল হাসান	জাতীয় পার্টি	২,৩৫৫
				১,১৮,২৮২

১		২	৩	৪
৩৬ বগুড়া-১	১।	আছালত জামান	স্বতন্ত্র	৭৬৬
	২।	এ,এইচ,এম,আঃ কাফি	স্বতন্ত্র	১,৭৬১
বৈধ ১,৩৫,১৯৫	৩।	ডাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৯৫
বাতিল ২,৩২৭				
টেন্ডার্ড ×	৪।	মকছুদুর রহমান খাঁন	বাংলাদেশ জনতা দল	১,০৯৯
১,৩৭,৫২২	৫।	মোকছেদ আলী	জাকের পার্টি	৫৫৬
	৬।	মোঃ আঃ মান্নান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭,২৮৯
	৭।	মোঃ কর্ণেল আঃ মোমিন	জাতীয় পার্টি	৬,২২৫
	৮।	মোঃডাঃ হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬২,৬৪৪
	৯।	মোঃ তাহেরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	১৬,২২৪
	১০।	মোঃ মকবুল হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫০২
	১১।	মোঃ শাহাবুদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২১,৫২১
	১২।	শাহ নাসবুল্লাহ	স্বতন্ত্র	২,৩৭৯
	১৩।	হাফিজার রহমান মন্ডল	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৪,০৩৪
				১,৩৫,১৯৫
৩৭ বগুড়া-২	১।	অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ	স্বতন্ত্র	১,২৬৬
	২।	আলতাব হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	২,৩৪৬
বৈধ ১,০০,০০৯	৩।	আঃ সামাদ	জাকের পার্টি	৯১৪
বাতিল ১,৩৮৬	৪।	মাহমুদুর রহমান মান্না	জনতা মুক্তি পার্টি	২,১৮০
টেন্ডার্ড ১	৫।	মোঃ আবুল কাশেম ফকির	স্বতন্ত্র	১৩,৯৬৭
১,০১,৩৯৬	৬।	মোঃ মতিয়ার রহমান প্রাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৪,২১৩
	৭।	মোঃ মোজাফফর হোসেন	জাতীয় পার্টি	৬,১৬৪
	৮।	মোঃ রফিকুল ইসলাম ফকির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১০,৯৫৮
	৯।	মোঃ হাবিবুর রহমান প্রাং	স্বতন্ত্র	২৯৭
	১০।	শাহাদজ্জামান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৩,৯৬৯
	১১।	সৈয়দ মাসকুরুল আলম চৌধুরী	ফ্রীডম পার্টি	৩,৭৩৫
				১,০০,০০৯
৩৮ বগুড়া-৩	১।	এ,বি,এম,শাহজাহান	জাতীয় পার্টি	২১,৮৯৮
	২।	মোফাজ্জল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৯,৫৬৩
	৩।	মোঃ করিম উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫,০৫১
বৈধ ১,১৭,৪০৬	৪।	মোঃ মাহবুবার রহমান তালুকদার	জাকের পার্টি	৩৫১
বাতিল ৮৮৬	৫।	মোঃ হাফেজ ইসমাইল হোসেন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৫৫
টেন্ডার্ড ১	৬।	হাজী আঃ মজিদ তাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,১৮৮
১,১৮,২৯৩				১,১৭,৪০৬

১		২	৩	৪
৩৯ বগুড়া-৪	১।	আজিজুল হক মোল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৩,২৪৭
	২।	আতিকুল ইসলাম আতিক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩৫১
বৈধ ১,২০,১৬৫	৩।	মাওঃ আবদুর রহমান ফকির	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৪,৩৭২
বাতিল ১,২৯০	৪।	মোঃ মাসুদুর রহমান চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৮,৫৯৭
টেন্ডার্ড ১	৫।	মোঃ শহিদুল ইসলাম	জাকের পার্টি	৭৬৭
১,২১,৪৫৬	৬।	রেজাউল করিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ- ইনু)	১,৬৩৯
	৭।	শহীদুল আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,১৯২
				১,২০,১৬৫
৪০ বগুড়া-৫	১।	এস,এম,ফেরদৌস আলম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ রব)	৫২৩
বৈধ ১,৭৩,৮৬১	২।	গোলাম মোহাম্মদ সরকার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৯,৩৮৮
বাতিল ১,৯০৯	৩।	ফেরদৌস জামান মুকুল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৩,৫৬৪
টেন্ডার্ড ৪	৪।	মোঃ শহিদুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪০,৩৮৬
১,৭৫,৭৭৪				১,৭৩,৮৬১
৪১ বগুড়া-৬	১।	আশিষ সরকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৯৫
	২।	আঃ কাদের প্রাং	ইসলামী ঐক্য জোট	৯৪৩
বৈধ ১,৭৬,০৩২	৩।	এ, [illegible] জাকারিয়া	জাকের পার্টি	৮৯১
বাতিল ১,৪১২	৪।	এ,বি,এম,শাহজাহান	জাতীয় পার্টি	৮৯৬
টেন্ডার্ড ৪	৫।	গোলাম রব্বানী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৮,০৮৬
১,৭৭,৪৪৮	৬।	মজিবর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯৬,২৩৪
	৭।	মোঃ আঃ রাজ্জাক	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৮২৩
	৮।	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৯৬৪
				১,৭৬,০৩২
৪২ বগুড়া-৭	১।	আমিনুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৩৫৫
	২।	এ,এইচ,আজম খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২২২
বৈধ ১,২৫,৩৭৯	৩।	ছালেহা খাতুন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৭৪৮
বাতিল ১,২০৯	৪।	জামাত আলী প্রাং	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,৪৪০
টেন্ডার্ড ৩	৫।	টি,এম,মুছা পেস্তা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪,৭৬০
১,২৬,৫৯১	৬।	বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮৩,৮৫৪
				১,২৫,৩৭৯

১	২		৩	৪
৪৩ নবাবগঞ্জ-১	১।	কাইয়ুম রেজা চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৪১,২০১
	২।	নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১,৫৯৩
বৈধ ১,৭৪,৯২৯	৩।	নজরুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬২,৯৪৫
বাতিল ১,৫২৪	৪।	মমতাজ উদ্দীন	জাকের পার্টি	১,৫৫৯
টেন্ডার্ড ×	৫।	মাইনুল হক	জাতীয় পার্টি	৫৮৬
১,৭৬,৪৫৩	৬।	মোস্তাফিজুর রহমান	স্বতন্ত্র	১৪৭
	৭।	মো: খাদেমুল ইসলাম	ফ্রীডম পার্টি	১,৩৩৮
	৮।	শাজাহান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬৫,৫৬০
				১,৭৪,৯২৯
৪৪ নবাবগঞ্জ-২	১।	আফসার আলি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৯৪৫
	২।	আয়েস উদ্দীন	ফ্রীডম পার্টি	৩০২
বৈধ ১,৫২,৫৪৫	৩।	আ: মান্নান মিয়া	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	৬০৯
বাতিল ১,২৩০	৪।	ওবাইদুল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৭,৯৭৭
টেন্ডার্ড ×	৫।	মু: আবদুল খালেক বিশ্বাস	স্বতন্ত্র	২১,৭৩৬
	৬।	মো: আবদুল হান্নান	জাতীয় পার্টি	৯৩০
১,৫৩,৭৭৫	৭।	লোকমান হাকিম	জাকের পার্টি	৪৬৫
	৮।	সৈয়দ মঞ্জুরুর হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫১,৫৮১
				১,৫২,৫৪৫
৫ নবাবগঞ্জ-৩	১।	আজিজুল হক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২১৩
	২।	আবদুল মান্নান সেন্টু	স্বতন্ত্র	২৮,৯৩০
	৩।	আলহাজ আবদুস সামাদ এ্যাডভোকেট	বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ (সামাদ)	১,৩১৪
বৈধ ১,৬৫,১১৪	৪।	ডা: আ: আ: ম: মেশবাহুল হক (বাচ্চু ডা:)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৪৫৫
বাতিল ১,৩২৩	৫।	মো: এহসান আলী খান	জাতীয় পার্টি	১,৬২৫
টেন্ডার্ড	৬।	মো: বেলাল উদ্দিন	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (কাদের)	৬০৯
১,৬৬,৪৩৭	৭।	মো: লতিফুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫৮,৩৩৩
	৮।	মো: সুলতানুল ইসলাম মনি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৪,৩৮১
	৯।	সৈয়দ আহমাদ ইমাম	জাকের পার্টি	২৫৪
				১,৬৫,১১৪

১		২		৩	৪
৪৬ নওগাঁ-১		১।	এ,কে,এম,ফজলুল বিশ্বাস	জাতীয় পার্টি	২,৭৮৩
		২।	মো: আজিজুর রহমান মিয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৪,৮০৩
বৈধ	১,৪১,৮৯৫	৩।	মো: আবু তৈয়ব আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫১৫
বাতিল	১,৩০৬	৪।	মো: আ: মজিদ সরকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২৩৪
টেন্ডার্ড	×	৫।	মো: আফাজ উদ্দীন মোল্লা	স্বতন্ত্র	১,২৮৯
		৬।	মো: আ: মতিন	স্বতন্ত্র	১,০৫৪
	১,৪৩,২০১	৭।	মো: মাহতাব উদ্দিন আহম্মদ	জাকের পার্টি	৬১৮
		৮।	মো: সালেকুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪১,৪৭৯
		৯।	শাহ্ মো: মাহমুদুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,৮১৬
		১০।	হাফেজ বদিউল আলম	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৩০৪
					১,৪১,৮৯৫

৪৭ নওগাঁ-২		১।	আবদুর রউফ মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৪,০৪০
		২।	বি,এস,এ,হুমায়ুন কবির চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৮১৬
		৩।	মো: আবদুস সামাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪০৮
বৈধ	১,২৯,০৬৭	৪।	মো: খোরশেদুল আরেফিন	জাকের পার্টি	৯৬৩
বাতিল	১,৪৬১	৫।	মো: ছাদেকুর রহমান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(আয়েন উদ্দিন)	২১৭
টেন্ডার্ড	×	৬।	মো: মজিবর রহমান	ফ্রীডম পার্টি	৬৬৯
		৭।	মো: মাওঃ আমান উল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০,৬৩৭
	১,৩০,৫২৮	৮।	মো: শহিদুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫১,৩১৭
					১,২৯,০৬৭

৪৮ নওগাঁ-৩		১।	ডা: মো: গাজিম উদ্দীন	স্বতন্ত্র	৫৭৬
		২।	মো: আখতার হামিদ সিদ্দিকী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮৫,৭৮৫
বৈধ	১,৬৯,২৬৫	৩।	মো: আবদুল জলিল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৪,৯৬৬
বাতিল	১,৭৭২	৪।	মো: নফর মন্ডল	বাংলাদেশ ন্যানাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী)	৬৫৯
টেন্ডার্ড	×				
		৫।	মো: শাহজাহান সরকার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(আয়েন উদ্দিন)	২৮৭
	১,৭১,০৩৭	৬।	মো: সুজাউদ্দৌলা	জাতীয় পার্টি	১,২৪০
		৭।	মো: হাফেজ উদ্দিন মন্ডল	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,৫৩৮
		৮।	মো: হারুন রশিদ দপ্তরী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২১৪
					১,৬৯,২৬৫

১		২		৩	৪
৪৯ নওগাঁ -৪	১।	মুহঃ ইমাজ উদ্দিন প্রাং		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,৭৯৪
	২।	মোঃ আফাজ উদ্দিন মন্ডল		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,১০০
বৈধ ১,২০,১৫৪	৩।	মোঃ আলহাজ্জ রফিল উদ্দীন		জাতীয় পার্টি	১,১১৯
বাতিল ১,২৯১	৪।	মোঃ নাছির উদ্দিন		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫৯,৮০১
টেন্ডার্ড ×	৫।	মোঃ ফজলুল হক খান		জাকের পার্টি	২৫৮
১,২১,৪৪৫	৬।	শ্রী অনিমেক চন্দ্র দাস		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৮২
					১,২০,১৫৪
৫০ নওগাঁ-৫	১।	আঃনঃমঃ মোজাহারুল হক		বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৪৭
বৈধ ১,৩৫,২৯৭	২।	মোঃ আতিকুর রহমান		ফ্রীডম পার্টি	১,১৯০
বাতিল ১,০৬৬	৩।	মোঃ আবুল কাশেম সরদার		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২০১
টেন্ডার্ড ×	৪।	মোঃ আলহাজ্জ সামস উদ্দীন আহম্মেদ		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৮৫,৩৬৭
১,৩৬,৩৬৩	৫।	মোঃ আবদুল জলিল		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,১৮৪
	৬।	মোঃ আঃ হাই খান		জাতীয় পার্টি	১,৬৩৯
	৭।	মোঃ খায়রুল আলম		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪০৯
	৮।	মোঃ মায়েজুদ্দুর রহমান		জাকের পার্টি	২৬০
					১,৩৫,২৯৭
৫১ নওগাঁ -৬	১।	চৌধুরী মোতাহার হোসেন		স্বতন্ত্র	৫৪০
	২।	মোল্লা রেজাউল ইসলাম		জাতীয় পার্টি	৩,৭৯১
বৈধ ১,৩২,৯৬৯	৩।	মোঃ আলমগীর কবির		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬১,১৮৩
বাতিল ১,০৬১	৪।	মোঃ নজরুল ইসলাম		জাকের পার্টি	৫২৫
টেন্ডার্ড ×	৫।	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,৯১১
	৬।	মোঃ সশিউর রহমান খা		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৩৯
১,৩৪,০৩০	৭।	শেখ ওহিদুর রহমান		বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৬,৭৮০
					১,৩২,৯৬৯
৫২ রাজশাহী-১	১।	মুহম্মদ মুতফর রহমান		স্বতন্ত্র	১,৩৪৪
	২।	মোঃ আমিনুল হক		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬১,৯৭৫
বৈধ ১,৪৪,৩৮২	৩।	মোঃ দুরুল হুদা		জাতীয় পার্টি	২,১০৮
বাতিল ১,৩৩৭	৪।	মোঃ মহসীন		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৮৯৭
টেন্ডার্ড ১	৫।	মোঃ মুজিবুর রহমান		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৬,০৫৮
১,৪৫,৭২০					১,৪৪,৩৮২

১		২	৩	৪
৫৩ রাজশাহী-২	১।	আ,ই,ম,মাহাবুর-উজ-জামান ভুলু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪,০৪৭
	২।	আবুল হাসনাত মোঃ শামশুল হক	সম্রাট ফ্রীডম পার্টি	৩২২
	৩।	খন্দকার ফজলে হোসেন (বাদশা)	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৩৪,২৬৭
বৈধ ১,৮৬,৬৮৯	৪।	বদিউজ্জামান (জামাল)	জাতীয় পার্টি	২,৯৬৭
বাতিল ১,৭২৬	৫।	মোঃ আতাউর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪০,১৪১
টেন্ডার্ড ×	৬।	মোহাম্মদ আলী	স্বতন্ত্র	২০২
১,৮৮,৪১৫	৭।	মোঃ আবদুল বারী	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৮৫
	৮।	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	২০০
	৯।	মোঃ কবির হোঃ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮১,০১৪
	১০।	মোঃ খন্দকার জয়নাল আবেদিন	স্বতন্ত্র	১,৬২৮
	১১।	মোঃ জালাল উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৩৩০
	১২।	মোঃ মজিবর রহমান	পিপলস্ ডেমোক্রিটিক পার্টি	৮৭৯
	১৩।	মোঃ শরীফ উদ্দিন	জাকের পার্টি	৬০৭
				১,৮৬,৬৮৯

৫৪ রাজশাহী-৩	১।	নুরুল আলম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৩৪
বৈধ ১,৫৪,৪০৭	২।	মোঃ আঃ আহাদ কবিরাজ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪০,৪৬৩
বাতিল ১,৭৬৫	৩।	মো[illegible]হিম হোসেন	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১৪,৮৯১
টেন্ডার্ড ×	৪।	মোঃ এনামুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১২,১৫৭
১,৫৬,১৭২	৫।	শ্রী রাখাল চন্দ্র দাস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,৬২৬
	৬।	সরঃ আমজাদ হোসেন	জাতীয় পার্টি	৪৯,১৩৬
				১,৫৪,৪০৭

৫৫ রাজশাহী-৪	১।	ডঃ সদর উদ্দিন আহম্মেদ	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	১,৩২৫
	২।	তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,১৯৪
বৈধ ১,২৩,৮৪১	৩।	মোঃ অধ্যাপক আবুল হোসেন	জাতীয় পার্টি	৩,৫৮৬
বাতিল ৮২৩	৪।	মোঃ আয়েন উদ্দীন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দীন)	৩৬,২৫৪
টেন্ডার্ড ২	৫।	মোঃ আঃ সাত্তার মন্ডল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,৪৮২
১,২৪,৬৬৬				১,২৩,৮৪১

১		২		৩	৪
৫৬ রাজশাহী-৫		১।	ডাঃ মোঃ আলাউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,১১৬
		২।	মুহাঃ শফিউর রহমান শফি	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২৭৭
বৈধ	১,৩০,৩০৫	৩।	মোঃ আজিজুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,৫৪২
বাতিল	১,২৭৭	৪।	মোঃ আবদুল মান্নান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,৫১৫
টেন্ডার্ড	×	৫।	মোঃ আঃ খালেম	জাকের পার্টি	৩০৩
	১,৩১,৫৮২	৬।	মোঃ নুরুননবী চাঁদ	জাতীয় পার্টি	১৫,২৪১
		৭।	মোঃ ফজলে রাব্বি	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫৮
		৮।	মোঃ রমজান আলী সরঃ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৫৩
					১,৩০,৩০৫
৫৭ নাটোর-১		১।	মাওঃ মোঃ আঃ সামাদ খানপুরী	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ(কাদের)	৮০
বৈধ	১,৩৭,৭১২	২।	মোঃ তাসনীম আল ফারুক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,১১৪
বাতিল	৮১৩	৩।	মোঃ নওশের আলী সরকার	জাতীয় পার্টি	৭,৪৮৬
		৪।	মোঃ ফজলুর রহমান (পটল)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭০,৬৪৬
	১,৩৮,৫২৫	৫।	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,২৬৪
		৬।	মোঃ হাতেম আলী মন্ডল	জাকের পার্টি	১২২
					১,৩৭,৭১২
৫৮ নাটোর-২		১।	এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫,৭৩৮
		২।	খঃ জুবাইর হোসেন	স্বতন্ত্র	৯,৬৮৩
বৈধ	১,৩৪,৭৩৫	৩।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৬৪
বাতিল	১,০০১				
টেন্ডার্ড	×	৪।	মোঃ ইউনুচ আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩২,৫৯০
		৫।	মোঃ মজিবর রহমান সেন্টু	জাতীয় পার্টি	২৪,৩৩১
	১,৩৫,৭৩৬	৬।	মোঃ শমীউদ্দীন সরদার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১,২৩৬
		৭।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	জাকের পার্টি	৭৮৭
		৮।	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,৩২৪
		৯।	শ্রী শংকর গোবিন্দ চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,৮৮২
					১,৩৪,৭৩৫

১		২		৩	৪
৫৯ নাটোর-৩		১।	জমির মোল্লা	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৯৬
		২।	মো: আবু বকর	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৮,১৩৮
বৈধ	১,০৫,৯৪২	৩।	মো: আ: রাফুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৪,০৪৯
বাতিল	৮৩১	৪।	মো: ইয়াকুব আলী	জাতীয় পার্টি	১৪,৫১৬
টেন্ডার্ড	×	৫।	মো: মজিবর রহমান (চাঁদ)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২৫০
	১,০৬,৭৭৩	৬।	মো: মনজুর আলম	স্বতন্ত্র	২,৫০৬
		৭।	মো: শাহজাহান আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬,২৮৭
					১,০৫,৯৪২
৬০ নাটোর -৪		১।	অধ্যাপক মো: আ: কুদ্দুস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৪,৮৬
		২।	আবু আহসান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	৬০
বৈধ	১,৫৬,৩৫১	৩।	মো: আবুল কাশেম সরকার	জাতীয় পার্টি	১৯,৪৫
বাতিল	১,২০৯	৪।	মো: আ: হাই সরকার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৯,২৪
টেন্ডার্ড	×	৫।	মো: এ্যাড: এম,এ,খালেক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৩
	১,৫৪,৫৬০	৬।	মো: ছাইফুদ্দৌলা (সাবু)	জাকের পার্টি	৮৭
		৭।	মো: মেহের আলী বিশ্বাস	ফ্রীডম পার্টি	৪০
		৮।	মো: মোজাম্মেল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৭,৫৬
					১,৫৩,৩৫
৬১ সিরাজগঞ্জ-১		১।	আমির হোসেন ভুলু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,৬
		২।	কামরুজামান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৪
বৈধ	৭৮,৮৫৩	৩।	গোলাম আম্বিয়া তাং	জাকের পার্টি	৪
বাতিল	৭০৬	৪।	নাসিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,৩
টেন্ডার্ড	×				৭৮,৮
	৭৯,৫৫৯				
৬২ সিরাজগঞ্জ-২		১।	আবদুল হাই তাং	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৩,৩
		২।	আবুল হাসনাত গোফরান	জাতীয় পার্টি	২,৮৯
বৈধ	১,৪২,৭২৬	৩।	আলহাজ মো: নজরুল ইসলাম	জাকের পার্টি	৫১
বাতিল	১,৩৫৯	৪।	মওলানা আব্দুল আজিজ আজাদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৩,৮৮
টেন্ডার্ড	×	৫।	মওলানা আ: মান্নান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৯২
	১,৪৪,০৮৫	৬।	মীর্জা মুরাদুজ্জামান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৮,৪৩
		৭।	মোতাহার হোসেন তাং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৩৭
		৮।	শাহজাহান আলী	স্বতন্ত্র	৩৪
					১,৪২,৭২

১		২		৩	৪
৬৩ সিরাজগঞ্জ-৩		১।	আতাউর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫,২৮১
		২।	আ: মান্নান তাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,১০১
বৈধ	১,২০,৮৮২	৩।	ইসহাক হো: তাং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১,৬৯২
বাতিল	১,০৩৭	৪।	ওহিদুল ইসলাম (আশরাফ)	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২০৫
টেন্ডার্ড	×	৫।	কাজী শরীফুল আলম	জাকের পার্টি	২,৩৬৯
	১,২১,৯১৯	৬।	মতিয়ার রহমান খা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,২৩৪
					১,২০,৮৮২
৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪		১।	আবদুল লতিফ মির্জা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী (বাকশাল)	৪১,২৯২
বৈধ	১,৩৭,২৯৭	২।	আলহাজ গোলাম হাসনায়েন	স্বতন্ত্র	২২৪
বাতিল	১,৩২২	৩।	আ: হামিদ তাং	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৩৩
টেন্ডার্ড	×	৪।	এম, আকবর আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৫,৫৩৯
	১,৩৮,৬১৯	৫।	মও: আবু বক্কার সিদ্দিক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪১,৬৩৭
		৬।	শামসুল আলম	জাকের পার্টি	৪,০৫৬
		৭।	হাফিজুর রহমান মিন্টু	জাতীয় পার্টি	৪,০১৬
					১,৩৭,২৯৭
৬৫ সিরাজগঞ্জ		১।	আনোয়ার হোসেন রতু	স্বতন্ত্র	১০৩
		২।	আবদুল মমিন তালুকদার	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিকআওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৯,৩৪২
বৈধ	১,১৫,২১৮	৩।	আলী আলম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩১,৭২৯
বাতিল	১,০৬৪	৪।	ইদ্রিস আলী	জাকের পার্টি	৫৫৯
টেন্ডার্ড	×	৫।	এম,এ,মতিন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৯,৬৭৮
	১,১৬,২৮২	৬।	ছানোয়ার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২০০
		৭।	মওলানা আ: মান্নান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৭৭
		৮।	মফিজ উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৩৮৪
		৯।	শহীদুল ইসলাম খান	জাতীয় পার্টি	৩,৭৫৫
		১০।	সহিদুল্লা খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৯,০৯১
					১,১৫,২১৮

১		২		৩	৪
৬৬ সিরাজগঞ্জ-৬	১।	আবদুর রশিদ মিত্রত্রা		স্বতন্ত্র	৬,৮৬৮
	২।	আবদুস সালাম		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৩২১
	৩।	আবুল হোসেন		স্বতন্ত্র	১,৬৫৩
বৈধ ৭৫,৩৮৬	৪।	আঃ বাসেদ সরকার		স্বতন্ত্র	১,৪০৮
বাতিল ৮৮০	৫।	আঃ মতিন		বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৭,৫৬৮
টেন্ডার্ড ×	৬।	আঃ মতিন		স্বতন্ত্র	৩,৮১৬
৭৬,২৬৬	৭।	ইব্রাহিম		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৪২
	৮।	ইসফ খাঁন		জাকের পার্টি	২৪০
	৯।	খোরসেদ আলী		স্বতন্ত্র	২,০৪০
	১০।	নরুল ইসলাম তাং		জাতীয় পার্টি	৩,২১২
	১১।	প্রফেসার শাহজাহান আলী		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১২,৪৬৮
	১২।	মহম্মদ ফারুক রেজা		স্বতন্ত্র	১৪৮
	১৩।	মুহাম্মদ আনছার আলী সিদ্দিকী		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৫,৪৩৩
	১৪।	মোঃ আবদুর রহমান		বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	১,৪৪৬
	১৫।	মোঃ আঃ জলিল		বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২,১৫৮
	১৬।	শমসের আলী সিঃ		স্বতন্ত্র	১,৬২২
	১৭।	সামছুল হুদা		স্বতন্ত্র	৪,৮৪৩
					৭৫,৩৮৬

৬৭ সিরাজগঞ্জ-৭	১।	আফছার আলী		জাকের পার্টি	৫৯১
	২।	আঃ মতিন		স্বতন্ত্র	২৪,৩৩১
	৩।	আঃ হাই		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৭৩৫
	৪।	কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৩৮,৬৭৮
বৈধ ১,০৭,৩০৪	৫।	ডঃ মোজাহারুল ইসলাম		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,১৬৩
বাতিল ৯৮৪	৬।	নুরুল ইসলাম		ফ্রীডম পার্টি	৪১৪
টেন্ডার্ড ×	৭।	ফরহাদ হোঃ		স্বতন্ত্র	৩১২
১,০৮,২৮৮	৮।	ব্যারিষ্টার মোঃ কোরবান আলী		ইসলামী ঐক্য জোট	১,৩৫০
	৯।	রেজাউর রশিদ		বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (মাহবুব)	৭৬২
	১০।	হালিমুল হক (মিরু)		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১১,৯৬৫
					১,০৭,৩০৪

১		২		৩	৪
৬৮ পাবনা-১	১।	অধ্যাপক আবু সাঈয়িদ		বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৪৯,৯২৩
বৈধ ১,৫১,১৬১	২।	মির্জা আবদুল আউয়াল		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৪,৮১৫
বাতিল ১,৭০৩	৩।	মেজর (অব:) মনজুর কাদের		জাতীয় পার্টি	১৭,৪৫১
টেন্ডার্ড ×	৪।	মো: আহাদ আলী		বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৪৪৮
১,৫২,৮৬৪	৫।	মো: গোলাম নবী		জাকের পার্টি	২,০৭৯
	৬।	মো: নজরুল ইসলাম		বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩২২
	৭।	মো: মতিউর রহমান নিজামী		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫৫,৭০৭
	৮।	শামসুল হক		স্বতন্ত্র	৪১৬
					১,৫১,১৬১
৬৯ পাবনা-২	১।	আহাম্মদ তফিজ উদ্দিন		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,০৮৬
	২।	এম,এ,ওয়াহাব		জাকের পার্টি	২,৯৩৮
বৈধ ১,২১,৮৪০	৩।	খোন্দকার গোলাম মোর্তজা		ন্যাশনাল ডেমোক্রিটিক পার্টি	১০০
বাতিল ১,৪১৩	৪।	মকবুল হোসেন (সন্টু)		জাতীয় পার্টি	৯০৮
টেন্ডার্ড ×	৫।	মো: ওছমান গণি খাঁন		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৭,৪৩১
১,২৩,২৫৩	৬।	মো: সাইদুর রহমান		বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৪৪৫
	৭।	মো: হাসান মনসুর		স্বতন্ত্র	৮৮২
	৮।	শ্রী রনেশ মৈত্র এ্যাডভোকেট		বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১,০৫০
					১,২১,৮৪০
৭০ পাবনা-৩	১।	আসাদ উজ্জামান		জাকের পার্টি	৩,১৮৫
	২।	ছাইফুল আজম		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯১,৫৪০
	৩।	ব্যারিষ্টার মো: কোরবান আলী		ইসলামী ঐক্য জোট	৫,০৬০
বৈধ ১,৬৭,৯৪৩	৪।	মো: আবুল কাশেম ফজলুল হক		বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৯৫
বাতিল ১,৫৫৩	৫।	মো: এ,কে,এম,সামসুদ্দিন		জাতীয় পার্টি	২,৯৩৩
টেন্ডার্ড ৩	৬।	মো: ওয়াজি উদ্দিন খান		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৪,৫২৩
১,৬৬,৪৯৯	৭।	মো: শহিদুল্লাহ (পলাশ)		জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৬১
	৮।	মো: শাহ আলম		বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৪৬
					১,৬৭,৯৪৩

১		২		৩	৪
৭১ পাবনা -৪		১।	আবুলকাসেম বিশ্বাস	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৭৩
		২।	ডা: গুলফর রহমান খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ -ইনু)	২০৩
		৩।	মো: আ: গফফার	জাকের পার্টি	২,১৬৯
বৈধ	১,৪৩,৬৪৩	৪।	মো: জসিম উদ্দিন মন্ডল	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১০২
বাতিল	১,৩১৯	৫।	মো: জামাল উদ্দিন	স্বতন্ত্র	২০৫
টেন্ডার্ড	×	৬।	মো: পাঞ্জতাব আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১২,৩২২
	১,৪৪,৯৬২	৭।	মো: মনজুর রহমান বিশ্বাস	জাতীয় পার্টি	১,৯৭৯
		৮।	মো: সিরাজুল ইস:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,০৫৮
		৯।	মো: হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,৯৭০
		১০।	মৌ মো: নাসির	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৭,৫৬২
					১,৪৩,৬৪৩

৭২ পাবনা-৫		১।	এ্যাডভোকেট আবুল আহসান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৩,৭৩
		২।	মো: আবদুল কুদ্দুস	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(ইউসুফ)	৩০
বৈধ	১,৫৯,৭৫১	৩।	মো: আবদুস সোবহান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭৫,৫৮
বাতিল	১,৭০৫	৪।	মো: আমিনুল হক	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	৯,০৭
টেন্ডার্ড	৫	৫।	মো: তোসলিম হাসান (সুমন)	জাকের পার্টি	৩৫
	১,৬১,৪৬১	৬:	মো: রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,৫৫
		৭।	মো: শওকত আলী	জাতীয় পার্টি	১,২৮
		৮।	মো: শাহাজাহান বিশ্বাস	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৫৫
		৯।	মো: সেখ আবদুল আজিজ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৩
		১০।	মো: হাসান আলী	ফ্রীডম পার্টি	১৫
					১,৫৯,৭৫

জাতীয় সংসদ নির্বাচন,১৯৯১

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী

খুলনা বিভাগ

মোট নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা : ৬০

নির্বাচনী এলাকা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
৭৩ মেহেরপুর-১	১। আকবর আলী	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২৬৯
	২। আনন্দ আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৯,৬৩২
বৈধ ১,১২,৪০৫	৩। এস,এম,হাসিব (লাবলু)	জাকের পার্টি	৩৬৪
বাতিল ১,০৯১	৪। প্রফেসর আঃ মান্নান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,৪৭৪
১,১৩,৪৯৬	৫। মোজাম্মেল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১,১০২
	৬। রমজান আলী	জাতীয় পার্টি	১,০৮৩
	৭। সিরাজুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৯,৪৮১
			১,১২,৪০৫
৭৪ মেহেরপুর-২	১। আঃ কাদের	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২,১০০
	২। জালাল উদ্দিন	জাতীয় পার্টি	৩,২৫০
	৩। জালাল উদ্দীন	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৯,৭৭০
বৈধ ৯৪,৫২৯			
বাতিল ১,৩৬২	৪। মোঃ আফজালুল হক	জাকের পার্টি	৮১১
মোট ৯৫,৮৯১	৫। মোঃ আবদুল গনি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৯,৬৪৯
	৬। মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	স্বতন্ত্র	৪৭৫
	৭। হিসাব উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,৪৭৪
			৯৪,৫২৯

১		২	৩	৪
৭৫ কুষ্টিয়া -১	১।	আবু বকর	ফ্রীডম পার্টি	২৩৭
	২।	কাজী আরেফ আহমেদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৮,৯১৯
	৩।	কোরবান আলী	জাতীয় পার্টি	২৬,১৪০
	৪।	মুহা: নুর কুতুবুল আলম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৫৮৯
বৈধ ১,৪৮,৪৬২	৫।	মো: আহসানুল হক মোল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৫৬,৮০৭
বাতিল ১,৮১৬	৬।	মো: আ: কা: ম: ছরোয়ার জাহান	স্বতন্ত্র	১১০
১,৫০,২৭৮	৭।	মো: ইয়াকুব আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৫,৫৯১
	৮।	মো: জাহিদুল ইসলাম	জাকের পার্টি	২,২৬৪
	৯।	মো: শামসুল আলম দুদু	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২০,৩২৭
	১০।	মো: হাফিজুর রহমান খাজা	জাতীয় জনতা পার্টি(শেখ আসাদ)	৪৭৮
				১,৪৮,৪৬২
৭৬ কুষ্টিয়া-২	১।	আবদুর রউফ চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫০,১৮৩
	২।	মুহা: আবদুল ওয়াহেদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৯,৮৬৮
বৈধ ১,৪৪,৬৭২	৩।	মো: আহসান হাবীব(লিংকন)	জাতীয় পার্টি	২৪,৬১৫
বাতিল ১,৩৬০	৪।	মো: সাইদুর রহমান (সান্টু)	জাকের পার্টি	৯০৮
১,৪৬,০৩২	৫।	মো: শফিউল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭,৫৫৩
	৬।	মো: সাখ[illegible] এবনে মঈন চৌ:	ফ্রীডম পার্টি	১৩৪
	৭।	মো: হাসানুল হক ইনু	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২১,৪১১
				১,৪৪,৬৭২
৭৭ কুষ্টিয়া-৩	১।	অধ্যাপক মো: সিরাজুল হক	ইসলামী ঐক্য জোট	১,২৬৫
	২।	আলহাজ কে,এম,আবদুল খালেক চন্টু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৬২,১৮০
	৩।	আলহাজ্ব ডা: আনিছুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৭,৬৫৩
বৈধ ১,৪৭,৫৭৮	৪।	এ,কে,এম,মাসুদ	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৪০৭
বাতিল ১,৭৭৭	৫।	এস,এম,আজিজুল হক	জাতীয় পার্টি	৩,৬৩৭
১,৪৯,৩৫৫	৬।	ব্যারিষ্টার আমির-উল-ইসলাম	স্বতন্ত্র	১১,৯২৯
	৭।	মুন্সী ওয়াসিম উদ্দিন মাষ্টার	স্বতন্ত্র	২৩১
	৮।	মো: আনোয়ার আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৮৬২
	৯।	মো: নুর আহমদ বকুল	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৫,৬৬৮
	১০।	মো: রফিক খান খোকন	জাকের পার্টি	৫৩৩
	১১।	সাইদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (শাহাজান সিরাজ)	২১৩
				১,৪৭,৫৭৮

১		২	৩	৪
৭৮ কুষ্টিয়া -৪	১।	আঃ মান্নান খাঁন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৮৪
	২।	এ্যাডঃ আমিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৪১
	৩।	নুর আল ম জিকু	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪২,৬২৭
বৈধ ১,৫০,৬৮৮	৪।	মোস্তফা সামসুজ্জামান	ফ্রীডম পার্টি	১৮৫
বাতিল ১,৫১০	৫।	মোঃ আলহাজ ফয়েজ উদ্দিন	জাকের পার্টি	১,২৯৯
১,৫২,১৯৮	৬।	মোঃ আঃ আওয়াল মিয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৮৫৫
	৭।	মোঃ কিয়াম্ উদ্দিন	ইসলামী ঐক্য জোট	৭২৭
	৮।	মোঃ ফরহাদ হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৫,৮৩৭
	৯।	মোঃ শহিদুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৫২৫
	১০।	সৈয়দ মেহেদী আহম্মদ রুমী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,৪০৮
				১,৫০,৬৮৮
৭৯ চুয়াডাংগা-১	১।	আঃ বারি	জাকের পার্টি	৪,৪৫৬
	২।	বাবলু রহমান	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,১৪৫
	৩।	মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৫,৩৮৭
বৈধ ১,৫৯,৭৪৮	৪।	মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা	ফ্রীডম পার্টি	৪৪,৬৩০
বাতিল ১,৪৮৫	৫।	মোহাম্মদ শাহজাহান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৯৫
১,৬১,২৩৩	৬।	সোলায়মান হক জোঃ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৩,৫৩৫
				১,৫৯,৭৪৮
৮০ চুয়াডাংগা-২	১।	আঃ মান্নান	ইসলামী ঐক্য জোট	৪৯৩
	২।	ইউনুস আলী	স্বতন্ত্র	২৭৩
	৩।	ছাইদুর রহঃ (ছাব্বার)	জাকের পার্টি	৫,৮৩২
	৪।	নবীহুদ্দীন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৬২৯
বৈধ ১,৩৫,৬৭১	৫।	মাওলানা হাবিবুর রহঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৯,৬৮৮
বাতিল ১,৪২২	৬।	মির্জা সুলতান রাজা	জনতা মুক্তি পার্টি	২৫,৪৭০
১,৩৭,০৯৩	৭।	মোঃ মোজাম্মেল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,০২০
	৮।	মোঃ হাবিবুর রহমান	জাতীয় পার্টি	১০,৭৮৮
	৯।	শহিদুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	২,৪৭৮
				১,৩৫,৬৭১

১	২	৩	৪
৮১ ঝিনাইদহ-১	১। আবদুল ওহাব	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৩,৬৬৩
বৈধ ১,২৯,৬৫১	২। গোলাম মোস্তফা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪,৪৪৫
বাতিল ১,৪২৪	৩। জাহিদুন্নবী (কালু)	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১৬১
১,৩১,০৭৫	৪। জেড,এম,আকতারুজ্জামান	জাতীয় পার্টি	২০০
	৫। তাজিজুর রহমান	স্বতন্ত্র	৩৫
	৬। মিয়া আঃ রশিদ	ফ্রীডম পার্টি	১,০৪৫
	৭। মুহম্মদ দবিরউদ্দিন জর্দার	স্বতন্ত্র	১১০
	৮। মোঃ কামরুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,০২৯
	৯। মোঃ মকবুল হোসেন সেখ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(ইউসুফ)	৭৩
	১০। মোঃ সবেদ আলি	জাকের পার্টি	১,৯৬৪
	১১। সিরাজ আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১১,৯২৬
			১,২৯,৬৫১
৮২ ঝিনাইদহ-২	১। আনোয়ারুল করিম (রন্টু)	ফ্রীডম পার্টি	৮৯
	২। কে,এ,জাহাংগীর মাজমাদার	জাকের পার্টি	৩,১৬৬
বৈধ ১,৬০,৭৪৭	৩। মতিয়ার রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,৯২৩
বাতিল ১,৭১৫	৪। মশিউর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭৬,০০১
টেন্ডার্ড ২	৫। মাওলনা হাতেম আলী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৪৫৫
১,৬২,৪৬৪	৬। মোঃ আবুল কাসেম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৩,৯৭৫
	৭। মোঃ আশরাফুল আবেদীন	জাতীয় পার্টি	৭,৯১২
	৮। মোঃ আঃ মতিন মিয়া	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৫৭
	৯। মোঃ শফিউর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৬৯
			১,৬০,৭৪৭
৮৩ ঝিনাইদহ-৩	১। আলি বক্স	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২৭৮
	২। এ,এস,এম,মোজাম্মেল	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৪,৮৬১
বৈধ ১,৪০,৫৪৬	৩। এস,এম,সাবদার রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪১৩
বাতিল ১,৪৬৩	৪। জোয়াদুর রহিম	ইসলামী ঐক্য জোট	৭৮২
১,৪২,০০৯	৫। মমতাজ উদ্দীন চৌধুরী	জাকের পার্টি	১,৪০৯
	৬। মোঃ সাহিদুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬১,৩৯১
	৭। সাজ্জাতুয্ জুম্মা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৪১২
			১,৪০,৫৪৬

১		২	৩	৪
৮৪ ঝিনাইদহ-৪	১।	অধ্যাপক নজরুল ইস:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,৯৪৪
	২।	আ: রাজ্জাক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদশরব)	২৭৪
বৈধ ১,১১,৮৪৮	৩।	দরবেশ আলী লস্কর	জাকের পার্টি	১,৮৮৭
বাতিল ১,৪০৬	৪।	নুরউদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	১,৪৫১
টেন্ডার্ড ১৭৭	৫।	মো: আ: ছালাম	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৫৩৬
১,১৩,৪৩১	৬।	মো: এবাদৎ হোসেন মন্ডল	স্বতন্ত্র	১২,০৯০
	৭।	রুস্তম আলী	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৮৪২
	৮।	শহিদুজ্জামান বেল্টু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪১,৯৭১
	৯।	শাহ্ মো: জাহাংগীর সি:(ঠান্ডু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৫৫৩
				১,১১,৮৪৮
৮৫ যশোহর-১	১।	আ: মান্নান	জাতীয় পার্টি	৭,৩৬১
	২।	এ্যাড: নুর হোসেন	জামায়াতে ইসলাম- বাংলাদেশ	৩৩,০১৮
বৈধ ৯৮,১৩৪	৩।	তবিবর রহমান সরদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬,৭৪৭
বাতিল ১,৩৩৭	৪।	মো: মোফাজ্জেল হোসেন বাবুল	জাকের পার্টি	৩৯০
টেন্ডার্ড ১৫	৫।	হাজী মো: আলী কদর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২০,৬১৮
৯৯,৪৮৬				৯৮,১৩৪
৮৬ যশোহর-২	১।	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২,৩৭৩
	২।	আবু তালেব মোহাম্মদ মুছা	জাতীয় পার্টি	১,৬৪১
	৩।	এ্যাড: এনামুল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	২,৭১২
বৈধ ১,৬৫,০৬৮				
বাতিল ১,৮৬৭	৪।	মিজানুর রহমান মিজান	জাকের পার্টি	১,১০৬
১,৬৬,৯৩৫	৫।	মো: ইসহাক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,৮৫৪
	৬।	মো: মকবুল হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৬,৮৫৪
	৭।	মো: শামছুল হক	স্বতন্ত্র	৭,৮৬৭
	৮।	সামছুল হক	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৬৬১
				১,৬৫,০৬৮
৮৭ যশোহর-৩	১।	আলহাজ্ব হাফেজ মাও: আনোয়ারুল করিম	ইসলামী ঐক্য জোট	৬,৫৮৮
	২।	খালেদুর রহমান (টিটো)	জাতীয় পার্টি	২৮,৪৮৩
বৈধ ১,৭৬,৫০৭	৩।	খোদাদাদ খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২,৫৫৯
বাতিল ১,৫৩৬	৪।	জাহিদ হাসান টুকুন	জাকের পার্টি	৪,৪২৪
টেন্ডার্ড ১	৫।	তারিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৬,৫৮৬
১,৭৮,০৪৪	৬।	নুরুল আলম	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৯৮৪
	৭।	রওশন আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৬,৮৮৩
				১,৭৬,৫০৭

১	২	৩	৪
,৮৮ যশোহর -৪	১। আমিন উদ্দিন	জাতীয় পার্টি	২৬,৮৩২
	২। আঃ কাইয়ুম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৩০১
	৩। এম,নাজিমুদ্দিন আহ আহমদ	স্বতন্ত্র	৬,৫২৪
	৪। জাহিদ হোসেন	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৭৫৪
বৈধ ১,৬০,৬৩৮	৫। নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৬,৫৯০
বাতিল ১,[illegible]	৬। নাজমুল হুদা	ইসলামী ঐক্য জোট	৩,৫৭৯
[illegible]	৭। নুর মুহম্মদ	জাকের পার্টি	৩,৭৯৭
	৮। মাও আঃ আজিজ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,৬৯৮
[illegible]	৯। মিজানুর রহমান	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৪৭৭
	১০। মোশারফ হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৬৫
	১১। শংকর চক্রবর্তী	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৫৭৩
	১২। শাহ্ হাদীউজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,০০৮
			১,৬০,৬৩৮
[illegible]	১। আবদুল হাফিজ	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	১,৪৮৫
	২। আঃ লতিফ (এ্যাডঃ)	জাতীয় পার্টি	২,৫৯২
	৩। খান টিপু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,২১৪
বৈধ ১,৩৯,৯৭৫	৪। বিশ্বরূপদ সাহা	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৭৫৬
বাতিল ১,৩১৩	৫। মাওলানা হাবিবুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৩,০০২
[illegible]	৬। মুফতি মাওলনা মোঃ ওয়াক্কাস	ইসলামী ঐক্য জোট	২,৪৮৮
	৭। শহীদ ইকবাল হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৪,২০২
	৮। শেখ হাফিজুর রহমান	জাকের পার্টি	২৩৬
			১৩৯,৯৭৫
৯০ যশোহর -৬	১। আঃ লতিফ মোড়ল	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৭৮
	২। আঃ হালীম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৪১৮
	৩। এ্যাডভোকেট আবদুল [illegible] মুন্সী	জাতীয় পার্টি	১,০০১
বৈধ [illegible]	৪। দীন মুহম্মদ	স্বতন্ত্র	[illegible],৯৩৪
বাতিল [illegible]	৫। মাওঃ মোঃ সাখাওয়াত হোঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৯,১১৯
[illegible]	৬। মোঃ গোলাম মোস্তফা	জাকের পার্টি	১৫২
	৭। শামসুল আরেফিন খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮,৯৭৭
			৮১,[illegible]

১		২	৩	৪
৯১ মাগুরা-১	১।	আবদুল মতিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৮৯২
	২।	আলতাফ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৭,৭৯৫
বৈধ ১,৪৪,৪৫৩	৩।	আঃ হক	জাকের পার্টি	১,৬৫৯
বাতিল ১,১৬৬	৪।	টি,এম,মহকাত আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১৪৯
১,৪৫,৬১৯	৫।	মামুদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৫৫
	৬।	মুন্সী ফয়জুল কবির	জাতীয় পার্টি	২,৩৫৬
	৭।	মেঃ জেঃ (অবঃ) মোঃ মজিদ-উল-হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৬৯,৭২৮
	৮।	মোঃ আমজাদ হোঃ	ইসলামী ঐক্য জোট	২,৪২১
	৯।	রায় রমেশ চন্দ্র	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (রাকশাল	২,৪২৩
	১০।	হাসান রকিব	স্বতন্ত্র	৭৭৫
				১,৪৪,৪৫৩
৯২ মাগুরা-২	১।	আঃ কাশেম মৃধা	ফ্রীডম পার্টি	৩৬০
	২।	এ্যাডঃ নিতাই রায় চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	১৮,৩০১
বৈধ ১,৩৯,৯৫৮	৩।	কাওছার উদ্দিন বিশ্বাস	জাকের পার্টি	৩,০২১
বাতিল ১,৪৩৭	৪।	গোঃ আকবর হোঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২০,২৭৪
১,৪১,৩৯৫	৫।	মুফতী গোঃ রহমান	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৩৫৯
	৬।	মেঃ জেঃ (অবঃ) মোঃ মজিদ-উল-হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৩২,২৬৬
	৭।	মোঃ আছাদুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬১,০৬৭
	৮।	হাফিজুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩১০
				১,৩৯,৯৫৮
৯৩ নড়াইল -১	১।	এস,এম,আবু সাঈদ	জাতীয় পার্টি	৮২৪
	২।	গোবিন্দ	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৩৮৪
	৩।	গৌতম মিত্র	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,৬০৪
	৪।	জামির হোসেন (মিলু)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৮২
বৈধ ১,০২,৭৫৮	৫।	তফিকুর রহমান,গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ)	স্বতন্ত্র	১৮২
বাতিল ৮৬৬	৬।	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,১৫৮
১,০৩,৬২৪	৭।	নুরুল আম্বিয়া	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,৫০৩
	৮।	মওলানা শাহাদত	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৬৬৪
	৯।	মেঃ গাঃ আশরাফউল আলম(অবঃ)	স্বতন্ত্র	১৩,৫৩৩
	১০।	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	জাকের পার্টি	২১৩
	১১।	শাহাদৎ	স্বতন্ত্র	২,৩৯৮
	১২।	সেঃ মোঃ ফারুক আহম্মদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৯১৩
				১,০২,৭৫৮

১		২	৩	৪
৯৪ নড়াইল-২	১।	বিমল বিশ্বাস	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৭,২২২
	২।	মকবুল হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩২,৫১৬
বৈধ ১,৩২,৯২০	৩।	মোতালেব সিকদার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১২০
বাতিল ১,২১৩	৪।	মো: আছাদুজ্জামান	ফ্রীডম পার্টি	২৭৬
১,৩৪,১৩৩	৫।	মো: নুরুন্নবী মোল্যা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩১,১৭৪
	৬।	শরীফ খসরুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৯,৫০৬
	৭।	শেখ মো: আসাদুজ্জামান	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ)	৪১০
	৮।	সাইফ হাফিজুর রহমান	জাতীয় পার্টি	৪৫৭
	৯।	হাজী মমিনুদ্দীন মুন্সী	জাকের পার্টি	৪৩৯
				১,৩২,৯২০
৯৫ বাগের হাট-১	১।	আ: হুবুর সেখ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	১৫৪
	২।	এস,এম,নিজামুল হক	জাকের পার্টি	৬৪১
বৈধ ১,২৮,৬৬৮	৩।	এস,এম,সবুর	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১,৫২৫
বাতিল ৯৭১	৪।	খেলাফত হোসেন	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৩৬১
১,২৯,৬৩৯	৫।	ডা: মোজাম্মেল হোসেন,এমবিবিএস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২,০৪৫
	৬।	মাও: সিদ্দিকুর রহমান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২১,১২৩
	৭।	শেখ আ: হাই (বাচ্চু)	জাতীয় পার্টি	৪৪২
	৮।	শেখ কামরুজ্জামান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১,৭২৮
	৯।	শেখ মুজিবুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,১৫৫
	১০।	শেখ শওকত হোসেন নিপু	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৪৯৪
				১,২৮,৬৬৮
৯৬ বাগেরহাট-২	১।	এ,এসএম মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,০৮১
	২।	ফজলুর রহমান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	২৬৬
	৩।	মীর সাখাওয়াত আলী(দারা)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,৬৫২
বৈধ ১২৭,৬৬৪	৪।	মজিবুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৭,৫০৮
বাতিল ১,০৬৮	৫।	শেখ আ: রহমান	জাতীয় পার্টি	৪,২০৯
১২৮,৭৩২	৬।	সেখ কামরুজ্জামান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১০৫
	৭।	হানিফুল হক	জাকের পার্টি	৮৪৩
				১,২৭,৬৬৪

১	২	৩	৪
৯৯ বাগেরহাট-১	১। আ: খালেক তাং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,১২৬
বৈধ ১,০২,২২৩	২। এ,এস,এম,মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৭,৩১২
বাতিল ৮৫২	৩। গাজী আবু বকর সিদ্দিক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৫,২০৫
১,০৩,০৭৫	৪। শেখ আবদুস সবুর	জাতীয় পার্টি	২,৫৯৩
	৫। সৈয়দ আকরামুল হক	জাকের পার্টি	৪৮৭
			১,০২,২২৩
১০০ বাগেরহাট-২	১। অমিতা বসু	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১৫৩
	২। আমিরুল আলম মিলন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১১৭
বৈধ ১,২৮,৫১৫	৩। আ: ছত্তার মোল্লা	স্বতন্ত্র	৮১৫
বাতিল [illegible]	৪। মিয়া আব্বাস উদ্দিন	স্বতন্ত্র	২০৭
১,৩০,১৮১	৫। মোজাম্মেল হক	জাকের পার্টি	৩৬৬
	৬। মো: মুহসিন মোল্লা	স্বতন্ত্র	৮৫
	৭। মৌ: মাও: আ: সত্তার [illegible]	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫৫,১২৪
	৮। শামসুল আলম তাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৮,৯৬৭
	৯। শেখ আবদুল আজিজ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫০,৪৬৭
	১০। হাবিবুর রহমান	জাতীয় পার্টি	২,০৪০
	১১। হেমায়েত উদ্দিন	ইসলামী ঐক্য জোট	১৭৪
			১,২৮,৫১৫
১০১ খুলনা -১	১। অচিন্ত্য বিশ্বাস	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	২১,৬৬৬
	২। আকরাম হাসেম শেখ	স্বতন্ত্র	৪,৮৬৬
	৩। এ,ইউ,আহমদ	স্বতন্ত্র	৭২০
	৪। এম,নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৪,২০৩
বৈধ [illegible]	৫। নুরুজ্জামান শেখ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১২৮
বাতিল ৭৮৫	৬। বিনয় কৃষ্ণ রায়	জাতীয় পার্টি	৭,১৬১
[illegible]	৭। মোল্লা [illegible]	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৯৫
	৮। মো: [illegible] রহমান [illegible]	জাকের পার্টি	১১৭
	৯। সমর কান্তি [illegible]	স্বতন্ত্র	১৫৩
	১০। শেখ হারুনর [illegible]	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,৮১২
			৯৩,০০৯

১		২	৩	৪
১০০ খুলনা-২	১।	আলহাজ্ব কাজী আহমেদ হাসান (ছুনু)	জাকের পার্টি	৫৩৫
	২।	আল, হাজ্ব লিয়াকত আলী	স্বতন্ত্র	৩০
	৩।	আলি আহম্মেদ	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৪১০
বৈধ ৯৩,৫১৯	৪।	এ,ইউ,আহাম্মদ	স্বতন্ত্র	৩৬৪
বাতিল ৫৩৫	৫।	এম,ফিরোজ আহমেদ	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১,৪০৫
টেন্ডার্ড ১	৬।	নুরুল আলম	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল	১৯৬
৯৪,০৫৫	৭।	ফেরদৌস খান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৭৭
	৮।	মঞ্জুরুল ইমাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,২৬৬
	৯।	মুসা হোসেন	জাতীয় পার্টি	১,৫৮১
	১০।	মোক্তার হোসেন	স্বতন্ত্র	৬৩৮
	১১।	শামছুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,৮৫৬
	১২।	শেখ আবুল কাশেম	স্বতন্ত্র	৭,৪৪৩
	১৩।	শেখ রাজ্জাক আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪১,৫৯০
	১৪।	সুশান্ত কুমার নন্দী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১২৫
				৯৩,৫১৯
১০১ খুলনা-৩	১।	আশরাফ হো[illegible]	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,৮৭২
	২।	এ,কে,এম,ইউসুফ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,১০০
	৩।	এস,এম,এ,রব	জাতীয় পার্টি	১৪,২৪৬
	৪।	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৫০২
বৈধ ৯৬,৪২৪	৫।	মৌলানা আলী হোসেন	ইসলামী ঐক্য জোট	২,৩৪৩
বাতিল ৬১৩	৬।	শাহজাহান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১০৫
৯৭,০৩৭	৭।	শেখ শাহজামাল	জাকের পার্টি	২৫৬
				৯৬,৪২৪
১০২ খুলনা-৪	১।	আঃ খালেদ মোঃ জিয়া উদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,০৭১
	২।	এস,এম,আবুল হোসেন	জাকের পার্টি	২৯৮
বৈধ ১,১৯,৬৮৯	৩।	এস,এম,আমজাদ হোসেন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(আয়েনউদ্দিন)	১,৬৫৯
বাতিল ১,৮৮৫	৪।	কাজী আমিনুল হক	জাতীয় পার্টি	২১,৮১৬
১,২১,৫৭৪	৫।	মোক্তার হোসেন	স্বতন্ত্র	৩২২
	৬।	মোস্তফা রশিদী (সুজা)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১,৬৯৩
	৭।	মোঃ মইনুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬১৮
	৮।	শেখ আঃ সালাম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	১১৮

১		২		৩	৪
১০২ খুলনা-৪		৯।	সহিদুল ইস:	স্বতন্ত্র	১,৪১৬
		১০।	সাইদুর রহমান শে:	বাংলাদেশের ইউনাইটে কমিউনিষ্ট লীগ	৪,৩৬২
		১১।	সাখাওয়াত হোসেন	ইসলামী ঐক্য জোট	১০,৩১৬
					১,১৯,৬৮৯
১০৩ খুলনা-৫		১।	অধ্যাপক মাজেদুল ইস:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৩,২৩৯
		২।	আ: হামাদ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	২১৫
		৩।	নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	১,৭৬৬
		৪।	মিয়া গোলাম পরোয়ার	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৬,২১১
বৈধ	১,৪৫,৯০৫	৫।	মো: মনিরুজ্জামান	জাকের পার্টি	৩১৬
বাতিল	১,১৬৫	৬।	লে: ক: (অব:) এইচ,এম,এ, গফফার (বি,ইউ)	জাতীয় পার্টি	২০,৮২১
	১,৪৭,০৭০	৭।	শেখ হামিদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১২৬
		৮।	সালাহ উদ্দিন ইউসুফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৩,২১১
					১,৪৫,৯০৫
১০৪ খুলনা-৬		১।	এম,এ,সাত্তার	জাকের পার্টি	২৬৮
		২।	কিছুমাতুল কাগজী	জাতীয় পার্টি	১৯,৮৫৬
		৩।	বিলব কান্তি মণ্ডল	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	২৫৭
বৈধ	১,৪৪,০৮৪	৪।	মইন উদ্দিন সরদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬,৬০২
বাতিল	১, ২২৯	৫।	মো: মা,আকবর হো: গাজী	স্বতন্ত্র	১,০৬৩
	১,৪৫,৩১৩	৬।	শাহ্ মু: রুহুল কুদ্দুস	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫৮,৩৬৯
		৭।	শেখ মো: নুরুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৭,৬৬৯
					১,৪৪,০৮৪

১		২	৩	৪
১০৫ সাতক্ষীরা-১	১।	আনছার আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭২,৬৯২
	২।	আবদুস সালাম মোড়ল	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৬৪
	৩।	এ,বি,এম,আলতাফ হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,৩৭৯
বৈধ ১,৮৪,২৫০	৪।	পরিমল	স্বতন্ত্র	৭৭৯
বাতিল ১,৭৩৪	৫।	ফজলুল করিম	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতি দল	৬২৬
১,৮৫,৯৮৪	৬।	মো: আবদুর রউফ	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৯৩৫
	৭।	মো:মফিজ ল ইসলাম	ফ্রীডম পার্টি	১৭৮
	৮।	শেখ মনিরুজ্জামান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৯৫৬
	৯।	শেখ মাতলুব হোসেন	জাতীয় পার্টি	৫,০৮৮
	১০।	সৈয়দ কামাল বখ্‌ত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৭,০৫৩
				১,৮৪,২৫০
১০৬ সাতক্ষীরা-২	১।	এ,এফ,এম,এনুজ আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৭৬৭
	২।	এ,কে,এম,আবদুর রহিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১১৪
	৩।	এম,আলাউদ্দিন মোল্যা	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৬৯
বৈধ ১,১৭,৯৫১	৪।	কাজী রিয়াজ উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪৭১
বাতিল ১,২৫৭	৫।	কাজী শামসুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৫,৫৪৬
১,১৯,২০৮	৬।	ফরিদা রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৭,৮৮৩
	৭।	মো: হাবিবুর রহমান	জাতীয় পার্টি	২৩,০০১
				১,১৭,৯৫১
১০৭ সাতক্ষীরা -৩	১।	আশফাকুজ্জামান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৬২
	২।	এ,এম,রিয়াছাত আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩১,৬৩১
	৩।	এম,আ: হালিম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,৫৩২
	৪।	এস,এম,রুহুল আমীন	স্বতন্ত্র	২৩২
	৫।	ছালাহ উদ্দীন	জাতীয় পার্টি	২২,০৯৫
বৈধ ৯৫,৫৭০	৬।	মো: আবুল খায়ের	স্বতন্ত্র	৬,৫২৪
বাতিল ১,৩৫২	৭।	মো: রফিকুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৬৯০
৯৬,৯২২	৮।	মো: হাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৬৮০
	৯।	রউফ উদ্দীন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩০৮
	১০।	রেজাউল করিম	জাকের পার্টি	১,৫৭০
	১১।	স,ম,সাইদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৪৬
				৯৫,৫৭০

১		২	৩	৪
১০৮ সাতক্ষীরা-৪	১।	আলহাজ এম,মনসুর আলী	জাতীয় পার্টি	১৭,৩৩২
	২।	আলহাজ মহিউদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৯৯
	৩।	জি,এম,আঃ গফফার গাজী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪১,৫৫২
বৈধ ১,৩০,০৮৩	৪।	মুনসুর আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,২২৫
বাতিল ১,৬৮৮	৫।	মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,৬৭০
১,৩১,৭৭১	৬।	স্বপন কুমার নন্দী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১০৫
				১,৩০,০৮৩
১০৯ সাতক্ষীরা-৫	১।	অধ্যাঃ নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩,৮৯৬
বৈধ ৯৪,৬১৫	২।	আবুল কালাম আজাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৬৩
বাতিল ১,১০৯	৩।	গাজী আঃ হামিদ	জাতীয় পার্টি	৭,৪৭৭
৯৫,৭২৪	৪।	নজরুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৫,৭৭৬
	৫।	ফজলুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,৩০৩
				৯৪,৬১৫
১১০ বরগুনা-১	১।	অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হিরু	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ -রব)	৩,৬৬১
	২।	এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,৭২২
	৩।	এ নাছের আজম খান (রুমি)	স্বতন্ত্র	১,১৬৯
	৪।	কবির আহসান (বাশার)	স্বতন্ত্র	২,৬৬৩
	৫।	জাফরুল হাসান (ফরহাদ)	জাতীয় পার্টি	১,৭৪৬
	৬।	ডাঃ এ,কে,এ,আজিজ	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৯১
	৭।	মজিবর রহমান	জাকের পার্টি	১,৮১৭
বৈধ ১,১০,৭০৫	৮।	মাওঃ আঃ রশিদ পীর সাহেব	ইসলামী ঐক্য জোট	২৯,৫০৭
বাতিল ৯৩২	৯।	মাওঃ জালাল আহম্মদ	স্বতন্ত্র	১,৩২০
১,১১,৬৩৭	১০।	মোঃ নাজমুল আহসান	ফ্রীডম পার্টি	১২৯
	১১।	মোঃ নুরুল আলম (তারু)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩৪০
	১২।	মোঃ ফজলুল হক ছগির	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৩,৫৪০
				১,১০,৭০৫
১১১ বরগুনা-২	১।	আঃ কাদের মোল্লা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,২১৬
	২।	এ,কে,এম,আক্তারুজ্জামান আলমগীর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,৮৭০
	৩।	এ,টি,এম, হান্নান	জাকের পার্টি	৫১৭
	৪।	খন্দকার মাহবুব হোসেন	স্বতন্ত্র	৪,৭৫০
	৫।	গোলাম কবির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৩,৭৬৪

১		২	৩	৪
১১১ বরগুনা-২	৬।	গোলাম সরোয়ার	স্বতন্ত্র	১১,০০১
	৭।	জি,এম,ছরোয়ার	জাতীয় পার্টি	১৫২
	৮।	নুরুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৬৩
বৈধ ৬৯,০৩৭	৯।	নুরুল ইসলাম মনি	স্বতন্ত্র	১৯,৬১৬
বাতিল ৬০৪	১০।	মো: গোলাম সরোয়ার(কামাল)	স্বতন্ত্র	৫,৪৩৪
	১১।	মো: সোবহান খা	ফ্রীডম পার্টি	৮৯
৬৯,৬৪১	১২।	শামসুদ্দিন আজাদ	স্বতন্ত্র	৪২২
	১৩।	সৈয়দ রাহমাতুর রব ইরতিজা আহসান	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৯,০৪৩
				৬৯,০৩৭
১১২ বরগুনা-৩	১।	অধ্যক্ষ শামসুল আলম তাং	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৩২১
	২।	এ,কে,নাজমুল আহসান	জাকের পার্টি	৯৪৪
	৩।	গাজী মো: আনোয়ার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮,৪৩৫
বৈধ ৬৬,১০৪	৪।	তোফাজ্জল মো:	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১,২৬৫
বাতিল ৮৬৬	৫।	মোশারফ বি.	ইসলামী ঐক্য জোট	১১,৩০৪
৬৬,৯৭০	৬।	মো: মজিবুর রহমান তালুকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৫৭৫
	৭।	মো: মতিয়ার রহমান তালুকদার	জাতীয় পার্টি	১১,৫৪৩
	৮।	হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ জনতা দল	২,৫৩৩
	৯।	হারুন-অর-রশিদ খান	স্বতন্ত্র	১৫৪
				৬৬,১০৪
১১৩ পটুয়াখালী -১	১।	আবদুল আজিজ মল্লিক	স্বতন্ত্র	৭৭৫
	২।	আ: বারী	জাকের পার্টি	৮০৫
বৈধ ১,১১,৫৫৩	৩।	এ,কে,এম,আশিকুর রহমান	বাংলাদেশ জনতা দল	২,৭৫৬
বাতিল ১,২৩২	৪।	এম,কেরামত আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫১,২৭৮
টেন্ডার্ড ৩	৫।	এস,কে,আ: জব্বার আজাদী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৩৮৩
১,১২,৭৮৮	৬।	মাওলানা আ: ফ,মো: শাহজাহান এ্যাডভোকেট	ইসলামী ঐক্য জোট	৩,০৭০
	৭।	মি: আ: রাজ্জাক চৌধুরী	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	২,৩২৪
	৮।	মো: সেলিম তালুকদার	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	১৩১
	৯।	সরদার আ: রশিদ এ্যাড:	জাতীয় পার্টি	২,৪৬৮
	১০।	সাজাহান মিয়া এ্যাড:	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,০০৬
	১১।	হাবিবুর রহমান শওকত	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫৫৭
				১,১১,৫৫৩

১	২		৩	৪
১১৪ পটুয়াখালী-২	১।	আবু জাফর খান	স্বতন্ত্র	২০,২২১
	২।	আলহাজ মো: আ: গনি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৭৯৯
	৩।	আ,স,ম,ফিরোজ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,২০২
	৪।	কুদ্দুসুর রহমান	বাংলাদেশ জনতা দল	২,০১২
	৫।	নুর ইসলাম মিয়া	ফ্রীডম পার্টি	২১৮
বৈধ ৮৮,৫১৬	৬।	মাও: আক্তার ফারুক	ইসলামী ঐক্য জোট	৭,৭১৩
বাতিল ১,২১৭	৭।	মিয়া মো: লুৎফর রহমান আনছারী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১২৭
টেন্ডার্ড ২	৮।	মো: রুহুল আমিন ইঞ্জিনিয়ার	জাতীয় পার্টি	১,৭৪৩
৮৯,৭৩৫	৯।	সৈয়দ আশরাফ হোসেন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৭,৪৩১
	১০।	সৈয়দ আহমদ মিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭,০৫০
				৮৮,৫১৬
১১৫ পটুয়াখলী-৩	১।	আ,খ,ম, জাহাংগীর হোসাইন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫১,৭৫৪
	২।	আ: বাতেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৯,২৪৩
	৩।	আ: মালেক	জাকের পার্টি	২৭১
বৈধ ৯৪,৯৮৩	৪।	এ,বি,ছিদ্দিকুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩০৬
বাতিল ১,৩০৩	৫।	মাও: আশরাফ আলী খাঁন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,৯৫০
৯৬,২৮৬	৬।	মাও: শাহজাহান প্যাদা	ইসলামী ঐক্য জোট	৯৪৭
	৭।	রফিকুল ইসলাম	ফ্রীডম পার্টি	৯৬
	৮।	শাহজাহান খান	জাতীয় পার্টি	১২,৪১৬
				৯৪,৯৮৩
১১৬ পটুয়াখালী-৪	১।	আনোয়ারুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,৭০৭
	২।	আ: রব মিয়া	জাকের পার্টি	৬৬৬
	৩।	আ: রাজ্জাক খান	জাতীয় পার্টি	৮,৩৩১
	৪।	জাহাংগীর হো: আকন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২১,৮৩৭
বৈধ ৭৭,৩৯৮	৫।	মাওলানা আ: মতিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১১৯
বাতিল ৮০১	৬।	মাওলানা এ,কে,এম,নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	২৪১
৭৮,১৯৯	৭।	মুফতী সালাহ্উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৭৪
	৮।	মোহাম্মদ শামীম মিয়া	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৯৫
	৯।	সিহাব পারভেজ বিশ্বাস	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১২০
	১০।	সৈয়দ মো: আবুল হাসেম	স্বতন্ত্র	৩৭১
	১১।	হাজী এরশাদ উল্লাহ	ইসলামী ঐক্য জোট	১২,১১৮
	১২।	হাজী মোয়াজ্জেম হোসেন	ফ্রীডম পার্টি	৪১৯
				৭৭,৩৯৮

১		২	৩	৪
১১৭ ভোলা-১	১।	আবদুল ওহাব মিয়া	জাকের পার্টি	৩৩২
	২।	আবদুল জব্বার হাওলাদার	স্বতন্ত্র	১৪১
	৩।	আ,ফ,ম,আবদুল হামিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৩৮২
বৈধ ৯৮,০০৩	৪।	কৃষক মোঃ ছাদেক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২১৩
বাতিল ১,৭৩৮	৫।	তোফায়েল আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬,৪৬৫
৯৯,৭৪১	৬।	মনছুর হেলাল	স্বতন্ত্র	১৩২
	৭।	মাহমুদুল হক কামাল	স্বতন্ত্র	২১৬
	৮।	মোশারেফ হোসেন শাহজাহান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৪,৯২২
	৯।	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	স্বতন্ত্র	২৭৭
	১০।	মোহাম্মদ শাহজাহান এডভোকেট -২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৭৯
	১১।	মোঃ নাজিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	৩১,৬৪৪
	১২।	মোঃ শাহজাহান এডভোকেট-১	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১০০
				৯৮,০০৩
১১৮ ভোলা-২	১।	ইউসুপ ম্যানেজার	ফ্রীডম পার্টি	২৩৬
	২।	তোফায়েল আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৬২৬
	৩।	মহব্বত জান চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১০৭
	৪।	মাহাবুব মিয়া	জাকের পার্টি	২০৮
বৈধ ৭৯,৮০৭	৫।	মোঃ ছিদ্দিক মিয়া	স্বতন্ত্র	১,৪২৭
বাতিল ১,০৬৪	৬।	মোঃ নাজিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	২৩,৪৪৫
টেন্ডার্ড ১	৭।	মোঃ শহিদুল হক চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮,৬৭০
৮০,৮৭২	৮।	শেখ ফরিদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩৬৬
	৯।	সেলিম	স্বতন্ত্র	১৭৬
	১০।	সৈয়দ জামাল উদ্দিন জাফরী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৫৪৬
				৭৯,৮০৭

১		২		৩	৪
১১৯ ভোলা-৩	১।	অধ্যক্ষ এ,কে,এম,নজরুল ইসলাম		স্বতন্ত্র	১৫,০৭১
	২।	এম,এ,কাশেম		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬,৫১৫
	৩।	নুরুল ইসলাম		বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২৯০
বৈধ ৮২,১৬৩	৪।	মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ		স্বতন্ত্র	৩৬,৯২৫
বাতিল ১,৫৮৪	৫।	[illegible]		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১,৯৬১
৮৩,৭৪৭	৭।	মো: রফিকুল ইসলাম		জাকের পার্টি	[illegible]
	৮।	মো: সফি উল্লাহ্		স্বতন্ত্র	৪০৬
					৮২,১৬৩
১২০ ভোলা-৪	১।	অধ্যক্ষ এম,এম,নজরুল ইসলাম,এম,এ,		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,৭১৯
	২।	আ: মালেক		বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৩০
বৈধ ৭১,৮৭৭	৩।	ইয়াকুব আলী চৌধুরী		জাকের পার্টি	৬১৭
বাতিল ১,০৬৮	৪।	কে,এ,এফ,আমিনুল একরাম		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,১১০
৭২,৯৪৫	৫।	মাওঃ আনছার উদ্দিন		বাংলাদেশ জন পরিষদ	২৬২
	৬।	মোহাম্মদ অলিউল্লাহ মিয়া		ইসলামী ঐক্য জোট	১১৪
	৭।	মো: নাজিউর রহমান		জাতীয় পার্টি	২১,৩৩৮
	৮।	মো: শাহজাহান ,এম,এ,		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,০৮৭
					৭১,৮৭৭
১২১ বাকেরগঞ্জ-১	১।	আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,৬৯৭
	২।	এ,কে,এম,ফরহাদ হোসেন		জাকের পার্টি	১,৫১০
	৩।	এস,কে,জামান		স্বতন্ত্র	৫৯৭
বৈধ ১১৭,০২১	৪।	কাজী গোলাম মাহবুব		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,৮৫৫
বাতিল ১,৪২৩	৫।	ছরোয়ার আলম		জাতীয় পার্টি	১,১৫৪
টেন্ডার্ড ১	৬।	মাওঃ খলিলুর রহমান		বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৬৫
১ ১৮ ৪৪৬	৭।	মো: জহির উদ্দিন স্বপন		বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	৬১৩
	৮।	সরদার আবদুস সালাম		জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৪৩০
					১,১৭,০২১

১	২		৩	৪
১২২ বাকেরগঞ্জ-২	১।	এম,এ,রহমান মল্লিক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,৪৬৫
	২।	খায়রুল আলম হাং	স্বতন্ত্র	১,৪৯৯
বৈধ ১,০৯,৯৮১	৩।	গোলাম কিবরিয়া	জাতীয় পার্টি	১৯,৮৭৬
বাতিল ১,১০৭	৪।	ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৪০৮
১,১১,০৮৮	৫।	বজলুর রশিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৫৭৭
	৬।	মজিবুর রহমান কবিরাজ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৪৮
	৭।	রাশেদ খান মেনন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৬,৩১১
	৮।	হরনাথ বাইন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৬৯৭
				১,০৯,৯৮১
১২৩ বাকেরগঞ্জ-৩	১।	অধ্যাপক আবদুল বারী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮,৯৫২
	২।	অহিদ খান (কে,বি,না[illegible]াহ)	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	২৩২
	৩।	গুলজার আলাউদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৪১
	৪।	ডাঃ মুশতাক হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২,৫৫৭
বৈধ ৮০,৪৮৭	৫।	নাজমুল আহসান (মিজান)	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	২১১
বাতিল ৮৯৫	৬।	বেগম হাসিনা নজরুল	জাতীয় পার্টি	৩৪৮
৮১,৩৮২	৭।	মোশাররফ হোসেন মংগু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৩,৭৭৭
	৮।	মোঃ আবদুল কাদের ফারুকী (ফারুক)	স্বতন্ত্র	২,৭৫৬
	৯।	মোঃ তো[illegible] হক চৌধুরী (খোকা চৌ[illegible])	স্বতন্ত্র	১৫,৪৭৭
	১০।	সুলতান আহমেদ	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৪৫২
	১১।	সৈঃ নরুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৪,৩৪৬
	১২।	হোসেন আলী	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১৩৮
				৮০,৪৮৭
১২৪ বাকেরগঞ্জ-৪	১।	অধ্যাপক মাঃ মাহমুদ হোসাইন আলমামুন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৬,৯৪৩
বৈধ ৭৩,১০৪	২।	আবদুর রহমান খান	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৬৪৪
বাতিল ৮২৯	৩।	আবদুল জলিল	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১৬৯
টেন্ডার্ড ১	৪।	আঃ রাজ্জাক ঢালী	জাকের পার্টি	৭৯৫
	৫।	এ,এস,এম,শহীদুল ইসলাম	বাংলাদেশ জনতা দল	৮৩৬
	৬।	খন্দকার মাজহারুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১১,৫৭৬
	৭।	মহিউদ্দিন আহাম্মদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২২,০৯৩
	৮।	মোস্তফা হামিদ চৌধুরী	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	১,২৭০
	৯।	মোঃ মইদুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৯,৯৯৫
	১০।	মোঃ শাহজাহান খান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ(বাকশাল)	৮,৭৮৩
				৭৩,১০৪

১		২	৩	৪
১২৫ বাকেরগঞ্জ -৫	১।	আবদুর রহমান বিশ্বাস	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫২,০৯৫
	২।	আলহাজ্ এম,মতিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	২২,৮৬৪
	৩।	আলাউদ্দিন মিয়া	জাকের পার্টি	১,৫৪৪
	৪।	এফ,এ,ফয়ছাল	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৮৭
	৫।	কাজী আবদুল নঈম (কমল)	ফ্রীডম পার্টি	১১৮
বৈধ ১,১৯,১৯৪	৬।	খন্দকার এম,এ,কাসেম	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৩৫
বাতিল ১,৭১৯	৭।	তোফায়েল আহমদ	স্বতন্ত্র	১৬৫
টেন্ডার্ড ১	৮।	মাওঃ আবুল হাসানাত মোঃ নুরুল্লাহ্	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৭০৪
১২০,৯১৪	৯।	মাহবুব উদ্দিন আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,৭০৫
	১০।	মোহাম্মদ এনায়েত পীর খান	স্বতন্ত্র	৩৩৬
	১১।	মোঃ ওবায়দুল ইসলাম	বাংশলাদেশ জনতা দল	১,৩৮৩
	১২।	রাশেদ খান মেনন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৭১২
	১৩।	সামসুল আলম	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৩৮
	১৪।	সিকদার মোঃ নিজাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩১
	১৫।	সৈঃ মাঃ রশিদ আহম্মদ ফেরদাউছ	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,১৭৭
				১,১৯,১৯৪
১২৬ বাকেরগঞ্জ-৬	১।	আবুল হোসেন খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,২১৮
	২।	আঃ মতিন মিয়া	ইসলামী ঐক্য জোট	৬,৮৯৮
	৩।	এ,বি,এম,রুহুল আমীন হাওলাদার	জাতীয় পার্টি	১৯,৪৮৬
	৪।	মহিউদ্দিন আহমম দ	স্বতন্ত্র	৬২৫
	৫।	মুজিবুর রহমান তালুকদার (ফিনু মিয়া এ্যাডভোকেট)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (মোজাফফর)	২৭,১৮৯
বৈধ ১,০৩,৮৩৮	৬।	মোহাম্মদ ইউনুস খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪২,৩৬১
বাতিল ১,৩৪৬	৭।	মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী	স্বতন্ত্র	২,৮৭৯
১,০৫,১৮৪	৮।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,২১৫
	৯।	মোঃ আলহাজ সামছুল হক	জাকের পার্টি	৫৯২
	১০।	শহীদুল ইসলাম খান(শহীদ খান)	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৭৫
				১,০৩,৮৩৮
১২৭ ঝালকাঠি -১	১।	আঃ কুদ্দুস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৬,৩৫৭
	২।	আঃ ছোবহান	জাকের পার্টি	২৪১
	৩।	এম,এ,হান্নান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২১৯
	৪।	গোলাম কবির তাং	স্বতন্ত্র	৬৫
	৫।	নুরুল ইসলাম সিকদার	স্বতন্ত্র	১২,০০৮
	৬।	মাওঃ মোজাম্মেল হোঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৮৬০
	৭।	মোফাজ্জেল হোসেন	স্বতন্ত্র	১৬৮

১		২	৩	৪
১২৭ ঝালকাঠি-১	৮।	মোঃ আলি হোসেন	ইসলামী ঐক্য জোট	৩,০৭৭
	৯।	মোঃ শাজাহান ওমর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৩,৫০০
বৈধ ৬৯,৩১৬	১০।	সোহরাব হোসেন	ফ্রীডম পার্টি	১২৩
বাতিল ৭২৭	১১।	হায়দার মিয়া	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৬৯৮
৭০,০৪৩				৬৯,৩১৬
১২৮ ঝালকাঠি-২	১।	আব্বাস হোঃ সরঃ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৪০৫
	২।	আমীর হোঃ (আমু মিয়া)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৮০৮
	৩।	আলতাফ হোসেন মোল্লা	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮৬০
	৪।	আঃ আজিজ	সতন্ত্র	৬৩০
বৈধ ১,১৯,৮৮২	৫।	এ,এস,এম,ইছা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৬৮
বাতিল ১,৩২	৬।	কারী মুহম্মদ শাজাহান	স্বতন্ত্র	২৯১
১,২১,২০৬	৭।	গাজী আজিজ ফেরদৌস	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৩,৬৭৩
	৮।	জুলফিকার আলী ভূট্টো	জাতীয় পার্টি	৩২,৬৩৯
	৯।	ডাঃ আবুবকর সিদ্দীক	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৫৯৯
	১০।	ডাঃ লুৎফর রহমান	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১১৬
	১১।	ফারুক আহাম্মেদ	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৮৯৭
	১২।	মাওঃ ছৈয়দ মোঃ মোসাদ্দেক মিল্লাহ	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৭১৫
	১৩।	মোস্তাফিজুর রহমান	জাকের পার্টি	৪৭৪
	১৪।	হায়দার হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৫০৭
				১,১৯,৮৮২
১২৯ পিরোজপুর-১	১।	অমর কৃষ্ণত	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	৫৪
	২।	আলী হায়দার খান	গণতন্ত্রী পার্টি	৪৭৪
	৩।	আঃ জব্বার	ইসলামী ঐক্য ফ্রন্ট	৩,২১৫
	৪।	এ,এইচ,নাসির আলী	স্বতন্ত্র	২৫৬

১	২	৩	৪
১২৯ পিরোজপুর-১	৫। গাজী নুরুজ্জামান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,৫৩৮
	৬। তোফাজ্জেল হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২০,৩৫০
	৭। রেজাউল করিম	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৯৩
বৈধ ১,২১,৭০২	৮। লিয়াকত আলী শেখ	স্বতন্ত্র	১৬৮
বাতিল ২,২২২	৯। শহিদুল কালাম	জাকের পার্টি	৩৬৯
টেন্ডার্ড ১	১০। সায়দুল হায়দার	জাতীয় পার্টি	২,৬৮০
১,২৩,৯২৫	১১। সুধাংশু শেখর হালদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,৪০৫
			১,২১,৭০২
১৩০ পিরোজপুর-২	১। অমলেন্দু বেপারী	গণতন্ত্রী পার্টি	২০২
	২। আনোয়ার হোসেন	জাতীয় পার্টি	৩৬,৬৫১
	৩। আবুল বাসার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,৬৫৯
	৪। আঃ মতিন	ইসলামী ঐক্য জোট	১,১৪৮
	৫। (এড) আঃ হাকিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৫,৫৬০
	৬। এস,এম,মজিবুর রহমান	ফ্রীডম পার্টি	৫৮
বৈধ ৬৫,৪৬৯	৭। খান এনায়েত করিম	স্বতন্ত্র	৪৫
বাতিল ৭২২	৮। নিমাই কৃষ্ণ মন্ডল	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৪৪৯
টেন্ডার্ড ৩	৯। ফিরোজ	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২৯১
৬৬,১৯৪	১০। বজলুল হক হারুন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬,১৪০
	১১। মাহাবুবুর রহমান	জাকের পার্টি	২৬৬
			৬৫,৪৬৯
১৩১ পিরোজপুর-৩	১। আবুল বাসার	বাংলাদেশ জনতা দল	১,০১৪
	২। আঃ ছালাম	স্বতন্ত্র	১৩০
বৈধ ৭৩,৯১৭	৩। এ্যাডভোকেট মোঃ আফজাল হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬৮
বাতিল ৮৬৯	৪। কৃষিবিদ এম,এ,সামাদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,২১৪
৭৪,৭৮৬	৫। নুর মোহাম্মদ আকন	স্বতন্ত্র	১০,৯৫৮
	৬। মহিউদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৬,৮১৩

১		২	৩	৪
১৩১ পিরোজপুর-৬	৭।	মোঃ আনোয়ার হোসেন ফরাজী	জাকের পার্টি	৮৭৬
	৮।	হাঃ এম,এ,জব্বার ইঞ্জিনিয়ার	জাতীয় পার্টি	২৪,৮৪৪
				৭৩,৯১৭
১৩২ বাকেরগঞ্জ - সহিত পিরোজপুর				
	১।	আমীর হোঃ (আমু মিয়া)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯,৮৭৫
	২।	এম,এ,খালেক	জাকের পার্টি	৯৯৭
	৩।	দেলোয়ার	স্বতন্ত্র	১২৮
বৈধ ১,১৮,৮২৮	৪।	নুর মোহাম্মদ মিয়া	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,১৭৪
বাতিল ১,১৯৫	৫।	মন্টু লাল কন্ডু	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫৩
	৬।	মনিরুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৫,০৬৮
১,২০,০২৩	৭।	মোঃ রফিক হায়দার	স্বতন্ত্র	৬১
	৮।	শামছুল আরেফিন	স্বতন্ত্র	৩০৮
	৯।	সৈয়দ শহিদুল হক জামাল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৪,৮৬৪
				১,১৮,৮২৮

জাতীয় সংসদ নির্বাচন,১৯৯১

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী

ঢাকা বিভাগ

মোট নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা : ৯০

নির্বাচনী এলাকা		প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	রাজনৈতিক দলের নাম / স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১		২	৩	৪
১৩৩ টাংগাইল-১	১।	আবুল হাসান চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,৪৫৪
	২।	আবু সাঈদ খান	জাতীয় পার্টি	৮৬৮
	৩।	মিসেস আসিকা আকবর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৫,৫০৭
বৈধ ৯৭,৪৪০	৪।	মোঃ আবদুস ছামাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান-সিরাজ)	১৪,৮১০
বাতিল ৮৬৭	৫।	মোঃ মুজিবুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৯৮৯
৯৮,৩০৭	৬।	শ্রী সরোজ বন্ধু দেব	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৮১২
				৯৭,৪৪০
১৩৪ টাংগাইল -২	১।	খঃ জাহাংগীর	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	৫৩০
	২।	মোহাম্মদ আলী	জাকের পার্টি	৫১২
বৈধ ১,৪৫,৯১২	৩।	মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭৫,৬০৩
বাতিল ১,৫৫৬	৪।	মোঃ আলহাজ হাতেম আলী তাং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৬,৫৮২
	৫।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৪৫২
১,৪৭,৪৬৮	৬।	মোঃ শামছুল হক তালুকদার	জাতীয় পার্টি	১২,০১৬
	৭।	শ্যাম শংকর দত্ত	স্বতন্ত্র	২১৭
				১,৪৫,৯১২

১		২	৩	৪
১৩৫ টাংগাইল-৩	১।	মো: আবুল কাশেম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	২৭১
	২।	মো: মাহবুবুল বারি চাঁদ মিয়া	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২৯১
বৈধ ১,১৯,৭৬৯	৩।	মো: লুৎফর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭১,১৫৭
বাতিল ১,৬৬৪	৪।	শামসুর রহমান খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,১৪১
১,২১,৪৩৩	৫।	শ্রী কার্তিক চন্দ্র দত্ত	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৫১৯
	৬।	সাইদুর রহমান খান মোহন	জাতীয় পার্টি	৩৯০
				১,১৯,৭৬৯
১৩৬ টাংগাইল-৪	১।	আবদুল লতিফ সিদ্দিকী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫০,৯৬৭
	২।	আলীম উদ্দিন তাং	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৭৯৫
বৈধ ১,৩৩,৩৫৫	৩।	মো: আ: আজিজ	জাকের পার্টি	১,২৩৭
বাতিল ১,৫১৩	৪।	মো: আ: হামিদ প্রামানিক	জাতীয় পার্টি	২০,১৩৬
১,৩৪,৯৮৬	৫।	মো: ওয়ারেসুল হাসান সিদ্দিকী	জনতা মুক্তি পার্টি	৯২২
	৬।	মো: জোয়াহের আলী	ফ্রীডম পার্টি	৪৩৯
	৭।	মো: তোফাজ্জল হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	১৮০
	৮।	মো: নুরুল আলম তাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬,৬৪৫
	৯।	শাজাহান সিরাজ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৫১,৪২৯
	১০।	হাজেরা সুলতানা	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬০৫
				১,৩৩,৩৫৫
১৩৭ টাংগাইল-৫	১।	আবদুল মান্নান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭১,৪৫৫
	২।	এ,কে,এম,আসরারুল হক	জাকের পার্টি	৩৬৮
বৈধ ১,৯২,৮৫১	৩।	এডভোকেট জেয়াদ আল মামুন	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৩০০
বাতিল ১,৮৩৭	৪।	বি: বাবুল চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০,১৬৮
টেন্ডার্ড ২	৫।	মেজর জেনারেল (অব:) মাহমুদুল হাসান	জাতীয় পার্টি	৭৪,১৪৪
১,৯৪,৬৯০	৬।	মো: নওশের আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৫৩০
	৭।	মো: নজরুল ইসলাম খান	ফ্রীডম পার্টি	৪৬৩
	৮।	মো: মতিয়ার রহমান মতি	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৮,৯২০
	৯।	মো: মোসলেম উদ্দিন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১,০১১
	১০।	মো: সৈয়দ আ: আল ওয়াছেক	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৩৯৮
	১১।	মো: হযরত আলী সিকদার	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৭০৪
	১২।	মো: ওয়াজিদ আলী খান পন্নী	স্বতন্ত্র	১,৪৭০
				১,৯২,৮৫১

১		২	৩	৪
১৩৮ টাংগাইল -৬	১।	আবদুল মান্নান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭,৯৩৬
	২।	আমিনুর রহমান	জাকের পার্টি	১,৯৫১
বৈধ ৮৪,৫৮২	৩।	খন্দকার আবদুল বাতেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১১,৬৯৪
বাতিল ১,০৪৬	৪।	খঃ আবু তাহের	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩২,৮৪৫
৮৫,৬২৮	৫।	খঃ এনামুল করিম শহীদ	স্বতন্ত্র	১৪,০৭৯
	৬।	মীর এ,শাহজাহান	স্বতন্ত্র	১০৪
	৭।	মোঃ ওয়াদুদুর রহমান খান	জাতীয় পার্টি	৭০৩
	৮।	মোঃ দাউদুল ইসলাম	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১,২২৭
	৯।	মোঃ ফয়জুল ওয়ারা	স্বতন্ত্র	২,২৩৪
	১০।	মোঃ আলী আকবর	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৮০৯
				৮৪,৫৮২
১৩৯ টাংগাইল-●	১।	খঃ নুরুর রহমান সেলিম	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৩৯৭
	২।	খঃ বদর উদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬২,৮৮২
বৈধ ১,১৮,৫০২	৩।	মহিদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	১,৭৭৩
বাতিল ১,১৪৭	৪।	মোঃ নুরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৪৩৬
টেন্ডার্ড ৩	৫।	মোঃ ফজলুর রহমান ফারুক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১,৩৯২
১,১৯,৬৫২	৬।	মোঃ মোঃ মজিবর রহমান	ইসলামী ঐক্য জোট	৯৮৯
	৭।	শাহ মোস্তানজিদুল হক	জাতীয় পার্টি	১০,৬৩৩
				১,১৮,৫০২
১৪০ টাংগাইল-৮	১।	আঃ ছামাদ খান	জাকের পার্টি	২৭১
	২।	খঃ রুহুল আমিন শেলী	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২৩৩
বৈধ ১,২৯,৬৬০	৩।	মোঃ আবদুল্লাহ মিয়া ,এম,এ,	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	৩২২
বাতিল ১,০৭৫	৪।	মোঃ আবুল হাসিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১,৫৬২
টেন্ডার্ড ০৪	৫।	মোঃ আশরাফ আলী	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৫৫৮
১,৩০,৭৩৯	৬।	মোঃ কাদের সিদ্দিকী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৯,০৮৯
	৭।	মোর্শেদ আলী খান পন্নী	জাতীয় পার্টি	৬,৩০৯
	৮।	হুমায়ুন খান পন্নী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬১,৩৯৬
				১,২৯,৬৬০

১		২	৩	৪
১৪১ জামালপুর-১	১।	অধ্যাপক সোলায়মান হক	জাকের পার্টি	১৬৮
	২।	আই,এ,এম,আবদুল আজিজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,৫৬৭
	৩।	আজিজুল হক	স্বতন্ত্র	৩৪০
বৈধ ৮৫,০৯৭	৪।	আ,ন,ম,শফিকুল আলম (দোলা)	স্বতন্ত্র	২৬৬
বাতিল ৭৩৮	৫।	আবুল কালাম আজাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৭২৬
টেন্ডার্ড ৩	৬।	আলমাস হোসেন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	১২৫
৮৫,৮৩৮	৭।	ওছমান গনি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮,৩৮৫
	৮।	জাহাংগীর আলম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৪৯
	৯।	জেড,এম,রায়হানুল হক	স্বতন্ত্র	১৭০
	১০।	হাফিবুর রহমান মিয়া	জাতীয় পার্টি	৭০১
				৮৫,০৯৭
১৪২ জামালপুর -২	১।	আশরাফ উদ-দৌলাহ্ পাহলোয়ান	জাতীয় পার্টি	১,৯৯৮
	২।	আঃ রেজ্জাক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২২৪
	৩।	খন্দকার গোলাম বাসেত	জাকের পার্টি	১৭৩
	৪।	ছামিউল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৪,৪৮৭
বৈধ ৮১,৫১৪	৫।	সুলতান মাহমুদ (বাবু)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০,৩৫৮
বাতিল ১,০১৬	৬।	সোলায়মান সরকার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৩৫৫
৮২,৫৩০	৭।	হাজী রাশেদ মোশারফ এম পি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৯১৯
				৮১,৫১৪
১৪৩ জামালপুর-৩	১।	আজিজল হক সরকার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬০
	২।	আবুল হাসানাত মঃ	স্বতন্ত্র	৯৬
	৩।	আবুল হোসাইন	স্বতন্ত্র	১৯,১২১
	৪।	আলহাজ্ব ডক্টর মুহাম্মদ মুশাররফ হুসেইন	স্বতন্ত্র	৫,৫৭৫
	৫।	এ,কে,এম,হাসান হাজারী	স্বতন্ত্র	৩৩৮
	৬।	কিসমত পাশা	জাকের পার্টি	১,৮৬৭
	৭।	জামাল উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৫৮৬
	৮।	নঈম জাহাংগীর	ঐক্য প্রক্রিয়া	২৫৬৭
	৯।	মির্জা গোলাম আজম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯,৯০৭
	১০।	মোঃ আবদুল কাদের	স্বতন্ত্র	২৭৫

১		২	৩	৪
১৪৩ জামালপুর-৩	১১।	মো: নূরুল হক জংগী	ফ্রীডম পার্টি	৪২৭
	১২।	মো: মোখলেসুর রহমান	স্বতন্ত্র	১২,০৮১
	১৩।	রুহুল আমিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৯৮৪
	১৪।	রেজাবুদ্দৌলা চৌ:	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯২৮
বৈধ ১,২২,৭১৪	১৫।	শফিকুল ইসলাম খোকা	জাতীয় পার্টি	৩,৮৯২
বাতিল ১,২৫৫	১৬।	শাহজাহান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২০১
১,২৩,৯৬৯	১৭।	শাহ্ মু: খায়রুল বাসার চিশতি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩১,০৩২
	১৮।	সামছুল হুদা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৭৭৭
				১,২২,৭১৪
১৪৪ জামালপুর -৪	১।	অধ্যাপক সামছুল ইসলাম মন্জু	জাতীয় পার্টি	৭৮৪
	২।	আলহাজ্ব মো: আনছার উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৪১২
বৈধ ৮২,৯৪১	৩।	এম,এল,ফারুক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৩০
বাতিল ৮৪৬	৪।	মতিউর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৬১১
৮৩,৭৮৭	৫।	মো: আবদুস সালাম তালুকদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,১৫২
	৬।	সুরুজ্জামান আকন্দ	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(বাসদ)	৬৫২
				৮২,৯৪১
১৪৫ জামালপুর-৫	১।	আলহাজ খ: আ: মতিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৮২৬
	২।	আশরাফ ফারুকী প্রিন্সিপাল	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	২,৬০৭
	৩।	আ: হাকিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৫৯
বৈধ ১,৪৫,২৬৪	৪।	এম,এ,কুদ্দুস	জাকের পার্টি	৫৫৭
বাতিল ১,৩৭০	৫।	কর্ণেল অব: মুজিবর রহমান	স্বতন্ত্র	২,৩৯৫
টেন্ডার্ড ৮	৬।	নাজিম উদ্দিন	জাতীয় পার্টি	১,৮৮০
১,৪৬,৬৪২	৭।	মেজর জে: অব: খলিলুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৫,৩২০
	৮।	মো: আ: আজিজ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৫৫৭
	৯।	রেজাউল করিম হিরো	স্বতন্ত্র	২৭১
	১০।	সিরাজুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭০,৩৯২
				১,৪৫,২৬৪

১		২	৩	৪
১৪৬শেরপুর-১	১।	কামারুজ্জামান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮,৭০৯
	২।	ডা: মো: সেকান্দর আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪৫৭
বৈধ ১,১৩,৯৪১	৩।	নিজাম উদ্দিন আহমদ	স্বতন্ত্র	১৫,৫৬২
বাতিল ১,০৯০	৪।	ফজলুল কাদের জুটু	জাকের পার্টি	২,৪০৯
টেন্ডার্ড ৩	৫।	মো: আ: [illegible] দুদুস	বাংলাদেশ মসুলিম লীগ (কাদের)	৩৯৩
১,১৫,০৩৪	৬।	মো: আ: সামাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,৫১৯
	৭।	মো: নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২১,২৯২
	৮।	মো: সাইফুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৪৯২
	৯।	শাহ মো: রফিকুল বারী চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৩১,১০৮
				১,১৩,৯৪১
১৪৭ শেরপুর-২	১।	অধ্যাপক আবদুস সালাম	স্বতন্ত্র	৩৪,৬৪৪
	২।	আকমল হোসেন	ফ্রীডম পার্টি	৮৩১
	৩।	মোছা: বেগম মতিয়া চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,৮৮৬
	৪।	মো: আক্তারুজ্জামান আক্তার	স্বতন্ত্র	৫৩৭
বৈধ ১,১৪,৫৬০	৫।	মো: জাহেদ আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দ[illegible] (বিএনপি)	৩০,৩০৯
বাতিল ৯২২	৬।	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৫৩
১,১৫,৪৮২				১,১৪,৫৬০
১৪৮ শেরপুর-৩	১।	অধ্যাপক আবুল হাশেম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৫২২
	২।	আব্দুল বারী	স্বতন্ত্র	৭,৩৭৩
	৩।	আ: ছাত্তার	ইসলামী ঐক্য জোট	৯,৪৫৬
	৪।	ডা: আব্দুল্লাহ আল-মামুন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আও[illegible] লীগ (বাকশাল)	৬১৩
বৈধ ১,০০,৭০৬	৫।	ডা: মো: সেরাজুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৪,৭৪৯
বাতি ৯৮৬	৬।	মো: আবদুল ওয়াহেদ	জাকের পার্টি	৬,২৮০
১,০১,৬৯২	৭।	মো: আ: হালিম এড:	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৬৮৮
	৮।	মো: লোকমান মিত্রা	স্বতন্ত্র	৪৪২
	৯।	শাহ মো: মোস্তাইন বিল্লাহ	জাতীয় পার্টি	৯,৫৮৩
				১,০০,৭০৬

১		২	৩	৪
১৪৯ ময়মনসিংহ-১	১।	আলহাজ বিচারপতি তাফাজ্জল হোসেন খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৭,১৭১
	২।	আঃ হামাদ	জাকের পার্টি	৬৮৯
বৈধ ৭৪,৩১৯	৩।	মিঃ প্রমোদ মানখিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,১৯১
বাতিল ৫০৪	৪।	মোঃ আলী আজগর	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৯,৮৭৮
৭৪,৮২৩	৫।	মোঃ এমদাদুল হক	জাতীয় পার্টি	১৯,৩৯০
				৭৪,৩১৯
১৫০ ময়মনসিংহ-২	১।	আবদুল জব্বার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৮৭
	২।	আবদুল মনসুর সরকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪,৩৭৩
	৩।	ইসমাইল হোসেন তালুকদার	বাংলাদেশ মসুসলিম লীগ (কাদের)	২,৪৮৯
	৪।	গোলাম মোস্তফা	স্বতন্ত্র	৬,২৩৯
বৈধ ৯২,৬৩৩	৫।	জুলমত আলী খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২১,০৯১
বাতিল ৬২০	৬।	মোঃ আনিছুজ্জামান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,০৭৪
৯৩,২৫৩	৭।	মোঃ আঃ বারী সরকার	জাকের পার্টি	২৬৬
	৮।	মোঃ শামছুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৫,৪৩২
	৯।	শাহ্ শহীদ সরোয়ার	জাতীয় পার্টি	১৯,১৩৯
	১০।	শেখ আলাল উদ্দিন	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	৩৪৩
				৯২,৬৩৩
১৫১ ময়মনসিংহ-৩	১।	আমির উদ্দিন	জাকের পার্টি	১,৫০৮
	২।	আঃ মান্নান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২,৯৯২
	৩।	নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,০৯২
বৈধ ৮৫,৮১৪	৪।	নুরুল আমীন খান পাঠান	জাতীয় পার্টি	২৪,২৩৯
বাতিল ৮৭৬	৫।	মোঃ নাজমুল হুদা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৮,১২৭
৮৬,৬৯০	৬।	মোঃ ফয়জুর রহমান ফকির	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫,৪২৫
	৭।	রহিম উদ্দিন	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯৫৬
	৮।	সৈয়দ গোলাম সারোয়ার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,০৬২
	৯।	হাসিব	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪১৩
				৮৫,৮১৪

১		২	৩	৪
১৫২ ময়মনসিংহ-৪	১।	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান (বীর প্রতীক)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৪৫৪
	২।	অনিল বন্ধু দাস	জাতীয় পার্টি	২৭,৪১২
	৩।	আ: আজিজ এডভো:	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৭৫৬
	৪।	এইচ,এম,আফজাল আলী	জাকের পার্টি	২২৬
	৫।	এ,কে,এম,ফজলুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৪,৮৪২
	৬।	জলিল	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৪,২৮৫
বৈধ ১,২৭,৩১৬	৭।	মিসেস রায়হানা খান	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল(জাগচাদ)	২৭১
বাতিল ৯৬৪	৮।	মো: আলহাজ মো: আ: হান্নান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৫,১০৮
১,২৮,২৮০	৯।	মো: আলী আশরাফ দুলাল	বাংলাদেশ জনতা দল	২,২৪১
	১০।	মো: আ: মোতালেব লাল	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	২৯১
	১১।	মো: আ: হাই মিঞা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩০১
	১২।	মো: রেজাউল হক	স্বতন্ত্র	১,১২৯
				১,২৭,৩১৬
১৫৩ ময়মনসিংহ-৫	১।	কেরামত আলী ভাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,১২৬
	২।	খন্দকার আ: মালেক	জনতা মুক্তি পার্টি	৯৫৪
বৈধ ৮১,০৩৮	৩।	মো: ইছাহা[illegible] সরকার	জাতীয় পার্টি	৬,৬২৮
বাতিল ৮২[illegible]	৪।	শামছুল হক এডভোকেট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬,৬৭৫
৮২,১৬৯	৫।	শ্রী পরেশ চন্দ্র সাহা	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩১৯
	৬।	সিরাজুল ইসলাম খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৪৯৪
	৭।	সুজাত হোসেন খান	জাকের পার্টি	১,১৪২
				৮১,৩৩৮
১৫৪ ময়মনসিংহ-৬	১।	এ,এন,এম,নজরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৮,৫৩০
	২।	এ,বি,এম,এ,বাকী	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৭১৩
	৩।	খ: আমিরুল ইসলাম (হীরা মিঞা)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৪,০২৩
	৪।	জসিম উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২১,৮৩০
	৫।	জহুরুল হক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৮৫
	৬।	মো: ছফির উদ্দিন	জাকের পার্টি	১৮৪
	৭।	মো: বজলুল করীম চৌধুরী	ন্যাশনাল ডেমোক্রিটিক পার্টি	২৫৪

১	২	৩	৪
১৫৪ ময়মনসিংহ-৬	৮। মো: মোছলেম উদ্দিন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫৫৩
	৯। মো: মোসলেম উদ্দিন এডভোকেট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,৬০৯
বৈধ ৮৩,৪৩২	১০। শাহ্ মো: সোহরাব আলী এডভোকেট	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গরীবে-নেওয়াজ)	৪০১
বাতিল ১,১৮১	১১। হাবিব উল্যাহ সরকার	জাতীয় পার্টি	২,৬৪০
৮৪,৬১৩			৮৩,৪৩২
১৫৫ ময়মনসিংহ-৭	১। আনোয়ার হোসেন খান	বাংলাদেশ জনতা দল	২,১৪২
	২। আ: হোসেন	জাকের পার্টি	৩৪৭
	৩। প্রফেসর ফজলুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,০৬০
বৈধ ৮৮,৮৬৯	৪। মো: আনিসুর রহমান	জাতীয় পার্টি	১২,৭২৭
বাতিল ৯৯৭	৫। মো: আ : খালেক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৮,৩৪৯
৮৯,৮৬৬	৬। মো: নুরুল আমীন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,৬৩১
	৭। মো: ফজলুল হক	জনশক্তি পার্টি	১১৫
	৮। মো: রজব আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৮০
	৯। মো: আ: ছালাম তরফদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৮৩৮
	১০। শওকত আলী এডভো:	ফ্রীডম পার্টি	১৮০
			৮৮,৮৬৯
১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	১। আনোয়ারুল কাদির	স্বতন্ত্র	১৪৩
	২। এ,এইচ,এম,খালেকুজ্জামান	গণতন্ত্রী পার্টি	১৩,৩৪০
	৩। খুররম খান চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	১৮,২০৯
	৪। গোলাম নবী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৫,০৯৫
	৫। জয়নুল আবেদীন	স্বতন্ত্র	২৬৭
বৈধ ৭৩,৭৮৪	৬। মুহা: আখতার হোসেন ভূঞা	স্বতন্ত্র	১৩,৯৯২
বাতিল ৭৬৪	৭। মো: আবদুল গফুর (এডভোকেট)	ফ্রীডম পার্টি	১,১১৭
৭৪,৫৪৮	৮। মো: রেজাই করিম	স্বতন্ত্র	৯,৪৫৩
	৯। মো: সাইদুর রহমান ভূঞা (স্বপন)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৯৩
	১০। মো: সিরাজ উদ্দিন	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৪০৪
	১১। হারুন আর রশিদ	জাকের পার্টি	৫৭১
			৭৩,৭৮৪

১	২	৩	৪
১৫৭ ময়মনসিংহ-৯	১। আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩৩,১০৭
	২। আঃ রশিদ	জাতীয় পার্টি	৪২২
	৩। এ,কে,এম,মাহবুবুল করিম	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯৫৮
	৪। গিয়াস উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৩,০৬৫
	৫। নুরুল করিম	স্বতন্ত্র	৪,৮০০
	৬। ফারুক মিয়া	স্বতন্ত্র	২,০৫৩
বৈধ ৮০,৩৮৯	৭। মোয়াজ্জেম হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪ ,৭১৫
বাতিল ৬০৫	৮। মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঞা	জাকের পার্টি	১,১০৩
৮০,৯৯৪	৯। মোঃ আলীম উদ্দিন ফকির	ন্যাশনাল ডেমোক্রিটিক পার্টি	৫৬৪
	১০।মোঃ নাজিম উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল(জাসদ-রব)	৩৬৫
	১১।মোঃ রফিক উদ্দিন ভূইয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৯৮১
	১২।সামছুল বারী	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	২৫৬
			৮০,৩৮৯
১৫৮ ময়মনসিংহ-১০	১। আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,২২৪
	২। ইনামুল হক	জাতীয় পার্টি	৯৫১
	৩। এইচ,এম,আফজাল আলী	জাকের পার্টি	১৯৩
বৈধ ১,২৫,৬১৩	৪। এফে,এম,আঃ জসিম উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩৪১
বাতিল ১,১৪৪	৫। এস,এম,তোফাজ্জল হোসেন	বাংলাদেশ জনতা দল	২,৪৩৭
১,২৬,৭৫৭	৬। এস,এম,মোরশেদ	স্বতন্ত্র	২৩,৪৭১
	৭। ফজলুর রহমান সুলতান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪১,৮১২
	৮। মোঃ মৌঃ আঃ গণি খা	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,১৮৪
			১,২৫,৬১৩
১৫৯ ময়মনসিংহ -১১	১। আজিজুর রহমান (রুনু)	জাকের পার্টি	২২৩
	২। আলহাজ আমান উল্লা চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৫,৯৫৯
	৩। আলহাজ এম,এ,কাশেম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৮৮
বৈধ ৮৭,৬৪৩	৪। এডভোকেট খোরশেদ উদ্দিন পাঠান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৫৬৮
বাতিল ১০০১	৫। এস,এম,সাদিক হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	২৮৬
৮৮,৬৪৪	৬। জোলহাস উদ্দিন তালুকদার	স্বতন্ত্র	৭,৫৩৯
	৭। মেজর অবঃ এম,এ,হামিদ	জাতীয় পার্টি	২,১৪৬
	৮। মোস্তফা এম,এ,মতিন এডঃ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৫,৩৪৭
	৯। মোঃ মজিবুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৯৫
	১০।সাহাদাত ইসলাম চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১,৯৯২
			৮৭,৬৪৩

১	২	৩	৪
১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোণা	১। আবু সাঈদ (খুকন)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২,২৫৫
	২। আবু সিদ্দিক আহমেদ	স্বতন্ত্র	১,৯৮৪
বৈধ ১,০৭,৯২৪	৩। আঃ মতিন খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,১৯৩
বাতিল ৯৪৩	৪। ডাঃ মোহাম্মদ আলী তাং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,১২৩
১,০৮,৮৬৭	৫। নাজিম উদ্দিন	জাকের পার্টি	৫২৬
	৬। নীহার রঞ্জন পাল	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৫৪৫
	৭। প্রিন্সিপাল সিরাজুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	১৭,০৬৮
	৮। মুশাররফ হুসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,২৩০
			১,০৭,৯২৪
১৬১ নেত্রকোণা-১	১। গোলাম রব্বানী	জাতীয় পার্টি	২২,৩৯৬
	২। ছবি বিশ্বাস	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৩,৯১৮
	৩। মোঃ আঃ করিম,এডভোকেট	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৮,৪৩৭
বৈধ ১,০৩,১১১	৪। মোঃ এবাদত আলী	জাকের পার্টি	৩৩৭
বাতিল ৮৬৯	৫। মোঃ জালাল উদ্দিন তাং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,০২৩
টেন্ডার্ড ৯			
১,০৩,৯৮৯			১,০৩,১১১
১৬২ নেত্রকোণা-২	১। আজিজুল ইসলাম খান	গণতন্ত্রী পার্টি	৪,৫৯৪
	২। আবু আক্কাছ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪৭,১৯১
বৈধ ১,১৮,৮৮৮	৩। আলহাজ মাওলানা মোঃ জাফরুল্লাহ খান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৯১৯
বাতিল ১,৩৩০	৪। আশরাফ উদ্দিন খান	জাতীয় পার্টি	১৬,৩৪৪
১,২০,২১৮	৫। আঃ মোতালিব খান পাঠান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৬০৪
	৬। এস,এম,ফজলুল কাদের	স্বতন্ত্র	৭,০৭৮
	৭। নির্মলেনদুগুন চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১,২৪৯
	৮। ফজলুর রহমান খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,৬০৪
	৯। ফজলুল হক	জাকের পার্টি	৩০৫
			১,১৮,৮৮৮

১		২	৩	৪
১৬৩ নেত্রকোণা-৩	১।	আতিকুর রহমান	স্বতন্ত্র	২,১৪১
	২।	আঃ আজিজ ভূয়া	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,৫১১
বৈধ ১,১৬,৭৭৭	৩।	আঃ আলী	জাতীয় পার্টি	২,৭০২
বাতিল ১,৪২২	৪।	আঃ কুদ্দুছ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৪,৫৭৭
১,১৮,১৯৯	৫।	জুবেদ আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,৮৮২
	৬।	মোঃ ছফির উদ্দিন	জাকের পার্টি	১,৮৯৩
	৭।	মোঃ লুৎফে আহম্মদ খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪৪,৯৭৭
	৮।	সিরাজুল ইসলাম খান পাঠান (শাহজাহান)	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১,০৯৪
				১,১৬,৭৭৭
১৬৪ নেত্রকোণা-৪	১।	আবদুল মমিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৩,৩৩৮
	২।	গোলাম এরশাদুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৬৪৭
বৈধ ১,২১,১৪৬	৩।	ব্রজগোপাল সরকার	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৩,১৯১
বাতিল ১,২৩৬	৪।	মোঃ বজলুর রহমান খান	জাকের পার্টি	৭১০
১,২২,৩৮২	৫।	লুৎফুজ্জামান (বাবর)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬১,২৩৩
	৬।	শামছুল হক মাহবুব	জাতীয় পার্টি	২,০২৭
				১,২১,১৪৬
১৬৫ কিশোরগঞ্জ-১	১।	এ,কে,এম,শাহজাহান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১,৬৩৫
	২।	এ,বি,এম,জাহিদুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৪১,০১০
	৩।	মুহাম্মদ তৈয়বুজ্জামান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,২৮২
	৪।	মোঃ আঃ মোমেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১২৮
বৈধ ১,০০,২৫৯	৫।	মোঃ জালাল উদ্দীন ফারুক	স্বতন্ত্র	৩১৪
বাতিল ৬৯২	৬।	মোঃ ফজলুর রহমান রেজা	স্বতন্ত্র	১৭৮
১,০০,৯৫১	৭।	মোঃ বাকি	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৩৩৬
	৮।	মোঃ মুজিবুর রহমান	জাকের পার্টি	৪৫৯
	৯।	মোঃ শামছুল হক (গোলাপ মিয়া)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬,২৫৬
	১০।	মোঃ সোহরাব উদ্দিন	জাতীয় পার্টি	১৩,৬৬১
				১,০০,২৫৯

১		২	৩	৪
১৬৬ কিশোরগঞ্জ	১।	এস,এম,আরশাদ (আসাদ মিয়া)	স্বতন্ত্র	১,০৬৬
	২।	ডাঃ মোঃ আঃ মান্নান	স্বতন্ত্র	৩,৫৯৩
	৩।	মোঃ এ,কে,এম,রুহুল আমিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৩০৬
বৈধ ৮৩,৪৫৭	৪।	মোঃ মেজর আক্তারুজ্জামান(অবঃ)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩২,৬৫২
বাতিল ৮৫৪	৫।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খাঁ (এডভোকেট)	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৮৪
৮৪,৩	৬।	মোঃ হাবিবুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪,৮৭৪
	৭।	সৈয়দ [illegible] নাজনু	জাতীয় পার্টি	১০,৬৮২
				৮৩,৪৫৭
১৬৭ কিশোরগঞ্জ-৩	১।	অধ্যাপক মোছাদ্দেক ভূঞা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,২৩২
	২।	আবদুল হান্নান মোল্লা	জাতীয় পার্টি	৭,১০০
	৩।	মাওলানা আতাউর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৭,৬৭১
	৪।	মোঃ ফজলুর রহমান এডভোঃ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,২০৫
বৈধ ১,০৯,০৯৪	৫।	মোঃ সহিদুল আলম	জাকের পার্টি	৭৫৩
বাতিল ৮২১	৬।	শাহ মোঃ আজিজুল হক	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১৩৩
১,০৯,৯১৫				১,০৯,০৯৪
১৬৮ কিশোরগঞ্জ-৪	১।	অধ্যাপক আসাদুল হক	স্বতন্ত্র	৩,২৬২
	২।	আঃ লতিফ খন্দকার	জাকের পার্টি	৪৮২
	৩।	মজিবুল হক (চুন্নু)	জাতীয় পার্টি	১৭,৯৫২
বৈধ - ১,০৭,৩০৪	৪।	মোঃ আমিরুল ইসলাম	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৪৬
বাতিল ১,০৩৫	৫।	মোঃ কবির উদ্দিন আহঃ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৯,৫৫৪
১,০৮,৩৩৯	৬।	মোঃ ডাঃ মিজানুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,৬০৮
				১,০৭,৩০৪
১৬৯ কিশোরগঞ্জ-৫	১।	আবদুস সালাম খাঁন পাঠান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,০৫৮
	২।	আলী আহমদ মিলকী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪৫১
	৩।	এ,এইচ,এম,কামরুজ্জামান খান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েনউদ্দিন)	১৬,২০৫
	৪।	এডভোকেট মোঃ আবদুল হামিদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লগী	৬২,৭৯২
বৈধ ১,১৪,৩৮৬	৫।	কাজী সালাউদ্দিন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৫২০
বাতিল ১,১৮৮	৬।	গোলাম রব্বানী	স্বতন্ত্র	২৯৪
১,১৫,৫৭৪	৭।	মোঃ আঃ করিম মোল্লা	জাকের পার্টি	৮৮৭
	৮।	মোঃ সফিকুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	২,৩০১
	৯।	মোঃ হাবিবুর রহমান ভূঞা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৬,৫৪০
	১০।	মোঃ হাসমত উদ্দিন ঠাকুর	গণতন্ত্রী পার্টি	৩৩৮
				১,১৪,৩৮৬

১		২	৩	৪
১৭০ কিশোরগঞ্জ-৬	১।	আবুল হাশেম ভূয়া	জাকের পার্টি	১,২০৩
	২।	আবু সাঈদ ইমাম	স্বতন্ত্র	৩,৯৪৭
	৩।	আমির উদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,৫৮৬
	৪।	এ,কে,এম,খালেকুজ্জামান খান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(আয়েনউদ্দিন)	১১,৯৫৩
বৈধ - ১,০৪,৭৩০	৫।	এডভো: আ: লতিফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,৮৫৮
বাতিল ১,০১৯	৬।	খ: মফিজুর রহমান	স্বতন্ত্র	২,৩৮৪
১,০৫,৭৪৯	৭।	জহির উদ্দিন আহম্মদ	জাতীয় পার্টি	৩,০৪৩
	৮।	জামাল উদ্দিন ভূঞা	স্বতন্ত্র	১,৩৫৭
	৯।	নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৯৮৪
	১০।	মো: অধ্যাপক ইয়াকুব আলী	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল(এম,এল)	৬,৮৪৭
	১১।	মো: আ: রহমান বোরহান	স্বতন্ত্র	২৭৪
	১২।	মো: মনজুর আহমদ	স্বতন্ত্র	৯০৩
	১৩।	সুখেল আহম্মদ ফরিদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪০৫
	১৪।	সেখ মজিবুর রহমান	স্বতন্ত্র	৯৮৬
				১,০৪,৭৩০
১৭১ কিশোরগঞ্জ-৭	১।	আবদুর রউফ	স্বতন্ত্র	৪,১৭৫
	২।	নুরুল কাদের	জাকের পার্টি	১৯,৪১৮
	৩।	মোমতাজ উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১,০০০
	৪।	মো: জিল্লুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫১,১৫৯
বৈধ ১,৩৪,৮৩৯	৫।	মো: সৈয়দ আহমেদ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫৩৪
বাতিল ১,০৫১				
টেন্ডার্ড ১	৬।	হাজী ড: আ: লতিফ ভূঞা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৮,৫৫৩
১,৩৫,৮৯১				১,৩৪,৮৩৯
১৭২ মানিকগঞ্জ-১	১।	আছর উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৩৮৩
	২।	আজিজ উল্লাহ	স্বতন্ত্র	১,৭২০
	৩।	আফজাল হোসেন	জাতীয় পার্টি	১০,২১৪
	৪।	আ: তা: মো: জহীর আলম খান লোদী	বাংলাদেশ জনতা দল	১,২৪৬
	৫।	আ: রহমান দর্জি মিনু	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১,২৭৭
	৬।	ইনজিনিয়ার আনিছুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	১,৩৪০
	৭।	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,৮১৭

১		২		৩	৪
১৭১ মানিকগঞ্জ-১		৮।	দুলাল কুমার বিশ্বাস	স্বতন্ত্র	১৪৭
		৯।	নুরুল আমিন	স্বতন্ত্র	৬,৭০১
		১০।	বাবু মিয়া	স্বতন্ত্র	১,৬৬৯
বৈধ	৯৯,৪১৯	১১।	বেগম তৌফিকা করিম	স্বতন্ত্র	১৭৬
বাতিল	৯৫১	১২।	মো: আবুল কাশেম উকিল	স্বতন্ত্র	৬৩
টেন্ডার্ড	৭	১৩।	মো: তাজুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৭৩৬
	১,০০,৩৭৭	১৪।	লুৎফর রহমান খান	জাকের পার্টি	১,৫১৫
		১৫।	সিদ্দিকুর রউফ খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০,৪১৫
					৯৯,৪১৯
১৭৩ মানিকগঞ্জ-২		১।	আলী আহাম্মদ জিয়া উদ্দিন	ঐক্য প্রক্রিয়া	৮,৫০৭
		২।	গোলাম মহীউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৩৪২
		৩।	জহির উদ্দীন মিয়া	স্বতন্ত্র	৪৪১
বৈধ	১,২০,৯৭৬	৪।	মোহাম্মদ আলী মিয়া	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩২৭
বাতিল	১,০২৭	৫।	রইছ উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৪৪৫
টেন্ডার্ড	×	৬।	রফিকুল ইসলাম	জাকের পার্টি	৪,৬৭৮
		৭।	রেজাউর রহমান	জাতীয় পার্টি	১৬,৯৫৬
	১,২২,০০৩	৮।	হারুন উর রশিদ খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫৯,২৮০
					১,২০,৯৭৬
১৭৪ মানিকগঞ্জ-৩		১।	আজহারুল ইসলাম আরজু	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৬,৭৯৭
		২।	ইকবাল হোসেন খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৬,৪০৯
		৩।	গোলাম রব্বানী	জাকের পার্টি	২,৩২৮
		৪।	দোলোয়ার হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,০৬২
বৈধ	১,২৬,০৪৫	৫।	নিজামুদ্দিন খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৩,৯৬৩
বাতিল	৭৯৯	৬।	নুরুল আমিন খান	জাতীয় পার্টি	১১,৭৭১
	১,২৬,৮৪৭	৭।	মফিজুল ইসলাম খান কামাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,০৬৮
		৮।	মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ (মুরাদ)	স্বতন্ত্র	৩৩০
		৯।	সৈয়দ সারোয়ার আলম চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৩০৯
		১০।	হাফিজুল ইসলাম নান্নু মিয়া	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,০০৮
					১,২৬,০৪৫
১৭৫ মানিকগঞ্জ-৪		১।	আবদুল মোতালেব খান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১০৩
		২।	গোলাম সরোয়ার মিলন	জাতীয় পার্টি	৩০,৯১৩
		৩।	ফজলুল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩৪,৭৮৩
		৪।	মকবুল হোসেন খান	স্বতন্ত্র	৩৫২

১		২	৩	৪
১৭৫ মানিকগঞ্জ-৪	৫।	মো: শহিদুর রহমান (আখী)	জাকের পার্টি	৪,৭০৯
	৬।	মো: আলী জিন্নাহ	বাংলাদেশ খেলা ফত আন্দোলন	১,০২৭
বৈধ ১,১৮,১৭৪	৭।	শামসুল ইসলাম খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৫,৯৭০
বাতিল ৮৩৭	৮।	শাহাদৎ হোসেন	স্বতন্ত্র	১৭৯
টেন্ডার -	৯।	সৈয়দ আস্‌সালাম খান বাহাদুর জাদা(মো: আসলাম খান)	স্বতন্ত্র	১৩৮
১,১৯,০১১				১,১৮,১৭৪
১৭৬ মুন্সীগঞ্জ-১	১।	আদিজুর রহমান খান (শুভ্র)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২৪৯
	২।	এ,আর,খন্দকার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৫৮৩
	৩।	এস,এম,তোফাজ্জল হোসেন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	৯৫
বৈধ ১,২২,২৫৫	৪।	ড: বদরুদ্দোজা চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭৫,০৯৯
বাতিল ১,২৪৪	৫।	মুসেদুল আহ্‌সান	জাকের পার্টি	৩,৬৬১
টেন্ডার্ড ৮	৬।	শাহ্ মোয়াজেম হোসেন	জাতীয় পার্টি	৩৭২
১,২৩,৫০৭	৭।	সামসুল হক	স্বতন্ত্র	১৯৬
				১,২২,২৫৫
১৭৭ মুন্সীগঞ্জ-২	১।	আতিকুর রহমান	জাকের পার্টি	৩,৮৫৮
	২।	আ: লতিফ [illegible]	জাতীয় পার্টি	১,০৮২
	৩।	উইং কমান্ডার (অব:) এম,হামিদুল্লাহ খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬০,৬৯৭
	৪।	জামাল উদ্দিন	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক এক্য জোট	৩১৫
	৫।	ডি,এস,এম,ইসমাইল	ফ্রীডম পার্টি	৮৪
বৈধ ১,১৮,৫৪০	৬।	ধীরেন্দ্র কুমার মজুমদার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১৬০
বাতিল ১,২৪৬				
টেন্ডার্ড ০৫	৭।	নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আ ওয়ামী লীগ	৩৩,৪২২
	৮।	বাবুল আহমেদ	বাংলাদেশ জনতা দল	৯০০
১,১৯,৭৯১	৯।	মফিজুর রহমান ঢালী	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	২৮০
	১০।	মো: আলী হোসেন (আক্তার)	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	১৭৭
	১১।	সাইফুল ইসলাম	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	৩,৯৮৩
	১২।	সিরাজুল আলম ফুকু	স্বতন্ত্র	১৩,৫৮২
				১,১৮,৫৪০
১৭৮ মুন্সীগঞ্জ-৩	১।	আবেদ আলী খান	জাতীয় পার্টি	১,৭৩৫
	২।	ইদ্রিস বাড়ই	জামায়াতে ইসলাম	৭৬৬
বৈধ ৯৬,৬২৮	৩।	এডভোকেট মোক্তাদির	আওয়ামী লীগ	২৩,৪৮৮
বাতিল ৭৯৮	৪।	কুদ্দুস বেপারী	জাকের পার্টি	১,৪১৭
৯৭,৪২৬	৫।	মো: ছিদ্দিকুর রহমান	বাং ন্যাশনাল কংগ্রেস	১৬৯
	৬।	সামসুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৩,০৫৩
				৯৬,৬২৮

১		২	৩	৪
১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	১।	আঃ হাই	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি)	৬৪,৮৮১
	২।	আঃ হান্নান	স্বতন্ত্র	৪৮৪
	৩।	কে,এম,শামছুল হক	স্বতন্ত্র	৪,০৪২
বৈধ ১,২৩,৬১৬	৪।	ডঃ আমান উল্যা	স্বতন্ত্র	৩৩৯
বাতিল ১,১৭৪	৫।	তৈয়ব হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৮০
১,২৪,৭৯০	৬।	নুরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	২০৫
	৭।	নুরুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৬৭৬
	৮।	ফজলে এলাহী	জাকের পার্টি	৬,৪৯৮
	৯।	মহিউদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৭৪৯
	১০।	মোসাঃ নাজমুন্নাহার	জাতীয় পার্টি	৪,০০৯
	১১।	সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ	ফ্রীডম পার্টি	৬৮৪
	১২।	সৈয়দ মোতাহার হোসেন	স্বতন্ত্র	৪৬৯
				১,২৩,৬১৬
১৮০ ঢাকা-১	১।	কামাল আহমেদ	জাকের পার্টি	৩,৬৩২
	২।	নাজমুল হোদা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫৫,১৫২
বৈধ ৯০,৭৩৯	৩।	মোজাফফর হোসেন	স্বতন্ত্র	৩৪১
বাতিল ৬৬০	৪।	মোঃ মাহবুবুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,২৪৫
টেন্ডার্ড ৩	৫।	শহীদ খন্দকার	জাতীয় পার্টি	৩৬৯
৯১,৪০২				৯০,৭৩৯
১৮১ ঢাকা-২	১।	আজিজুর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৮,৮২০
	২।	আবু মোঃ সুবিদ আলী (টিপু)	স্বতন্ত্র	৬১
	৩।	আর্শেদ গাজী	জাকের পার্টি	২,১৩৫
বৈধ ৮৯,৪০৬	৪।	আঃ মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,৪১৫
বাতিল ৬৩৯	৫।	দেওয়ান মিন্টু	স্বতন্ত্র	৪২৯
৯০,০৪৫	৬।	নাজিরুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	১৮২
	৭।	সিরাজ উদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৩০২
	৮।	সিরাজ উদ্দিন আহামাদ	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৭,২৮৪
	৯।	সুধীর কুমার হাজরা	জাতীয় পার্টি	১২,৭৭৮
				৮৯,৪০৬

১	২	৩	৪
১৮২ ঢাকা-৩	১। ওবায়দুর রহমান	জাতীয় পার্টি	১,৩৭২
	২। মোস্তফা মোহসীন মন্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৬,২২০
	৩। মোঃ আবুল হাসেম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৬৭৬
বৈধ ১,৬৯,৭৯৯	৪। মোঃ আবুল হোসেন	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৩০৪
বাতিল ১,৫৬৩	৫। মোঃ আমান উল্লাহ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৯৭,২৯৯
টেন্ডার্ড ৩	৬। মোঃ হাফিজুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩৪৮
১,৭১,৩৬৫	৭। আলমগীর হোসেন	জাকের পার্টি	২,৫৮০
			১,৬৯,৭৯৯

১৮৩ ঢাকা-৪	১। অধ্যক্ষ গাজী মোঃ দেলওয়ার হোসেন	স্বতন্ত্র	৫৯
	২। আবুল হোসেন	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	১৭০
	৩। আলহাজ্ব এম,এ,গফুর	ইসলামী ঐক্য জোট	২,৩০০
বৈধ ১,১৭,৭১৪	৪। এম,এ,আহাদ	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১১৬
বাতিল ৬৯৬	৫। এম,এ,গফুর	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৯৩
টেন্ডার্ড ১১	৬। এস,এম,জামাল বাদশা	বাংলাদেশ জনতা দল	৬১৪
১,১৮,৪২১	৭। কাজী আঃ সালাম	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	৯৫
	৮। মকবুল আহামেদ (মুক্তার)	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ)	৬০
	৯। মোঃ আমির হোসেন	জাতীয় পার্টি	৬,৪২৪
	১০। মোঃ হাবিবুর রহমান মোল্লা	স্বতন্ত্র	৫৮
	১১। শরীফ (শরীফ উদ্দিন আহমেদ)	জাকের পার্টি	২,৮০৩
	১২। শাহ্ জালাল	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,১০৬
	১৩। সাইফুদ্দিন আহাঃ মানিক	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪২,৪৫৪
	১৪। সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫৬,৩৬২
			১,১৭,৭১৪

১৮৪ ঢাকা-৫	১। আতাউল করিম ফারুক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২০২
	২। আফজাল উদ্দিন চৌধুরী	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১৪
	৩। এ,এইচ,এম,আমজাদ হোসেন	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (কাদের)	২০
	৪।এডভোকেট সাহারা খাতুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,৮১১
	৫। গোলাম কাদির	জাতীয় পার্টি	৩,৯৪৭
	৬। জি,এম,এল,কবীর	স্বতন্ত্র	১০৪
	৭। বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭১,২৬৬
	৮। মাওলনা মিজানুর রহমান যুক্তিবাদী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৮২১

১	২		৩	৪
১৮৪ ঢাকা-৫	৯।	মেজর (অব:) মো: আবুল হাসান	স্বতন্ত্র	২৯
	১০।	মেজর মোহাম্মদ ইয়াকুব (অ:)	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৪৯
	১১।	মোজাম্মেল হক (বীর প্রতিক)	স্বতন্ত্র	৪৩৬
বৈধ ১,৩৮,৪৪৫	১২।	মোহাম্মদ আবদুল্লা আল নাসের	জনশক্তি পার্টি	২৬
বাতিল ৮৪৭	১৩।	মো: কায়সার হামিদ	জাকের পার্টি	২,৮২৭
টেন্ডার্ড ৯৪	১৪।	মো: সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	১০,৭২৫
১,৩৯,৩৮৬	১৫।	শামছুর রহমান	জনতা মুক্তি পার্টি	১৬৮
	১৬।	সাইদুল ইসলাম মন্টু	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৯২০
	১৭।	সিরাজুল হক	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৮০
				১,৩৮,৪৪৫
১৮৫ ঢাকা-৬	১।	আ,ফ,ম,মাহবুবুল হক	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	৯৯
	২।	আব্বাস আলী খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,১০৪
	৩।	আসাদুল কবীর	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৩৪
	৪।	আহসান হায়দার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	২৮
বৈধ ১,০৯,০৭৪				
বাতিল ৫৮৮	৫।	এ,এফ,রুহুল্লাহ হাসান	বাংলাদেশ জন পরিষদ	২১
টেন্ডার্ড ১৪	৬।	এডভোকেট দেলওয়ার হোসেন ভূঁইয়া	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৫
১,০৯,৬৭৬	৭।	এ,বি,এম,গিয়াস উদ্দিন রাফেল	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১৯
	৮।	খন্দকার সোলেমান আহমাদ কামাল	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানব সেবা সংস্থা (সিফসা)	২৩
	৯।	গাজী রবিউল ইসলাম সাগর	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	২৬
	১০।	গোলাম মইনুদ্দিন গাউস	জনতা মুক্তি পার্টি	৬৬
	১১।	দেলোয়ার হোসেন খান	জাতীয় পার্টি	২,০৪৬
	১২।	নূর মোহাম্মদ খান	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	১৮
	১৩।	মাহবুবুর রহমান	স্বতন্ত্র	১৯
	১৪।	মির্জা আব্বাস	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫৯,৮৫১
	১৫।	মুজাফফর হোসেন পল্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,১০১
	১৬।	মোশারেফ হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩৯
	১৭।	মো: আফজালুল হক আফজাল	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ)	৯
	১৮।	মো: জিন্নত আলী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৪২
	১৯।	মো: নুরুল হক	জাকের পার্টি	১,৬৫০

১	২	৩	৪
১৮৫ ঢাকা-৬	২০। মো: ফারুক	ফ্রীডম পার্টি	১৯৪
	২১। মো: শাহজাহান ভূঁইয়া	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গরীবে-নেওয়াজ)	১৬
	২২। মো: শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	১৭
	২৩। শাহ মো: মহসীন	বাংলাদেশ জনতা দল	৪৫২
	২৪। সাজান মোহাম্মদ	স্বতন্ত্র	৫২
	২৫। সৈয়দ শারাফত হোসেন	স্বতন্ত্র	৮
	২৬। হাসিম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ী	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৫
			১,০৯,০৭৪
১৮৬ ঢাকা-৭	১। আলমগীর হোসেন	জাতীয় [illegible] পার্টি	৯৬
	২। আহমেদ আওরংগজেব কবীর (আওরংগ)	স্বতন্ত্র	৮৮
	৩। আ: মালেক চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১৭
	৪। আ: রহমান	স্বতন্ত্র	১৫৯
	৫। এ,কে,এম,আবদুস সালাম (এডভোকেট)	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,২৬২
	৬। এম,এ,আহসান আতিক	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল(জাগচাদ)	১৫
	৭। খলিলুর রহমান	বাংলাদেশ জন পরিষদ	১২৮
	৮। ছাদেক হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭৬,৬০১
বৈধ ১,৩৫,১৯০	৯। জাহাংগীর খান	স্বতন্ত্র	১৮৪
বাতিল ৮৬৮	১০। নাজিরুল ইসলাম (মাসুদ)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৮৭
টেন্ডার্ড ৫	১১। নাসিম আলী	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	১৫০
১,৩৬,০৬৩	১২। নাসির উদ্দিন (পান্নু)	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	২৮
	১৩। বেগম রাজিয়া আলীম	বাংলাদেশ জনতা দল	৭৫৭
	১৪। মাহমুদুর রহমান বাবু	গণতন্ত্রী পার্টি	২৬৯
	১৫। মিল্লাত হোসেন	স্বতন্ত্র	৫৬
	১৬। মুহাম্মদ ফয়েজ বকস্ কাদেরী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৩৬
	১৭। মো: ইব্রাহিম হোসেন	স্বতন্ত্র	৪৮
	১৮। মো: গোফরান মিয়া	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৬৪
	১৯। মো: মুজিবুর রহমান হীরু	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৭৩
	২০। লিয়াকত হোসেন	ফ্রীডম পার্টি	৪৫৪
	২১। শফিকুর রহমান	জাতীয় পার্টি	১,৯৯২
	২২। শেখ হাসিনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৯,৩৬২
	২৩। সাগীর আহম্মদ	জাকের পার্টি	২,১৬৪
			১,৩৫,১৯০

১		২	৩	৪
১৮৭ ঢাকা-৮	১।	অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর হিরু	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৭০
	২।	আবুল হাসিব খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩৮৪
	৩।	আমনুল্লা আজিম	জাকের পার্টি	৭৮৬
বৈধ ৯৫,৪৬৬	৪।	আহমাদুল্লাহ আশরাফ	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৪৪৭
বাতিল ৫২১	৫।	আঃ রশিদ	স্বতন্ত্র	১১২
টেন্ডার্ড ২	৬।	গুলজার হোসেন	জাতীয় পার্টি	১,৩৯৮
৯৫,৯৮৯	৭।	ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,২৮৫
	৮।	বি,এইচ,রানা	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল(বামাদ)	১২২
	৯।	মীর শওকত আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৩,৬৫১
	১০।	মোঃ ফজলুল হক	জাতীয় তরুণ সংঘ	৪১৭
	১১।	মোঃ হাসান	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	১৪৭
	১২।	শেখ আবদুল মালেক	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৭৮
	১৩।	সাব্বির আহমেদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৩১৮
	১৪।	সৈয়দ কামাল জাহিদ	আইডিয়াল পার্টি (আই পি)	২৫১
				৯৫,৪৬৬
১৮৮ ঢাকা-৯	১।	আবদুল খালেক	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	২৮
	২।	আ,ফ,ম, হারুনার রশীদ	বাংলাদেশ মসুসলিম লীগ (কাদের)	১৯
	৩।	উম্মু কাওসার সালমা বিল (হেনা)	জাতীয় পার্টি	১,৮২৯
	৪।	এ,নাছের আজম খান (রুমি)	স্বতন্ত্র	১৫
	৫।	এম,এ,সাত্তার	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৩৬
	৬।	এস,এম,মজিবর রহমান মজনু	স্বতন্ত্র	৯৪
	৭।	জহুরুল আলম	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	৩৯
	৮।	জাহানারা বেগম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	৪৬
	৯।	ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ জনতা দল	৪৩২
	১০।	তৌফি কুর রহমান	জাকের পার্টি	৯২৮
	১১।	বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫৫,৯৪৬
বৈধ ৯২,৭০০	১২।	মুজিবুর রহমান উকিঃ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী-ন্যাপ)(নুর মোহাম্মদ কাজী)	২৭
বাতিল ৪২৬				
টেন্ডার্ড ৪০	১৩।	মোঃ আঃ হাই (আব্দুল হাই)	বাংলাদেশ জাতীয় পিপ্‌লস পার্টি	২৫
৯৩,১৬৬	১৪।	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	১২০
	১৫।	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৪০
	১৬।	মোঃ রাজু আহমেদ রাজু	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	২৫
	১৭।	মোঃ রুহুল আমিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৫০৫
	১৮।	মোঃ শহীদুল আলম চৌধুরী (এডভোকেট)	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৫৫
	১৯।	শাহ্ আলম	স্বতন্ত্র	১৪৪

১	২	৩	৪
১৮৮ ঢাকা-৯	২০। শাহাব উদ্দিন আহ:	স্বতন্ত্র	৭৫
	২১। সাজেদা চৌঃ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৪৬৪
	২২। সালাহ উদ্দীন চৌধুরী বুলু	জনতা মুক্তি পার্টি	৪০৮
			৯২,৭০০
১৮৯ ঢাকা-১০	১। আলহাজ্ব আবদুল বাসেত ইঞ্জিনিয়ার	ইসলামী ঐক্য জোট	৪৩৮
	২। আ,স,ম,আ: রব	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২০৮
	৩। ইদ্রিস হোসেন তালুকদার	জাকের পার্টি	৮১৬
বৈধ ৭৭,৯৯১	৪। এডভোকেট জোবায়দা পারভিন	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ(গরীবে নেওয়াজ)	৪৩
বাতিল ৩৫১	৫। এম,ডি,রহমান	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ)	৫৬
টেন্ডার্ড ৪৫	৬। মীর হোছাইন আখতার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪৩৫
৭৮,৩৮৭	৭। মেজর (অব:) আ: মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৫,৭১১
	৮। মো: এনামুল করিম সুজা	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৫২
	৯। মো: জাকির হোসেন	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল(জাগদল)	২৯
	১০। মো: হুমায়ুন কবীর	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৫৫
	১১। বুলুল আমিন চৌধুরী	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৫৯
	১২। শেখ হাসিনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৪৫১
	১৩। সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	৪০
	১৪। হারুন-অর-রশিদ-মিঠু	বাংলাদেশ জনতা দল	৫৯৮
			৭৭,৯৯১
১৯০ ঢাকা-১১	১। আফরোজা বেগম	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	৩৫
	২। আবদুল লতিফ (ভাসানী)	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১৬
	৩। আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩১৬
	৪। আ: গাফ্ফার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,১৯১
	৫। আ: ছাত্তার	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	১৭৫
	৬। এডভোকেট এ,বি,এম, শামসুদদৌলা	স্বতন্ত্র	৯৭
	৭। কামরুল হাসান	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৪৩০
	৮। ডঃ কামাল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,৭৫০
	৯। ডঃ মো: বদি উজ-জামান	স্বতন্ত্র	৬৪৪

১		২	৩	৪
১৯০ ঢাকা-১১		১০। মোঃ আবদুল কবির	জাকের পার্টি	১,৯৩২
		১১। মোঃ জুলফিকার আলী ভূট্টো	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	১৩০
		১২। মোঃ তৈয়বুর রহমান	জাতীয় পার্টি	৬,৫০৪
বৈধ	১,১৬,৫৪৬	১৩। মোঃ হামিদুজ্জামান	স্বতন্ত্র	১৩৩
বাতিল	৬২৪	১৪। মোঃ হারুন রশিদ মোল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৯,৮৮৬
টেন্ডার্ড	৫	১৫। শফিকুল আলম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী (বাকশাল)	১৩৮
	১,১৭,১৭৫	১৬। সৈয়দ নাজিম উদ্দিন আহমেদ এডভোকেট	স্বতন্ত্র	১৬৯
				১,১৬,৫৪৬
১৯১ ঢাকা-১২		১। আবুল হাসান	জাকের পার্টি	১,২১১
		২। আবুল হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৮২
		৩। এডভোকেট মেজবাহ্	জাতীয় পার্টি	৩,১১৯
		৪। মোঃ নিয়ামত উল্লাহ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৩,২৭৯
বৈধ	১,২১,৬৮৬	৫। মফিজুল ইসলাম	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর)	৬৭৩
বাতিল	৯২৯			
	১,২২,৬১৫	৬। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	২,২৮২
		৭। মোঃ আশঃ উঃ খান ইমু (আশরাফ উদ্দিন খান ইমু)	স্বতন্ত্র	৮,২৭৯
		৮। মোঃ শহিদুল ইসঃ এডঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,৪০২
		৯। মোঃ শামছুদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৮৬১
		১০। সামসুদ্দোহা খান মজলিশ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,২৯৮
				১,২১,৬৮৬
১৯২ ঢাকা-১৩		১। অধ্যাপক আঃ করিম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৯৮৮
		২। নাজিমুদ্দিন মজুমদার	জাতীয় পার্টি	১,১৫৯
		৩। মোঃ ইমদাদুল হক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৮৪
		৪। মোঃ জিয়াউর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৮১,০৩৪
বৈধ	১,৩২,৭১৯	৫। মোঃ নুরুল ইসলাম	জাকের পার্টি	১,২৫৩
বাতিল	১,১৮৬	৬। মোঃ বেলায়েত আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,১৯৪
	১,৩৩,৯০৫	৭। শফিউল আলম	ইসলামী ঐক্য জোট	১,৬০৭
				১,৩২,৭১৯

১		২	৩	৪
১৯৩ গাজীপুর-১	১।	আ,ন,ম,মনিরুজ্জামান	জাকের পার্টি	৬৬১
	২।	আঃ কাশেম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৫০
বৈধ ১,৬৬,৫২৪	৩।	আঃ রফিক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৫১০
বাতিল ১,৫৭২	৪।	আঃ রশিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৫৪১
টেন্ডার্ড ২	৫।	চৌধুরী তানবীর আহমদ সিদ্দিকী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৬,০৭৭
১,৬৮,০৯৮	৬।	মর্জিনা আক্তার	স্বতন্ত্র	৬১৯
	৭।	মতিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	৩১,৪৫২
	৮।	মির্জা সামসুল আলম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) (শাহজাহান সিরাজ)	৮৭৭
	৯।	রহমত আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭০,৫৩৭
				১,৬৬,৫২৪
১৯৪ গাজীপুর-২	১।	অধ্যাপক এম,এ,মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯৭,৫৯৭
	২।	আ,ক,ম,মোজাম্মেল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৬,৪১৮
বৈধ ১,৭৯,৫৫১	৩।	আজমত আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৫৮৩
বাতিল ১,৫৬৮	৪।	আবু ছাদেক মোহাম্মদ নজিবুল্যাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,০৯৮
টেন্ডার্ড ৫	৫।	ওছমান আলী	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	১,৬৭৫
১,৮১,১২৪	৬।	নুরুল আনোয়ার	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৭৬৯
	৭।	ফিরোজ খাঁ	জাতীয় পার্টি	৬,৪৪৪
	৮।	শিহাব উদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৫৬৩
	৯।	হাফিজ উদ্দিন সরকার	জাকের পার্টি	২,৪০৪
				১,৭৯,৫৫১
১৯৫ গাজীপুর-৩	১।	অধ্যাপক আঃ মালেক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২২১
	২।	আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৮৫
বৈধ ১,০২,৮৮৪	৩।	আফছার উদ্দি ন আকন্দ	স্বতন্ত্র	৭৪
বাতিল ৯৭১	৪।	আলতাফ হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪৬৬
১,০৩,৮৫৫	৫।	আঃ আজিজ বাগমার	স্বতন্ত্র	৪,০৬৪
	৬।	এ,বি,এম,খলিলুর রহমান	জাকের পার্টি	৬,১৮৪
	৭।	কে,এম,হাবিব-জামান (অরুন)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,২৩৩
	৮।	ডাঃ আসফার হোসেন মোল্লা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৩৭৭
	৯।	প্রফেসার আঃ মোতালিব	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৮৭০
	১০।	প্রফেসার ইউসুফ আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,৭৬৯
	১১।	মজনু	জাতীয় পার্টি	৮,২৯৮
	১২।	মহিউদ্দিন খান	স্বতন্ত্র	৫,৬৭০
	১৩।	শিহাব উদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৯০৬
	১৪।	সাহিনা খান	স্বতন্ত্র	১,৫৬৭
				১,০২,৮৮৪

১		২	৩	৪
১৯৬ গাজীপুর-৪	১।	আবদুল কবির	জাকের পার্টি	৮,৫৪৯
	২।	আ,স,ম,হান্নান শাহ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৬,৭৬৬
	৩।	আ: রশিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,৫৩২
বৈধ ১,০৪,৭৬৪	৪।	মোয়াজ্জেম হোসেন	স্বতন্ত্র	৩৩৯
বাতিল ৯৯১	৫।	মো: মোস্তাফিজুর রহমান (মোস্তফা)	জাতীয় পার্টি	১,১০৭
টেন্ডার্ড ১	৬।	মো: শহিদুল্লাহ	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	২১৬
১,০৫,৭৫৬	৭।	সৈয়দা জোহরা তাজ উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৩,২৫৫
				১,০৪,৭৬৪
১৯৭ নরসিংদী-১	১।	আতাউর রহমান খান	জাকের পার্টি	২,৪৬৬
	২।	আলহাজ মোসলেহ উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১,৩৪০
	৩।	এডভোকেট মোস্তফা জামাল	জাতীয় পার্টি	৮,৯২৮
বৈধ ১,৩৭,২৮৪	৪।	কাজী হাতেম আলী	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	১,৩৭৯
বাতিল ১,২৯৬	৫।	মো: জাকির হোসেন	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল(জাগদল)	৩৪৬
১,৩৮,৫৮০	৬।	মো: বাবুল সরকার	স্বতন্ত্র	২,৩৭৪
	৭।	শাহজাহান মল্লিক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	২৪৫
	৮।	সামসুদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮০,২০৬
				১,৩৭,২৮৪
১৯৮ নারসিংদী-২	১।	খায়রুল কবির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৯,২০৩
	২।	জায়েদুল কবির	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,০৩৩
	৩।	ড: আ: মঈন খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪২,৮৫১
	৪।	ড: খ: মহিউদ্দিন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১,৩৭৪
বৈধ ৯০,৫৬৫	৫।	ডা: হাবিবুর রহমান খান	বাংলাদেশ জন পরিষদ	১৪৭
বাতিল ৮৬৪	৬।	মো: দেলোয়ার হো: খান	জাতীয় পার্টি	২৩,৮৯৬
টেন্ডার্ড ২	৭।	মো: মনিরুল ইসলাম পনির	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৯৫
৯১,৪৩১	৮।	মো: মাহবুবের রহমান	জাকের পার্টি	১,৭৬৬
				৯০,৫৬৫
১৯৯ নরসিংদী-৩	১।	আ: মান্নান ভূইয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪১,৫১৫
	২।	আ: হান্নান ভূত্রা	জাকের পার্টি	৩,০৪২
	৩।	এমরুমসাল এমরান খান	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	৭৯

১		২	৩	৪
১৯৩ গাজীপুর-১	১।	আ,ন,ম,মনিরুজ্জামান	জাকের পার্টি	৬৬১
	২।	আ: কাশেম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৫০
বৈধ ১,৬৬,৫২৪	৩।	আ: রফিক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৫১০
বাতিল ১,৫৭২	৪।	আ: রশিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৫৪১
টেন্ডার্ড ২	৫।	চৌধুরী তানবীর আহমদ সিদ্দিকী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৬,০৭৭
১,৬৮,০৯৮	৬।	মর্জিনা আক্তার	স্বতন্ত্র	৬১৯
	৭।	মতিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	৩১,৪৫২
	৮।	মির্জা সামসুল আলম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৮৭৭
	৯।	রহমত আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭০,৫৩৭
				১,৬৬,৫২৪
১৯৪ গাজীপুর-২	১।	অধ্যাপক এম,এ,মান্নান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯৭,৫৯৭
	২।	আ,ক,ম,মোজাম্মেল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৬,৪১৮
বৈধ ১,৭৯,৫৫১	৩।	আজমত আলী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৫৮৩
বাতিল ১,৫৬৮	৪।	আবু ছাদেক মোহাম্মাদ নজিবুল্যাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,০৯৮
টেন্ডার্ড ৫	৫।	ওছমান আলী	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	১,৬৭৫
১,৮১,১২৪	৬।	নুরুল আনোয়ার	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৭৬৯
	৭।	ফিরোজ খাঁ	জাতীয় পার্টি	৬,৪৪৪
	৮।	শিহাব উদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৫৬৩
	৯।	হাফিজ উদ্দিন সরকার	জাকের পার্টি	২,৪০৪
				১,৭৯,৫৫১
১৯৫ গাজীপুর-৩	১।	অধ্যাপক আ: মালেক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২২১
	২।	আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৮৫
বৈধ ১,০২,৮৮৪	৩।	আফছার উদ্দি ন আকন্দ	স্বতন্ত্র	৭৪
বাতিল ৯৭১	৪।	আলতাফ হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪৬৬
১,০৩,৮৫৫	৫।	আ: আজিজ বাগমার	স্বতন্ত্র	৪,০৬৪
	৬।	এ,বি,এম,খলিলুর রহমান	জাকের পার্টি	৬,১৮৪
	৭।	কে,এম,হাবিব-জামান (অরুন)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,২৩৩
	৮।	ডা: আসফার হোসেন মোল্লা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৩৭৭
	৯।	প্রফেসার আ: মোতালিব	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৮৭০
	১০।	প্রফেসার ইউসুফ আলী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,৭৬৯
	১১।	মজনু	জাতীয় পার্টি	৮,২৯৮
	১২।	মহিউদ্দিন খান	স্বতন্ত্র	৫,৬৭০
	১৩।	শিহাব উদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৯০৬
	১৪।	সাহিনা খান	স্বতন্ত্র	১,৫৬৭
				১,০২,৮৮৪

১		২	৩	৪
১৯৯ নরসিংদী-৩	৪।	কামাল হায়দার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩,০২৬
	৫।	ছরওয়ার হোসেন খান	ফ্রীডম পার্টি	২৩৮
বৈধ ৮৭,৭৯১	৬।	ফজলুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩৮২
বাতিল ৭৯২	৭।	মাহবুবুর রহমান ভূঞা	স্বতন্ত্র	১৯,৫৩০
৮৮,৫৮৩	৮।	মো: শাহজাহান সাজু	জাতীয় পার্টি	১৯,৯৭৯
				৮৭,৭৯১
২০০ নরসিংদী-৪	১।	আশ্রাব আলী	স্বতন্ত্র	৪৬৩
	২।	এ,টি,এম,আবদুল্লাহ আল-হোসাইন	জাকের পার্টি	১,৯২২
	৩।	এডভোকেট আ: রশিদ	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	৫৩১
বৈধ ১,৩৩,৬৩৩	৪।	এডভোকেট নুরুল মজিদ হুমায়ুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,৩০৯
বাতিল ১,৯৭৮	৫।	নার্গিস বেগম	জাতীয় পার্টি	১,৬০৮
১,৩৫,৬১১	৬।	মুহা: আবুল হাসনাত	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২১৬
	৭।	মোফাজ্জল মাষ্টার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	২৪১
	৮।	মো: এ,টি,এম,রফিউদ্দীন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৭২৬
	৯।	মো: মতিউর রহমান	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৫২৫
	১০।	সর: সাখাওয়াত হোসেন বকুল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭১,৩৫০
	১১।	সামসুজ্জামান ভূঞা	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৭৪২
				১,৩৩,৬৩৩
২০১ নরসিংদী-৫	১।	আসাদুল হক (খসরু)	স্বতন্ত্র	৮,৩৯০
	২।	আ: আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী (বিএনপি)	৩৭,৩৬০
বৈধ ১,৬১,৮৯২	৩।	আ: বাছেত চৌধুরী	স্বতন্ত্র	২৯,৯৫৬
বাতিল ২,১৩১	৪।	আ: মোমেন ভূঞা	স্বতন্ত্র	৪,৫০৮
১,৬৪,০২৩	৫।	আ: হাই ফরাজী	জাতীয় পার্টি	১,০১৯
	৬।	ফজলুল হক খন্দকার	গণতন্ত্রী পার্টি	২৬,৭৫৮
	৭।	মতিউর রহমান	জাকের পার্টি	২,৪৭৬
	৮।	মাইন উদ্দিন ভূঞা	স্বতন্ত্র	১৪,৬৪২
	৯।	রাজি উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬,৪৫৫
	১০।	রেজাউল করিম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(ইউসুফ)	৩২৮
				১,৬১,৮৯২

১		২	৩	৪
২০২ নারায়নগঞ্জ-১	১।	আক্তারুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৩,৩৬১
	২।	আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হান্নান	স্বতন্ত্র	৫১৬
বৈধ ১,৩১,৩২২	৩।	আ: মতিন চৌ:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬০,৫৩২
বাতিল ১,১২০	৪।	এডভোকেট মো:আব্দুলকাদের	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,০০৭
১,৩২,৪৪২	৫।	ওয়াহাব মাহমুদ	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৩৩৭
	৬।	পীরজাদা শাহ দীন মোহাম্মদ	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল(জাগদল)	১২১
	৭।	শহীদুল ইসলাম	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৬৪০
	৮।	শাহজাহান ভূঞা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫৬৫
	৯।	সুধীর চন্দ্র সরকার	জাকের পার্টি	১,৯৫৪
	১০।	সুলতান উদ্দিন ভূঁ:	জাতীয় পার্টি	৮,২৮৯
				১,৩১,৩২২
২০৩ নারায়নগঞ্জ-২	১।	আতাউর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,৪০০
	২।	ইলিয়াছ মোল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৮৩০
	৩।	এম,এ,আউয়াল	জাতীয় পার্টি	৪০৪
বৈধ ১,১২,৩২৪	৪।	এমদাদুল ভূয়া	স্বতন্ত্র	৩৫,৩৫৩
বাতিল ৮৯৯	৫।	মো: জাকির হোসেন	জাকের পার্টি	৮,০৫৬
১,১৩,২২৩	৬।	মো: মমতাজ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,০৪৭
	৭।	মো: রুপ মিয়া	জাতীয় গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১১৩
	৮।	মো: হাফিজুল ইসলাম	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	১২১
				১,১২,৩২৪
২০৪ নারায়নগঞ্জ-৩	১।	অধ্যাপক রেজাউল করিম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫০,৭৬৯
	২।	আবুল হাসনাত	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৬১৩
	৩।	আহাম্মদ হোসেন ভূঞা(বুলবুল)	জাতীয় পার্টি	৮,১৬৬
	৪।	এ,এস,এম,সোলায়মান	জাকের পার্টি	৫,০৬৫
বৈধ ৯৫,১০২	৫।	এডভোকেট শাহাব উদ্দিন আহমেদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৫৬
বাতিল ১,১৩৩	৬।	ছাদেকুর রহমান	স্বতন্ত্র	১৪২
৯৬,২৩৫	৭।	জহিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)(খালেকুজ্জামান)	৪৬৫
	৮।	সিরাজুল ইসলাম খন্দকার	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৪২৬
				৯৫,১০২

১		২	৩	৪
২০৫ নারায়নগঞ্জ-৪		১। আশরাফ উদ্দিন আহম্মেদ চুন্নু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,১২১
		২। এম,এ,ছাত্তার	জাতীয় পার্টি	১৫,৮৫৯
		৩। কামাল আহ্মাদ	ফ্রীডম পার্টি	৯৮৬
বৈধ	১,৩৫,৩৪২	৪। ফাতেমা বেগম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	২০৬
বাতিল	২,০০৫			
	১,৩৭,৩৪৭	৫। বাবুল প্রধান	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	৪৩২
		৬। মোহাম্মদ আলী	স্বতন্ত্র	২২,০০১
		৭। মো: মোসলেহ উদ্দিন	ধূমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবা সংস্থা(সিফসা)	৪৩০
		৮। রৌশন আরা বেগম	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	২৩২
		৯। শহিদুল ইসলাম	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৫১৬
		১০। সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৪,৫৭৮
		১১। নুরুজ্জামান	জাকের পার্টি	৪,৯৮১
				১,৩৫,৩৪২
২০৬ নারায়নগঞ্জ-৫		১। অধ্যাপিকা নাজমা রহমান	বাংলাদেশন আওয়ামী লীগ	৩৮,৬০৩
		২। আলহাজ খাজা মহিউদ্দিন	জাকের পার্টি	১,৯৮৯
		৩। আলহাজ্ব মা · বাকী বিল্লাহ	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৩২৯
বৈধ	১,২৬,৮১৯	৪। এডভোকেট আবুল কালাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৩,৩০০
বাতিল	১,২৩১	৫। এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৩০৩
	১,২৮,০৫০	৬। তোফাজ্জল হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ রব)	২৭৪
		৭। নাসিম ওসমান	জাতীয় পার্টি	২৬,১৪৩
		৮। মন্টু ঘোষ	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	২৯৬
		৯। মোহা: নজরুল ইসলাম এডভোকেট	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৫৮২
				১,২৬,৮১৯

১		২	৩	৪
২০৭ রাজবাড়ী-১	১।	আলী নেওয়াজ মাহমুদ	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	১১,৭৭৬
	২।	আঃ খালেক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩০,৪৮৯
বৈধ ১,১৬,০৩০	৩।	কামরান হোসেন চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১৬৪
বাতিল ১,১১৫	৪।	গোলাম মোস্তফা	জাতীয় পার্টি	১৩,৩৯০
১,১৭,১৪৫	৫।	নজরুল হক	বাংলাদেশ জনতা দল	২,১৬০
	৬।	নুরুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৩৪৫
	৭।	বিশ্বনাথ কর্মকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৮৪
	৮।	মুন্সী আঃ লতিফ	স্বতন্ত্র	১৮৭
	৯।	মোঃ আব্বাস আলী মিয়া	জাকের পার্টি	১৩,০৮৮
	১০।	মোঃ আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,১৮৭
	১১।	মোঃ মনিরুল হক	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,১৬০
				১,১৬,০৩০
২০৮ রাজবাড়ী-২	১।	আবদুল গফুর মোল্লা	জাকের পার্টি	২,৭৪২
	২।	আঃ মতিন মিয়া	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪২৭
	৩।	খোন্দকার নুরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৩০০
	৪।	গোলাম শওকত সিরাজ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,৫০০
বৈধ ১,৯১,৪২৮	৫।	ডাঃ এ,কে,এম,আসজাদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭০,৯০১
বাতিল ১,৯৯৪	৬।	নাছির উদ্দিন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৬৮,২২৩
১,৯৩,৪২২	৭।	নাজির হোসেন চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	১১,২১১
	৮।	ফিরোজা বেগম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১১৪
				১,৯১,৪২৮
২০৯ ফরিদপুর-১	১।	আবু জাফর মিয়া	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২১৫
	২।	এ,কে,এম,শামসুল বারী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৩,৪৮৫
	৩।	মওলানা মোঃ সিদ্দীকুর রহমান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৮৪৯
	৪।	মওলানা হাবিবুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৩,৭৯৭
বৈধ ১,৬০,৬০৯	৫।	মোঃ আবদুর রউফ মিয়া,এমএবিএড	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৮,০২৭
বাতিল ১,৭৪৫	৬।	মোঃ আবু সাঈদ মিয়া	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	৯৭২
টেন্ডার্ড ৩	৭।	মোঃ ইউনুস আলী বিশ্বাস	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	১৬৯
১,৬২,৩৫৭	৮।	মোঃ মোজাফফর হোসেন	বাংলাদেশ জনতা দল	৪,৪৪৩
	৯।	মোঃ লুৎফর রহমান	জাকের পার্টি	২,৫২০
	১০।	শাহ্ মোঃ আবু জাফর	জাতীয় পার্টি	৪৫,১৩৪
				১,৬০,৬০৯

১		২	৩	৪
২১০ ফরিদপুর	১।	আবুল হোসেন মিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৭,৬৩০
	২।	আবু সাঈদ খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৮৭৩
বৈধ ৯৭,১১৫	৩।	আলহাজ্ব আবদুল হাই আজাদ	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪,৭৭৯
বাতিল ৯২২	৪।	এ,কে,এম,খায়রুজ্জামান	জাকের পার্টি	১১,৪৫০
৯৮,১০৭	৫।	কে,এম,ওবায়দুর রহমান	বাংলাদেশ জনতা দল	৩৪,২১০
	৬।	শাহ্ মোঃ কাজী কবিরুল ইসলাম কাঞ্চন	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	৫৮৯
	৭।	সাইফুজ্জামান চৌধুরী জুয়েল	জাতীয় পার্টি	৩৫৫
	৮।	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,২২৯
				৯৭,১১৫
২১১ ফরিদপুর-৩	১।	আবদুল মান্নান মোল্লা	জাকের পার্টি	১৪,১১১
	২।	আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৬,৫০২
বৈধ ১,৩২,৮৩৮	৩।	আঃ রাজ্জাক মোল্যা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,০২৮
বাতিল ১,৩৪১	৪।	ইমাম উদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৬৫৩
১,৩৪,১৭৯	৫।	কে,এম,ওবায়দুর রহমান	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৮৭১
	৬।	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬২,৪৩২
	৭।	বেলায়েত হোসেন	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	৬০২
	৮।	মোঃ কাওছার আহম্মেদ	স্বতন্ত্র	১৩৪
	৯।	সাইফুল ইসলাম নীলু	জাতীয় পার্টি	২,৫০৫
				১,৩২,৮৩৮
২১২ ফরিদপুর-৪	১।	চৌধুরী আকমল ইবনে ইউসুফ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৪,৭৩০
	২।	মোশাররফ হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৩,৩১৩
বৈধ ৮৭,২৫৪	৩।	মোঃ আদেল উদ্দিন হাওলাদার	জাকের পার্টি	১৮,৩৪৮
বাতিল ৯২৪	৪।	মোঃ আবদুল লতিফ মিয়া	বাংলাদেশ জনতা দল	৮৬৩
টেন্ডার্ড ৫৩				
৮৮,১৮১				৮৭,২৫৪
২১৩ ফরিদপুর-৫	১।	অধ্যাপক সাহেদ আলী ফকির	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৬৬০
	২।	অনীল চন্দ্র মরন	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	২৫১
	৩।	আবদুল হান্নান মিয়া	স্বতন্ত্র	১,৩৪০
	৪।	ডাঃ কাজী আবু ইউসুফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,০৫২
	৫।	মোঃ আবদুল বাকী	ইসলামী ঐক্য জোট	৪,৯৩৩

১		২	৩	৪
২১৩ ফরিদপুর-৫	৬।	মো: ছরোয়ার জান মিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,০৭১
	৭।	মো: মোশারফ হোসেন	জাকের পার্টি	১২,৬৯০
বৈধ ৮১,০৬৪	৮।	মো: শহিদুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৯১২
বাতিল ৬৬৮	৯।	শামসুদ্দিন মোল্লা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৫৫
৮১,৭৩২				৮১,০৬৪
২১৪ গোপালগঞ্জ-১	১।	আজিজুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১৯৭
	২।	আ: মান্নান	জাকের পার্টি	৪৭৫
	৩।	ইমদাদুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,৯৯২
বৈধ ১,২১,৭৫৬	৪।	এম,এইচ,খান মঞ্জু	স্বতন্ত্র	১৯৩
বাতিল ৯৬০	৫।	কাজী আবদুর রশিদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৯,২১৯
টেন্ডার্ড ০৫	৬।	খায়রুল বাকী মিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১১,১৩৬
১,২২,৭২১	৭।	জুলফিকার আলী	জাতীয় পার্টি	৬৫৬
	৮।	মনীন্দ্র সরকার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	৮০
	৯।	মুকুল চন্দ্র বসু	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৪,৬০২
	১০।	মো: ফারুক আহমদ তালুকদার	স্বতন্ত্র	৮১
	১১।	মো: লুৎফার	স্বতন্ত্র	৪৮৪
	১২।	সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬৪১
				১,২১,৭৫৬
২১৫গোপালগঞ্জ-২	১।	ইঞ্জিনিয়ার মো: আবুল কাশেম	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১,৪২৫
	২।	ধীরেন্দ্র কুমার বাকৃচী	জাকের পার্টি	৩,৯২৭
	৩।	ফজলে এলাহী সরফুজ্জামান মিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,৬৬১
বৈধ ১,২২,৭৩১	৪।	ফারুক	জাতীয় পার্টি	৫৮৯
বাতিল ৬৮৬	৫।	মো: নজরুল ইসলাম	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৭,৩৪২
১,২৩,৪১৭	৬।	শিশির বিশ্বাস	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৫,৩৪১
	৭।	শেখ আলমগীর হোসেন	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৬৫১
	৮।	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯৩,০১৫
	৯।	সন্দীপ কুমার বিশ্বাস	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	৩৭২
	১০।	সেখ মো: ইলিয়াস	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৪০৮
				১,২২,৭৩১

১		২	৩	৪
২১৬ গোপালগঞ্জ-৩	১।	অমলেন্দু বিশ্বাস	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,১১৬
	২।	নির্মল সেন	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	১,০১৯
বৈধ ৯৪,১০৯	৩।	বীরেন্দ্র নাথ মৈত্র	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৪,২৪৬
বাতিল ৬৮০	৪।	শেখ শওকত হোসেন নিলু	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	১,৫২৭
৯৪,৭৮৯	৫।	শেখ হাসিনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৭,৯৪৫
	৬।	হাফেজ ওমর আহমেদ	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৭,২৫৬
				৯৪,১০৯
২১৭ মাদারীপুর-১	১।	আবুল খায়ের চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৩২,৩৩৩
	২।	ইলিয়াছ আহ্‌মেদ চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৭,৫৯৫
	৩।	জহিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৯২৮
বৈধ ১,০৪,০৬৯	৪।	মজিবুর রহমান খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,৭৪৪
বাতিল ১,৪৭২	৫।	মেজবাহ উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩৪৮
১,০৫,৫৪১	৬।	রাজা মিয়া হাং	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬২৮
	৭।	রেজা শাহ্‌জাহান	জাকের পার্টি	৯,০৭৫
	৮।	রোকন উদ্দিন খান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৩২৭
	৯।	সামছুল হুদা তালুকদার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৯১
				১,০৪,০৬৯
২১৮ মাদারীপুর-২	১।	আবদুল মান্নান শিকদার (এডভোকেট)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	১৫,৪৩৬
	২।	আলহাজ ফেরদৌস জমাদার	স্বতন্ত্র	১৮৩
	৩।	আঃ রাজ্জাক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬১,৫৩২
বৈধ ১,৩২,৫২৬	৪।	এ্যাডভোকেট মোঃ এনামুল হক (চিনুমিয়া)	জাকের পার্টি	৪,৭৪৪
বাতিল ১,১৩৩	৫।	নুরুল আমিন	স্বতন্ত্র	১,২৭৮
১,৩৩,৬৫৯	৬।	শাহজাহান খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩০,১৫৬
	৭।	সামসুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৩৫৫
	৮।	সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া	জাতীয় পার্টি	৯,৮৬৯
	৯।	হাঃ আনোয়ারুল হক	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২,৯৭৩
				১,৩২,৫২৬

১		২	৩	৪
২১৯ মাদারীপুর	১।	আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৮,৬৬০
	২।	আঃ মতিন মোল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৭,০২২
বৈধ ১,১১,৮১৩	৩।	আঃ লতিফ জোনাকী	জাতীয় পার্টি	৭২০
বাতিল ১,১৮৭	৪।	এ,কে,এম,জাহাংগীর (এ্যাডভোকেট)	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৪৮১
১,১৩,০০৬	৫।	এমদাদ হোসেন	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৯১৮
	৬।	ফরিদ উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮,৪২৪
	৭।	মোঃ শিকবুল হোসেন	জাকের পার্টি	৩,৬৪৮
				১,১১,৮১৩
২২০ শরীয়তপুর-১	১।	আঃ আজিজ হাওলাদার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	২৫৮
	২।	গিয়াস উদ্দিন মোল্লা	জাকের পার্টি	১,১৩৩
	৩।	নূর মোহাম্মাদ কোতোয়াল	স্বতন্ত্র	৩৫২
	৪।	মাওলানা খলিলুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,২২৫
	৫।	মাওঃ আলাউদ্দিন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১০৪
	৬।	মোঃ মজিবর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৮,৭৫৪
বৈধ ১,১৫,০৫৮				
বাতিল ১,৩২৮	৭।	মোঃ সামছুল হক বেপারী	স্বতন্ত্র	৩৪৯
টেন্ডার্ড ৩	৮।	সরদার এ,কে,এম,নাসিরউদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৮,৮১৫
১,১৬,৪৮৯	৯।	হাজী আমজাদ হোসেন মোড়ল	স্বতন্ত্র	২৩৫
	১০।	হেমায়েত উল্লাহ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৪,১৫৩
				১,১৫,০৫৮

১		২	৩	৪
২২১ শরীয়তপুর-২	১।	আলহাজ টি,এম,গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	১,৫৬৪
	২।	ওহেদ বিছি	জাকের পার্টি	১,৪৪১
বৈধ ৭১,৪০২	৩।	কর্ণেল (অব:) শওকত আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,৩২৭
বাতিল ৭৭২	৪।	দেওয়ান সুলতান মাহমুদ	জাতীয় ঐক্য পার্টি	৮৩২
৭২,১৭৪	৫।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৩৭
	৬।	হারুন অর রশিদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২২,৪০৮
	৭।	হারুন রশিদ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫৯৩
				৭১,৪০২

২২২ শরীয়তপুর-৩	১।	আবদুর রাজ্জাক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৫,৪৫৫
	২।	আবিদুর রেজা খান	স্বতন্ত্র	৩৮০
বৈধ ১,৪২,২৯৭	৩।	আলী হোসেন মাদবর	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,০৪৯
বাতিল ১,৭৫০	৪।	ইয়াছিন সরকার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬৪৯
১,৪৪,০৪৭	৫।	এস,এম,লুৎফর রহমান স:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬০,১২৮
	৬।	ওবায়েদুল হক	জাতীয় পার্টি	১,০৭২
	৭।	গিয়াস উদ্দিন মোল্লা	জাকের পার্টি	১,৫৬৪
				১,৪২,২৯৭

জাতীয় সংসদ নির্বাচন,১৯৯১

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী

চট্টগ্রাম বিভাগ

মোট নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা : ৭৮

নির্বাচনী এলাকা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম	রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪
২২৩ সুনামগঞ্জ	১। আলী আমজাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৩০,১৮৭
বৈধ ১,১৯,৪৩৩	২। আঃ নুর আখন্জিত	স্বতন্ত্র	৯৬৯
বাতিল ১,৫১৩	৩। ন'জির হোসেন	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৪,১১৭
টেন্ডার্ড ৪	৪। বদরুদ্দোজা আহমদ (সুজা)	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১৩২
১,২০,৯৫০	৫। মুক্তার হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২১,৩৯১
	৬। মুসলেম উদ্দীন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,৩৭১
	৭। শাজাহান	স্বতন্ত্র	১৩,২২৪
	৮। সৈয়দ রফিকুল হক	স্বতন্ত্র	১,১৫০
			১,১৯,৪৩৩
২২৪ সুনামগঞ্জ-২	১। জহির আহমেদ	স্বতন্ত্র	৩,৫৫৬
	২। দবিরুল ইসলাম চৌং	জাতীয় পার্টি	৩৬,০৬৭
	৩। মতিউর রহমান	স্বতন্ত্র	৩২৮
বৈধ ১,০১,২৯৪	৪। মোঃ ফজলুল হক	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	২৩১
বাতিল ১,৫৬৮			
টেন্ডার্ড ২৬	৫। রানা হাসান চৌঃ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২,৫৩২
	৬। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত	গনতন্ত্রী পার্টি	৫৮,৫৮০
১,০২,৮৮৮			১,০১,২৯৪

১		২	৩	৪
২২৫ সুনামগঞ্জ-৩	১।	আনিসুল বারী চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১০,২৮৫
বৈধ - ৮৬,১২১	২।	আবদুস সামাদ আজাদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৭,৭০১
বাতিল - ১,১০৪	৩।	ওয়ায়দুল্যা	স্বতন্ত্র	২০৮
টেন্ডার - -	৪।	গুলজার আহমদ	গণতন্ত্রী পার্টি	২৩৭
৮৭,২২৫	৫।	দেওয়ান ইস্কন্দর রেজা চৌধুরী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬০৯
	৬।	ফারুক রশীদ চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	২৩,৭২৩
	৭।	সৈঃ শামছুল ইসলাম	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী পার্টি	১৩,৩৫৮
				৮৬,১২১
২২৬ সুনামগঞ্জ-৪	১।	আঃ জহুর মিয়া	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৬৪৯
	২।	এ,বাবলু রিবোরা	ফ্রীডম পার্টি	৫১০
	৩।	দেঃ শামসুল আবেদীন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,৮৬৫
বৈধ ৯২,৫৮৭	৪।	বিনোদ রঞ্জন তালুকদার	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (মাহবুব)	৫১৩
বাতিল ১,১৫৫				
৯৩,৭৪২	৫।	মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌঃ	জাতীয় পার্টি	২৫,৫৫৫
	৬।	মোঃ মছিহুর রহমান	স্বতন্ত্র	৩,৮৩৬
	৭।	মোঃ সাজিদুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,০২৪
	৮।	শহীদ [illegible] চৌঃ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬৩৫
				৯২,৫৮৭
২২৭ সুনামগঞ্জ -৫	১।	আবদুর রহিম	স্বতন্ত্র	৯,৮৬৪
	২।	আবুল লেইছ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪৩৬
	৩।	আবুল হাছনাত মোঃ আবদুল হাই	স্বতন্ত্র	৭,৫৩০
বৈধ ১,২৩,০৪১	৪।	আঃ মজিদ	জাতীয় পার্টি	২২,২৬৬
বাতিল ১,১১২	৫।	এম,ইয়াহ ইয়া	স্বতন্ত্র	২০,৫১৮
১,২৪,১৫৩	৬।	কলিম উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৭,০১৯
	৭।	জয়নুল করিম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,৪৬৭
	৮।	মহিবুর রহমান মানিক	গণতন্ত্রী পার্টি	১৭,৬৯৫
	৯।	মোঃ আঃ ছালাম	ইসলামী ঐক্য জোট	১২,৮৫১
	১০।	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,০২৭
	১১।	সিরাজুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	২,৩৬৮
				১,২৩,০৪১

১	২		৩	৪
২২৮ সিলেট -১	১।	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাসউদ খান	ইসলামী ঐক্য জোট	৭,৭৩৬
	২।	আলহাজ মাওলানা শেখ মোহাম্মদ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	২০২
বৈধ ১,১৭,০৫৪	৩।	আং রকিব এডভোকেট	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৪৪৫
বাতিল ১,২১০	৪।	ইফতেখার হোসেন শামীম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৫,৪৭০
১,১৮,২৬৪	৫।	খন্দকার আবদুল মালিক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৭,০৯০
	৬।	ডাঃ শফিকুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭,৫১৭
	৭।	মুহাম্মদ আবদুল করিম	জাকের পার্টি	৪৪৯
	৮।	মোঃ আবদুল মালেক	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১৪১
	৯।	মোঃ নওশেরান চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৭,২২৪
	১০।	লিয়াকত আলী খান	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	৮৬৭
	১১।	শফিকুর রহমান (অধ্যাপক)	জাতীয় জনতা পার্টি(আশরাফ)	২,০৪৮
	১২।	সদর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ ইনু)	৭,৮৬৫
				১,১৭,০৫৪
২২৯ সিলেট-২	১।	আলহাজ মাওলনা মোঃ আবদুল মতিন	জমিয়তে উলমায়ে ইসলামী পার্টি	১,১০৩
	২।	ইনামুল হক চৌধুরী	স্বতন্ত্র	১৫৪
	৩।	এডভোকেট নুরুল ইসলাম খান	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৭০০৭
	৪।	এম,এ,হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৮,৪৯৩
বৈধ ৯৭,২৬৫	৫।	খন্দকার ফরিদ উদ্দিন আহমদ	বাংলাদেশ জনতা দল	৮১৩
বাতিল ৯৩৯	৬।	ছাত্তার মিয়া	স্বতন্ত্র	২৪৩
টেন্ডার্ড ২	৭।	মহসুদ ইবনে আজিজ (লামা)	জাতীয় পার্টি	৩৯,০১৫
৯৮,২০৬	৮।	মুহম্মদ আশরাফ আলী	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	১,১৩৯
	৯।	মুহিবুর রহমান	স্বতন্ত্র	১২,৩১২
	১০।	মোঃ নুরহোসেন চৌধুরী	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫৭
	১১।	মোঃ লুৎফর রহমান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২২,০৮৭
	১২।	লুৎফর রহমান জায়গীরদার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,৫৪২
				৯৭,২৬৫

১		২	৩	৪
২৩০ সিলেট-৩	১।	আবুল কালাম আজাদ	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক	৭২১
	২।	মাহমদ উস সামাদ চৌঃ	স্বতন্ত্র	৭,০৯৫
	৩।	মোঃ আতিকুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৯,০৫৭
	৪।	মোঃ আব্দুন নুর	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৮৯
বৈধ ৮৭,০৭৬	৫।	মোঃ আবদুল বাচিত	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,২৯৬
বাতিল ৮১২	৬।	মোঃ আবদুল মুকিত খান	জাতীয় পার্টি	৩৩,৪১৬
টেন্ডার্ড ২২	৭।	শফি উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৭,৪৭০
৮৭,৯১০	৮।	সাইফুর রাজ্জাক (কিনু)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫৩২
				৮৭,০৭৬
২৩১ সিলেট-৪	১।	আলহাজ মোঃ শফিকুর রহমান (শফিকুল)	জাকের পার্টি	২,০১৬
	২।	ইমরান আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,০১৮
বৈধ ৫৩,৮৩১	৩।	এডভোকেট নাসির উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,১০৯
বাতিল ৫২৫	৪।	নাজিম কামরান চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৪,৫০৮
৫৪,৩৫৬	৫।	মনির উদ্দিন মাষ্টার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৩,০০৮
	৬।	মোছাম্মৎ মিনারা বেগম (বেগম মিনা ছয়ফুর)	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল	১৭২
				৫৩,৮৩১
২৩২ সিলেট -৫	১।	আঃ মৌঃ ওবায়দুল হক	ইসলামী ঐক্য জোট	২৬,২৬৭
	২।	আব্দুল মতিন চৌঃ	জাতীয় পার্টি	১৩,২৯৮
	৩।	এ,টি,আবদুল মুনতাকিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬৩২
	৪।	মাওলনা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,২০৭
বৈধ ৯০,৫৯৩	৫।	মোহাম্মদ আবদুল করিম	জাকের পার্টি	৫২৩
বাতিল ১,০১৯	৬।	মোঃ আবুল হারিছ চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৪,৫৯৬
টেন্ডার্ড ২	৭।	মোঃ মহিউদ্দিন আহমদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩৮৮
৯১,৬১৪	৮।	হাফিজ আহমদ মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৯,৬৮২
				৯০,৫৯৩
২৩৩ সিলেট-৬	১।	নজরুল ইসলাম ময়ুর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১০,৪০৭
	২।	নুরুল ইসলাম নাহিদ	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৩৩,৩৩২
	৩।	প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	ইসলামী ঐক্য জোট	২০,৩৩৭
	৪।	ফজলুর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৫,২৬৭
	৫।	মাওলানা রফিকুল ইসলাম(বাবুল)	স্বতন্ত্র	৩০১
	৬।	মোঃ আতাউর রহঃ খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১০০

১		২	৩	৪
২৩৩ সিলেট-৬	৭।	মো: ওয়াহিদুর রহমান	স্বতন্ত্র	১,৯৪২
	৮।	মো: লোকমান আহমদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৩,৪১৬
বৈধ ১,২৫,৮৭৮	৯।	শরফ উদ্দিন খসরু	জাতীয় পার্টি	৩৯,০৬৫
বাতিল ১,৩৬১	১০।	সাইদুর রহমান খান মাহ তাব	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫২৬
১,২৭,২৩৯	১১।	সাহাব উদ্দি ন	স্বতন্ত্র	১,১১০
	১২।	সৈয়দ মকবুল হোসেন (লেছু মিয়া)	স্বতন্ত্র	৭৫
				১,২৫,৮৭৮
২৩৪ মৌলভীবাজার-১	১।	আছাদ উদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১১,২৩০
	২।	আবদুল মালিক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,২৫৬
বৈধ ৭৩,০৫২	৩।	আলহাজ্ব ইমান উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৫৫৮
বাতিল ৮৬১	৪।	এবাদুর রহমান চৌ:	জাতীয় পার্টি	২৭,৯০০
৭৩,৯১৩	৫।	তবারক হোসেইন	গণতন্ত্রী পার্টি	১০৮
				৭৩,০৫২
২৩৫ মৌলভী বাজার-২	১।	আলহাজ্ব এ,এন,এম,ইউসুফ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউছুফ)	১,৮৪৭
	২।	নবাব আলী আব্বাছ খাঁন	জাতীয় পার্টি	৬১,১০৮
বৈধ ১,১৫,৯০৬	৩।	মো: আতাউর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫,৩৭৬
বাতিল ১,৪৯৮	৪।	মো: সিরাজউদ্দিন আহমদ	গণতন্ত্রী পার্টি	৯৬৫
১,১৭,৪০৪	৫।	শ্যাম নারায়ণ গৌঁড়	স্বতন্ত্র	১,০৮৪
	৬।	সুলতান মো: মনসুর আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৫,৫২৬
				১,১৫,৯০৬
২৩৬ মৌলভী বাজার-৩	১।	আজিজুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,৯৭৭
	২।	গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৩৮,৫২৮
বৈধ ১,৩২,৯৬১	৩।	নাছির উদ্দিন আহমদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪১৯
বাতিল ১,৪৩৩	৪।	মাওলনা মো: ইব্রাহিম খলিল আজাদী	জাকের পার্টি	২৯৭
টেন্ডার্ড ৬	৫।	মো: আবদুল হক (আং হক)	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	২,৩৪৪
১,৩৪,৪০০	৬।	সাইফুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,৩৯৬
				১,৩২,৯৬১

১		২	৩	৪
২৩৭ মৌলভী বাজার-৪	১।	আহাদ মিয়া	জাতীয় পার্টি	৬০,২১৫
	২।	মো: আবদুস শহীদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৫,৩২১
বৈধ ১,৪৬,১৩৮	৩।	সাইফুর রহমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬,৫৯৪
বাতিল ১,৭৯৯	৪।	সামছুজ্জামান এডভোকেট	জাকের পার্টি	৯১৪
১,৪৭,৯৩৭	৫।	সিরাজুল ইসলাম মতলিব	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১,৫৪৭
	৬।	সৈয়দ আবু জাফর আহ:	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,৫৪৭
				১,৪৬,১৩৮
২৩৮হাবিগঞ্জ-১	১।	খলিলুর রহমান	জাতীয় পার্টি	৪১,৯৫৭
	২।	খলিলুর রহমান	স্বতন্ত্র	৪৩০
	৩।	ফরিদ গাজী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৮,৯২৭
	৪।	ফয়সল সোহেব	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)(খালেকুজ্জামান)	৬৪৯
বৈধ ১,০৭,৩১৬				
বাতিল ১,৪২৪	৫।	ফারুক বখত চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৩,৪১৬
১,০৮,৭৪০	৬।	মো: আবদুল আজিজ চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৮,৯৭৫
	৭।	মো: আবদুল খালেক	স্বতন্ত্র	১৫৪
	৮।	মো: আবদুল মোছাব্বির এডভোকেট	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২,৫২০
	৯।	রকীব উদ্দিন চৌধুরী	বাংলাদেশ নেজামী ইসলাম পার্টি	২৮৮
				১,০৭,৩১৬
২৩৯ হবিগঞ্জ-২	১।	জাকারিয়া খান চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,০২৫
	২।	ফজলুল করিম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,৭৬৯
	৩।	মো: আবদুল্লাহ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৬২৪
বৈধ ১,০৬,৪০২	৪।	শরীফ উদ্দিন আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫০,৩৯৭
বাতিল ১,২১৭	৫।	শেখ আ: রহমান	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৫,৫৮৭
১,০৭,৬১৯				১,০৬,৪০২
২৪০হবিগঞ্জ-৩	১।	আজিজুর রহমান চৌ:	স্বতন্ত্র	১,৪০৬
	২।	আতিক উল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১১,৯২৭
	৩।	আবু তাহের	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৮৩
বৈধ ৯৩,৭৪৯	৪।	আবু লেইছ মো: মুবিন চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৩৮,২৬০
বাতিল ১,১৪৩	৫।	এম,এ,মোতালিব	স্বতন্ত্র	৪,৭০৯
৯৪,৮৯২	৬।	চৌ: আবদুল হাই	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩১,০৪৫
	৭।	মুফতি আবু নাছের	জাকের পার্টি	৪৮০
	৮।	মো: তাজুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৫৩৭
	৯।	সৈয়দ এবাদুল হাসান	ফ্রীডম পার্টি	৩৯৫
	১০।	সৈয়দ শাহ আলম হোসাইন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪,৭০৭
				৯৩,৭৪৯

১		২	৩	৪
২৪১ হবিগঞ্জ-৪	১।	এনামুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬৭,৮৪৭
	২।	জসীম উদ্দিন চৌঃ	জাকের পার্টি	১,৬২৭
বৈধ ১,৪৮,৪৮৮	৩।	ডাঃ এম,এ,মতাকাব্বির	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৫৯৩
বাতিল ১,৯৮৩	৪।	তাজুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	২৬,১৮৮
১,৫০,৪৭১	৫।	মোহাম্মদ ফিরোজ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫৩৯
	৬।	সৈয়দ মোঃ ফয়সল	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫১,৬৯৪
				১,৪৮,৪৮৮
২৪২ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	১।	আঃ হান্নান চৌধরী	জাকের পার্টি	১,৫৮৫
	২।	এ,কে,এম,কামরুজ্জামান	স্বতন্ত্র	২০০
	৩।	এ,কে,এম,মিজানুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৬,২২৯
বৈধ ৯০,৪৯০	৪।	এফ,এস,সাফী মাহমুদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৩,৮৫৬
বাতিল ১,৩৭৩	৫।	এম,এ,মোনায়েম	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৬৭২
৯১,৮৬৩	৬।	দীলিপ দাস	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	১৩০
	৭।	মুর্শেদ কামাল	জাতীয় পার্টি	২৬,৩৭৬
	৮।	মোঃ গোলাম কিবরিয়া রাজা	স্বতন্ত্র	১৯০
	৯।	মোঃ ছায়েদুল হক	স্বতন্ত্র	১৯,৫০৫
	১০।	সোহরাফ মোল্লা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৮৭
	১১।	হরিপদ ঋষি	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৪৬০
				৯০,৪৯০
২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	১।	উকিল আঃ ছাত্তার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫২,৬৭২
	২।	এ,বি,এম,ফিরোজ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৫,২০২
বৈধ ১,১৬,৬৪৩	৩।	এহছানুল হক	ডেমোক্র্যাটিক লীগ	৪৫৩
বাতিল ১,৮০৫	৪।	নুরুল আমীন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৪৮৩
টেন্ডার্ড ১	৫।	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	জাকের পার্টি	১,৪৯০
১,১৮,৪৪৯	৬।	মোঃ জহিরুল হক খান (বীর প্রতীক)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৫,০৩৪
	৭।	মোঃ মোবারক হোসেন	স্বতন্ত্র	৭,১৩৬
	৮।	লেঃ (অবঃ) ডাঃ মোঃ হারুন ইসলাম	ফ্রীডম পার্টি	১৮৮
	৯।	হুমায়ুন কবীর	জাতীয় পার্টি	১৩,৯৮৫
				১,১৬,৬৪৩

১	২	৩	৪
২৪৪ ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া-৩	১। আবদুল ওহাব	জাকের পার্টি	১,৪৪৯
	২। এডভোকেট হুমায়ুন কবীর	জাতীয় পার্টি	৫৬,১৭৮
	৩। মন্নুজান বেগম	স্বতন্ত্র	৯৬৮
	৪। মশিয়ুর রহমান	স্বতন্ত্র	২৬৯
	৫। মুহম্মদ জাহাংগীর	মুসলিম পিপলস্ পার্টি	৫১৫
বৈধ ১,৭৬,৪০৬	৬। লুৎফুল হাই	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৩,৪৫৬
বাতিল ২,৩৫৫	৭। শাখাওয়াত মতিন ভূইয়া	স্বতন্ত্র	২৪৭
টেন্ডার্ড ২	৮। সোমেশ রঞ্জন রায়	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৮২
১,৭৮,৭৬৩	৯। হারুন আল রশিদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৬২,৮৪২
			১,৭৬,৪০৬
২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	১। আলী আরশাদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২২৪
	২। কাজী নজরুল ইসলাম খাদেম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৯৯৭
	৩। জাহাংগীর ওসমান ভুয়া (বীর প্রতীক)	জাতীয় পার্টি	১৪,১৯৮
বৈধ ১,১৭,৪৩২	৪। দিলারা বেগম	বাংলাদেশ কৃশক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৪৮৭
বাতিল ১,৮৮৮	৫। ফেরদৌস আখন্দ	স্বতন্ত্র	২৭৮
১,১৯,৩২০	৬। মিয়া আবদুল্লাহ ওয়াজেদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,৩২৮
	৭। মো: আবদুল মান্নান চৌধুরী	জাকের পার্টি	৭৬২
	৮। মো: শাহ্ আলম	স্বতন্ত্র	৩১৯
	৯। শরীফ ইকবাল চৌধুরী(শাহীন)	স্বতন্ত্র	১৫৭
	১০। সাদেক আলী	স্বতন্ত্র	১৮,৪২৯
	১১। সিরাজুল হক এডভোকেট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬,৮৬৭
	১২। সুলতান শাহরীয়া রশিদ খান	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি(প্রগশ)	৬,৫৫৭
	১৩। হুমায়ুন কবীর	ইসলামী ঐক্য জোট	৮২৯
			১,১৭,৪৩২
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	১। আতিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ(কাদের)	৩০৮
	২। আমীর হোসেন	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	২৪৯
	৩। আ: কুদ্দুস (মাখন)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৩,৫২২
	৪। কাজী মো: আনোয়ার হোসেন	জাতীয় পার্টি	৬০,৮৩০

১		২	৩	৪
২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫	৫।	গোলাম মোরশেদ	স্বতন্ত্র	১৮,৮৪৪
	৬।	মো: সাহেব আলী	জাকের পার্টি	১,০১১
	৭।	শরিফ মোহাম্মদ খান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪২৩
বৈধ ১,৪৪,৯৩৬	৮।	হামিদুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,৭৪৯
বাতিল ২,৭৯৭				
টেন্ডার্ড ২				১,৪৪,৯৩৬
১,৪৭,৭৩৫				
২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	১।	আ: রহমান ফেরদৌছ	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	৩০৮
	২।	এ,টি,এম,ওয়ালী আশরাফ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,১৭২
	৩।	এ,বি,তাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৬১৩
বৈধ ৯৯,২৫৮	৪।	কে,এম, জাবির	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৮৬
বাতিল ৮৭০	৫।	ড: এ,ডব্লিউ,এম,আবদুল হক	স্বতন্ত্র	৩,৮৯৯
১,০০,১২৮	৬।	ডা: মো: ইব্রাহীম	স্বতন্ত্র	২৭৬
	৭।	(বাদল মিয়া) মো: হাবিবুর রহমান	স্বতন্ত্র	৭,৯৮০
	৮।	শহিদুর রহমান	জাতীয় পার্টি	২০,৬২৪
				৯৯,২৫৮
২৪৮ কুমিল্লা-১	১।	আ,ক,ম,ফজলুল হক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩২৩
	২।	এ,কে,এম,জামশেদ আলম	বাংলাদেশ জনতা দল	১,১১৮
	৩।	এম,কে,আনোয়ার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৯,৯৪১
বৈধ ৯৭,১৫৮	৪।	চৌ: এ,বি,এম,কায়সার আহম্মদ	স্বতন্ত্র	২,৩৩৮
বাতিল ১,১৪৮	৫।	মর্তুজা হোসেন মোল্লা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১,৩৮০
	৬।	মো: মনির আহম্মদ	স্বতন্ত্র	১,৫৩৫
৯৮,৩০৬	৭।	শফিক আহাং খান	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৩৭৬
	৮।	সরকার নাসির উদ্দিন আহমেদ	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১৪৭
				৯৭,১৫৮

১		২	৩	৪
২৪৯ কুমিল্লা-২	১।	আ: লতিফ সিকদার	ফ্রীডম পার্টি	৫৪৩
	২।	খন্দ: মহি উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৩,০৭৬
বৈধ ৯৯,৯৫০	৩।	ড: খন্দকার মোশাররফ হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৭,৭০৬
বাতিল ২,৫৫৬	৪।	বাদল কুমার রায়	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১২,৬৯৯
	৫।	মতিউর রহমান	জাতীয় পার্টি	১,৫২৪
১,০১,৫০৬	৬।	মিলন	বাংলাদেশ জনতা দল	৮৭৬
	৭।	মো: আ: লতিফ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৪১৩
	৮।	মো: আ: রশিদ ইঞ্জিনিয়ার	স্বতন্ত্র	১২,০৭৬
	৯।	মো: তফাজ্জল হোসেন(মন্টু মোল্লা)	জাকের পার্টি	৬,০৩৭
				৯৯,৯৫০
২৫০ কুমিল্লা-৩	১।	আহমেদ মীর্জা খবীর	স্বতন্ত্র	৩৭৯
	২।	কাজী জাহাংগীর আলম	বাংলাদেশ জনতা দল	২,১৮৬
বৈধ ১,৩০,৮৫৩	৩।	ছলিমুল্লাহ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৫০৭
বাতিল ২,১৯৮	৪।	জাহাংগীর আলম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,৭৯৭
১,৩৩,০৫১	৫।	মু: হাবিবুল হক	স্বতন্ত্র	১,৬৪১
	৬।	মো: কাজী শাহ মোফাজ্জল হুসাইন (কায়কোবাদ)	স্বতন্ত্র	৩৪,৯৬৩
	৭।	মো: রফিকুল ইসলাম ব্যারিষ্টার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৪৬,৩৮০
				১,৩০,৮৫৩
২৫১ কুমিল্লা-৪	১।	অধ্যাপক মো: মোজাফফর আহমেদ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	২৬,২৯৯
	২।	আবদুল মালেক রতন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১,১৬১
বৈধ ৯২,৫০৩	৩।	এ,এফ,এম,ফখরুল ইসলাম মুন্সী	স্বতন্ত্র	২১,৬৭১
বাতিল ১,১৪০	৪।	খোন্দকার আবদুল মান্নান	ফ্রীডম পার্টি	২৬৭
৯৩,৬৪৩	৫।	মঞ্জুরুল হাছান মুন্সী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৭,১৩৯
	৬।	মাওলনা আবদুল আজীজ খোমেনী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৬২
	৭।	মোস্তফা সরকার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৪,৪১৮
	৮।	মো: আনোয়ার হোসেন ভূইয়া	জাকের পার্টি	৫৮২
	৯।	মো: মাহবুবুর রহমান	স্বতন্ত্র	১৬৯
	১০।	শামসুল হক	জাতীয় পার্টি	৩৩৫
				৯২,৫০৩

১		২	৩	৪
২৫২ কুমিল্লা-৫	১।	অধ্যাপক মো: ইউনুছ	জাতীয় পার্টি	১৭,৮৫২
	২।	আবদুল খালেক	গণতন্ত্রী পার্টি	২৭৪
	৩।	আ: ছাত্তার ভূয়া	ফ্রীডম পার্টি	৫,৯২৪
বৈধ ১,০৮,৩৫০	৪।	আ: মতিন খসরু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৬৮০
বাতিল ১,১৭৬	৫।	আ: রউফ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৬,০৪৮
১,০৯,৫২৬	৬।	ইউসুফ সারোয়ার	স্বতন্ত্র	২৬১
	৭।	তফাজ্জল হোসেন	স্বতন্ত্র	৩২২
	৮।	মো: আ: লতিফ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৩,৯৬০
	৯।	সামসুল আলম	জাকের পার্টি	১,০২৯
				১,০৮,৩৫০
২৫৩ কুমিল্লা-৬	১।	আ: মান্নান জেহাদী	জাকের পার্টি	১,২০৫
	২।	খোন্দকার আবদুল মান্নান	ফ্রীডম পার্টি	৯,৮৯৪
	৩।	জেড,এ,শামছুল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,৯৫৫
বৈধ ৭৬,৫৪১				
বাতিল ১,৫৪০	৪।	মফিজুর রহমান মজু:	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৪৯২
৭৮,০৮১	৫।	মো: আলী আশরাফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০,৬৩১
	৬।	মো: আ: জলিল ভূ:	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৫৪৯
	৭।	মো: মজিবুর রহমান দিলরাজী	জাতীয় পার্টি	৬৩৬
	৮।	মো: রেদোয়ান আহামদ	স্বতন্ত্র	৩১,১৭৯
				৭৬,৫৪১
২৫৪ কুমিল্লা-৭	১।	অধ্যাপক মো: নুরুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	২০,০৫৩
	২।	আবদুল গাফফার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী (ন্যাপ-ভাসানী)	৫৪৫
	৩।	আবদুল হাকিম এম,এ,	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৫,০৫৯
	৪।	আবু তাহের	জাকের পার্টি	১,১৯৮
	৫।	এ,কে,এম,আবু তাহের লিপপতি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৬,০৬৮
	৬।	কাজী নাজমুল ছায়াদাত	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৪২২
বৈধ ৯৪,৯৯৯	৭।	কাসেম সফি উল্লাহ (কাজল)	স্বতন্ত্র	৪১২
বাতিল ১,২৫১	৮।	নাজিম আলী	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৫৮৭
৯৬,২৫০	৯।	মো: খোরশেদ আলম	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২০৮
	১০।	শহিদ উল্লা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৪৪৭
				৯৪,৯৯৯

১		২	৩	৪
২৫৫ কুমিল্লা-৮	১।	অধ্যক্ষ মো: আবদুর রউফ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২০০
	২।	আ,ক,ম,বাহাউদ্দিন (বাহার)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,৫৫২
	৩।	আকবর হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৪,৪৯৬
	৪।	আবদুর রউফ	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদ-লেনিনবাদী)	২৩৪
বৈধ ৯৭,১২৮	৫।	আহমেদ মীর্জা খবীর	স্বতন্ত্র	১৪১
বাতিল ১,৩৯০	৬।	ওয়াহিদুর ইসলাম	জাকের পার্টি	৫৮৮
৯৮,৫১৮	৭।	জসীম উদ্দিন সরকার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,৩৯২
	৮।	মো: জহিরুল ইসলাম(আইনজীবি)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	২৯৫
	৯।	মো: শহিদুল হক সেলিম	বাংলাদেশ জনতা দল	২,২২১
	১০।	শিব নারায়ন দাস	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	৪২৮
	১১।	শ্রী রমেন দত্ত	জাতীয় পার্টি	১,৫৮১
				৯৭,১২৮
২৫৬ কুমিল্লা-৯	১।	অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,৬১২
	২।	আবদুর রহমান মজুম:	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	৩৫১
	৩।	আ: রেজ্জাক (এড:)	বাংলাদেশ জনতা দল	২,২১৯
	৪।	জয়নাল আবদীন এডভোকেট	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৩৮৬
বৈধ ৯১,০০৬	৫।	ফজল খান	জাকের পার্টি	৬৭৫
বাতিল ১,৪২০	৬।	মনিরুল হক চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	৪২,৭৪৬
৯২,৪২৬	৭।	রাবেয়া খাতুন চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১০,০১৭
				৯১,০০৬
২৫৭ কুমিল্লা -১০	১।	আলহাজ্ব মাওলানা আ,ক,ম, রুহুল আমীন চৌধুরী	ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯১
	২।	এ,টি,এম,আলমগীর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৬,৬৫৮
	৩।	খোরশেদ আলম (সুরুজ)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৭০৯
বৈধ ১,০১,৮৩৮	৪।	জিন্নত আলী	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী)	৪৬৯
বাতিল ১,৮০৭	৫।	মোক্তার আহ:	জাকের পার্টি	৭৯৩
১,০৩,৬৪৫	৬।	মো: আবদুর রব পাট:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৬,১৫১
	৭।	সুভাস ভৌমিক	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৫৮৪
	৮।	হাবিবুর রহমান মজু:	জাতীয় পার্টি	১২,৮৮৩
				১,০১,৮৩৮

১		২	৩	৪
২৫৮ কুমিল্লা-১১	১।	আ: হাসেম	জাকের পার্টি	১৯২
	২।	এ,কে,এম,রফিকুল হায়দার মজু:	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)(খালেকুজ্জামান)	১৭৩
বৈধ ৬১,১৭৭	৩।	ডা: এ,কে,এম,কামারুজ্জামান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৪,৯৪৮
বাতিল ৬৫৪	৪।	মি: ওমর আহমেদ মজু:	জাতীয় পার্টি	৭,৬০৮
	৫।	মো: জয়নাল আবদিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১,০৭৮
৬১,৮৩১	৬।	মো: সালাহ উদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,১৭৮
				৬১,১৭৭
২৫৯ কুমিল্লা -১২	১।	আতাউর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৬০৭
	২।	আনোয়ারুল আজম	স্বতন্ত্র	১৯৬
	৩।	আবদুল বারী এডভোকেট	জাকের পার্টি	৩২৩
	৪।	আ: করিম পাটো:	স্বতন্ত্র	২২৫
	৫।	আবদুল মালেক	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩১৯
বৈধ ১,০০,৭৬	৬।	এস,এম,জহিরুল হক	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	২৩৮
বাতিল ১,৪৮৪	৭।	কাজী জাফর আহমেদ	জাতীয় পার্টি	৩৫,৮০৯
১,০১,৫৬০	৮।	গোলাম মোস্তফা মজুমদার	বাংলাদেশ জনতা দল	২,১২৯
	৯।	জসিম উদ্দিন আ: চৌং	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫১৬
	১০।	ডা: আবদুল্লা মোহাং তাহের	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৫,৪১৮
	১১।	মো: মুজিবুল হক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪,৬০৩
	১২।	সৈয়দ আহাম্মদ মজুমদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৯,৬৯৩
				১,০০,০৭৬
২৬০ চাঁদপুর-১	১।	অধ্যক্ষ আবুল হাসনাত	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,২৩২
	২।	ওমর ফারুক মজুম:	জাকের পার্টি	১,২৯১
	৩।	জাবের মিয়া	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩০২
বৈধ ৮৩,৮৪৮	৪।	ডা: এ,কে,এস,এম,সহিদুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	১৪,৪০৬
বাতিল ১,৪৮২	৫।	ডা: এ,মজিদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩,৭৮৫
৮৫,৩৩০	৬।	মেসবাউদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫,৭৩২
	৭।	মো: রফিকুল ইসলাম রনি	স্বতন্ত্র	১১,৮০০
	৮।	শাহ্ আলম	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৩০০
				৮৩,৮৪৮

১		২	৩	৪
২৬১ চাঁদপুর-২	১।	আ: মতিন সরকার	স্বতন্ত্র	১,৭৯৮
	২।	গোলাম মোস্তফা	জাকের পার্টি	১,৬২২
	৩।	জহির হোসেন	জনশক্তি পার্টি	২০৪
	৪।	বেনজির আহমদ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী-সাদেকুর রহমান)	২৪৮
	৫।	মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী(মায়া) বীর বিক্রম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,৮০১
বৈধ ৯৪,০৫০	৬।	মো: নুরুল হুদা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪১,৩০১
বাতিল ১,৭০৮	৭।	শাহ্ আলম	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	৫০০
৯৫,৭৫৮				
	৮।	সরোয়ার চৌধুরী জসীম	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	৩১৮
	৯।	সামছুল হক	জাতীয় পার্টি	১৩,৭৮১
	১০।	হাসেম কাজী	ফ্রীডম পার্টি	৪৭৭
				৯৪,০৫০
২৬২ চাঁদপুর-৩	১।	আলম খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,১৬২
	২।	আলহাজ হারুন-অর-রশিদ খান	জাতীয় পার্টি	১১,২৫৩
	৩।	আলী আহমদ খাটো:	স্বতন্ত্র	২৫১
	৪।	এইচ,এম,গিয়াস উদ্দিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,০৮৯
বৈধ ৮৬,৫৩৬	৫।	ওয়ালী আহমদ পা:	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৮৪
বাতিল ১,২৭৮	৬।	প্রিন্সিপাল মু: আ: রব	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১১,৭৮১
৮৭,৮১৪	৭।	মো: খোরশেদ আলম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	৬১৯
	৮।	মো: রিয়াছতউল্যা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২২,৭৪৭
	৯।	মো: সিদ্দিকুর রহমান হাজরা	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ(গরীবে নেওয়াজ)	২৫৪
	১০।	শহিদউল্যা	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	১৯৬
				৮৬,৫৩৬
২৬৩ চাঁদপুর-৪	১।	আবদুল আওয়াল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২২,৫২৭
	২।	আবদুল্লাহ সরকার	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল	১৯,৩৬৭
	৩।	আ: লতিফ এড:	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২১৩
বৈধ ১,০৫,১০১	৪।	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম দাদন	জাতীয় গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	৪৩
বাতিল ১,২৯৪	৫।	মাও: হাবিব উল্যা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৫৪১
১,০৬,৩৯৫	৬।	মিজানুর রহমান চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	২০,৮৩৬
	৭।	মো: আবদুল্লা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৩,৮৪৮
	৮।	লতিফ পালওয়ান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	
	৯।	সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৬৪৯
				১,০৫,১০১

১		২	৩	৪
২৬৪ চাঁদপুর-৫	১।	আনোয়ার হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩৯
	২।	আ: অদুদ খাঁন	জাতীয় পার্টি	১৬,৮২১
	৩।	আ: মালেক চৌ:	স্বতন্ত্র	১৫৬
	৪।	এম,এ,কাইউম চৌ:	জাকের পার্টি	৪১২
বৈধ ১,১৯,৩৭২	৫।	এম,এ,মতিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৫,৯৪৪
বাতিল ১,২৩৩	৬।	এম,এ,সাত্তার	স্বতন্ত্র	৩৪,৬৮২
১,২০,৬০৫	৭।	কর্ণেল শাহজাহান	ফ্রীডম পার্টি	১,০০৩
	৮।	কালী নারায়ন লোধ	স্বতন্ত্র	১৭০
	৯।	জাকারিয়া	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৯৯১
	১০।	মাহ্বুবর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৩০৯
	১১।	মো: আবু নোমান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৩৫৬
	১২।	মো: আ: রব	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২২,৩৮৯
				১,১৯,৩৭২
২৬৫ চাঁদপুর -৬	১।	আব্বাস উদ্দিন	স্বতন্ত্র	৩২৬
	২।	আলমগীর হায়দার খান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,৬৬১
	৩।	[illegible]	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,২৪৩
বৈধ ৮৪,৯২৬	৪।	আ: তাহের	জাকের পার্টি	৬৮৭
বাতিল ৯৪২	৫।	আ: মান্নান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২৪২
৮৫,৮৬৮	৬।	খালেকুজ্জামান	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	৯,১০৫
	৭।	জাকারিয়া চৌ:	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৩১৪
	৮।	সামছুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	১,৩৪৮
				৮৪,৯২৬
২৬৬ ফেনী -১	১।	আনোয়ার উল্যা	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৬৭
	২।	আবুল কালাম	জাকের পার্টি	৪৫২
	৩।	গোলাম মাওলা	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৫১৭
বৈধ ৯৪,১০৩	৪।	ডা: মজিবুল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৭৮২
বাতিল ১,৫০১	৫।	বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৬,৩৭৫
৯৫,৬০৪	৬।	মীর আবদুল হান্নান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৫১
	৭।	মো: ইউনুশ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,১৬৩
	৮।	মো: জাকারিয়া ভূঞা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,২৫০
	৯।	লে: কর্ণেল (অব:) শেখ জাফর ইমাম চৌধুরী বীর বিক্রম	জাতীয় পার্টি	২২,৬০১
	১০।	শিরীন আখতার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,২৪৫
				৯৪,১০৩

১	২		৩	৪
২৬৭ ফেনী-২	১।	আবু বকর ছিদ্দিক	জাকের পার্টি	৪১৬
	২।	জয়নাল আবদীন,এম,এ,এল,এ ,বি	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	৪০৩
	৩।	জয়নাল আবদীন হাজারী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,০০০
	৪।	জাফর উল্লাহ খান	জাতীয় পার্টি	৪,৫৬৯
	৫।	ডা: মজিবুল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)	৬৮৬
বৈধ ১,১১,৩০৫	৬।	ফখরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৩৩২
বাতিল ১,২৬২	৭।	মকবুল আহমদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২,৬৭০
১,১২,৫৬৭	৮।	মির আহমদ ভূঞা	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	৮৭৩
	৯।	মো: জিয়া উদ্দিন আহাং চৌ:	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৩১১
	১০।	সহিদ উদ্দিন ফেরদৌসি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৭,০৪৫
				১,১১,৩০৫
২৬৮ ফেনী-৩	১।	আবদুর রসুল	জাতীয় পার্টি	২,০৪৯
	২।	এ,বি,এম,তালেব আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৪,৪৬৭
	৩।	নুরুল আবছার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৮৮
	৪।	শাহাবুবুল আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪০,৪০৬
বৈধ ৮৯,৫১৬	৫।	মো: মোস্তফা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১১,৮৬৮
বাতিল ১,৫৩৫	৬।	মো: খুরশিদ আলম	জাকের পার্টি	১৬৪
৯১,০৫১	৭।	রফিক উদ্দিন	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৬৩
	৮।	হালিমুল্লাহ খন্দর	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)	১১১
				৮৯,৫১৬

১		২	৩	৪
২৬৯ নোয়া খালী-১	১।	আবদুল মোতালেব	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৬১
	২।	এম,এন,তাহের খাঁন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(ইউসুফ)	৪৮
	৩।	এম,এ,বারী	স্বতন্ত্র	৪৮
	৪।	ওসমান গনি	বাংলাদেশ জনতা দল	১,১১৪
	৫।	কাজী মোহাম্মদ সোলায়মান এডভোকেট	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৩২৭
বৈধ ৬৭,০০০	৬।	জয়নুল আবদিন ফারুক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২১,৪১৮
বাতিল ১,৪৯৪	৭।	জাফর আহম্মদ	স্বতন্ত্র	৯,০৫৮
৬৮,৪৯৪	৮।	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	জাতীয় পার্টি	১৯,৫০৮
	৯।	মাওলানা আবু লাইছ আনছারী	জাকের পার্টি	১৭৩
	১০।	মাওলানা নুরুল্লাহ কাশেমী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১,৩৬০
	১১।	মোহাম্মদ আবদুজ জাহের চৌধুরী,বি,এ,বি,এড	ফ্রীডম পার্টি	৮৯
	১২।	মোহাম্মদ মোস্তফা ভূইঞা	স্বতন্ত্র	২১৫
	১৩।	মো: খলিলুর রহমান মজুমদার	স্বতন্ত্র	৫৭
	১৪।	রফিক উদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৩,৩৯৫
	১৫।	রুহুল আমিন চৌধুরী	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	১২৯
				৬৭,০০০
২৭০ নোয়াখালী -২	১।	অধ্যাপক মো: হানিফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩১,৩৫৩
	২।	আবুল কাশেম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮,২৪৮
	৩।	আবুল বাশার	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬০৮
	৪।	আ: ম: ম: আনোয়ার	জাকের পার্টি	৮৬৭
বৈধ ১,৩০,০৮৬	৫।	এ,কে,এম,গোলাম কবীর	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৬৮২
বাতিল ১,৬২৯	৬।	এম,এ,বারী	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৪৬৩
১,৩১,৭১৫	৭।	গোলাম ছারওয়ার	জাতীয় পার্টি	৯,২৫৪
	৮।	নুর মোহাম্মদ খান	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	৩৪৩
	৯।	বরকত উল্লাহ ভুলু)	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৩,৬৭১
	১০।	মনির উদ্দিন খন্দকার	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৫৮৯
	১১।	মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্যা এডভোকেট	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২,৬৯৫
	১২।	মোহাম্মদ ফারুক	ফ্রীডম পার্টি	৩,০১৪
	১৩।	মো: আজহার উল্যা ভূত্রা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লী গ (বাকশাল)	৮৮
	১৪।	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৬,৮৯৬
	১৫।	হোসেন আহম্মদ চৌধুরী	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	৩১৫
				১,৩০,০৮৬

১		২	৩	৪
২৭১ নোয়াখালী-৩	১।	আ,ফ,ম,মাহবুবুল হক	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	৮,৯৪৮
	২।	আবু সুফিয়ান	জাতীয় পার্টি	৪,২৭৪
	৩।	এ,কে,এম,আমিন উল্যা	স্বতন্ত্র	৪৩
	৪।	এ,বি,এম,আনোয়ার হোসেন এডভোকেট	ফ্রীডম পার্টি	৩২
	৫।	টি,আই,এম,নুরুন্নবী	স্বতন্ত্র	৩৮
বৈধ ৫১,১৮৯	৬।	নুর মোহাম্মদ খান	জাতীয়তাবাদী মুক্তি দল (জামুদ)	১৪৩
বাতিল ৬৪৮				
টেন্ডার্ড ১				
৫১,৮৩৮	৭।	নুরুল ইসলাম,এম,এ,	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১০,০৮২
	৮।	ফখরুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	৩,৪৮৯
	৯।	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৫২৯
	১০।	মাহমুদুর রহমান বেলায়েত	স্বতন্ত্র	১০০
	১১।	মোঃ জহুরুল হক	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৩৯
	১২।	মোঃ নুরুল আমিন ভূঞা	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৫,০৯৭
	১৩।	সামছুদ্দিন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,৮০৩
	১৪।	সালাহ উদ্দিন কামরান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১১,৩৭৮
	১৫।	হারুন রশিদ	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৯৪
				৫১,১৮৯
২৭২ নোয়াখালী-৪	১।	আমান উল্যা মাঝি	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২৬৩
	২।	গোলাম মহিউদ্দিন লাভু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,২৬১
	৩।	গোলাম মোস্তফা	স্বতন্ত্র	১৬৪
	৪।	ডাঃ বোরহান উদ্দীন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৬,২১৬
	৫।	ফজলে এলাহী	জাতীয় পার্টি	১১,৭৯১
বৈধ ৯২,০৯৯	৬।	মোছলে উদ্দিন এডভোকেট	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৫২
বাতিল ১,১০৪				
	৭।	মোঃ আবদুল মোমেন	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১২৭
৯৩,২০৩	৮।	মোঃ শাহজাহান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৩,৩৩৯
	৯।	সারওয়ার-ই-দীন	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২০৫
	১০।	হাবিব উল্যা চৌধুরী	বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি	১৩৮
	১১।	হোসাইন আহাম্মদ	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৫৪৩
				৯২,০৯৯

১		২	৩	৪
২৭৩ নোয়াখালী-৫	১।	এডভোকেট মো: জাকির হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৫,০৪৭
	২।	এস,এম, আবুল কাসেম	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৪৮
	৩।	ওবায়দুল কাদের	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,৯১৭
বৈধ ৮৭,২৯০	৪।	খিজির হায়াত	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২৩১
বাতিল ১,৩৩৪				
৮৮,৬২৪	৫।	প্রফেসার আবু নাছের মুহাম্মদ আবদুজ জাহের	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১২,৪৯৯
	৬।	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	জাতীয় পার্টি	৩১,৪৪৮
				৮৭,২৯০
২৭৪ নোয়াখালী-৬	১।	অধ্যাপক আবুল হোসেন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,২১৫
	২।	অধ্যাপক মো: ওয়ালী উল্লাহ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,৫৯০
	৩।	আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৪৭০
	৪।	আবু সুফিয়ান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪,৭৮১
বৈধ ৬৩,৬৫৫	৫।	আবুল হোসেন	স্বতন্ত্র	১৬৭
বাতিল ১,৭৩৯	৬।	আ: স: ম: আ: হালিম	স্বতন্ত্র	১৯০
টেন্ডার ০১				
৬৫,৩৯৫	৭।	এডভোকেট কামাল উদ্দিন	জাকের পার্টি	২০৫
	৮।	মহিউদ্দিন আহমেদ	স্বতন্ত্র	২৫২
	৯।	মোহাম্মদ আলী	জাতীয় পার্টি	১৮,৬৫৫
	১০।	মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঞা	স্বতন্ত্র	১৩০
				৬৩,৬৫৫
২৭৫ লক্ষীপুর-১	১।	উকিল সুলতান আহম্মদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬,৪০৬
	২।	জিয়াউল হক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৪,৭২৭
বৈধ ৬০,৯৬৩	৩।	মো: সফিকুল ইসলাম	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৯,৭৮৩
বাতিল ৭৬০	৪।	মো: হাসমত উল্যা শেখ	জাকের পার্টি	৯৩৮
৬১,৭২৩	৫।	লুৎফর রহমান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১১,২৪৮
	৬।	সিরাজুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	৭,৭২৫
	৭।	সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিএরাজি	স্বতন্ত্র	১৩৬
				৬০,৯৬৩

১		২	৩	৪
২৭৬ লক্ষীপুর-২	১।	আবুল বাশার	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২,৭৮৪
	২।	খালেদ মোহাং আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩,৯২৯
	৩।	প্রিন্সিপাল এম,এ,জব্বার	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০,০৯৭
বৈধ ৯৯,১৪৭	৪।	মাইন উদ্দিন	জাকের পার্টি	৪৫৯
বাতিল ১,০৭১	৫।	মোহাম্মদ উল্যা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৮,৫৯৯
১,০০,২১৮	৬।	মো: ধনু মিয়া	স্বতন্ত্র	২৩৫
	৭।	মো: নুরুল ইসলাম চৌ:	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৭১
	৮।	রফিকুল হায়দার চৌ:	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	২,৮৬২
	৯।	হুমায়ুন কবির	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	১১১
				৯৯,১৪৭
২৭৭ লক্ষীপুর-৩	১।	আবদুস ছাত্তার এডভোকেট	ফ্রীডম পার্টি	১২৪
	২।	আবুল কালাম	জাকের পার্টি	৬৫১
	৩।	আলহাজ মো: সফিক উল্যা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৯,১৩২
	৪।	এ,কে,এম,শাজাহান কামাল	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮,৯৯৩
বৈধ ৮৫,০১৪	৫।	এডভোকেট খায়রুল এনাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৬,৯০৮
বাতিল ৯১৫	৬।	জয়নাল আবেদীন মোল্লা	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১১৪
৮৫,৯২৯	৭।	তৈয়ব চৌধুরী	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	২,৬৪২
	৮।	মোহাম্মদ উল্যা	জাতীয় পার্টি	৭,০১১
	৯।	মোহাম্মদ রুস্তম কোম্পানী	স্বতন্ত্র	১৯৫
	১০।	মো: আবদুল মতিন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৭,৪৬১
	১১।	শামছুদ্দিন মানিক	স্বতন্ত্র	১,৭৮৩
				৮৫,০১৪
২৭৮ লক্ষীপুর-৪	১।	আবদুর রব চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৫,৮৮৪
	২।	আবদুর রেজ্জাক চৌ:	জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ-শাজাহান সিরাজ)	২০৯
বৈধ ৭৮,২১৬	৩।	আবুল খায়ের	জাকের পার্টি	১,০৮৩
বাতিল ১,০০৯	৪।	আলহাজ মোহাম্মদ জমির আলী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১,০৬৭
৭৯,২২৫	৫।	আ,স,ম,আ: রব	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২৫,৬৩১
	৬।	এ,বি,এম,হামিদ উদ্দিন ফেরদাউস	স্বতন্ত্র	১৮৯
	৭।	এম,সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১,০৬৯
	৮।	রিদওয়ান উল্যা সহিদী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১২,৮৯৪
	৯।	হারুনুর রশিদ এডভোকেট	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৯০
				৭৮,২১৬

১		২	৩	৪
২৭৯ চট্টগ্রাম-১	১।	আবদুল মান্নান	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৬১
	২।	দিলিপ বড়ুয়া	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী- লেনিনবাদী)	১,৫৫২
বৈধ ১,২৭,৮১০	৩।	মাওলানা সামসুদ্দীন	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০,৬০৫
বাতিল ১,২৯৫	৪।	মীর্জা মোহাম্মদ নুরুল হক	জাকের পার্টি	১৮৩
১,২৯,১০৫	৫।	মোশারব হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,০৩০
	৬।	মোঃ আলী জিন্নাহ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৬,৯৬৯
	৭।	রি দোয়ান উল বারী	স্বতন্ত্র	২২৮
	৮।	শেখ জুলফিকার বুল বুল চৌং	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৮২
				১,২৭,৮১০
২৮০ চট্টগ্রাম-২	১।	এ,বি,এম,আবুল কাশেম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮,৯২৮
	২।	এল,কে,ছিদ্দিকী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৬,৮৫৫
বৈধ ৮০,৩৯৪	৩।	কাজী খাইরুল আলম	স্বতন্ত্র	২,২৮৯
বাতিল ৮৭১	৪।	গাজী মোঃ সেকান্দর	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩০
৮১,২৬৫	৫।	নুর আহমেদ	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১৬৮
	৬।	ফজলুল কাদের	জাতীয় পার্টি	৩,৩৯৬
	৭।	ফজলুল কাদের	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৭৯
	৮।	মোঃ সফিকুল মাওলা	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,৫৪৯
				৮০,৩৯৪
২৮১ চট্টগ্রাম-৩	১।	আবুল কাসেম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৭১
	২।	এ,কে,এম,রফিক উল্যা চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২২,৮০৫
	৩।	এম,এ,ছালাম	জাতীয় পার্টি	৮৩৫
বৈধ ৮৫,৬৪৭	৪।	মুস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৫,৫২৩
বাতিল ৭৮২	৫।	মোঃ নুরুল হুদা ইনি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৫,৯৮১
টেন্ডার্ড ১০	৬।	শফিকুল মাওলা	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৩৩২
৮৬,৪৩৯				৮৫,৬৪৭

১		২	৩	৪
২৮২ চট্টগ্রাম-৪	১।	অধ্যাপক ছালে আহমদ	স্বতন্ত্র	১৫১
	২।	কাজী সিরাজুল ইসলাম	জাতীয় পার্টি	২,২২২
	৩।	ছালাউদ্দিন (চেয়ারম্যান)	স্বতন্ত্র	৩,৯৪০
	৪।	জাহাংগীর হোসেন	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৫৪৩
বৈধ ১,০৯,৭৯০	৫।	ডাঃ নুরুচ্ছোপা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৫,৮৯৪
বাতিল ১,১৩৮	৬।	মঈন- উদ্দীন	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১,৫৩৯
১,১০,৯২৮	৭।	মজহারুল হক শাহ চৌধুরী	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ শাজাহান সিরাজ)	৭৪
	৮।	মুজিবুল হক চৌধুরী	বাংলাদেশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৭৪
	৯।	রশিদ আহাং	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	২০৮
	১৪।	সুজা উদ্দিন	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	১,৫৩৪
	১১।	সৈয়দ নজিবুল বশর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫১,৬৭৯
	১২।	হাফেজ নুরুল ইসলাম	ইসলামী ঐক্য জোট	৯৩২
				১,০৯,৭৯০
২৮৩ চট্টগ্রাম-৫	১।	আল: মো: নাজিম উদ্দিন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯,৪৭১
	২।	ইউনুছ কোম্পানী	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১,৯৯৯
	৩।	এ,কে,এম,আহ: চৌ:	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৩০৮
বৈধ ১,০১,৭৮০	৪।	ছৈ: অহিদুল আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫৬,৪৬৯
বাতিল ১,১৪২	৫।	নবাব মিত্রজা	জাকের পার্টি	২৮৩
১,০২,৯২২	৬।	মো: আবদুল্লা আল মামুন	জাতীয় পার্টি	২,৪০০
	৭।	মো: হাবিবুল্যা	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৮৫০
				১,০১,৭৮০
২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	১।	আবদুল্লা আল হারুন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,১০৫
	২।	এ,এফ,এম,হাসান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	১৯৯
	৩।	জিয়া উদ্দিন আহ:	জাতীয় পার্টি	৬,৬৫৫
বৈধ ৯০,০১৯	৪।	নাসির উদ্দিন	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৮৫৩
বাতিল ১,১৭০	৫।	নুরুল আজিম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩৭
৯১,১৮৯	৬।	মো: ইয়াকুব চৌ:	জাকের পার্টি	১২৮
	৭।	মো: হাসান চৌ:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন পি)	১২৯৬
	৮।	মো: সানাউদ্দিন কাদের চৌ:	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৪৮,৬৪৬
				৯০,০১৯

১		২	৩	৪
২৮৫ চট্টগ্রাম-৭	১।	আলমগীর চৌধুরী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৮৬
	২।	আঃ কাদের চৌং	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৯৯
	৩।	এম,এ,হায়দার চৌঃ	জাকের পার্টি	১০৬
বৈধ ৮৫,৯২৩	৪।	গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌঃ	নাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২৭,৬৪০
বাতিল ১,০৯৯				
টেন্ডার্ড ১০	৫।	ছাদেকুন নুর সিঃ	স্বতন্ত্র	৩৮৬
৮৭,০৩২	৬।	ফজলুল কবীর চৌঃ	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১,৩৮৫
	৭।	বাবু সন্তোষ ভূসন দাশ	স্বতন্ত্র	৬১৫
	৮।	মোহাং নুরুল আলম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২০,৯৯১
	৯।	মোঃ ইউসুফ	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৩৪,৬১৫
				৮৫,৯২৩
২৮৬ চট্টগ্রাম-৮	১।	ইসহাক মিঞা,এম,পি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৪,১৫৪
	২।	এ,কে,এম,গোলাম কবির	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৩৭
	৩।	ছিদ্দিকুল ইসলাম	স্বতন্ত্র	২১৫
	৪।	নিজামুল আমিন	ফ্রীডম পার্টি	৭০
বৈধ ১,৩৩,১৪৮	৫।	নুরুদ্দিন জাহেদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-ইনু)	১,৩৮৮
বাতিল ২,৬৯১	৬।	বেগম খালেদা জিয়া	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৬৯,৪২২
১,৩৫,৮৩৯	৭।	মাওলনা জসীম উদ্দীন ফারুকী	ইসলামী ঐক্য জোট	৭৬৫
	৮।	মোহাং ইউসুফ আলী	জাতীয় সামজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৩৯
	৯।	মোহাঃ আবু তাহের	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৩,৪৬৬
	১০।	লিয়াকত	জাতীয় পার্টি	৩,১৪১
	১১।	সলিম উল্যা	জাকের পার্টি	২৫১
				১,৩৩,১৪৮
২৮৭ চট্টগ্রাম-৯	১।	আফসার উদ্দিন চৌধুরী	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৮,৩৯২
	২।	আফাজ উল্যাহ খান	স্বতন্ত্র	৫৬
	৩।	আবদুল হাই	স্বতন্ত্র	৫০
	৪।	আবদুল হালিম	গণতন্ত্রী পার্টি	৩২
	৫।	আলাহুজ্জ দস্তগীর চৌঃ	জাতীয় পার্টি	১,৪৫৯
	৬।	আঃ আল নোমান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৯,৮১৮
	৭।	এম,এ,আনচারী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ(কাদের)	১৫২
	৮।	এম,এ,হায়দার চৌং	জাকের পার্টি	৬১

১	২		৩	৪
২৮৭ চট্টগ্রাম-৯	৯।	এস,কে,খোদা	ফ্রীডম পার্টি	৯৯
	১০।	নুরুল আবচার চৌং	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৬৭
	১১।	মনসুর আহমদ শফি	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	৩৫
বৈধ ১,১০,১৪০	১২।	মাওলানা মো: আবদুর রহিম ইসলামাবাদী	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৮৪
বাতিল ৮৪০	১৩।	মোহাং সিরাজুল হক	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,২১৯
টেন্ডার্ড ২৬ ১,১১,০০৪	১৪।	মো: আবদুছছালাম	স্বতন্ত্র	১৪৮
	১৫।	মো: এ,বি,এম,মহিউদ্দিন চৌং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৮,২৪৫
	১৬।	সুখময় চক্রবর্তী	স্বতন্ত্র	৮৮
	১৭।	সৈয়দ মোস্তফা জামাল	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৩৫
				১,১০,১৪০
২৮৮ চট্টগ্রাম-১০	১।	আবুল কালাম আজাদ	স্বতন্ত্র	৫৪
	২।	এম,আবুল আব্বাছ কাদেরী	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৭৬
	৩।	কামাল উদ্দিন	জাকের পার্টি	১২৮
	৪।	চিত্ত রঞ্জন দাস গুপ্ত	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	৭৭২
বৈধ ১,১০,৩৫১	৫।	নজরুল ইসলাম	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৯৪
বাতিল ৯,৪১	৬।	নিজামুল আমিন	ফ্রীডম পার্টি	১৯৫
টেন্ডার্ড -	৭।	নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৬,৭৫৭
১,১১,২৯২	৮।	প্রবীর কুমার চৌ:	সতন্ত্র	১৩০
	৯।	মঈন উদ্দীন খান	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	২,৭৭৬
	১০।	মনোয়ার আহং	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৮৯
	১১।	মাহবুব আলম	বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য ফ্রন্ট	২,৪৮৮
	১২।	সিরাজুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৫১,১৩৪
	১৩।	হারুন অর রশীদ	জাতীয় পার্টি	৫,৫৫৮
				১,১০,৩৫১

১		২		৩	৪
২৮৯ চট্টগ্রাম-১১		১।	আবদুল গফ্ফার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৩৫৩
বৈধ	১,১০,৩৪৩	২।	এস,এম,ইউচুফ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৯,২১৫
বাতিল	১,২৯৬	৩।	মু: শাহ নেওয়াজ চৌং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৪৮,৭১৫
টেন্ডার্ড	৬	৪।	মোহাম্মদ আলী	বাংলাদেশ জনতা দল	১,৭৪৫
	১,১১,৬৪৫	৫।	মো: মঞ্জুর আলম	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৬,২০২
		৬।	মো: শাহ্ আলম	জাকের পার্টি	৮৩১
		৭।	শাহ আলম	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	১,৪৩৬
		৮।	সামসুল আলম	জাতীয় পার্টি	১১,৮৪৬
					১,১০,৩৪৩
২৯০ চট্টগ্রাম-১২		১।	অধ্যাপক মোহাং হাছান	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২,৫৬২
		২।	আখতার কবির	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খালেকুজ্জামান)	৩৯৯
		৩।	আমিনুর রহমান	বাংলাদেশের জনতা দল	৯৮৪
		৪।	আমির আহমদ খাঁন	জাকের পার্টি	২৪৯
বৈধ	৯০,৪৫১	৫।	আলহাজ আখতারুজ্জামান চৌং (বাবু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪২,৯৭৩
বাতিল	৯৫৪	৬।	আলী আহমদ তালকুদার	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৯৫
টেন্ডার্ড	৪	৭।	আ: হক	স্বতন্ত্র	১৭১
	৯১,৪০৯	৮।	নুরুল হক	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	১৯৯
		৯।	মোখতার আহমদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৪৬
		১০।	মোহাং কাবির	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩৩,৫৬৩
		১১।	মো: মোমতাজ উদ্দীন চৌং	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২,২৪৯
		১২।	শাহাদৎ হোসেন চৌং	জাতীয় পার্টি	৬,৮৬১
					৯০,৪৫১

১		২	৩	৪
২৯১ চট্টগ্রাম-১৩	১।	আবু সৈয়দ	ফ্রীডম পার্টি	২০৬
	২।	আলহাজ নুরুল ইসলাম	জাকের পার্টি	১৫৮
	৩।	এ,কে,এম,শমশুদ্দীন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১৮৬
বৈধ ৮৭,৫৬৩	৪।	কর্নেল (অব:) অলি আহামদ বীর বিক্রম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৫২,০৭২
বাতিল ১,২০৭				
৮৮,৭৭০	৫।	জাফর আহমদ চৌধুরী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৭,০৯২
	৬।	নুরুল আবছার	জাতীয় পার্টি	৬১২
	৭।	মো: রেজাওল করিম	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১,১২৯
	৮।	সামশুল ইসলাম	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬,১০৮
				৮৭,৫৬৩
২৯২ চট্টগ্রাম-১৪	১।	আলহাজ আখতারুজ্জামান চৌং (বাবু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪০,৬৫৯
বৈধ ১,৩৬,১৫০	২।	আলহাজ মোস্তাফিজুর রহ: চৌং	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	৩১,১৪৫
বাতিল ২,০২০	৩।	মাহাফুজর রহমান চৌং	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,৪৪৯
টেন্ডার্ড ১৫	৪।	শাহজাহান চৌ:	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৬২,৮৯৭
১,৩৮,১৮৫				
				১,৩৬,১৫০
২৯৩ চট্টগ্রাম-১৫	১।	আবু সালেহ চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৯,৩০৮
	২।	কামাল উদ্দীন এম,এ,	বাংলাদেশ জনতা দল	১,২৯৫
	৩।	খোন্দকার মোহাং ছমি উদ্দীন (মোজাফ্ফরবাদী)	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৮৮
বৈধ ৯২,৩১৯	৪।	মাহমুদুল ইসলাম চৌং	স্বতন্ত্র	২৯,০৭৮
বাতিল ১,৩৮৯				
৯৩,৭০৮	৫।	মুজিবুর রহমান	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৩০৩
	৬।	মোখতার আহমদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ-রব)	১,০৭২
	৭।	মো: সুলতান উল-কবির চৌং	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯,৭০৪
	৮।	মো: মুমিনুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২১,২৭১
				৯২,৩১৯

১		২	৩	৪
২৯৪ কক্সবাজার -১	১।	এনামুল হক	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৭,৮৯৩
	২।	এস,কে,শামশুল হুদা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৪৮৪
	৩।	জহিরুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,৮৪৯
বৈধ ১,০৮,৩৬৮	৪।	মাহমুদুল করিম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	১৬,২৩৮
বাতিল ১,৪৪০	৫।	মোহাং ইব্রাহীম	জাকের পার্টি	২২০
১,০৯,৮০৮	৬।	সালাউদ্দিন কাদের চৌ:	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২০,৩১১
	৭।	সেলিম চৌং	জাতীয় যুক্তফ্রন্ট	৩৭৩
				১,০৮,৩৬৮
২৯৫ কক্সবাজার-২	১।	মুহাং রশিদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২০,৫৬৩
	২।	মোশতাক আহা: চৌ:	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	১,৮৬২
	৩।	মোহ: নুর বকস	স্বতন্ত্র	১০০
	৪।	মো: ইসহাক বি,এ,	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	২৫,৭২৭
বৈধ ৮১,৯০৬	৫।	মো: শফিউল আলম	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	৫,৭৪৭
বাতিল ৯৫৯	৬।	শফি উল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২৩,৩৪৫
৮২,৮৬৫	৭।	শাকের উল্লাহ	জাতীয় পার্টি	৪,৪৬১
	৮।	সিরাজুল মোস্তফা	স্বতন্ত্র	১০১
				৮১,৯০৬
২৯৬ কক্সবাজার-৩	১।	এডভোকেট নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	১,৬৮৬
	২।	খোরশেদ আরা হক	জাতীয় পার্টি	৭৭৬
	৩।	ছালামত উল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০,১৪১
	৪।	নুরুল হক	স্বতন্ত্র	২১০
বৈধ ১,০৬,৩২২	৫।	মনিরুল আলম চৌ:	স্বতন্ত্র	১৫৯
বাতিল ১,০৫৯	৬।	মোস্তাক আহমদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,১০৬
১,০৭,৩৮১	৭।	মো: খালেকুজ্জামান	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩১,১০৯
	৮।	শাহজাহান চৌধুরী	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৯,৯১৩
	৯।	হাফেজ আহমদ	স্বতন্ত্র	২২২
				১,০৬,৩২২

১	২		৩	৪
২৯৭ কক্সবাজার-৪	১।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩,১৭৬
	২।	আবুল ফজল চৌঃ	জাতীয় পার্টি	৯১৯
বৈধ ৭৫,৬৪২	৩।	মোহাম্মদুল হক চৌঃ	স্বতন্ত্র	১৪৮
বাতিল ৬,৯৪	৪।	শাহজালাল চৌঃ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩৯৭
টেন্ডার্ড -	৫।	শাহজাহান চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দল (বিএনপি)	৩৬,৮৭২
৭৬,৩৩৬	৬।	হাঃ আবদুল গণি	স্বতন্ত্র	৪,১৩০
				৭৫,৬৪২
২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি				
	১।	আবুল হোসেন	স্বতন্ত্র	১২৯
	২।	আঃ ওয়াদুদ ভূঁঞা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৩,৭৬৭
	৩।	ইউনুস মিয়া	জাকের পার্টি	২,৮৬৭
	৪।	এ,কে,এম,আলীম উল্লাহ	জাতীয় পার্টি	১৩,১৮৮
বৈধ ৮৩,২৩৯	৫।	এস,এম,রেজাউল করিম	স্বতন্ত্র	৩৪২
বাতিল ১,৫৮৫	৬।	কল্প রঞ্জন চাকমা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩২,৩৮৩
	৭।	মাহবুব আলম	ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	৩৯৩
৮৪,৮২৪	৮।	মুহাম্মদ শরাফত আলী	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১৫৪
	৯।	যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৭,১৫৫
	১০।	রন বিক্রম ত্রিপুরা	স্বতন্ত্র	১,৬৫৩
	১১।	লোকমান উদ্দিন	স্বতন্ত্র	২০০
	১২।	সমীর দত্ত চাকমা	স্বতন্ত্র	১,০০৮
				৮৩,২৩৯

১	২		৩	৪
২৯৯ পার্বত্য রাংগামাটি				
	১।	এ,এস,এম,শহীদুল্লাহ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৯,৩০৬
	২।	জামশেদ আহাম্মদ চৌধুরী	জাকের পার্টি	২৩০
	৩।	দীপংকর তালুকদার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৯,২২১
বৈধ ৯২,১২০	৪।	নাজিম উদ্দিন আহম্মদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি)	২৪,৬১৭
বাতিল ১,১২১	৫।	নির্মল কান্তি	স্বতন্ত্র	৩,৩০৬
৯৩,২৪১	৬।	পরিজাত কুসুম চাকমা	জাতীয় পার্টি	১,৫১৪
	৭।	পার্থিব রায়	স্বতন্ত্র	২৭০
	৮।	সাগরিকা	স্বতন্ত্র	১,২৮১
	৯।	সুনীতি বিকাশ	স্বতন্ত্র	৩৬৮
	১০।	হিরন্ময়	স্বতন্ত্র	২,০০৭
				৯২,১২০
৩০০ পার্বত্য বান্দরবান				
	১।	আমিনুল হক আজাদ	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭,৬৪৩
	২।	আল: মো: ইব্রাহিম-বিন-খলিল	জাতীয় পার্টি	৩,২৬২
বৈধ ৪২,৫৬২	৩।	আ: মালেক চৌধুরী	স্বতন্ত্র	৬,১৬৪
বাতিল ৭৭৮	৪।	কে,এস, প্রু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৭,৬২৭
টেন্ডার্ড ২				
৪৩,৩৪২	৫।	বীর বাহাদুর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭,৬৫৯
	৬।	মঞ্জুরুল কাদের	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৮৬
	৭।	রফিক আহাং	জাকের পার্টি	১২১
				৪২,৫৬২

পরিশিষ্ট-৫০

জামানত সংক্রান্ত তথ্যপত্র।

রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	মোট প্রার্থী সংখ্যা	জামানত বহাল রহিয়াছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা	জামানত বাজেয়াপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি)	৩০০	২৩৯	৬১
২। জাতীয় পার্টি	২৭২	১২০	১৫২
৩। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৬৪	২৬১	৩
৪। জাকের পার্টি	২৫১	৩	২৪৮
৫। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	১১৬	১০৬
৬। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ রব)	১৬১	৮	১৫৩
৭। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ ইনু)	৬৮	২	৬৬
৮। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	১৪	৫৪
৯। ফ্রীডম পার্টি	৬৫	২	৬৩
১০। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	—	৬২
১১। ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	৫	৫৪
১২। বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১	৪৯
১৩। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	৪৯	১০	৩৯
১৪। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	২	৪১
১৫। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	৩৪
১৬। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)	৩১	২	২৯
১৭। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)।	৩১	৬	২৫
১৮। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)	৩০	—	৩০
১৯। বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	২	২৪
২০। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২০	৪	১৬
২১। জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৬	১	১৫
২২। গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	৫	১১
২৩। জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	—	১৫
২৪। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	—	১৩
২৫। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	১৩	২	১১

১		২	৩	৪
২৬।	জাতীয় জনতা পার্টি ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১১	—	১১
২৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১০	—	১০
২৮।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	—	১০
২৯।	জনতামুক্তি পার্টি	৮	১	৭
৩০।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	—	৮
৩১।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	—	৮
৩২।	জাতীয় জনতা পার্টি (জাসাদ)	৭	—	৭
৩৩।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	—	৭
৩৪।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	—	৭
৩৫।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতি দল	৭	—	৭
৩৬।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	—	৬
৩৭।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন)	৬	১	৫
৩৮।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১	৫
৩৯।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	—	৬
৪০।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)	৬	১	৫
৪১।	বাংলাদেশ পিপলস্ লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	৫	—	৫
৪২।	জনশক্তি পার্টি	৪	—	৪
৪৩।	জাতীয় মুক্তি দল (জামুদ)	৪	—	৪
৪৪।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	৪	—	৪
৪৫।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম-এল)	৪	—	৪
৪৬।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	—	৩
৪৭।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	—	৩
৪৮।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	—	৩
৪৯।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	২	—	২
৫০।	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	—	২
৫১।	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পার্টি	৩	১	২
৫২।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	—	২
৫৩।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	—	৩
৫৪।	ধূমপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণকারী মানবসেবা সংস্থা(সিকসা)	২	—	২

১	২	৩	৪
৫৫। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	২	—	২
৫৬। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	—	২
৫৭। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	২	—	২
৫৮। বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	—	২
৫৯। বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	—	২
৬০। আইডিয়াল পার্টি	১	—	১
৬১। জাতীয় তরুণ সংঘ	১	—	১
৬২। জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	১	—	১
৬৩। ডেমোক্রেটিক লীগ	১	—	১
৬৪। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাষানী ন্যাপ) (নুর মোহাম্মদ কাজী)	১	—	১
৬৫। পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	—	১
৬৬। বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	—	১
৬৭। বাংলাদেশ ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি	১	—	১
৬৮। বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	—	১
৬৯। বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	—	১
৭০। বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ (সামাদ)	১	—	১
৭১। বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস্ পার্টি	১	—	১
৭২। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী-সাদেকুর রহমান)	১	—	১
৭৩। বাংলাদেশ-বেকার পার্টি	১	—	১
৭৪। বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	—	১
৭৫। মুসলিম পিপলস্ পার্টি	১	—	১
৭৬। স্বতন্ত্র	৪২৪	৪২	৩৮২
সর্বমোট :	২,৭৮৭	৮৫৩	১,৯৩৪

পরিশিষ্ট-৫১

নির্বাচন পূর্ব অভিযোগসমূহ

(ক) নির্বাচন পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ :

নির্বাচনী এলাকা	যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ	অভিযোগের প্রকৃতি
১	২	৩
১। ১ পঞ্চগড়-১	পঞ্চগড় জেলার পুলিশ বেতারকেন্দ্রের ইনচার্জ, সহকারী দারোগা জনাব মো: আমিরুল ইসলাম।	জাতীয় পার্টির পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
২। ৬ দিনাজপুর-১	কাহারোল উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব আবদুস সাত্তার।	আওয়ামীলীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৩। ১২ নিলফামারী-১	নিলফামারী জেলার জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার।	দুর্নীতির অভিযোগ ও বদলীর আবেদন।
৪। ২০ রংপুর-২	তারাগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার।	বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারাভিযানের অভিযোগ এবং বদলীর আবেদন।
৫। ২৮ কুড়িগ্রাম-৪	রৌমারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ। জাতীয় পার্টির প্রার্থী তাহার পছন্দমত পোলিং পার্সনেল নিয়োগের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহিত গোপন সভায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে।
৬। ৩৮ বগুড়া-৩	আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলার মেজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মরত জনাব মো: শফিকুল ইসলাম খান।	জাতীয় পার্টির পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং বদলীর আবেদন।
৭। ৪৪ নওয়াবগঞ্জ-২	গোমস্তাপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও গোমস্তাপুর থানার ও, সি।	বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং তাহাদেরকে বদলীর আবেদন।
৮। ৪৪ নওয়াবগঞ্জ-২	গোমস্তাপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও গোমস্তাপুর থানার ও, সি।	একজন প্রার্থীর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ।
৯। ৪৪ নওয়াবগঞ্জ-২	ভোলাহাট উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব ফজলুল আমীন।	বি, এন, পি প্রার্থীর পক্ষে গোপন ও প্রকাশ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করার অভিযোগ এবং তাহাকে প্রত্যাহারের আবেদন।
১০। ৪৭ নওগাঁ-২	ধামইরহাট উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব আবুল হোসেন।	দুর্নীতির অভিযোগ এবং তাহাকে বদলীর আবেদন।
১১। ৬৯ পাবনা-২	নাজিরগঞ্জ ও সারকান্দি ইউনিয়নের বিশেষ করিয়া খলিলপুর হাইস্কুল নাজিরগঞ্জ হাইস্কুল ও হাসানপুর কেন্দ্রের পোলিং পার্সনেলস।	বদলীর আবেদন।

১	২	৩
১২। ৮৬ যশোহর-১	ঝিকরগাছা উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।	একজন প্রার্থীর পক্ষে পক্ষ পাতিত্ব করার অভিযোগ।
১৩। ৮৬ যশোহর-১	চৌগাছা উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব সামছুল হক।	জামায়েতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষে গোপনে কাজ করার অভিযোগ।
১৪। ৮৮ যশোহর-৩	যশোহর কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হালিম।	বি, এন, পির প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
১৫। ৮৯ যশোহর-৫	মনিরামপুর উপজেলার পরিষদের ক্লার্ক।	বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
১৬। ৯১ মাগুড়া-১	মাগুড়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আবদুল্লাহ আল হাদী।	আওয়ামীলীগের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ।
১৭। ৯১ মাগুড়া-১	পুলিশ সুপার, মাগুড়া	বি, এন, পি-র কর্মীদের হয়রানী করার অভিযোগ।
১৮। ১০১ খুলনা-৩	ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা জনাব আবদুর রশিদ।	পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এবং তাহাকে বদলীর আবেদন।
১৯। ১১১ বরগুনা-২	বামনা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এবং বামনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা।	আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ
২০। ১১৪ পটুয়াখালী-২	(ক) পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক, (খ) বাউফল উপজেলার নির্বাহী অফিসার এবং (গ) বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা।	আওয়ামীলীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ এবং তাঁহাদের অপসারণের জন্য আবেদন।
২১। ১১৩ পটুয়াখালী-১	(ক) পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও (খ) পুলিশ সুপার।	আওয়ামীলীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং তাহাদের বদলীর আবেদন।
২২। ১২৩ বাকেরগঞ্জ-৩	হিজলা উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব পরিক্ষীৎ দত্ত চৌধুরী।	আওয়ামীলীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।
২৩। ১২৮ ঝালকাঠি-২	নলছিটি উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব এম, এ, মতিন।	দুর্নীতি, ঘুষসহ আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ কারার অভিযোগ।
২৪। ১৩২ বাকেরগঞ্জ	বানারীপাড়া উপেজেলার পুলিশ কর্মকর্তা মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান।	নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে বদলীর আবেদন।
২৫। ১৪০ টাংগাইল-৮	বাসাইল উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব লতিফুর রহমান।	আওয়ামীলীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ।
২৬। ১৭৬ মুন্সীগঞ্জ-১	সিরাজদি খান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম।	আওয়ামীলীগ প্রার্থী ও প্রাক্তন আই, জি, পি জনাব এ, আর, খন্দকার এর পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং তাহাকে বদলীর আবেদন।

১	২	৩
২৭। ১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	মুন্সীগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার জনাব রফিকুল ইসলাম।	বি, এন, পির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ।
২৮। ১৯০ ঢাকা-১১	মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা।	বাংলাদেশ বেকার সমাজের প্রার্থীকে হয়রানীর অভিযোগ।
২৯। ১৯২ ঢাকা-১৩	(ক) ধামরাই থানার ও, সি, জনাব মতিয়ার রহমান ও (খ) সেকেণ্ড অফিসার জনাব মোয়াজ্জেম।	অস্ত্রধারীদের প্রশ্রয় দেওয়া ও দুর্নীতির অভিযোগ।
৩০। ২২০ শরিয়তপুর-১	জাজিরা হাটখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ কাজিম হোসেন।	নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ।
৩১। ২২১ শরিয়তপুর-২	সহকারী রিটার্নিং অফিসার জনাব সুলতান আহাম্মদ।	একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ এবং তাহাকে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন।
৩২। ২২৮ সিলেট-১	সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মিসেস রাজিয়া বেগম।	আওয়ামীলীগ সমর্থিত লোকদেরকে পোলিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগদানের অভিযোগ।
৩৩। ২২৮ সিলেট-১	সিলেট জেলার ডি, সি এবং সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার বেগম রাজিয়া খানম।	তাহাদের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের স্বার্থ রক্ষার কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ।
৩৪। ২৪১ হবিগঞ্জ-৪	মাধবপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার।	তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং বদলীর আবেদন।
৩৫। ২৫০ কুমিল্লা-৩	মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	বিশেষ প্রার্থির কর্মী ও সমর্থকদের হয়রানী করার অভিযোগ।
৩৬। ২৭৩ নোয়াখালী-৫	নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব কামাল-উদ্দিন।	আওয়ামীলীগ প্রার্থির পক্ষে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ।

(খ) বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

নির্বাচনী এলাকা	যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ	অভিযোগের প্রকৃতি
১	২	৩
১। ৪ ঠাকুরগাঁও-২	(ক) বালিয়াডাংগী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কাজী ফাইম উদ্দিন, (খ) ১ নং পারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আহসান হাবীব, (গ) ৩ নং ধনতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব করিম উদ্দিন এবং (ঘ) ৮ নং বাড়বাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বদিউজ্জামান।	বি, এন, পির পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ।
২। ১৯ রংপুর-১	(ক) গংগাচড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আলী মোঃ জাফর, (খ) বেতগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও (গ) খলেয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ।
৩। ২০ রংপুর-২	বদরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভিযোগ।
৪। ২৩ রংপুর-৫	মিঠাপুকুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাহ মোঃ সোলাইমান।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ।
৫। ৪২ বগুড়া-৭	গাবতলী উপজেলাধীন সোনারায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণের অভিযোগ।
৬। ৫১ নওগাঁ-৬	(ক) রাণীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সরদার মোহাম্মদ আবু তালেব (খ) বড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং (গ) একডালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ।
৭। ৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪	উল্লাপাড়া উপজেলাধীন সলপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	প্রকাশ্যে বাকশালের নির্বাচনী কাজ করার অভিযোগ।
৮। ৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪	উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সফিকুল ইসলাম (সফি)।	আট দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে নির্বাচন পরিচালনার অভিযোগ।
৯। ৬৫ সিরাজগঞ্জ-৫	বেলকুচী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস।	নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ।
১০। ৬৯ পাবনা-২	বেড়া উপজেলাধীন রূপপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ ও ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
১১। ৭১ পাবনা-৪	আটঘরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ।

১		২	৩
১২।	৯২ মাগুড়া-২	(ক) শালিখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাজ্জাদুর রহমান তরফদার। (খ) সহকারী প্রকৌশলী জনাব বিকাশ কান্তি মজুমদার।	জাতীয় পার্টির পক্ষে নির্বাচনী কাজ করার অভিযোগ।
১৩।	১০৩ খুলনা-৫	(ক) ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফরহাদ। (খ) ফুলতলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আকরাম হোসেন।	নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব ও হুমকি প্রদানের অভিযোগ।
১৪।	১০৪ খুলনা-৬	পাইকগাছা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব স, ম, বাবর আলী।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
১৫।	১১১ বরগুনা-২	(ক) বামনা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মনজুরুল রব মর্তুজা আহসান (মামুন), (খ) বামনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এনায়েত করিম।	বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণার কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ।
১৬।	১১২ বরগুনা-৩	আমতলী উপজেলাধীন ৯ নং পচাকোড়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কামাল উদ্দিন।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ।
১৭।	১১৪ পটুয়াখালী-২	বাউফল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শাহীদুল আলম তালুকদার।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
১৮।	১১৫ পটুয়াখালী-৩	দশমিনা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব রেজাউল করিম।	বি, এন, পি প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
১৯।	১২৩ বাকেরগঞ্জ-৩	হিজলা উপজেলাধীন হরিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কাজী কামাল উদ্দিন।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনার অভিযোগ।
২০।	১২৭ ঝালকাঠি-১	রাজাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আঃ শুকুর মৃধা।	সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
২১।	১৪৩ জামালপুর-৩	মেলান্দহ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে সহযোগিতা করার অভিযোগ।
২২।	১৫০ ময়মনসিংহ-২	গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	জাতীয় পার্টি প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
২৩।	১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আহাম্মদ হোসেন ভূয়া।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
২৪।	১৬৪ নেত্রকোনা-৪	মোহনগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা কাজে লিপ্ত থাকা এবং উস্কানী প্রদানের অভিযোগ।
২৫।	১৭০ কিশোরগঞ্জ-৬	বাজিতপুর উপজেলাধীন ৩ নং বলিয়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শফিকুল হাসান।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা ও উস্কানীমূলক আচরণের অভিযোগ।

১		২	৩
২৬।	১৭৬ মুন্সীগঞ্জ-১	শ্রীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজিজুল হক ওরফে লেবু কাজী।	বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
২৭।	১৭৭ মুন্সীগঞ্জ-২	লৌহজং উপজেলাধীন মেদিনীগঞ্জ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব আবুল হোসেন।	বেআইনী অস্ত্র রাখা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর অনুকূলে কাজ করার অভিযোগ।
২৮।	১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	সদর উপজেলাধীন মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। (ক) জনাব আলী মোল্লা ও (খ) সদস্য জনাব মোতালেব মোল্লা।	একটি দলের কর্মীদের উপর নির্যাতন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
২৯।	১৭৯ মুন্সীগঞ্জ-৪	সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হোসেন বাবুল।	একজন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৩০।	১৯০ ঢাকা-১১	হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবুল হোসেন।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৩১।	১৯১ ঢাকা-১২	সাভার উপজেলাধীন— (ক) শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জয়নাল আবেদীন, (খ) ভাকুর্তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার হোসেন।	বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ।
৩২।	১৯৯ নরসিংদী-৩	শিবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব হারুনর রশীদ খান।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণের অভিযোগ।
৩৩।	২০১ নরসিংদী-৫	(ক) রায়পুরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। (খ) বাঁশগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, (গ) মির্জাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও (ঘ) চাঁনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ।
৩৪।	২০৯ ফরিদপুর-১	আলফাডাংগা উপজেলাধীন মুছাইচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মকিবুল হাসান পটুমিয়া।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৩৫।	২১০ ফরিদপুর-২	নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কে, এম, জাহাংগীর।	জনতা দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৩৬।	২১২ ফরিদপুর-৪	সদরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান।	জাফের পার্টির প্রার্থীর পক্ষে নিবাচনী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ।
৩৭।	২১৪ গোপালগঞ্জ-১	সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ
৩৮।	২১৭ মাদারীপুর-১	(ক) শিবচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান খান ও (খ) দ্বিতীয়া কান্দা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।	নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ।
৩৯।	২১৯ মাদারীপুর-৩	কালকিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইউনুস সরদার।	নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে বাধা দানের অভিযোগ।

১		২	৩
৪০।	২২০ শরিয়তপুর-১	জাজিরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তনাই মোল্যা।	নির্বাচনে পক্ষাবলম্বন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
৪১।	২২০ শরিয়তপুর-১	জাজিরা উপজেলাধীন বিলাশপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আঃ লতিফ মিয়া (মেছের)।	নির্বাচনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
৪২।	২২২ শরিয়তপুর-৩	(ক) ডামুড্যা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মতিন ও (খ) ভেদেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার হোসেন।	নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত থাকার অভিযোগ।
৪৩।	২২৪ সুনামগঞ্জ-২	বিশ্বাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নাছির উদ্দিন চৌধুরী।	নির্বাচনে পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ।
৪৪।	২২৫ সুনামগঞ্জ-৩	জগন্নাথপুর উপজেলাধীন কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সিরাজুল ইসলাম।	বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
৪৫।	২৩৫ মৌলভীবাজার-২	কুলাউড়া উপজেলাধীন ১২ নং পূর্বমাগুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইছাক আলী।	নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ।
৪৬।	২৩৭ মৌলভীবাজার-৪	(ক) শ্রীমংগল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ইসমাইল হোসেন। (খ) কমলগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব রফিকুর রহমান। (গ) শ্রীমংগল পৌরসভা চেয়ারম্যান জনাব এম, এ, রহিম ও (ঘ) শ্রীমংগল উপজেলার ২ নং ভুনবীর ইউ, পি, চেয়ারম্যান জনাব আবুল বাশার।	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৪৭।	২৪১ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	নাসিরনগর উপজেলাধীন আরুয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কতুব উদ্দিন।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের জন্য বাধ্য করার অভিযোগ।
৪৮।	২৪১ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	নাসিরনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এমদাদুল হক।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনার অভিযোগ।
৪৯।	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	কসবা উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব সহিদুল হোসেন।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগ।
৫০।	২৪৮ কুমিল্লা-১	লোকসা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আমজাদ হোসেন।	বি, এন, পি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৫১।	২৪৯ কুমিল্লা-২	দাউদকান্দি উপজেলাধীন — (ক) ২১ নং উত্তর ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব চয়মুন সরকার। (খ) ৮ নং নারিন্দা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সেলিম।	একজন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে বাধা প্রদানের অভিযোগ।

১	২	৩
৫২। ২৪৯ কুমিল্লা-২	দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ইউসুফ জামিল বাবু।	বি, এন, পি প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৫৩। ২৫০ কুমিল্লা-৩	মুরাদনগর উপজেলাধীন ৭ নং বাংগরা পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল জলিল।	বি, এন, পির প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে নির্বাচনী প্রচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ।
৫৪। ২৫৩ কুমিল্লা-৬	চান্দিনা উপজেলাধীন ৫ নং দক্ষিণ বাড়েরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মফিজুর রহমান ভুইয়া।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৫৫। ২৫৫ কুমিল্লা-৮	সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আফজাল খান।	৮ দল মনোনীত একজন প্রার্থীর নির্বাচনী কাজে বাধা প্রদান এবং বি, এন, পি, প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৫৬। ২৫৮ কুমিল্লা-১১	নাংগলকোট উপজেলাধীন ৯ নং দৌলপাড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব রফিকুল ইসলাম।	আওয়ামী লীগের প্রার্থীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করার অভিযোগ।
৫৭। ২৫৯ কুমিল্লা-১২	চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৫৮। ২৬৪ চাঁদপুর-৫	হাজিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।	জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৫৯। ২৬৫ চাঁদপুর-৬	কচুয়ার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মাহাবুবুল বাশার	আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণার অভিযোগ।
৬০। ২৬৬ ফেনী-১	ছাগলনাইয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব এ, এস, নুর উদ্দিন।	জাতীয় পার্টি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালানোর অভিযোগ।
৬১। ২৬৯ নোয়াখালী-১	বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন ১৬ নং রাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জয়নাল আবেদীন।	বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ।
৬২। ২৭৫ লক্ষ্মীপুর-১	রামগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।	জাতীয় পার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগ।
৬৩। ২৬৪ লক্ষ্মীপুর-২	রায়পুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল করিম।	বি, এন, পি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণসহ উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদানের অভিযোগ।
৬৪। ২৮০ চট্টগ্রাম-২	চট্টগ্রাম জেলাধীন নীতিকুণ্ড উপজেলার ১ নং সৈয়দপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জনাব মাহবুবুল হক।	স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ।

১	২	৩
৬৫। ২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	রাউজান উপজেলাধীন— (ক) পূর্বগুমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আকতার হোসেন রাজু। (খ) পশ্চিম গুজরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল হক এবং (গ) উরকিরচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নসরুল্লাহ চৌধুরী লালু।	আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণার অভিযোগ।
৬৬। ২৯১ চট্টগ্রাম-১৩	চন্দনাইশ উপজেলাধীন— (ক) বেলতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আহামদ সৈয়দ চৌধুরী, (খ) হামিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মান্নান ও (গ) বরকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল বশর।	বি. এন. পি প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণের অভিযোগ।
৬৭। ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি	(ক) খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব জাহেদুল আলম, (খ) রামগড় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বেলায়েত হোসেন এবং (গ) লক্ষীছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু রেম্রাচাই চৌধুরী।	নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার অভিযোগ।

(গ) আচরণ বিধি লংঘন সংক্রান্ত :

১। ১৫ নিলফামারী-৪	১৫ দলীয় জোট	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
২। ২৩ রংপুর-৫	জাতীয় পার্টি	মাস্তানী ও উস্কানীমূলক আচরনের অভিযোগ।
৩। ২৭ কুড়িগ্রাম-৩	স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব এ, কে, এম, সাঈদল ইসলাম।	নির্বাচনে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও অর্থ বিতরণের অভিযোগ।
৪। ৪৩ নবাবগঞ্জ-১	স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব কাইউম রেজা চৌধুরী।	আওয়ামী লীগ নেত্রীর ছবিসহ পোষ্টার ও প্রচারণার অভিযোগ।
৫। ৫৭ নাটোর-১	বি, এন, পি,	নির্বাচন আচরণ বিধি লংঘন করিয়া আওয়ামী লীগের প্রচার কার্য্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ।
৬। ১১১ বরগুনা-২	স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব গোলাম সরোয়ার হিরু	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
৭। ১১১ বরগুনা-২	আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী জনাব গোলাম কবীর।	হিন্দুদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ।

১	২	৩
৮। ১১৬ পটুয়াখালী-৪	জাতীয় পার্টির প্রার্থী জনাব রুহুল আমীন হাওলাদার।	আচরণ বিধি লংঘণের অভিযোগ
৯। ১৩২ বাকেরগঞ্জ সহিত পিরোজপুর	জাতীয় পার্টির প্রার্থী জনাব মনিরুল ইসলাম	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ
১০। ১১৭ ভোলা-১	আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব তোফায়েল আহমদ	নির্বাচনী আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
১১। ১৫৭ ময়মনসিংহ-৯	বি, এন, পি, প্রার্থী জনাব আনোয়ার খান চৌধুরী।	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ
১২। ১৬১ নেত্রকোনা-১	বি, এন, পি প্রার্থী এডভোকেট এম, এ, করিম এবং তাঁহার কর্মীবৃন্দ।	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ
১৩। ১৬৪ নেত্রকোনা-৪	আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও কর্মী	আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ
১৪। ১৬৪ নেত্রকোনা-৪	বি, এন, পি, প্রার্থী শিল্পপতি বাবর	আচরণ বিধি লংঘনসহ নির্বাচনী প্রচারণায় অসংখ্য মাইক টিভি এবং মটর সাইকেল ব্যবহারের অভিযোগ।
১৫। ১৭৭ মুন্সীগঞ্জ-২	কয়েকজন প্রার্থী	তিনলক্ষ টাকার অধিক খরচসহ আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
১৬। ২০৫ নারায়ণগঞ্জ-৪	স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মোহাম্মদ আলী	লক্ষ লক্ষ টাকা খরচসহ আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
১৭। ২০৮ রাজবাড়ী-২	আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকবৃন্দ	আচরণ বিধি লংঘনের (ওয়ালরাইটিং মুছিয়া ফেলা ও পোষ্টার ছিড়িয়া ফেলা সংক্রান্ত) অভিযোগ।
১৮। ২২২ শরিয়তপুর-৩	বি, এন, পি, প্রার্থী জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী।	আচরণ বিধি লংঘনের (বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঘোষণাসহ অতিরিক্ত টাকা ব্যয়) অভিযোগ।
১৯। ২৫৩ কুমিল্লা-৬	স্বতন্ত্র প্রার্থী এডভোকেট রেদোয়ান আহমদ এবং ফ্রীডম পার্টির প্রার্থী খন্দকার আবদুল মান্নান।	বিভিন্ন স্থানে ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে নগদ টাকা পয়সা বিতরণের অভিযোগ।
২০। ২৩৬ চাঁদপুর-৪	জাতীয় পার্টির প্রার্থী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী।	ভোটারদেরকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণের অভিযোগ।
২১। ২৬৮ ফেনী-৩	বি, এন, পি, সমর্থকবৃন্দ	আওয়ামী লীগের সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টির এবং ভাংচুর করার অভিযোগ।
২২। ২৮৫ চট্টগ্রাম-৭	বি, এন, পি, দলীয় কর্মীবৃন্দ	আট দলীয় প্রার্থীর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং মিছিলে আক্রমণের অভিযোগ।
২৩। ২৯২ চট্টগ্রাম-১৪	আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ	আচরণ বিধি লংঘন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।

১	২	৩
২৪। ২৯৩ চট্টগ্রাম-১৫	স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব মাহমুদুল ইসলাম	আচরণ বিধি লংঘন ও ভোটারদেরকে কালো টাকা বিতরণের অভিযোগ।
২৫। ২৯৭ কক্সবাজার-৪	বি, এন, পি, প্রার্থীর সমর্থকবৃন্দ	ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আচরণ বিধি লংঘনের অভিযোগ।
(ঘ) আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ও ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত :		
১। ১৯ রংপুর-১	—	ভোটকেন্দ্র সমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য আবেদন।
২। ৫৪ রাজশাহী-৩	—	৬টি কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করণের আবেদন।
৩। ৫৭ নাটোর-১	—	ভোটকেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের দাবী।
৪। ৬৪ সিরাজগঞ্জ-৪	—	উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহানপুর ইউনিয়নের কালিয়াকৈর ভোটকেন্দ্র স্থাপনের আবেদন।
৫। ১১১ বরগুনা-২	—	বিভিন্ন প্রার্থীর কর্মীদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের অভিযোগ।
৬। ৮৯ যশোহর-৫	—	সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।
৭। ৯৮ বাগেরহাট-৪	—	নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আবেদন।
৮। ১০০ খুলনা-২	—	সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।
৯। ১০১ খুলনা-৩	—	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করার আবেদন।
১০। ১১৩ পটুয়াখালী-১	—	অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃংখলা রক্ষার আবেদন।
১১। ১২২ বাকেরগঞ্জ-২	—	১৪টি কেন্দ্রে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের আবেদন।
১২। ১২২ বাকেরগঞ্জ-২	—	নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আবেদন।
১৩। ১৩২ বাকেরগঞ্জ সহিত পিরোজপুর	—	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণের আবেদন।
১৪। ১৩২ বাকেরগঞ্জ সহিত পিরোজপুর	—	সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হতে রক্ষার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আবেদন।
১৫। ১২৭ ঝালকাঠি-১	—	বি, এন, পি প্রার্থীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার আবেদন।

১	২	৩
১৬। ১২৮ ঝালকাঠি-২	—	আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন।
১৭। ১৫৭ ময়মনসিংহ-৯	প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও তাহার অনুচর	অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ এবং সেগুলো উদ্ধারের জন্য আবেদন।
১৮। ১৬৮ কিশোরগঞ্জ-৪	—	অষ্টগ্রাম উপজেলার ৫টি কেন্দ্র বহাল রাখার আবেদন।
১৯। ১৬৯ কিশোরগঞ্জ-৫	—	পাঁচটি কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আবেদন।
২০। ১৭৬ মুন্সীগঞ্জ-১	—	৬টি ভোট কেন্দ্রে সেনাবাহিনী মোতায়েনের আবেদন।
২১। ১৮৮ ঢাকা-৯	ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুর থানার কর্মকর্তাগণ	শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিরপেক্ষ থাকার আবেদন।
২২। ১৯০ ঢাকা-১১	—	১২টি কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার আবেদন।
২৩। ২৫১ কুমিল্লা-৪	কতিপয় মাস্তান ও দুষ্কৃতিকারী	সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।
২৪। ২৫২ কুমিল্লা-৫	দুষ্কৃতিকারী ও মাস্তান	ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন মাধবপুর ইউনিয়নের ৪টি ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ঐসব এলাকা হইতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদারকরণের আবেদন।
২৫। ২৫৩ কুমিল্লা-৬	স্বতন্ত্র প্রার্থী এডভোকেট রেদোয়ান আহাম্মদ ও তাহার অনুগত গুণ্ডাবাহিনী।	আওয়ামীলীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীক ও গেইট ভাংগা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ।
২৬। ২৫৩ কুমিল্লা-৬	ফ্রীডম পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে	নৌকা মার্কার পোষ্টার ও বেনার ছেড়া এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
২৭। ২৫৬ কুমিল্লা-৯	কতিপয় দুষ্কৃতিকারী	সদর উপজেলাধীন তিনটি কেন্দ্রের (কমলপুর, কেরাণিরহাট ও জোরকারণ কেন্দ্রে) ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের আবেদন।
২৮। ২৬৬ ফেণী-১	জাতীয় পার্টির গুণ্ডাবাহিনী	নিরীহ লোকজনদের উপর অস্ত্রের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ এবং অস্ত্র উদ্ধারের আবেদন।

১	২	৩
২৯। ২৮১ চট্টগ্রাম-৩	সন্দীপ থানার পুলিশ এবং অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে।	পুলিশের সহযোগিতায় অস্ত্রধারীদের সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ।
৩০। ২৮২ চট্টগ্রাম-৪	আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব নজিবুল বশর	সন্ত্রাসের অভিযোগ।
৩১। ২৮৪ চট্টগ্রাম-৬	বিশেষ রাজনৈতিক দলের দুর্বৃত্তগণ	নির্বাচনী প্রচারনা সভায় এন, ডি, পির চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগ।
৩২। ২৮৫ চট্টগ্রাম-৭	—	চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়ক, রাউজান—রাংগামাটি সড়কের রানীর হাটে এবং নদীপথে কর্ণফুলি নদীর বেতাগীর মুখে চেকপোষ্ট চালু করার আবেদন।
৩৩। ২৮৭ চট্টগ্রাম-৯	—	বিভিন্নস্থানে বিডিআর মোতায়নের আবেদন।
৩৪। ২৮৯ চট্টগ্রাম-১১	বি, এন, পি মনোনীত প্রার্থী জনাব শাহ নেওয়াজ চৌধুরী (মণ্টু)	সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং নির্বাচন বানচালের অশুভ তৎপরতার অভিযোগ।
৩৫। ২৯০ চট্টগ্রাম-১২	কিছু সংখ্যক গুণ্ডা ও অবৈধ অস্ত্রধারী	দৌলতপুর বিদ্যালয় ও বড় উঠান তানিমুল হক মাদ্রাসা কেন্দ্র এলাকায় অস্ত্র নিয়া চলাফেরার অভিযোগ এবং অস্ত্রগুলি উদ্ধারের আবেদন।
৩৬। ২৯৭ কক্স বাজার-৪	—	কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করণের আবেদন।
(৬) ভোটার ও ভোটার তালিকা		
১। ১৮৫ ঢাকা-৬	—	স্বামীবাগ, আউটফল এবং সিটি পল্লী এলাকার নতুন ভোটার তালিকায় কয়েক হাজার ভুয়া ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া প্রসংগে অভিযোগ।
২। ১৮৮ ঢাকা-৯	—	ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন সত্বেও নাম না থাকার অভিযোগ।
২। নির্বাচন চলাকালীন সময়ের অভিযোগ:		
১। ১১৭ ভোলা-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থকবৃন্দ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থক কর্তৃক উত্তর দিঘলদীর ৪টি কেন্দ্রে শীবপুরের ৩টি কেন্দ্রে এবং কচিয়া ইউনিয়নের ১টি কেন্দ্রে ভোট ডাকাতির অভিযোগ।
২। ১৩২ বাকেরগঞ্জের সহিত পিরোজপুর	বি, এন, পি সমর্থকবৃন্দ	বানারীপাড়া উপজেলার সাইদকাঠি ও বাইশাড়ী ইউনিয়নের সকলকেন্দ্রে এবং উদাইকাঠি ইউনিয়নে লবণ গাড়া কেন্দ্রে বি, এন, পি সমর্থক কর্তৃক ভোট প্রদানের বাধা সৃষ্টির অভিযোগ।

১	২	৩
৩। ১৮৯ ঢাকা-১০	বি, এন, পি	পাবলিক লাইব্রেরী কেন্দ্রে, লেডিস ক্লাব কেন্দ্রে, মগবাজার সাহাবুরী স্কুল কেন্দ্রে, বটমলি হোমস স্কুল কেন্দ্রে এবং বি, কে আফতাব স্কুল কেন্দ্রে বি, এন, পির পক্ষে জাল ভোট ও নৌকা প্রতীক ধারী ভোটারদের হয়রানীর অভিযোগ।
৪। ১৮৯ ঢাকা-১০	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	শেরেবাংলা নগর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামীলীগের তরফ হইতে বি, এন, পির পোলিং এজেন্টদের বাহির করিয়া দেওয়ার অভিযোগ।

পরিশিষ্ট-৫২

বুধবার, মার্চ ৬, ১৯৯১

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ব্লক নং ৫ ও ৬, সেক্রেটেড অফিসার্স হোস্টেল

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২১শে ফাল্গুন, ১৩৯৭ বাংলা/৬ই মার্চ, ১৯৯১ ইং

নং ২(৪)/৯১-নিঃ-২/জাঃ সঃ—গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫) এর ৫৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তফসিলের ৩নং কলামে বর্ণিত জেলা বা জেলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনী মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য উক্ত তফসিলের ২ নং কলামে বর্ণিত কর্মকর্তাদিগকে নির্বাচন কমিশন এতদ্দ্বারা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিতেছে:

তফসিল

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ট্রাইব্যুন্যালের পদবী	যে সমস্ত জেলার নির্বাচনী এলাকাসমূহের জন্য ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করা হইল সেই জেলার নাম।
১	২	৩
১।	জেলা ও দায়রা জজ, পঞ্চগড়	পঞ্চগড়
২।	জেলা ও দায়রা জজ,, ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও
৩।	জেলা ও দায়রা জজ, দিনাজপুর	দিনাজপুর
৪।	জেলা ও দায়রা জজ, নীলফামারী	নীলফামারী
৫।	জেলা ও দায়রা জজ, লালমনিরহাট	লালমনিরহাট
৬।	জেলা ও দায়রা জজ, রংপুর	রংপুর
৭।	জেলা ও দায়রা জজ, কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম
৮।	জেলা ও দায়রা জজ, গাইবান্ধা	গাইবান্ধা
৯।	জেলা ও দায়রা জজ, জয়পুরহাট	জয়পুরহাট
১০।	জেলা ও দায়রা জজ, বগুড়া	বগুড়া
১১।	জেলা ও দায়রা জজ, নওয়াবগঞ্জ	নওয়াবগঞ্জ
১২।	জেলা ও দায়রা জজ, নওগাঁ	নওগাঁ
১৩।	জেলা ও দায়রা জজ, রাজশাহী	রাজশাহী
১৪।	জেলা ও দায়রা জজ, নাটোর	নাটোর
১৫।	জেলা ও দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ

১	২	৩
১৬।	জেলা ও দায়রা জজ, পাবনা	পাবনা
১৭।	জেলা ও দায়রা জজ, মেহেরপুর	মেহেরপুর
১৮।	জেলা ও দায়রা জজ, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
১৯।	জেলা ও দায়রা জজ, চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা
২০।	জেলা ও দায়রা জজ, ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ
২১।	জেলা ও দায়রা জজ, যশোহর	যশোহর
২২।	জেলা ও দায়রা জজ, মাগুরা	মাগুরা
২৩।	জেলা ও দায়রা জজ, নড়াইল	নড়াইল
২৪।	জেলা ও দায়রা জজ, বাগেরহাট	বাগেরহাট
২৫।	জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা	খুলনা
২৬।	জেলা ও দায়রা জজ, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা
২৭।	জেলা ও দায়রা জজ, বরগুনা	বরগুনা
২৮।	জেলা ও দায়রা জজ, পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
২৯।	জেলা ও দায়রা জজ, ভোলা	ভোলা
৩০।	জেলা ও দায়রা জজ, বরিশাল	১৩২ বাকেরগঞ্জ-সহিত-পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকাসহ বাকেরগঞ্জ
৩১।	জেলা ও দায়রা জজ, ঝালকাঠি	ঝালকাঠি
৩২।	জেলা ও দায়রা জজ, পিরোজপুর	পিরোজপুর
৩৩।	জেলা ও দায়রা জজ, টাংগাইল	টাংগাইল
৩৪।	জেলা ও দায়রা জজ, জামালপুর	জামালপুর
৩৫।	জেলা ও দায়রা জজ, শেরপুর	শেরপুর
৩৬।	জেলা ও দায়রা জজ, ময়মনসিংহ	১৬০ ময়মনসিংহ-সহিত-নেত্রকোনা নির্বাচনী এলাকাসহ ময়মনসিংহ
৩৭।	জেলা ও দায়রা জজ, নেত্রকোনা	নেত্রকোনা
৩৮।	জেলা ও দায়রা জজ, কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ
৩৯।	জেলা ও দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
৪০।	জেলা ও দায়রা জজ, মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ
৪১।	জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা	ঢাকা
৪২।	জেলা ও দায়রা জজ, গাজীপুর	গাজীপুর
৪৩।	জেলা ও দায়রা জজ, নরসিংদী	নরসিংদী

১	২	৩
৪৪।	জেলা ও দায়রা জজ, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
৪৫।	জেলা ও দায়রা জজ, রাজবাড়ী	রাজবাড়ী
৪৬।	জেলা ও দায়রা জজ, ফরিদপুর	ফরিদপুর
৪৭।	জেলা ও দায়রা জজ, গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ
৪৮।	জেলা ও দায়রা জজ, মাদারীপুর	মাদারীপুর
৪৯।	জেলা ও দায়রা জজ, শরিয়তপুর	শরিয়তপুর
৫০।	জেলা ও দায়রা জজ, সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
৫১।	জেলা ও দায়রা জজ, সিলেট	সিলেট
৫২।	জেলা ও দায়রা জজ, মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার
৫৩।	জেলা ও দায়রা জজ, হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ
৫৪।	জেলা ও দায়রা জজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৫।	জেলা ও দায়রা জজ, কুমিল্লা	কুমিল্লা
৫৬।	জেলা ও দায়রা জজ, চাঁদপুর	চাঁদপুর
৫৭।	জেলা ও দায়রা জজ, ফেনী	ফেনী
৫৮।	জেলা ও দায়রা জজ, নোয়াখালী	নোয়াখালী
৫৯।	জেলা ও দায়রা জজ, লক্ষ্মীপুর	লক্ষীপুর
৬০।	জেলা ও দায়রা জজ, চট্টগ্রাম	(১) চট্টগ্রাম, (২) পার্বত্য খাগড়াছড়ি এবং (৩) পার্বত্য রাংগামাটি
৬১।	জেলা ও দায়রা জজ, কক্সবাজার	(১) কক্সবাজার এবং (২) পার্বত্য বান্দরবান।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

স, ম, জাকারিয়া

যুগ্ম-সচিব।

পরিশিষ্ট-৫৩

মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ঠিকানা

আসন	নির্বাচিত প্রার্থিনীর নাম	স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
মহিলা আসন-১	মিসেস খুরশীদ জাহান হক	জনাব মোজাম্মেল হক	বালুবাড়ী জেলা-দিনাজপুর।
মহিলা আসন-২	মিসেস সাহেদা সরকার	মোঃ রেজাউল হক সরকার (রানা)	কেরানীপাড়া, থানা-কোতয়ালী জেলা-রংপুর।
মহিলা আসন-৩	বেগম রেবেকা মাহমুদ	মাহমুদ জালাল(দুলু)	ধাপ, থানা-কোতায়ালী, জেলা-রংপুর।
মহিলা আসন-৪	মিসেস সাহীন আরা হক	এস, এম, মাহফুজুল হক	জলেশ্বরীতলা, পোঃ ও জেলা-বগুড়া।
মহিলা আসন-৫	বেগম রওশন ইলাহী	মরহুম ইলাহী বখশ সরকার	মোক্তারপাড়া, পোঃ ও জেলা-পিরোজগঞ্জ।
মহিলা আসন-৬	বেগম লুৎফুন নেসা হোসেন	এখলাক হোসেন, এ্যাডভোকেট	কাজীহাটা, রাজশাহী।
মহিলা আসন-৭	বেগম রাশিদা খাতুন	মরহুম মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	৩৪৫/সি, খিলগাঁও, (৪র্থ তলা) ঢাকা-১২১৯।
মহিলা আসন-৮	বেগম সেলিনা শহীদ	অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম	উপজেলা-ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
মহিলা আসন-৯	বেগম শামসুন নাহার আহমেদ	মাসরুরুল হক সিদ্দিকী	"ক্ষণিকা" ফ্ল্যাট নং-৩ ওয়াপদা অফিসার্স কলোনী, সড়ক নং-১১, বনানী, ঢাকা।
মহিলা আসন-১০	বেগম ফরিদা রহমান	হাবিবুর রহমান	গ্রাম-প্রাণ সায়ের, সাতক্ষীরা সদর, জেলা-সাতক্ষীরা। ডাক ঠিকানা: রোড নং ৬/এ, বাসা-৪৯, ধানমন্ডি, ঢাকা।
মহিলা আসন-১১	সৈয়দা নার্গিস আলী	মরহুম রওনাক আলী	জাহানারা মঞ্জিল, মুন্সিপাড়া, ২য় গলি, বাড়ী নং ৫, পোঃ ও জেলা-খুলনা।
মহিলা আসন-১২	বেগম রওশন আরা হেনা	মুহম্মদ শরীফ হোসেন	গ্রাম রহমানপুর, পোঃ সাকুচিয়া, মনপুরা, ভোলা।
মহিলা আসন-১৩	বেগম সেলিমা রহমান	মিঃ মুজিবর রহমান	৯, নিউ ইস্কাটন (গাউসনগর), ঢাকা-১০০০।
মহিলা আসন-১৪	বেগম আনোয়ারা হাবীব	হাবিবুজ্জামান	গ্রাম-বিরামদী, উপজেলা ভুয়াপুর। জেলা-টাংগাইল।

১	২	৩	৪
মহিলা আসন-১৫	বেগম রহিমা খন্দকার	এস, এম, এলাহী নেওয়াজ	গ্রাম ইসলামপুর, পোঃ ইসলামপুর, জেলা জামালপুর।
মহিলা আসন-১৬	বেগম নুরজাহান ইয়াসমিন	মোঃ আঃ খালেক	৬১, সানকিপাড়া, পোঃ ও জেলা ময়মনসিংহ।
মহিলা আসন-১৭	বেগম বাণী আশরাফ	ফকির আশরাফ	"বাণী কুটির", ২৮৮/২, মনিপুর, মিরপুর,-২, । ঢাকা-১২১৬।
মহিলা আসন-১৮	বেগম ফারিদা হাসান	মরহুম সাইদুল হাসান	প্লট নং ৩৪, রোড নং ৪৬, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা-১২১২।
মহিলা আসন-১৯	মিসেস সারওয়ারী রহমান	ডাঃ নইমুর রহমান	৫, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
মহিলা আসন-২০	বেগম কে, জে, হামিদা খানম	এ, কে, এম, আবদুল হাফিজ	৭৮, নারিন্দা রোড, ঢাকা।
মহিলা আসন-২১	বেগম সামসুন নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	মরহুম নবাব খাজা আহসান উল্লাহ	টুইন হাউজ, শাহবাগ, রমনা, ঢাকা-১০০০।
মহিলা আসন-২২	বেগম জাহানারা বেগম	মরহুম আহমেদ মুর্তাফা	১৪৯, মালিবাগ বাজার রোড, ঢাকা।
মহিলা আসন-২৩	হাফেজা আসমা খাতুন	আলহাজ হাফেজ ফয়েজ মোহাম্মদ	৪৪৫/১, গ্রীণওয়ে (দোতলা), বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মহিলা আসন-২৪	বেগম ফাতেমা চৌধুরী পারু	এ, বি, এম, আবদুল কবির চৌধুরী	ঝরনার পাড়, কুমার পাড়া, সিলেট।
মহিলা আসন-২৫	বেগম খালেদা রব্বানী	জনাব গোলাম রব্বানী	৩৪ নং শাহ মোস্তফা রোড, মৌলভীবাজার।
মহিলা আসন-২৬	বেগম আছিয়া রহমান	জনাব আবদুর রহমান	পাইকপাড়া, পোঃ ও জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
মহিলা আসন-২৭	বেগম রাবেয়া চৌধুরী	জনাব নাসিরউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী	বাদুরতলা, কুমিল্লা।
মহিলা আসন-২৮	বেগম হালিমা খাতুন	জনাব মকবুল আহমদ	রামপুর (উকিলপাড়া), পোঃ ও জেলা ফেনী।
মহিলা আসন-২৯	বেগম রোজী কবির	মিঃ হুমায়ুন কবির	হোটেল শাহজাহান, ৭০/এ, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।
মহিলা আসন-৩০	মিসেস মাম্যাচিং	মিঃ এস, এ, প্রু	রাজবাড়ী (পুরানা) বান্দরবান, বান্দরবান, পার্বত্য জেলা।

পরিশিষ্ট-৫৪

জাতীয় সংসদের ১৯০ ঢাকা-১১ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনের বিষয়ে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশনের আদেশ।

জাতীয় সংসদের ১৯০ ঢাকা-১১ শূন্য আসনের নির্বাচনে ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ সকাল ৭'০০ টা থেকে বিকাল ৩'০০টা পর্যন্ত ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ১১৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, জনাব বদিউর রহমান এবং ঢাকা জেলা প্রশাসক, জনাব মোঃ আবু সোলায়মান চৌধুরীকে উক্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য যথাক্রমে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। পূর্ব জারীকৃত নোটিশ মোতাবেক উক্ত রিটার্নিং অফিসার ৪-২-১৯৯৩ তারিখ বিকাল ৪-০০ ঘটিকা থেকে সকল প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল একত্রীভূত করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৯ ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা বলে বি, এন, পি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব কামাল আহামদ মজুমদারকে ২,৫৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন বৈধ ভোট পেয়েছেন ৮০,১২৭ এবং তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব কামাল আহামদ মজুমদার পেয়েছেন ৭৭,৫৩৫ ভোট। মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ১,৬৬,৫৭৮ এবং বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ১,৬২৬।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব কামাল আহামদ মজুমদারের ইলেকশন এজেন্ট সংসদ সদস্য জনাব খ, ম, জাহাংগীর রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সমীপে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার বিরুদ্ধে আইনগত দিক প্রশ্ন তোলে একটি দরখাস্ত দাখিল করেন। ৪-২-৯৩ তারিখে বিকাল ৫-১০ মিনিটের সময় ঐ দরখাস্তের একটি অগ্রিম অনুলিপি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অফিসে দাখিল করেন।

৬-২-৯৩ তারিখ অত্র অফিস উক্ত রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে উক্ত দরখাস্তটি প্রাপ্ত হয়। ঐ দিন বিকাল ৩-০০ টায় দরখাস্তকারী এবং তার পক্ষে ব্যারিষ্টার কে এস নবী, ডঃ সেলিম এবং সংসদ সদস্য জনাব রহমত আলী এডভোকেট এবং সংসদ সদস্য খ, ম, জাহাংগীর এর উপস্থিতিতে দরখাস্তটি শুনানী হয়।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতে সংবিধানের ১১৯(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বকে অবমাননা করে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর বিধানগুলিকে তোয়াক্কা না করে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল জানার পূর্বেই সরকার সরকার-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের (অর্থাৎ টেলিভিশন ও রেডিওর) মাধ্যমে সরকারী দলের প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করায় নির্বাচনের ফলাফল বাতিল, অকর্মণ্য ও সংবিধান বিরোধী হয়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, ১৪টি ভোট কেন্দ্রের ভোট গণনা ফলাফলের সত্যায়িত অনুলিপি তাদের দলীয় প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারগণ দেন নাই এবং তাদের সম্মুখেও ভোট গণনা করা হয় নাই, সে জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারাগুলির বরখেলাপ হয়েছে। তারা আরও বলেন যে, রিটার্নিং অফিসার পূর্ব ঘোষিত তাঁর নিজস্ব অফিসে ফলাফল গ্রহণ না করে অন্যত্র (১০ নং গোল চক্কর কণ্ট্রোল রুমে) ফলাফল গ্রহণ করে নির্বাচন ফলাফলের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করেছেন। তাদের মতে ৩-২-৯৩ তারিখ রাত্রিতে সরকারী গণমাধ্যমের মাধ্যমে যে বেআইনী নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হয়, পরবর্তীতে তাহাই রিটার্নিং অফিসার সার্টিফাইড করেন বিধায় তাহার দ্বারা ঘোষিত ফলাফল আইনতঃ অকার্যকর এবং বাতিলযোগ্য।

দরখাস্তকারীর উপরোক্ত বক্তব্যের আইনগত দিক ও সঠিকতা বিশ্লেষণের পূর্বে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কীত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে সকল পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে লক্ষণীয় যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষই এবং যারা সরেজমিনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন তারাও ভোট গ্রহণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। প্রকৃত পক্ষে কোন ভোট কেন্দ্রেই কোনরূপ গোলযোগ বা বিশৃংখলার অভিযোগ নির্বাচন কমিশন পায় নাই। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই, যেখানে ভোট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এক জন করে কর্মকর্তা নির্বাচন পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এ নির্বাচনকে সকল প্রকার প্রভাব

কলুষ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে একজন আওয়ামীলীগ ও একজন বি, এন, পি নেত্রী স্থানীয় কর্মকর্তাকে যাদের মধ্যে অনেকেই সংসদ সদস্য ছিলেন, নিজ নিজ ছবিসহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দিয়ে প্রত্যেকটি জায়গায় যেন কোনরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টী না হয় সেজন্য সম্মিলিতভাবে তদারকী করার ভার দেওয়াও হয়েছিল। ভোট গ্রহণ কর্মকাণ্ড তদারকীর সময় নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই বি, এন, পি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের দেখা পান এবং তারা সম্মিলিতভাবে শান্ত পরিবেশে তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।

নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে নির্বাচনী এলাকায় মিরপুর ১০ নং সেকশনে গোল চক্করের সন্নিকটে কমিউনিটি সেন্ট্রারে একটি কণ্ট্রোল রুম "স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে সারা এলাকার আইন শৃংখলা তদারকী করার ব্যবস্থা করা হয় ও মেট্রোপলিটন এলাকার বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটদের সমণ্বয়ে গঠিত নির্বাচন অপরাধে অপরাধীদের তাৎক্ষণিক সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য সেখানে আদালতও স্থাপন করা হয়।

ঐ দিন রাত্রি অনুমান ৭টা ৩০ মিনিটে উক্ত কণ্ট্রোল রুম হ'তে নির্বাচন কমিশনে কেন্দ্র-ভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল আসতে থাকে। তখন পর্যন্ত ৫৯টি কেন্দ্রের মধ্যে আওয়ামীলীগ প্রার্থী ৩৬,৫৩২ এবং বি, এন, পি প্রার্থী ৩৭,৯৯১ ভোট পেয়েছেন বলে জানানো হয়। অনুমান রাত্র ৭-৪৫ মিনিটের দিকে মোট ৭৮টি কেন্দ্রে ধানের শীষ ৫০,৬৭৮ এবং নৌকা ৪৯,৪৪২ ভোট পেয়েছে বলে কণ্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ও উক্ত কণ্ট্রোল রুমের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আর কোন কেন্দ্রের প্রাথমিক ফলাফল কমিশন সচিবালয়ে এসে পৌঁছায় নাই। এমতাবস্থায় জনাব স, ম, জাকারিয়া যুগ্ম-সচিব (নির্বাচন) এবং জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)-কে তাড়াতাড়ি উক্ত কণ্ট্রোল রুমে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তারা অর্ধ পথ হ'তে ফিরে আসেন এবং বলেন যে, উক্ত কণ্ট্রোল রুমের আসে পাশে গোলাগুলি চলছে ও কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া হচ্ছে। পুলিশ মহল থেকে কাহাকেও ওদিকে যেতে দিচ্ছেনা। পর মুহূর্তে বি, এন, পি এবং আওয়ামীলীগের পক্ষ হইতে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনে সমবেত হন। তাঁদের অনুরোধে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব, যুগ্ম-সচিব (নির্বাচন), যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) আরও কয়েকজন কর্মকর্তা বিশেষ পুলিশ নিরাপত্তা ছায়ায় উক্ত কণ্ট্রোল রুমে অনুমান রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে গমন করেন। তারা সেখানে দেখতে পান যে, আওয়ামীলীগ সংসদ সদস্য জনাব আ, স, ম, ফিরোজ, জনাবা মতিয়া চৌধুরী, জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বি, এন, পির মাননীয় প্রতি মন্ত্রী মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান, সংসদ সদস্য সর্ব জনাব কামরুল হাসান, লেঃ জেঃ (অবঃ) শওকত আলী ও প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিনের নির্বাচনী এজেন্ট জনাব মোঃ সালাউদ্দিন সংসদ সদস্য আরো অনেকের উপস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল থেকে বি, এন, পি এবং আওয়ামীলীগ মনোনীত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ভোট কেন্দ্র-ওয়ারী বলতে থাকেন এবং অনেকেই উহা লিখতে থাকেন। সহকারী রিটার্নিং অফিসারও তাদের জন্য রক্ষিত সিটে ঐ সকল ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। তবে অপর ১৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা তখন বলা হয় নাই।

রাত্রি প্রায় ১১-০০ টায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্ব জনাব আ, স, ম, ফিরোজ, খ, ম, জাহাংগীর ও সৈয়দ আবুল হোসেন রিটার্নিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি বি, এন, পি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন জয়ী হয়েছেন বলে কোন ফলাফল রেডিও এবং টেলিভিশনে দিয়েছেন কিনা এবং এই মর্মে তাঁরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেও প্রশ্ন করেন। তাঁরা উভয়ই বলেন যে, রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারের জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল দেয়া হয় নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে টিভিতে ৩,০০০ এর অধিক ভোটে বি, এন, পি প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে এই মর্মে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশ্বাস দেন। ঐ সময় প্রদত্ত ভোটের মধ্যে কে কত মোট ভোট পেয়েছেন তা রিটার্নিং অফিসার ঘোষণা দেননি। কারণস্বরূপ বলা হয় যে তার জারীকৃত নোটিশ মোতাবেক ৪-২-৯৩ তারিখ ঢাকা জেলা প্রশাসকের অফিস কক্ষে বিকাল ৪-০০ টায় আইনানুগ ফলাফল প্রার্থী-ওয়ারী একত্রিকরণ করবেন ও ঘোষণা দেবেনে। তার পর উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ এবং নির্বাচন কমিশনের সকলেই কণ্ট্রোল রুম থেকে চলে আসেন।

কিন্তু পরের দিন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন রকম ফলাফল ছাপা হয়। এটাও উল্লেখ করা হয় যে ইউ এন বি এবং বাসস এর খবরে সরকারী গণমাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশন ঘোষণা দেয় যে সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন ৩,৮০৩ ভোটে তার

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব কামাল আহামদ মজুমদারকে পরাজিত করেছেন। সেখানে উভয় পক্ষের মোট ভোটের সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। কিছু কিছু পত্র পত্রিকায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কথাগুলিও ছাপা হয়। তদুপরি রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও সংবাদ সংস্থার চাপের মুখে রাত্রি অনুমান ১-১৫ মিনিটে একটি ফলাফল দেন যাতে করে দেখা যায় যে বি, এন, পি প্রার্থী পেয়েছে ৯৩,৭৯৭ ভোট ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৯০,৬৮৪ ভোট পেয়েছেন। অবশ্য পরে তিনি আবার তা সংশোধন করে বলেন যে, যোগের ভুলের জন্য প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ উভয় পক্ষে বাড়িয়া যায়, আসলে উহা হবে যথাক্রমে ৮০,৪২৫ এবং ৭৭,৫৩৫। কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেন যে ফলাফল রেকর্ড করার ১ নং সিটটি ভুলক্রমে২ বার যোগ করা হয়েছিল।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন নির্বাচনের ফলাফল, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জানা মতে, নির্বাচন কমিশন এর মতামত ব্যাতিরেকে সরকারী গণমাধ্যম যথা রেডিও এবং টেলিভিশনে ইতিপূর্বে কখনো প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটা একটি ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচন কমিশনের অথবা রিটার্নিং অফিসারের মতামত ছাড়াই সরকারী গণমাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশন বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেয় এবং প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাও বলে দেয়, যদিও তখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্নিং অফিসার মোট প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারেন নাই। এতে স্পষ্টতই একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাতে করে সর্ব সাধারণ, বিশেষ কর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের মাঝে সঠিক নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে নানাবিধ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, তদারকী এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপর সরাসরি অর্পণ করেছে। সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং কমিশন এই দায়িত্ব পালন করবেন কেবল সংবিধান এবং আইনের অধীনে। তদুপরি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ অনুচ্ছেদ উক্ত আদেশের অধীনে সততার সাথে, সঠিকভাবে এবং সুষ্ঠুরূপে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা এ মর্মে নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছে: "Save as otherwise provided, the commission may issue such instructions and exercise such powers, including the power to review an order passed by any officer under this order or the rules, and make such consequential orders, as may in its opinion, be necessary for ensuring that an election is conducted honestly, justly and fairly, and in accordance with the provision of this order and the rules".

দরখাস্তকারীর উত্থাপিত আপত্তি যে রেডিও, টেলিভিশন নির্বাচন কমিশনের মতামত ব্যাতিরেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে সংবিধানের ১১৯(১) অনুচ্ছেদ লংঘন করেছে, এই আইনের প্রশ্নটিতেও কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া সমীচিন হবে না বলে নির্বাচন কমিশন মনে করে। এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দিতে হলে সংবিধানের বিভিন্ন অংশ সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেবে। তা একমাত্র সংবিধানের অভিভাবক দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টই দিতে পারে। তা'ছাড়া নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে সকল প্রিজাইডিং অফিসারদেরকে ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর পরই ভোট কেন্দ্রেই উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের সম্মুখে ভোট গননা করে ঐ কেন্দ্রেই প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলের সত্যায়িত কপি উপস্থিত প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টদের মধ্যে বিতরণের জন্য আদেশ দিয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের নিকট এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়েছে যে প্রায় সকল কেন্দ্রেই বিকাল ৬-৩০ মিনিটের মধ্যেই ভোট গননা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং যখন কেন্দ্রে ভোট গননা করে গননার ফলাফল সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয় তখন কোন সংবাদ সংস্থা যদি নিজের উপর দায়িত্ব নিয়ে তাদের সংগৃহীত সংবাদের উপর ভিত্তি করে ফলাফল প্রচার করে তা হলে সেটাকে সংবিধানের বরখেলাপ বলা সম্ভবতঃ এ পর্যায়ে ঠিক হবে না। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করাও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের একটি রীতি। তবে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে ভুল সংবাদ পরিবেশন করা অন্যায়। উহা সাংবাদিকতার মানদণ্ডেও একটি অবন্যতম অপরাধ।

এ দেশের সাধারণ মানুষ এটা বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে, যে সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভি ও রেডিও যে সকল তথ্য পরিবেশন করে, বিশেষ করে নির্বাচন সংক্রান্ত, তাহা সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। তবে পরবর্তীতে যদি প্রতীয়মান হয় যে উপরোক্ত সংবাদ বস্তুনিষ্ঠ ছিল না তখনই জন মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়। যেমন বর্তমান নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হয়েছে। এ অজুহাতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংবাদ পরিবেশক মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের বিভিন্ন

সংখ্যা উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। যাতে করে জন সাধারণ বিশেষ করে নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আরো নানাবিধ সন্দেহের উদ্রেগ হয়েছে। হাজার হাজার ভোটার নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

বাংলাদেশ সংবিধান এবং সংশ্লিষ্ট আইন এই নির্বাচনে কোন্ প্রার্থী সঠিক এবং আইনতঃ কত ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন এটা জানবার অধিকার সংশ্লিষ্ট ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরকে দিয়েছে। সাথে সাথে নির্বাচন পরিচালনা কাজে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপর আইনতঃ সঠিক ফলাফল তাঁদের জ্ঞাতার্থে পরিবেশন করারও দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

মিরপুর ১০ নং সেকশনে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম থেকে কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনে ৭৮টি কেন্দ্রের প্রাথমিক ফলাফল জানানোর পর আর কোন ফলাফল জানানো হয় নাই সেই মর্মে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছিল। ১০-২-৯৩ তারিখ কয়েকটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রতিবেদন থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে প্রিজাইডিং অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনী ফলাফলসহ যাবতীয় নির্বাচনী মালামাল হস্তান্তরের সুবিধার্থেই রিটার্নিং অফিসার তাদেরকে উক্ত কন্ট্রোল রুমে ঐ সকল দ্রব্যাদি হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী, সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং তার সাহায্যকারী কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত মিরপুর কমিউনিটি সেন্টারে ঐ সকল মালামাল ও কেন্দ্রে ভোট গননা ফলাফলের কাগজ গ্রহণ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় বি, এন, পি ও আওয়ামীলীগ উভয় দলের পক্ষ থেকে মিছিল আসতে থাকে। ইহাতে আইন শৃংখলার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যাতে করে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী মালামাল ও নিজেদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার জন্য তার নিজস্ব অফিসে যেয়ে ভোট গননার প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার উদ্যোগ নেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে কয়েক জন সংসদ সদস্য ঐ মুহূর্তে সেখানে থেকে উক্ত মালামাল সরানো সমীচিন হবে না বলে মত প্রকাশ করেন। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি হঠাৎ করে এমন রূপ নেয় যে তখন নির্বাচন কমিশন অথবা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি জানানো সহকারী রিটার্নিং অফিসারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই। এই পরিস্থিতিতে মিরপুর কন্ট্রোল রুমে রিটার্নিং অফিসারকে স্বয়ং যাওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দেন। তিনি তখন অনুমান রাত্র ৯-০০ টায় সেখানে যান এবং আওয়ামী লীগ এবং বি, এন, পি দলীয় বেশ কিছু সংখ্যক সংসদ সদস্য এর উপস্থিতিতেই প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা কেন্দ্র-ওয়ারী প্রকাশ করতে থাকেন। উভয় পক্ষ নিজ নিজ রেকর্ডের সাথে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ঘোষিত প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা মিলিয়ে নেন।

ঐ সময় কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত নির্বাচন পরিচালনা কর্মকর্তাদের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে ঐ দিন রাত্রির প্রথম দিকে যদি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দকে মিছিল বের করতে না দিতেন তা হলে কোনরূপ গোলযোগ দৃষ্টির কারণ হতো না। এটা উল্লেখ করা দরকার যে ঐ রাত্রি ১২-০০ টা পর্যন্ত সকল প্রকার মিছিল বের করা নিষিদ্ধ ছিল এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মিছিলে অংশগ্রহণ করা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার জন্য কমপক্ষে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলীয় রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের মধ্যে শৃংখলাবোধ ও সহনশীলতার অভাবই উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

জনাব সাদেক আলী খান, উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা, মিরপুরস্থ কন্ট্রোল রুমে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট হইতে নির্বাচনী ফলাফলের কপি ও মালামাল বুঝে নেন। তাহার জিজ্ঞাসা মতে প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসার বলেন যে তারা ভোট গননার মূল হিসাব প্রথমে কাগজের নির্দিষ্ট প্যাকেটে রেখে সিল করেছেন এবং উহা অন্যান্য মালামালসহ চটের ব্যাগে ভর্তি করে ঐ ব্যাগটি গালাযুক্ত সিল মোহর করে দিয়েছেন।

কাজেই দেখা যায় যে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তৈরী কেন্দ্রে ভোট গননার মূল হিসাব নির্বাচন কমিশন হতে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট কাগজের খামে সীলমোহরকৃত অবস্থায় উপরোক্ত চটের থলেতে রয়েছে।

রিটার্নিং অফিসারকে ৪-২-৯৩ ভোট একত্রিকরণের সময় সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মুখে ভোট গননার ঐ মূল হিসাব বেরকরে উহার ভিত্তিতেই কেন্দ্র ও প্রার্থীভিত্তিক ভোট একত্রিকরণ হিসাব তৈরী করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি মূলতঃ উহা করে নাই। বরং পূর্ব রাত্রে যে সকল হিসাব প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল নির্ণয়ের জন্য পেয়েছিলেন তার উপর

ভিত্তি করেই গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে তার উপর অর্পিত ভোট একত্রিকরণ কাজটি করেছেন, যদিও প্রিজাইডিং অফিসারগণ আইনের বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পরবর্তীতে ভোট একত্রিকরণ হিসাব তৈরী করার জন্যই উল্লেখিত মূল হিসাবটি সীল গালা করে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে তার নিকট হস্তান্তর করেছেন।

ইহা ছাড়াও রিটার্নিং অফিসার এবং তার সহকর্মী উপ-নির্বাচন কমিশনার, জনাব সাদেক আলী খানের মৌখিক বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব জারীকৃত নোটিশ অনুযায়ী ৪-২-৯৩ তারিখ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৭ নং অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান মতে প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্র থেকে প্রেরিত চটের বস্তা থেকে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গননা থেকে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারের প্যাকেটগুলি বের করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় নাই। যাহা আইনের দিক থেকে অবশ্য করণীয় ছিল। তাদের মতে যেহেতু বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ১,৬২৬ এবং উহা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য হইতে অনেক কম সেহেতু বাতিলকৃত ভোটের সব কয়টি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পক্ষেদিলেও আসল ফলাফলের কোন পরিবর্তন হয় না, সেহেতু রিটার্নিং অফিসার সিল করা চটের ব্যাগ খোলে গননা বহিভূত ভোটের প্যাকেট বের করে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন নির্বাচনকে আইন মোতাবেক সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন পরিচালক মণ্ডলীর উপর দিয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু কোন প্রার্থীর পাস ফেলের কথা নয়, কোন্ প্রার্থী সঠিক কত ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন সেটা জানবার অধিকার অবশ্যই নির্বাচক মণ্ডলীর রয়েছে। কাজেই উল্লেখিত আইনের ৩৭(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কর্তব্যটি নির্বাচনের ফলাফল একীকৃত করার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার এর অবশ্য করণীয় ছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর যদি তিনি দেখতেন যে, ইহাদের মধ্যে গণনা উপযোগী বৈধ ভোট রয়েছে তাহলে তাহা যোগ করে নির্বাচক মণ্ডলীকে তাহা জানানো অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় সঠিক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা নিরূপণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এ সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর অধীনে প্রণীত The conduct of elections Rule,1972 এর ২৫ নং বিধি উল্লেখ করা যাইতে পারে। Rule 25 (২) নিম্নরূপ :--

"'Before consolidating the results, the Returning Officer shall open the packets containing the ballot papers excluded] from the count by the Presiding Officer and also the packets containing the challenged ballot papers and scrutinise each such ballot paper as was excluded from the count by the Presiding Officer."

তদুপরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের উপর জারীকৃত ২১শে জানুয়ারী ১৯৯৩ এর ৭ নং পরিপত্রে প্যারা ৬ ও ৯ এর মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা থেকে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং আরো বলা হয়েছিল যে যদি তিনি দেখেন যে ঐ সকল ব্যালট পেপারের মধ্যে গণনা করার উপযোগী বৈধ ভোট রয়েছে তা হলে উহা বৈধ ভোটের সাথে যোগ করে ফলাফল একত্রীকৃত করতে হবে। তদনুযায়ী ফলাফল একীকৃত করার জন্য উক্ত পরিপত্রের ৯ নং প্যারায় রিটার্নিং অফিসারকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল :—

> "ফলাফলের একীকৃত বিবরণী ও নির্বাচনী রিটার্ণ প্রস্তুত করিবার পর যে সমস্ত প্যাকেট ফলাফল একীকৃত করিবার জন্য খোলা হইয়াছে, সেই গুলিতে ব্যালট পেপার বা অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ পুনরায় ভর্তি করিয়া সীল করিবেন। সীলমোহরকৃত প্যাকেট যদি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট দস্তখত এবং সীলমোহর সংযুক্ত করিতে চাহেন তবে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ফলাফল একীকৃতকরণের বিবরণীর কপি দাবী করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।"

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক উক্ত ৩৭ নং অনুচ্ছেদে বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল একীকৃত করা হয় নাই। ইহা ছাড়া রিটার্নিং অফিসারের স্বীকৃত মতে সীলমোহর করা কোন

প্যাকেট ভোট একত্রিকরণের সময় খোলা হয় নাই। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ৩-২-৯৩ তারিখে বেসরকারী প্রাথমিক ফলাফল দিয়েছিল। প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটারদের আগ্রহ ও উৎসুক্য নিবারণের জন্যই সংগ্রহ করা হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ বা নির্বাচন পরিচালনা বিধি, ১৯৭২-তে ইহার কোন আইনগত ভিত্তি/উল্লেখ নাই। তদোপরি উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা এর বক্তব্য থেকে দেখা যায় প্রিজাইডিং অফিসারগণ কেন্দ্রে ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফলের কিছু বিবরণী সীল করা এনভেলাপে, কিছু বিবরণী সীল বিহীন এনভেলাপে, কিছু বিবরণী এনভেলাপ বিহীন খোলা অবস্থায় তার নিকট হস্তান্তর করেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারের ষ্টাফ অফিসার হিসাবে ঐ অবস্থাতেই উহা গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রাথমিক গণনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই ৪-২-৯৩ তারিখে রিটার্নিং অফিসার ১১৭টি কেন্দ্রের ফলাফল একীকৃত করেছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে চটের ব্যাগে সংরক্ষিতসীল মোহর করা কেন্দ্রের ভোট গণনার মূল বিবরণীর সংগে প্রাথমিক বেসরকারী ফলাফলের জন্য প্রাপ্ত ভোট গণনার বিবরণী আদৌ যাচাই করা হয় নাই।

এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামীলীগ প্রার্থীর ইলেকশন এজেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কে, এস নবী শুনানীর সময় অভিযোগ করেন যে ১৮টি কেন্দ্রে তাদের এজেন্টেদের প্রিজাইডিং অফিসারগণ কেন্দ্রে ঘোষিত ফলাফলের সত্যায়িত কপি দেন নাই। কিন্তু আবেদনপত্রে কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪টি থাকায় কমিশন শুনানীর পর্যায়ে ঐ সংখ্যার পরিবর্তন করতে দেয় নাই। তা'ছাড়া আবেদনপত্রে ঐ সকল কেন্দ্রের কোন তালিকাও উল্লেখ করা হয় নাই। ঐ মর্মে কোন অভিযোগ নির্বাচন কমিশন বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট যথা সময়ে উত্থাপিত হয় নাই। কাজেই এ পর্যায়ে এরূপ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে এও লক্ষণীয় যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও পত্রিকায় ভোট গণনার ফলাফল সম্পর্কে নানারকম তথ্য প্রকাশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে,--

(ক) "বার্তা সংস্থা ইউ এনবি'র উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল রাত দশটার টিভি বি এন, পি প্রার্থী সৈয়দ মোঃ মহসীনকে নিরপুর উপনির্বাচনে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেছে"। "ইউ এন বির মতে বিএনপি প্রার্থী ১১৭টি কেন্দ্রে মোট ৭৯ হাজার ৬৯৫ ভোট পেয়েছেন। পক্ষান্তরে আওয়ামীলীগ প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৮৯২ ভোট"। (দৈনিক বাংলা বাজার তারিখ ৪-২-৯৩)।

(খ) "The UNB released another report quoting Salauddin Ahmed, MP, The chief election agent of the BNP candidate, as saying that BNP got 79,118 votes while AL got 76,434 votes." (ডেইলী ষ্টার, তারিখ ৫-২-৯৩)।

(গ) "কামাল মজুমদার নির্বাচনের দিনের ও নির্বাচন পরবর্তী নিরপুরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে দাবী করেন যে তিনি ১ হাজার ৯শ' ২৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন।" (দৈনিক বাংলা, তারিখ ৬-২-৯৩)।

(ঘ) বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন "আমাদের প্রার্থী কামাল মজুমদার ৭৯ হাজার ৪শ' সামথিং ভোট পেয়েছেন।" (দৈনিক বাংলা, তারিখ ৬-২-৯৩)।

(ঙ) জনাব খ, ম জাহাংগীর বলেন "আমাদের প্রার্থী মোট ৭৯ হাজার ৯শ' ৫২ ভোট পেয়েছেন। (দৈনিক বাংলা, তারিখ ৬-২-৯৩)।

(চ) "সংসদে তোফায়েল আহমদ বলেছেন, কামাল মজুমদার ১ হাজার ৭শ' ৫২ ভোটে জয়ী হয়েছেন।" (দৈনিক বাংলা, তারিখ ৬-২-৯৩)।

অর্থাৎ দেখা যায় যে, ভোট গণনার বিবরণী সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানারূপ তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রাসংগিক সর্বদিক ও বিষয়াদি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যেখানে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ উঠে নাই, কেবল ভোটের চূড়ান্ত সঠিক ফলাফল সম্পর্কে এক ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, তা এই মুহূর্তে দূরীভূত না করতে পারলে জাতীয় জীবনে গণতন্ত্রের সুচিত ধারা ভীষণভাবে ব্যাহত হতে পারে।

নির্বাচনী সকল মালামাল যেখানে আইনানুগভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় সংরক্ষিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আইনানুগভাবে সংশ্লিষ্ট সর্বসমক্ষে ভোট পুনঃ গণনার মাধ্যমে নির্বাচনের সঠিক ফলাফল নিশ্চিত করে সকল প্রকার ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহের অবসান করা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমরা এ সম্পর্কে মোটেই অন্যমনস্ক নই যে যেখানে রিটার্নিং অফিসার স্বয়ং যা ভাল মনে করেছেন সেভাবে ভোট একত্রীকরণের কার্যটি করে একজন প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কমিশনে একটি নির্বাচনী রিটার্ণ দাখিল করেছেন সে ক্ষেত্রে ঐ প্রার্থীকে তার পক্ষে কোনরূপ বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়েই ঐরূপ নির্বাচনী রিটার্ণ বাতিল করে ভোট পুনঃ গণনার আদেশ দিলে তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হবে কিনা। বিষয়টি কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখেছে। এটা উল্লেখ্য যে আইন ও বিধি মোতাবেক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যারা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাদের স্বীকৃত মতেই এবং সংরক্ষিত রেকর্ড অনুযায়ী স্পষ্টতঃ সকল প্রকার বিতর্কের উর্দ্ধে যে ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে আইন ও বিধি মোতাবেক ভোট একত্রীকরণ কার্যকরী করা হয় নাই, যার ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী রিটার্ণ দাখিল করেছেন এবং নির্বাচনী মালামাল আইনানুগভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে সেক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল নিশ্চিত করণের জন্য ভোট পুনঃ গণণার আদেশে কোন প্রার্থীর কোনরূপ অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। পুনঃ গনণার সময় তিনি উপস্থিত থেকে যে কোন ভোট সম্পর্কে আইনানুগ বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

সুতরাং সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৭(৫) (বি) ও ৯১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় সংসদ ১৯০ ঢাকা-১১ নির্বাচনী এলাকায় ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের ফলাফল সম্বলিত, ৪-২-৯৩ তারিখে উক্ত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কতৃক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৭ অনুচ্ছেদ বলে প্রস্তুতকৃত এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা বলে ঘোষিত ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত আনুষাংগিক যাবতীয় আদেশ নির্দেশ আইনানুগ সম্পন্ন না হওয়ায় বাতিল করা হলো, এবং উক্ত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার, জনাব বদিউর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে উক্ত উপ-নির্বাচনের সংরক্ষিত সকল ভোট আইনানুগ সংশ্লিষ্ট সর্বসমক্ষে পুনঃ গণনা করে চূড়ান্ত সঠিক ফলাফল আইনানুগ পুনঃ তৈরী করে সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

উক্ত রিটার্নিং অফিসার আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ রোজ সোমবার সকাল ১০-০০ টা থেকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সভা কক্ষে নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে আইনানুগ ঐ ভোট পুনঃ গণনার যাবতীয় কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব অত্র আদেশ যথা সময়ে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এই আদেশের অবিকল অনুলিপি নির্বাচনের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নিকট এবং জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ের সচিবদের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

উপরোক্ত আদেশের মর্মদৃষ্টে জনাব খ, ম, জাহাংগীরের আবেদনপত্রটি নথিভুক্ত করা হলো।

(বিচারপতি সৈয়দ মিছবাহউদ্দিন হোসেন)
নির্বাচন কমিশনার।

(বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

জিপিপিডি—শাখা-২—১৪৭২/৯৩-৯৪/(নিঃ)—২২-৯-৯৪—২০০০।